দ্য কভার স্টোরি

ভূমিকা

লণ্ডনের ব্রিটিশ সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের দপ্তরে একটি চলচ্চিত্র দেখানো হচ্ছে, হঠাৎ পর্দার বুকে দেখা গেল এক সুশ্রী যুবতীকে গাড়িচাপা দিয়ে খুন করা হলো। দৃশ্যটা যে সত্যি তা জানতে পারলেন বিখ্যাত সাংবাদিক রবার্ট নিউম্যান দর্শকদের মধ্যে বসে, যেহেতু নিহত যুবতী ছিলেন তাঁরই প্রবাসী স্ত্রী।

'অ্যাডাম প্রোকেন রাশিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে যাচ্ছেন, যে-কোনভাবে তাঁকে বাধা দিয়ে ফিরিয়ে আনুন,' মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগনের দপ্তর থেকে পাঠানো এই গোপন খবরে ব্রিটিশ সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের ছোটকর্তা টুইড নড়ে-চড়ে বসেন, তিনি জানেন প্রোকেন নিজে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ডানহাত। টুইডের সঙ্কেত পেয়ে পূর্ব ইউরোপে তাঁর গোয়েন্দারা সতর্ক হয়, ঘটতে থাকে একের পর এক ভয়ানক ঘটনা। এরই মাঝে সাংবাদিক নিউম্যান জানতে পারেন তাঁর স্ত্রীকে খুন করেছে রুশ গুপ্তচরেরা।

নিউম্যানের দু'চোখে জ্বলে ওঠে প্রতিহিংসার আগুন, কাউকে কিছু না বলে তিনি রওনা হন ফিনল্যাণ্ডের দিকে। গোয়েন্দা টুইড পড়েন ফাঁপরে, একদিকে নিউম্যানের প্রাণ তাঁকে বাঁচাতেই হবে, অন্যদিকে অ্যাডাম প্রোকেন রাশিয়ার মাটিতে পা দেবার আগেই তাঁকে ধরে আনা, এই দুটি দায়িত্ব বর্তেছে তাঁরই ওপর। নিউম্যানের অজান্তে তাঁর পিছু ড়. যেখানে নিউম্যান, সেখানেই টুইড।

ততদিনে প্রোকেন রহস্য আরও দানা বেঁধেছে, কিন্তু যে লোকটিকে কেউ কখনও চোখেই দেখেনি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কোটি কোটি মানুষের ভেতর থেকে টুইডের লোকেরা কিভাবে তাঁকে খুঁজে বের করবে? অ্যাডাম প্রোকেন কি সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর কর্ড ডিলন, অথবা মার্কিন কূটনীতিক স্টিলমার, অথবা তাঁর পত্নী? অ্যাডাম প্রোকেন নামে আদৌ কেউ আছেন কি না, এই প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন টুইড যখন দেখলেন পত্নী হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে নিউম্যানও নিরাপদে এসে পৌঁছেছেন তাঁর পাশে। সেই জটিল রহস্যের আবর্তে ঘুরপাক খেতে হবে এই বইয়ের সব পাঠককে।

THE COVER STORY

By : Colin Forbes

Translated by : Subhadeb Chakraborty

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় প্রাণেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে

—অনুবাদক

আমাদের প্রকাশনায় প্রকাশিত এই লেখকের
আরেকখানি বেস্ট সেলার

পূর্বকথন

'অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল', ব্যক্তিগত সিনেমা হলের ছোট অন্ধকার ঘরের ভেতর হাওয়ার্ডের গলায় উত্তেজনা ফুটে বেরোল, 'সত্যি বলছি এ অসহ্য। চোখে দেখা যায় না! আর তুমি এই নিয়ে তিনবার একটা জিনিস দেখে যাচ্ছ!'

'দয়া করে মুখটা বন্ধ করো!' যাকে লক্ষ্য করে বলা সে এবার উত্তর দিতে গিয়ে মুখ খুলল, 'পর্দায় যাকে দেখছ সে আমারই বৌ...'

প্রোজেক্টর অপারেটর সিনেমার রীলটা আবার চালু করল আর পর্দার সামনে বসা নিউম্যানের মনে হলো তার গোটা শরীর যেন জমে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো অবশ আর অনুভূতিহীন হয়ে উঠছে। সম্মোহিতের মতো সে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে পর্দার দিকে। পর্দার বুকে যে দৃশ্য ফুটে উঠছে সেটা মুভি ক্যামেরায় যিনি তুলেছেন তিনি যে একজন পেশাদার ফোটোগ্রাফার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। জ্যোৎস্না রাত, আকাশে পরিষ্কার গোল চাঁদ, নীচে এক অজানা অচেনা পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আলেক্সি। হঠাৎ দূর থেকে ছুটে এলো একটা গাড়ি যমদূতের মতো, ভয়ঙ্কর বেগে সেই গাড়িটা আচমকা এক ধাক্কা মারল আলেক্সিকে। আলেক্সি মাটিতে পড়ে যেতেই গাড়ির চালক গাড়ি তুলল, কোনরকম চিন্তা না করে তার পাতলা ছিপছিপে পুতুলের মতো নরম শরীরটা চাকার নীচে পিষে দলা পাকিয়ে ফেলল নিমেষের মধ্যে।

সেই বীভৎস দৃশ্য দেখতে দেখতে নিউম্যানের তলপেটের পেশীগুলোতে টান ধরল, গাড়ির চাকায় আলেক্সির দেহের হাড়গোড় আর মাথার খুলি সব ফেটে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তা অনুভব করল সে অনায়াসে। হঠাৎ পর্দার বুকে গাড়িটা ব্রেক কষে থেমে গেল, দেখা গেল আলেক্সি রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে পথের ওপর, এতটুকু নড়ছে না সে। গাড়ির চালক এবার গিয়ার রিভার্সে তুলে আবার পিছিয়ে এলো। আলেক্সির দেহের ওপর দিয়ে গাড়িটা আবার চালিয়ে নিয়ে গেল সে, আলেক্সির দেহের আরও কয়েকটা হাড় ভাঙ্গার আওয়াজ শুনতে পেল নিউম্যান। আলেক্সির সুন্দর মুখখানা এতক্ষণে নিশ্চয়ই একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ছবি মুছে গেল, হলের অন্ধকার কেটে গিয়ে আলো জ্বলে উঠল; পর্দা এখন পুরো নিষ্কলঙ্ক ধপধপে সাদা। নিউম্যান সিট ছেড়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলো, তার পেছন পেছন এলো হাওয়ার্ড, নিউম্যানের শরীর তখন টলছে, হাওয়ার্ড তার একটা হাত চেপে ধরতেই সে এক ঝাঁকুনি দিয়ে হাতটা সরিয়ে নিল।

'যাকে পর্দায় দেখলাম সে কি তোমার বৌ?' হাওয়ার্ড প্রশ্ন করল।

'সে তো আগেই তোমায় বলেছি, ও হলো আলেক্সি।' কালো চোখ করে নিউম্যান রোবটের মতো যান্ত্রিক গতিতে এগোতে লাগল। তার চোখ এখন সামনের দিকে।

'আমি দুঃখিত', হাওয়ার্ড বলল, 'তোমার বৌ কি কোনও খবর যোগাড় করতে গিয়েছিল ?'

'চুপ করো', নিউম্যান মৃদু গলায় ধমকে উঠল, 'ওকে আমি ঠিক চিনেছি, তার বেশী কিছু জানতে চাই না, জানার দরকার নেই।'

'একটা টিনের পেটিতে ভরে ঐ ফিল্মের রীলটা ডাকে পাঠানো হয়েছিল', হাওয়ার্ড প্রসঙ্গের জের টেনে বলল, 'সেই পোস্টঅফিস তোমার ফ্ল্যাটের কাছেই, সীলমোহরে ছাপ ছিল এস ডব্লু ৫···।'

নিউম্যান এবার আর উত্তর দিল না, আগের মতোই যান্ত্রিক গতিতে হাঁটতে লাগল সে। দু আঙ্গুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটের আগুন নিভে গেছে বহুক্ষণ আগে সেটা ঐভাবে চেপে ধরেই বড় বড় পা ফেলে হাঁটতে লাগল নিউম্যান। কিন্তু হাওয়ার্ডও হার মানার পাত্র নয়, সে এবার নিউম্যানের মুখ খুলতে অন্যপথে এগোল।

'বড় বড় হরফে লেখা একটি নির্দেশও ছিল', হাওয়ার্ড বলল, 'উল্লেখ করা ছিল 'সবাইকে বলে দাও তারা যেন প্রোকেইনের ব্যাপারে মোটেই কৌতূহলী না হয়, প্রোকেইনের কাছ থেকে তারা যেন তফাতে থাকে। এসো না, আমার অফিসে এসে একটু কফি খেয়ে যাও, অথবা তার চাইতে কড়া কিছু···। আমার কর্মচারীরা অনেকেই ছবিটা দেখেছে, ঘটনাটা কোন দেশে ঘটেছে তা খুঁজে বের করতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি তারা। বিশেষতঃ পেছনের ঐ দুর্গটা···।'

'ওটা আগে কোথাও আমি দেখেছি' একইরকম নিরাসক্ত গলায় নিউম্যান বলল।

'কোথায় দেখেছ ?' ব্যগ্রভাবে জানতে চাইল হাওয়ার্ড।

'কোনও ছবিতে দেখেছি, কিন্তু জায়গাটা কোথায় তা আমি জানিনা। টুইড কি এর দায়িত্ব নেবেন ? আর প্রোকেইনই বা কে ?'

'এ সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা নেই।'

'বলুন, যত পারেন মিথ্যেকথা শোনান আমায়।'

নিউম্যান রিসেপশন ডেস্কের কাছে যেতেই সাদা পোশাকের রক্ষীটি সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তাঁর প্রবেশপত্রটি পরীক্ষা করতে হাত বাড়াল সে, কিন্তু হাওয়ার্ড ঘাড় নেড়ে ইশারা করতেই রক্ষীটি আবার হাত গুটিয়ে নিয়ে বসে পড়ল। নিউম্যান পেছন ফিরে আর তাকাল না, দরজা খুলে পার্ক ক্রিসেন্টে ঢুকল সে।

বাড়ির সামনে এসে ভাড়া মিটিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে এলো নিউম্যান, দরজার মুখেই দেখা হয়ে গেল পোস্টম্যানের সঙ্গে। নিউম্যানকে দেখে হাসল পোস্টম্যান, তিনটে মুখ-বন্ধ খাম তুলে দিল তার হাতে।

'ধন্যবাদ !' বলে নিউম্যান বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চলল টাওয়ার হোটেলের দিকে।

কয়েক পা এগোতেই হাতে ধরা তিনটে খামের একটার দিকে তার চোখ পড়ল। খামের গায়ে তার নাম আর ঠিকানা লেখা, এ হাতের লেখা নিউম্যানের খুব পরিচিত। তবে যে চিঠিটা লিখেছে সে এখন আর বেঁচে নেই। এ চিঠি আলেক্সির লেখা, সুইডেন থেকে ডাকে পাঠানো হয়েছে, খামের ওপর ডানদিকের কোণে সীলমোহর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

হেলসিংফোর্স, তারিখ রয়েছে ২৫-৮-৮৪। হেলসিংকির নাম ঐসময় ছিল হেলসিংফোর্স।

একটা বিশ্রী অনুভূতিতে নিউম্যানের দেহ মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আজ বৃহস্পতি-বার, অথচ গত শনিবার দিনও আলেক্সি বেঁচে ছিল আর ঐদিনই এই চিঠিটা ডাকে ফেলেছিল সে। নিউম্যান একটু ভেবে বুঝতে পারল হাওয়ার্ড যে ভয়ঙ্কর ছবিটা কিছু-ক্ষণ আগে তাকে দেখিয়েছে সেটা নিশ্চয়ই কেউ হেলসিংকি থেকে লণ্ডনে নিয়ে এসেছে, তারপর স্থানীয় ডাক মারফৎ বিলি করেছে। নিশ্চয়ই গত চার পাঁচ দিনের ভেতর ঘটেছে পুরো ঘটনাটা।

চিঠিটা না খুলেই টাওয়ার হোটেলের রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকল নিউম্যান, সুবিধে মতো একটা জায়গায় বসে টোস্ট আর কালো কফির অর্ডার দিল। পরপর দুকাপ কালো কফি খেয়ে পকেট থেকে খামটা বের করল নিউম্যান, আর তখনই খামের বাঁ দিকের কোণে ছাপানো একটা হোটেলের নাম তার চোখে পড়ে গেল।

হোটেল কালাস্টাজাটোরপা, কালাস্টাজাটোরপার্পিন্ট ১,০০৩৩০, হেলসিংকি ৩৩। খবর যোগাড় করতে একবার নিউম্যান হেলসিংকিতে গিয়েছিল, সেখানে মার্সকি হোটেলে উঠেছিল সে, কিন্তু এই গালভরা নামের হোটেলের কথা কেউ বলেনি তাকে।

খাম খুলতেই নীল রাইটিং প্যাডের একখানা কাগজ বেরিয়ে এলো, তাতে সুন্দর মেয়েলি ছাঁদে লেখা—

প্রিয় বব,

খুব তাড়ার মধ্যে আছি। ঠিক সাড়ে দশটায় জাহাজ ছাড়বে, যে করেই হোক ওতে চাপতে হবে। হ্যাডাম প্রোকেনকে থামাতেই হবে। এখানেই রাখছি, বন্দরে যাবার পথে চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে দেব। আঁকিপেলাগো আমার সেরা বাজী।

আলেক্সি।

ব্যস, এইটুকু। তোমার প্রিয়তমা বা আদর ভালোবাসা নিও, এসবের কোনও নাম-গন্ধ নেই, শুধু আলেক্সি। অতএব, এই শেষের দিকেও কিছুই পাল্টায়নি, তাদের দুজনের মধ্যে যে ফাটল ধরেছিল তা পরিপূর্ণ আর স্থায়ী রূপ নিয়েছে। তবে আলেক্সি 'লা মণ্ডে' দৈনিক পত্রিকার হয়ে নানারকম খবর খুঁজে বেড়ায় আর সে গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক না কেন, তা সামাল দেবার মতো ক্ষমতা বব নিউম্যানের আছে, আর পরিস্থিতি সত্যিই খারাপের দিকে এগিয়ে চলেছে।

প্রোকেন।

হাওয়ার্ড গোড়ায় প্রোকেনের নাম উল্লেখ করেছিল, কিন্তু তারপরেই বলেছিল যে প্রোকেন সম্পর্কে কিছুই জানেনা সে, যদিও তার ঐ বক্তব্য নিউম্যানের আদৌ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। পট থেকে আরও খানিকটা কালো কফি কাপে ঢাললো সে, সিগারেট ধরিয়ে আয়েস করে টানতে লাগল।

অ্যাডাম প্রোকেন, সে যে কেউ হতে পারে। হেলসিংকি বন্দর থেকে ১০-৩০-এ একটা জাহাজ ছাড়ছে, তার মানে সকাল সাড়ে দশটা। রাতেরবেলা হলে আলেক্সি নিশ্চয়ই ২২-৩০ উল্লেখ করত। জাহাজটা কোথায় যাচ্ছিল? আশা করি লেনিনগ্রাদ নয়, নিউম্যান নিজের মনে বলে উঠল।

আর্কিপেলাগো, তার মানে দ্বীপপুঞ্জ। কিন্তু আলেক্সি এই চিঠিতে কোন দ্বীপপুঞ্জকে উল্লেখ করেছে? সুইডিশ, আবো, নাকি টুর্কু, কোনটা?

আরও দুটো ব্যাপার।

প্রথমতঃ, হেলসিংকির একটি হোটেলের নাম, সম্ভবতঃ আলেক্সি সেখানে উঠেছিল। দ্বিতীয়তঃ, কিছুক্ষণ আগে যে ফিল্মটি নিউম্যান দেখেছিল তাতে একটি পুরোনো কেল্লার ছবি কয়েকবার ফুটে উঠেছিল যে সময় আলেক্সি গাড়ির চাকার নীচে পিষে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। ঐ দুর্গটা কোথাও আগে দেখেছে সে, যদিও এইমুহূর্তে তা কিছুতেই মনে করতে পারছে না।

খাবারের দাম মিটিয়ে নিউম্যান রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে সোজা এসে পৌছোল তার ফ্ল্যাটে। এখন সকাল সাড়ে আটটা, লণ্ডন শহরের আরেকটি কর্মব্যস্ত দিন শুরু হয়েছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল চেসমোর হাউসের বাইরে একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কে জানে কেন সঙ্গে সঙ্গে সে ভেতরে ভেতরে একটা হুঁশিয়ারী অনুভব করল।

সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস, সংক্ষেপে এস আই এস-এর অফিস। নিউম্যান কিছুক্ষণ আগে এসেছিল একথা হাওয়ার্ড নিজে শুনিয়েছে টুইডকে, আর তাই শুনে টুইড গেছেন রেগে।

'আপনি হয়ত ভুলে গেছেন যে আলেক্সি বব নিউম্যানের স্ত্রী, কাজেই আমার মনে হয় ঐ ফিল্মটা দেখার অধিকার ওর পুরোপুরি আছে।'

'আলেক্সি যে ওর স্ত্রী সেই খেয়াল আমার আছে,' টুইড জবাব দিলেন, 'আর তাই তার খুন হবার ছবি নিউম্যানকে দেখানো খুবই নিষ্ঠুর কাজ হয়েছে।'

'কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত এখানে তা স্থির করার দায়িত্ব কিন্তু আমার ওপর আছে', হাওয়ার্ড টুইডকে নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে দিতে চাইল।

'মানছি', টুইড বললেন, তবে এই প্রোকেনের ব্যাপারটা বাদে। আজ সকালেই প্রধানমন্ত্রী আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আপনি এই চিঠিটা পড়ে দেখুন।' কথা শেষ করে টুইড একখানা খাম এগিয়ে দিলেন হাওয়ার্ডের দিকে।

সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। সেই শোভা দেখতে দেখতে সে এতই মোহিত হয়ে গেল যে একসময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লায়লাকেও এই প্রাকৃতিক শোভার অঙ্গ বলে তার মনে হলো। হাত বাড়িয়ে লায়লার কোমর গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরল নিউম্যান।

'কফি আসছে', লায়লা বলে উঠল, 'আর ইচ্ছে করলে এখন থেকে আমায় শুধু লায়লা বলে ডাকতে পারো।'

'এখন থেকে তুমিও আমায় আর মিঃ নিউম্যান বলবে না, শুধু বব বলে ডাকবে।'

'কফি যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নাও', লায়লা বলল।

জুতোজোড়া খুলে নিউম্যান শুয়ে পড়ল, মিনিটখানেকের ভেতর ঘুমিয়ে পড়ল সে। কফি যথাসময়ে ওয়েটার এসে পৌঁছে দিল, কিন্তু লায়লা আর তার ঘুম ভাঙ্গালো না, জানালার সামনে বসে একাই কফি খেল। আরও কিছুক্ষণ বাদে লায়লা তার হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জুতোজোড়া খুলে ফেলল, নিউম্যানের পাশের খাটে শুয়ে পড়ল টানটান হয়ে।

প্যারিসে পৌঁছে ব্রিস্টল হোটেলে এসে উঠলেন টুইড, সেদিন তারিখটা ছিল ৩০শে আগস্ট। কামরায় জিনিসপত্র রেখে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি, প্লেস ডি ভসগেসে লা শোপে রেস্তোরাঁয় ঢুকলেন।

তখন সবে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। কোণের দিকে একটা টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন টুইড, সেখানে মাঝবয়সী মোটাসোটা দেখতে একটি লোক বসে খাচ্ছিল।

'মাপ করবেন' বিশুদ্ধ ফরাসীতে টুইড লোকটাকে বললেন, 'এখানে বসতে পারি?'

'একশোবার', ইশারায় পাশের চেয়ারটি দেখিয়ে দিল লোকটি, নাম তার আন্দ্রে মুতেত। ওয়েটার খাবারের অর্ডার নিয়ে যাবার পর টুইড তার সঙ্গে আলাপ করলেন।

আন্দ্রে মুতেতকে বাইরে সবাই জুয়াড়ী বলেই জানে, বিভিন্ন রেসে কখন কোন ঘোড়া জিততে পারে সেই সম্ভাবনার কথা আগাম জানিয়ে রোজগার করে সে। কিন্তু এছাড়া তার আরও কিছু কার্যকলাপের কথা টুইড জানেন যার মধ্যে একটি হলো প্যারিসে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের চাকর, রাঁধুনী আর দারোয়ান শ্রেণীর কর্মচারীদের পয়সা দিয়ে সে সব জায়গার গোপন খবর জোগাড় করা।

'বারগুলোতে যান', মুতেত বলল, 'গোপন খবর পাচার করার ওগুলোই হলো সেরা জায়গা। দেখবেন ওগুলো আপনার কাজে আসবে। আগামী হপ্তার পুরোটাই আমি আপনার জন্য ব্যস্ত থাকব, কিন্তু আপনি হয়তো আজ রাত থেকেই শুরু করতে চাইবেন।' কথা শেষ করে মুতেত একটা কাগজে বিভিন্ন বারের নাম আর ঠিকানা লিখতে লাগল, সেই ফাঁকে ওয়েটারকে ডেকে টুইড খাবার আর পানীয়ের দাম মেটালেন।

সেদিন সন্ধ্যেটা টুইড আন্দ্রে মুতেতের উল্লেখ করা বারগুলোর কয়েকটাতে গিয়ে হানা দিলেন। বারটেণ্ডারদের সঙ্গে গোপন সঙ্কেতের মাধ্যমে বার্তা বিনিময় করলেন। কাজ-

কর্ম সেরে ব্রিস্টল হোটেলে আবার যখন ফিরে এলেন তিনি তখন রাত বারোটা বাজতে খুব বেশী দেরী নেই।

পরদিন ভোর ছটার ফ্লাইটে টুইড গিয়ে পৌছোলেন পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাংকফুর্টে।

ফ্রাংকফুর্ট বিমানবন্দর থেকে কিছু প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে টুইড এসে হাজির হলেন ইণ্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে, এখানকার ১৪৬৭ নম্বর কামরাটি তাঁর জন্য আগেই রিজার্ভ করা ছিল।

লাঞ্চের পনর মিনিট আগে টুইড এলেন হোটেলের রেস্তোরাঁয়। ঠিক দুপুর একটায় এসে হাজির হলো লিজা ব্রাণ্ড, টুইডকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এলো সে, দুহাতে জড়িয়ে ধরল তাঁকে, বিশুদ্ধ জার্মানে অভিবাদন জানাল। লম্বায় মাত্র পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি হলেও লিজাকে দেখতে সত্যিই সুন্দরী, বয়সও তার চল্লিশ একচল্লিশের বেশী নয়।

'ইস্‌, কতদিন বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হলো গো!' লিজার গলায় আন্তরিকতা ফুটে বেরোল, 'হাতে সময় নিয়ে ফ্রাংকফুর্টে এসেছো তো? এসো আজকের দিনটাকে আমরা স্মরণীয় করে তুলি।'

'সময় নেই গো সোনা', টুইড লিজার চিবুক নেড়ে আদর করে বললেন, 'খুব জরুরী কাজ হাতে নিয়ে এসেছি, ফিরতেও হবে তাড়াতাড়ি।'

'একদিন তো সময় ছিল।' কৃত্রিম শাসনের সুর ফুটে উঠল লিজার গলায়, 'না কি তুমি সব ভুলে গেছো?'

'লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে', টুইড লিজাকে টানতে টানতে কোণের টেবিলের কাছে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। হেড ওয়েটার এসে দুটো গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে দিল। এই সুন্দরী যুবতী যে ফ্রাংকফুর্টের এক নামী বেশ্যাবাড়ির বাড়িউলি, সে খবর তার জানা ছিল না।

'খুব দুঃখিত', শ্যাম্পেনে চুমুক দিয়ে টুইড বললেন, 'আজ বিকেলেই প্লেন ধরে আবার অন্য এক জায়গায় যেতে হবে আমায়। লিজা, আমার একটা উপকার তোমায় করতে হবে···'।

'বলো···' লিজা বলল, 'কি উপকার চাই তোমার। আমার খদ্দেরদের মধ্যে বড়দরের লোক খুব কম নেই। তাদের কেউ মন্ত্রী, কেউ বুন্দেস্তানের সদস্য, আবার কেউ বা বি. এন ডির গোয়েন্দা।'

'যে কাজের কথা তোমায় বললাম', টুইড বললেন, 'সেই উপলক্ষে দু'এক হপ্তার ভেতর লণ্ডনে তোমাকে আমার দরকার হবে। তুমি গিয়ে আবার একদিনের ভেতর ফিরে আসতে পারবে।'

'নিশ্চয়ই আমার কোনও ব্যাপারে আপনাকে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে', বলতে বলতে হাওয়ার্ড খামের মুখ খুলে চিঠিটা বের করে তাতে চোখ বোলালো।

'যা ভেবেছি ঠিক তাই ?' চিঠির বিষয়বস্তু পড়ে হাওয়ার্ড খেঁকিয়ে উঠল, 'এই নিয়ে পরপর দুবার একই ব্যাপার ঘটল। নাঃ! আমায় প্রতিবাদ করতেই হবে ?'

'মিছে চেঁচামেচি করে লাভ নেই ?' টুইড তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'আমাদের গোয়েন্দা দপ্তরের কাজের পদ্ধতি আপনার ভালোই জানা আছে।' কথা শেষ করে দেয়ালে টাঙ্গানো মানচিত্রের সামনে এসে দাঁড়ালেন টুইড, তাঁর সহকারিণী মণিকা সেদিন সকালেই ওটা টাঙ্গিয়েছে তাঁর নির্দেশে। মানচিত্রে সোভিয়েত সীমান্ত, ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্কের পশ্চিম উপকূল সমেত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পুরোটা স্পষ্ট দেখানো হয়েছে।

'এটা কোন কাজে লাগবে ?' ইশারায় মানচিত্রটা দেখিয়ে হাওয়ার্ড জানতে চাইল।

'সম্ভবতঃ এটাই হবে যুদ্ধক্ষেত্র', টুইড জবাব দিলেন।

'যুদ্ধক্ষেত্র ?'

'হ্যাঁ', টুইড বললেন, 'ইওরোপ থেকে যেসব খবর এসে পৌঁছেছে তাতে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে অ্যাডাম প্রোকেন হয়ত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় ঢুকবে। এও অনুমান করছি যে প্রোকেন লোকটা জাতে আমেরিকান।'

'কিন্তু এই প্রোকেন লোকটা কে ?'

'তা আমার জানা নেই', টুইড বললেন, 'তবে গুপ্তচরদের পাঠানো খবর থেকে জেনেছি যে আমেরিকার নিরাপত্তা দপ্তরের একজন বড়দরের আমলাই হলো গিয়ে প্রোকেন, আর সে শীগগিরই রাশিয়ায় ঢুকবে। ভাবতে পারেন, যখন ৭ই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট রেগন আবার নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন, এই সময় আমেরিকান নিরাপত্তা দপ্তরের একজন বড় আমলা রুশ শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছেন যিনি কিনা কিম ফিলবির চেয়েও একজন বড়দরের গুপ্তচর— পরিস্থিতিটা তাহলে কি দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত ?'

'হা ঈশ্বর!' হাওয়ার্ড চেয়ারে বসে আক্ষেপের সুরে মন্তব্য করল, 'এর গুরুত্ব যে এত-খানি হবে তা আমি আগে জানতাম না।'

'কিন্তু স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া কেন ?' হাওয়ার্ড প্রশ্ন করল, 'কারণ রাশিয়ায় ঢোকার ঐটেই সহজতম পথ', টুইড বললেন, 'বার্লিনে চেকপয়েন্ট চার্লিতে প্রোকেন আসবে এমন আশা নেই। যাক, এবার বলুন তো আপনি নিউম্যানকে ঐ ফিল্মটা দেখাতে গেলেন কেন ?'

'ফিল্মটা দেখানোর পর আমি কথাপ্রসঙ্গে অ্যাডাম প্রোকেনের নামটা ওকে বলেছিলাম', হাওয়ার্ড আমতা আমতা করে জবাব দিল, 'এছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না।'

'অর্থাৎ আপনি ধরেই নিয়েছিলেন যে ওর মতো একজন অভিজ্ঞ বিদেশ বিষয়ক সংবাদদাতা খুব সহজেই আপনাকে প্রোকেনের কাছে নিয়ে যেতে পারবে, তাই না ?'

'আমাদের নিজেদের কৃতিত্বের বহর যে বাড়ানো দরকার তা তো আপনিও বোঝেন' হাওয়ার্ড বলল, 'যাতে আমাদের ওপর আমেরিকার বিশ্বাস বাড়ে।'

'তা কিভাবে সে বিশ্বাস অর্জন করবেন?'

'নিউম্যান এখান থেকে বেরোবার সময় লিডবেরি ওর পিছু নিয়েছে', হাওয়ার্ড জবাব দিল।

'লিডবেরি!' টুইড হতাশ সুরে বললেন, 'আপনার কি ধারণা নিউম্যানের নজরে ও এখনও পড়েনি? ভুল, হাওয়ার্ড, আপনি খুবই ভুল কাজ করেছেন। নিউম্যানের লক্ষ এখন হবে একটিই, তাহল কে ওর স্ত্রীকে খুন করেছে তা খুঁজে বের করতে আপ্রাণ চেষ্টা করা। যাক হাওয়ার্ড, জেনে রাখুন, এখন থেকে আমি পুরোপুরিভাবে আমার নিজের বুদ্ধিতেই চলব, আর প্রধানমন্ত্রী সেই অধিকার যে আমায় দিয়েছেন তা তো এই চিঠিতেই লেখা আছে দেখতে পাচ্ছেন। কাজেই এ-ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে আর আলোচনা করার দরকার হবে না।'

এর ঠিক আধঘণ্টা বাদেই টুইড চেজমোর হাউসের ঘটনাটার কথা জানতে পারলেন।

বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তা নিউম্যানের চোখে আগেই পড়েছিল. এবার একটা এ্যাম্বুলেন্স ভ্যান এসে দাঁড়াল তার পাশে। দুজন অ্যাটেণ্ড্যান্ট একটা স্ট্রেচার নিয়ে নেমে এলো, চেজমোর হাউসে তারা ঢুকল। কয়েক মিনিট বাদে আবার বেরিয়ে এলো সেই দুজন। নিউম্যান এবার দেখল তারা স্ট্রেচারে একটি লোককে বয়ে এনেছে। লোকটির মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা তবু তাকে চিনতে নিউম্যানের এতটুকু কষ্ট হলো না—এ সেই পোস্টম্যান কিছুক্ষণ আগে যে তার হাতে সেদিনের ডাক বিলি করেছিল।

এ্যাম্বুলেন্স ভ্যানটি চলে যাবার পর নিউম্যান রাস্তা পেরিয়ে এপারে এলো। ফ্ল্যাটে ঢোকার মুখে বছর ত্রিশ বত্রিশের এক যুবক দাঁড়িয়েছিল যাকে দেখলেই সাদা পোশাকের পুলিশ বলে বোঝা যায়, সেই নিউম্যানকে ইশারায় দাঁড়াতে বলল।

'আপনি এখানেই থাকেন?' যুবক প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ', নিউম্যান বলল, 'কি ব্যাপার?'

কিছু না বলে যুবকটি একপাশে সরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে নিউম্যানের চোখে পড়ল তার ফ্ল্যাটে ঢোকার দরজার পাল্লার একটা দরজা ভেঙ্গে গেছে। সামনে হলঘরের পাতা কার্পেটে লেগে থাকা রক্তের দাগও তার চোখ এড়াল না।

'এই ব্যাপার!' নিউম্যান বলল, 'আমার অনুপস্থিতিতে আমারই ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙ্গে ঢুকেছিল...'

'আপনার নামটা জানতে পারি, স্যার?' যুবকটি বিনীত ভাবে বলে উঠল।

পকেট থেকে পরিচয়পত্র বের করে নিউম্যান তুলে ধরল তার চোখের সামনে, আর

তখনই দেখতে পেল রাস্তার ওপারে গীর্জার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লিডবেরি—এদিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে।

'ধন্যবাদ', যুবকটি বলল, 'আমি সার্জেন্ট পিকক। আপনি কি দামী বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু ডাকে আসবে বলে আশা করেছিলেন ?'

'না', নিউম্যান বলল, 'এই প্রশ্ন করছেন কেন ?'

সার্জেন্ট পিকক উত্তর না দিয়ে ঢুকে পড়ল নিউম্যানের ফ্ল্যাটের ভেতর, নিউম্যানও এলো তার পেছন পেছন। ঘরের ভেতর সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, দেখলে মনে হয় যেন প্রলয়ের ঝড় বয়ে গেছে সেখানে। ড্রেসার, সাইডবোর্ড থেকে শুরু করে যাবতীয় আসবাবের দেরাজ খোলা, ভেতরের জিনিসপত্র পড়ে আছে মেঝেয়। সুইচ টিপে আলো জ্বালল নিউম্যান আর তখনই সাইডবোর্ডের ওপর রাখা ফ্রেমে বাঁধানো আলেক্সির ফোটোটার দিকে তার চোখ পড়ল। আলেক্সি দেখতে ছিল যেমন রূপসী, তেমনই ছিল ভয়ানক জেদী আর একরোখা স্বভাবের যুবতী, তার ফোটোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিউম্যানের গলার ভেতরটা শুকিয়ে উঠল।

'আজকের ডাকে আপনি কি গুরুত্বপূর্ণ বা দামী কিছু পাবেন বলে আশা করেছিলেন ?' সার্জেন পিকক কিছুক্ষণ আগের করা প্রশ্নটা আবার তুলল 'আমি জানতে চাওয়ায় আপনি প্রথমে বললেন না, তারপর জানতে চাইলেন কেন এ প্রশ্ন করছি।'

'সত্যই তো', নিউম্যান বলল, 'এ প্রশ্ন করছেন কেন ?'

'কারণ পোস্টম্যান ডাক বিলি করতে এসে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে আক্রান্ত হয়েছে, তাই', সার্জেণ্ট পিকক স্বাভাবিক গলায় বলল, 'ও আহত হবার পর আততায়ীরা গোড়ায় ওর সঙ্গে যে চিঠিপত্র বিলি করার ছিল সেগুলো ঘেঁটে দেখেছে, তার মধ্যে কিছু না পেয়ে তারপর ওরা আপনার ফ্ল্যাটে ঢুকে সব তছনছ করেছে। আপনার শোবার ঘরের বিছানার তোষক চাদর সব ছুরি দিয়ে কেটে ফালাফালা করেছে বদমায়েসেরা।'

'সেই পোস্টম্যানটি এখন কেমন আছে ?'

'সময়মত তাকে হাসপাতালে পাঠানো সম্ভব হয়েছে', সার্জেণ্ট পিকক জবাব দিল, 'আর ডাক্তারদের চিকিৎসায় ও এখন সুস্থ হয়ে উঠেছে। তবে মাথার যন্ত্রণায় ওকে মাঝে মাঝেই ভুগতে হবে।'

'সার্জেণ্ট পিকক', নিউম্যান বলল, 'কিছু মনে করবেন না, কিন্তু কথা বলার মতো সময় এখন আর আমার হাতে নেই। আমায় একটু পরেই ট্রেন ধরতে হবে, আর তার আগে কিছু গোছগাছও করতে হবে।'

সার্জেণ্ট পিকক আর কথা না বাড়িয়ে বিদায় নিল। টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিউম্যান এবার ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের স্থানীয় অফিসে যোগাযোগ করল, আলেক্সির পাঠানো খাম দেখে হেলসিংকিতে হোটেল কালাস্টাজাটোরপা আর তার জন্যে সুট ভাড়া করার নির্দেশ দিল। মিনিট পাচেকের ভেতর হোটেলের ম্যানেজারের গলা ভেসে এল

নিউম্যানের কানে, তিনদিনের জন্য একটি স্যুট তিনি দিতে পারবেন, ভাড়া রোজ এক হাজার মার্কা।

নিউম্যান টেলিফোন করতে করতেই দেখল লিডবেরি রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে—তার ফ্ল্যাটের দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। বাড়িতে ঢোকার আগেই তাকে ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে নিউম্যান। কয়েক মিনিটের ভেতর একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল লিডবেরির গা ঘেঁষে, ভেতর থেকে নেমে এলো মোটাসোটা এক রূপসী যুবতী। নিউম্যান একনজর দেখেই চিনতে পারল সেই যুবতীকে—মণিকা, টুইডের অন্যতম বিশ্বস্ত সহকারী। প্রথমে লিডবেরি, তারপর সার্জেণ্ট পিককের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল মণিকা, তারপর আবার ট্যাক্সিতে চেপে বসল। পরমুহূর্তে ড্রাইভার স্টার্ট দিয়ে উধাও হলো তাকে নিয়ে।

হোটেলের আর প্লেনের সিট আগাম রিজার্ভ করল নিউম্যান, তারপর নেমে এল একতলায়। একতলায় থাকে জুলিয়া নামে এক স্বর্ণকেশী যুবতী, মেয়েটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নেচে গেয়ে রোজগার করে, নিউম্যান জুলিয়ার সঙ্গে দেখা করল আর জানাল সে কিছুদিনের জন্য বিদেশে যাবে, জুলিয়া যেন এই ক'দিন তার ফ্ল্যাট দেখাশোনা করে। মিস্ত্রী ডাকিয়ে দরজা আর অন্যান্য আসবাবপত্র সারানোর অনুরোধও জুলিয়াকে করল নিউম্যান, জুলিয়া বলল যে এ কাজটা সানন্দে করবে সে।

দপ্তরে বসেই টুইড জানতে পারলেন যে নিউম্যানকে কিছুক্ষণ আগে স্যুটকেশ হাতে তার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠতে দেখা গেছে। লিডবেরি আরেকটা ট্যাক্সিতে চেপে তার পিছু নিয়েছিল, কিন্তু নিউম্যান ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে মাঝপথেই তার চোখে ধুলো দিয়ে অরেকটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছে। সেক্রেটারী মণিকার কাছ থেকে টুইড এও জানতে পারলেন যে নিউম্যানের ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙ্গে কেউ ভেতরে ঢুকেছিল, যে পোস্টম্যান ডাক বিলি করতে এসেছিল তার মাথায় আঘাত করে সে পালিয়ে যায়, যাবার আগে নিউম্যানের ফ্ল্যাটে ঢুকে সবকিছু তছনছ করে গেছে। মণিকাই জানাল যে সেই আহত পোস্টম্যানকে সেণ্ট টমাস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এটুকু শুনেই টুইড তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'আমি একটু বেরোচ্ছি', টুইড বললেন, 'একবার সেণ্ট টমাস হাসপাতালে যেতে হবে। এই মুহূর্তে সেই আহত পোস্টম্যানই শুধু আমাদের সাহায্য করতে পারে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে নিউম্যান বিদেশে যাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে—ও যাচ্ছে কোথায়? হাওয়ার্ড কোন বিপদের মধ্যে ওকে পাঠাচ্ছেন তা ভগবানই জানেন।'

'হিথরো বিমানবন্দরে খোঁজ নেব?' মণিকা প্রশ্ন করল।

'তাছাড়া উপায় কি? সিকিউরিটিকে টেলিফোন করো, প্রত্যেকটা ফ্লাইটের যাত্রীদের তালিকা খুঁটিয়ে দেখতে বলো।'

'কিন্তু তাতে তো সময় নেবে…' মণিকা বললো।

'হ্যাঁ, আর আমাদের হাতে সময় আদৌ নেই', টুইড বললেন 'আমি সেণ্ট টমাস হাসপাতালে চললাম।'

'আচ্ছা,' মণিকা প্রশ্ন করল, 'এই প্রোকেনের ব্যাপারটা কি তা সংক্ষেপে আমায় বলতে পারেন ?'

'দুঃখিত', টুইড জবাব দিলেন, 'আমি পারব না।'

আহত পোস্টম্যানের নাম জর্জ ইয়ং, ডাক্তারের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে টুইড তাকে জেরা করতে লাগলেন।

'যারা তোমার মাথায় আঘাত করেছিল তাদের মুখ তুমি দেখতে পেয়েছিলে ?' টুইড প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে না', ইয়ং বলল, 'তবে পুলিশের মুখ থেকে শুনেছি যে একজন বয়স্কা মহিলা দেখেছে একটা গাড়ি থেকে দুজন লোক নেমে এসে আমার পিছু নিয়েছিল। তবে সেই মহিলা ঐ দুটি লোকের চেহারার বর্ণনা দিতে পারেনি।'

'নিউম্যানকে তুমি আজ কটা চিঠি বিলি করেছো ?' টুইড জানতে চাইলেন।

'তিনটে'. ইয়ং ক্লান্ত সুরে জবাব দিল, 'তিনটে খাম।'

'খামগুলোর গায়ে কি লেখা ছিল মনে পড়ে ?'

'আজ্ঞে না, তবে দুটো বাদামী আর একটা সাদা রংয়ের খাম ছিল এটুকু মনে আছে। সাদা খামটার গায়ে একটা নীল রংয়ের এয়ার মেলের স্টিকার আঁটা ছিল। খামের গায়ে নাম ঠিকানা দেখে মনে হয়েছিল তা কোনও যুবতীর লেখা।'

'খামের গায়ে আঁটা ডাকটিকেট দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলে ওটা কোন দেশ থেকে এসেছে ?'

'ডাকটিকেট ছিল না', ইয়ং বলল, 'ফ্র্যাংকিং মেশিনের ছাপ ছিল মনে আছে। এছাড়া খামের বাঁদিকের কোণে একটা হোটেলের নামও ছাপানো ছিল।'

'ফ্র্যাংকিং মেশিনে ছাপানো শহরের নাম কি ছিল মনে আছে ?'

'না, মনে নেই', ইয়ং বলল, কতো চিঠি রোজ আমায় বিলি করতে হয় তা জানেন ? ঐভাবে নাম মনে রাখা সম্ভব নাকি ?'

'সে তো বটেই', টুইড বললেন, 'তবু আমি কয়েকটা শহরের নাম করছি, দেখো মনে করতে পারো কিনা। কোপেনহেগেন ?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে, হেলসিংকি ?'

'হ্যাঁ, এবার ঠিক বলেছেন।' ইয়ংয়ের মুখ এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ নামটা ছিল হেলসিংকি।'

'এবার আরেকটা প্রশ্ন করছি', টুইড বললেন, 'হোটেলের নামটা মনে করতে পারো ?'

'না, হোটেলের নামটা ছিল খুব বড়, উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙ্গে যায়, আর তার আদ্যক্ষর ছিল কে।'

ইয়ংয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টুইড এলেন স্পেশ্যালিস্টের কামরায়, সেখান থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন মণিকার সঙ্গে।

'মণিকা', টুইড বললেন, হাসপাতাল থেকে বলছি। হিথরো থেকে কোনও খবর পেলে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, পেয়েছি', ওপাশ থেকে মণিকার গলা ভেসে এলো, 'আমরা যাকে খুঁজছি তিনি দশ মিনিট আগের একটা ফ্লাইট ধরে রওনা হয়েছেন, যাচ্ছেন সিবেলিয়াস ল্যাণ্ডের দিকে।'

'মাঝপথে প্লেনটা কোথাও থামবে কি ?'

'না', মণিকা বলল, 'বিকেল চারটে দশের সময় ওটা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছোবে।'

'মণিকা', টুইড বললেন, 'মনে হচ্ছে প্লেনটা ল্যাণ্ড করার আগে হাতে তিন ঘণ্টারও কম সময় পাচ্ছি আমরা ?'

'ঠিক বলেছেন।'

'আমি এক্ষণি অফিসে আসছি। সিবেলিয়াস সিটিতে এতদিন যে মেয়েটি আমাদের সাহায্য করে এসেছে তার টেলিফোন নম্বর খুঁজে বের করো। থাক, এ-কাজটা আমিই করব না হয়। এছাড়া নিউম্যানকে বাঁচানোর আর কোনও পথ নেই।

'হেলসিংকির সিবেলিয়াস সিটিতে আপনি যে মেয়েটির কথা তখন বলেছিলেন তার নাম লায়লা সারিন', মণিকা টুইডের দিকে তাকিয়ে বলল।

'ওর নাম মনে আছে' টুইড বললেন, 'কিন্তু টেলিফোন নম্বরটা জানা দরকার।'

'ওটা আপনার টেবিলে রেখে দিয়েছি' মণিকা বলল, 'সেইসঙ্গে যে খবরের কাগজে ও চাকরী করে তার নামও লিখে রেখেছি। ঐ বদ্‌খত নাম উচ্চারণ করা আমার কম্মো নয়।'

চেয়ারে বসে টুইড দেখলেন সত্যি তার সামনে টেবিলের ওপর একফালি কাগজে একটা খবরের কাগজের নাম আর একটা টেলিফোন নম্বর লেখা। নামটা অদ্ভুত— ইলটালেটি। রিসিভার তুলে অপারেটরের সাহায্যে টুইড সিবেলিয়াস সিটিতে লায়লা সারিনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

'লায়লা', টুইড বললেন, 'আমি লণ্ডন থেকে টুইড বলছি, অল্প সময়ের মধ্যে আমার একটা কাজ করতে পারবে ?'

'আমার হাতে নোটপ্যাড আর পেনসিল আছে', বহুদূর থেকে লায়লা সারিনের সুরেলা গলা ভেসে এলো, 'বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি ?'

নিজের বক্তব্য যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বুঝিয়ে বললেন টুইড। শুনে লায়লা বলল, 'বুঝতে পেরেছি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যা করার করব।'

টুইড লায়লাকে নিউম্যানের চেহারার বর্ণনা দিলেন, শুনে সে বলল, 'কিন্তু আপনার নাম কায়দা করে উল্লেখ করে আমি তো ওঁকে নিজের পরিচয় দিতে পারি। আমাদের কাগজের আজকের সংস্করণে ওঁর স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়েছে, পড়ে উনি নিশ্চয়ই খুব আঘাত পাবেন।'

'ওঁর স্ত্রীর মৃত্যুর খবর তোমরা পেলে কি করে?' টুইড প্রশ্ন করলেন।

'আলেক্সির একটা ফোটো কেউ আমাদের অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিল। মিঃ টুইড, আপনি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। এবার বলুন আমি আপনার সঙ্গে কি ভাবে যোগাযোগ করব?'

টুইড লায়লাকে তাঁর টেলিফোন নম্বর দিলেন যদিও সেটা তাঁর অফিসের নয়, ঐ বাড়িরই একটি বীমা প্রতিষ্ঠানের টেলিফোন নম্বর সেটা।

রিসিভার নামিয়ে রেখে টুইড মণিকাকে বললেন, 'এবার আমার একবার নিউম্যানের ফ্ল্যাটে যেতে হবে, হয়ত ওখানে কিছু পাওয়া যাবে।'

'আপনার প্যারিস, ফ্রাংকফুর্ট জেনেভা আর ব্রাসেলসে যাবার প্লেনের টিকেট আমি জোগাড় করে রেখেছি', মণিকা বলল, 'আজ বিকেলে যদি আপনাকে প্যারিসে রওনা হতে হয় তাহলে খুব বেশী সময় আপনার হাতে নেই।'

'প্রোকেন প্রোজেক্ট হাতে আসার পর আমার কোনও কিছুর সময় নেই', টুইড মন্তব্য করলেন।

হেলসিংকির ভান্টা বিমানবন্দর। পাসপোর্ট আর কাস্টমসের ঝামেলা মেটার পর নিউম্যান বাইরে বেরোতে যাবে এমন সময় পাতলা ছিপছিপে চেহারার এক সুশ্রী যুবতী এসে তার সামনে দাঁড়াল।

'আপনি মিঃ রবার্ট নিউম্যান?' যুবতী প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ', নিউম্যান দ্রুত ঘাড় নাড়ল, 'কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারছি না। পথ ছাড়ুন, আমার একটু তাড়া আছে।'

'আপনি তো ইংরেজ', যুবতী বলল, 'আমার ধারণা ছিল ইংরেজরা বিদেশে গেলে সাধারণতঃ টুইডের স্যুট পরে।'

কথা বলতে গিয়ে যুবতী যে টুইড শব্দটার ওপর জোর দিল তা নিউম্যানের কান এড়াল না। সে যে এখানে আসবে তা টুইড আগে থেকে জানতে পারলেন কি করে? প্রশ্নটা নিউম্যানকে খুব ভাবিয়ে তুলল।

'আপনার কি ধারণা তা জানি না', নিউম্যান বলল, 'কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি টুইডের স্যুট গায়ে চাপাইনি।'

'তা তো দেখছি', যুবতী একটুও না দমে বলল, 'কিন্তু টুইড নামটায় তো কোন ভুল নেই, তাই নয় ?'

'আপনি কে বলুন তো ?' অধৈর্য গলায় নিউম্যান বলে উঠল, 'আমার হাতে খুব বেশী সময় সত্যি নেই।'

'আমার নাম লায়লা সারিন', যুবতী সপ্রতিভ গলায় বলল, 'ইলটালেটি পত্রিকার আমি একজন রিপোর্টার।'

'আমার ব্যবহারের জন্য মাপ চাইছি', নিউম্যান আলেক্সির পাঠানো চিঠিটা লায়লার চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, 'আমি এই হোটেলে যেতে চাই, কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে এই নামটা উচ্চারণ করতে পারছি না, দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।'

'চলুন আমি বলে দিচ্ছি', বলে লায়লা নিউম্যানের পাশে পাশে হেঁটে বেরিয়ে এলো বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবন থেকে। ট্যাক্সি ড্রাইভার নিউম্যানের স্যুটকেস ক্যারিয়ারে তুলে নেবার পর লায়লা হোটেলের নামটা জানিয়ে দিল তাকে, তারপর দরজা খুলে পেছনের সিটে বসে পড়ল নিউম্যানের পাশে।

'আপনি যে হোটেলে যাচ্ছেন সেটা ঠিক শহরের বাইরে', লায়লা বলল, 'থাকা, খাওয়া আর বিশ্রাম সবদিক থেকেই একে সেরা বলা যায় নিঃসন্দেহে। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই মিঃ নিউমান, আজ সন্ধ্যায় আমরা একসঙ্গে ডিনার খেতে পারি কি ?'

'মাপ করবেন', নিউম্যান বলল, 'গিয়ে পৌঁছোনোর পর শরীরের অবস্থা না দেখে তা আগে থেকে বলতে পারছি না।'

'বুঝতে পেরেছি', বলে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে কি যেন দেখতে লাগল।

অল্প কিছুক্ষণের ভেতর ট্যাক্সি এসে ঢুকল নির্দিষ্ট হোটেলের হাতায়। ভাড়া মিটিয়ে স্যুটকেস হাতে ঝুলিয়ে লায়লাকে সঙ্গে নিয়ে রিসেপশান কাউণ্টারে এসে দাঁড়াল নিউম্যান। স্যুট রিজার্ভেশন আগেই করে রেখেছিল সে, আগাম ভাড়া জমা দিয়ে রেজিস্টারে এবার নাম লিখল সে। একজন পোর্টার তাদের পৌঁছে দিল তেতলার একটি স্যুটে। ভেতরে ডবল বেড, লাগোয়া বাথরুম, টিভি, টেলিফোন সমেত পাঁচতারা হোটেলের যাবতীয় সুবিধা বহাল রয়েছে। বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করতে গিয়ে নিউম্যানের মনে পড়ে গেল সেদিন সকালেই পার্ক ক্রিসেণ্টে হাওয়ার্ডের পাশে বসে নিজের স্ত্রীর গাড়ি চাপা পড়ে খুন হবার ফিল্ম সিনেমার পর্দায় দেখেছে সে আর তারপর এখন সে এসে হাজির হয়েছে ফিনল্যাণ্ডে।

'মিঃ নিউম্যান !' জানালার সামনে দাঁড়িয়ে লায়লা তাকে ডাকল, 'একবার এখানে আসুন, দেখুন উপসাগরকে কি চমৎকার দেখাচ্ছে !'

লায়লার গলার সুরে এমন কিছু ছিল যাকে নিউম্যান অবহেলা করতে পারল না, খাট থেকে নেমে লায়লার পাশে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল সে, দেখল লায়লা ঠিকই বলেছে, উপসাগরের বুকে যেন স্বর্গীয় শোভা ফুটে উঠেছে ততই

'নিশ্চয়ই যাব', লিজা বলল, 'তুমি শুধু আগে একবার টেলিফোনে খবর দিয়ো আমায়। এবার বলো তো, তোমার স্ত্রী কেমন আছেন ?'

'ও কোথায় আছে কেমন আছে জানি না'. টুইড নিরাসক্ত গলায় বললেন

'কার সঙ্গে আছেন তাও জানো না ?'

'না, জানতে চাইও না। ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেছে। সুখী গৃহকোণের আড়ালে থেকে কতো স্বামী স্ত্রী যে দিন দিন নিজেদের হত্যা করে চলেছে তা একটিবারও ভেবে দেখেছ ?'

'যেসব মেয়ে আমার ব্যবসায় খাটে', লিজা বলল, 'খদ্দের চলে যাবার পর তাদের সবার মুখেই শুনি যে বিয়েটা একটা মরণ ফাঁদ ছাড়া কিছু নয়। যাক, লণ্ডনে গেলে কি আমায় পুরো রাত কাটাতে হবে ?'

'না', টুইড বললেন 'সেকথা বললে খুব নিষ্ঠুরতা করা হবে তোমার সঙ্গে, কিন্তু যে পেশার সঙ্গে আমি যুক্ত আছি তা শরীরের সবটুকু শক্তি ষোলআনা নিংড়ে নেয়। তবে আমি একা সব গুছিয়ে উঠতে পারব কিনা তা জানি না।'

'তোমার কথায় বিপদের গন্ধ পাচ্ছি', লিজা বলল, 'টুইড, খুব হুঁশিয়ার থেকো।'

'ভয় নেই', টুইড আশ্বাসের সুরে বললেন, 'এসব কাজের অভিজ্ঞতা আমার ঢের আছে।'

৩১শে অগাস্ট, শনিবার, টুইড এসে পৌঁছোলেন জেনেভায়। প্রেস বেল-এয়ার হোটেলে টুইডের সঙ্গে অ্যালেন চার্ভেটের দেখা হলো। চার্ভেট আগে পুলিশে চাকরী করত, অবসর নিয়ে সে এখন এক বেসরকারী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান খুলেছে, যদিও সেটা তার বাইরের আবরণ। আসলে অ্যালেন চার্ভেট বুশ আর আমেরিকান গুপ্তচরদের হয়ে নানা ধরনের গোপন খবর যোগাড় করে আর তার বিনিময়ে মোটা পারিশ্রমিক পায়। হোটেলের রেস্তোরাঁয় টুইড চার্ভেটকে নিয়ে কাজের কথা সেরে নিলেন, কফি খাওয়ার পর এক হাজার সুইস ফ্রাংক তুলে দিলেন তার হাতে। ২রা সেপ্টেম্বর ছিল রবিবার। ঐদিন দুপুরেই বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসের হিল্টন হোটেলের একটি কামরায় টুইডকে দেখা গেল। যে বিশ্বস্ত সোর্স বা খবরের সূত্র এখানে থেকে তাঁর হয়ে কাজ করে তার নাম জুলিয়াস র‍্যাভেনস্টাইন, বাইরে থেকে সবাই তাকে হীরে কাটার কারিগর বলেই জানে।

'খবরটা সরাসরি প্যারিস থেকে এসেছে' জেনারেল ভ্যাসিলি লাইসেংকো তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী কর্ণেল আন্দ্রে কার্লভকে বললেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে যদি এই অ্যাডাম প্রোকেন আমাদের কাছে এসে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয় তাহলে তার প্রতিক্রিয়া কি দাঁড়াবে ভাবতে পারছো ? এর ফলে রেগন দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি আর নাও হতে

পারে।' সত্যি বলতে কি, কর্ণেল কার্লভকে এই খবরটার গুরুত্ব বোঝানোর জন্যই জেনারেল ভ্যাসিলি মস্কো থেকে হেলিকপ্টারে চেপে তালিনে এসে পৌঁছেছেন। তালিন হলো এস্তোনিয়ার রাজধানী, ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে যা অবস্থিত। এখান থেকে হেলসিংকির দূরত্ব মাত্র চল্লিশ মাইল। এস্তোনিয়ার বাসিন্দারা কিন্তু রুশদের মনেপ্রাণে ভয়ানক ঘেন্না করে আর নিজেদের সর্বদাই পরাধীন ভাবে তারা।

১৯৮৪ সালের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের সময় রুশ কমিউনিস্ট পার্টি ও রুশ গোয়েন্দা বিভাগ কেজিবি-র বহু উচ্চপদস্থ অফিসার মস্কো থেকে এসেছিলেন তালিনে, রুশ সামরিক গুপ্তচর বিভাগ গ্রুর অফিসার কর্ণেল আন্দ্রে কার্লভকে ও তাঁর ওপরওয়ালা জেনারেল লাইসেংকোকে ঐসময় পাঠিয়েছিলেন এখানে।

'কমরেড', জেনারেল লাইসেংকো বললেন, 'আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম।'

'লণ্ডন এমব্যাসীতে থাকার সময় এক অজ্ঞাত সূত্র মারফৎ এই অ্যাডাম প্রোকেনের নাম আমি প্রথম জানতে পেরেছিলাম', কর্ণেল কার্লভ উত্তর দিলেন, 'সে খবর ঐসময় আমি মস্কোয় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আর ওখানকার দপ্তর তাকে যথেষ্ট গুরুত্বও দিয়েছিল।'

'সি আই এ, পেন্টাগন, এন এস এ, কোথাও খোঁজ নিতে আমরা বাকি রাখিনি।' জেনারেল লাইসেংকো বললেন, 'কিন্তু ঐ নামের কোনও লোকেরই হদিশ পাওয়া যায় নি।'

'তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে প্রোকেন আসলে একটা ছদ্মনাম', কর্ণেল চার্লভ মন্তব্য করলেন, 'এ-সম্পর্কে প্যারিসে সবশেষে কি শুনেছেন তা জানতে আগ্রহ হচ্ছে।'

'এইটুকুই শুনেছি যে অ্যাডাম প্রোকেন যাবতীয় মার্কিন সামরিক প্রকল্পের নক্সা সঙ্গে নিয়ে সীমান্ত পেরোনোর জন্য তৈরী হচ্ছে।' জেনারেল লাইসেংকো বললেন, 'প্রোকেন যাতে নিরাপদে সীমান্ত পেরিয়ে আমাদের কাছে আশ্রয় নিতে পারে তার তদারকের দায়িত্ব রইল আপনার ওপর।'

'কেন, আমি কেন?'

'কারণ পার্টির সেটাই নির্দেশ', জেনারেল লাইসেংকো বললেন, 'কমরেড, ভুলে যাবেন না এই দায়িত্ব একরকম সম্মানেরই নামান্তর।'

'আমি মস্কোয় ফিরে যাব?'

'না!' জেনারেল লাইসেংকো বললেন, 'আপনি এখানে থেকেই আপনার কাজকর্ম চালাবেন।'

'তবু কেন, তা জানতে পারি?'

'কারণ প্যারিস থেকে যে খবর এসেছে তাতে বলা হয়েছে প্রোকেন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া হয়ে রুশ সীমান্ত অতিক্রম করবে, তাই আপনার কাজ হবে এখানে থেকে তাকে অভ্যর্থনা করা।'

'কিন্তু, এটা তো স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া নয়', কর্ণেল কার্লভ আপত্তি জানালেন।

'না হলেও তার খুব কাছে', জেনারেল মন্তব্য করলেন, 'ফিনিশ কাউন্টার এস্পিয়োনেজের সেই গুপ্তচরের সঙ্গে আপনার এখনও দেখা হয়নি, যাকে ওরা নিরাপত্তা পুলিশ বলে ?'

'আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়', কার্লভ জবাব দিলেন সতর্কভাবে, 'কিন্তু জানেনই তো, ফিনরা আমাদের রুশদের কতটা ঘেন্না করে।'

'লোকটার নাম কি ?'

'মনু সারিন, ও নিরাপত্তা পুলিশের বড়কর্তা, খুব ধুরন্ধর লোক। আমাদের হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হবে।'

'হ্যাঁ, ভুলেও যেন ওকে প্রোকেন সম্পর্কে কিছু বলতে যাবেন না', জেনারেল লাইসেংকো বললেন, 'এরপর ওর কাছ থেকে জেনে নেবেন উপসাগরের ওপরের গুপ্তচরেরা কে কি করে বেড়াচ্ছে।'

'ঠিক আছে', বলেই কর্ণেল কার্লভ এবার বোমাটা ফাটালেন, 'গ্রুর আরেকজন অফিসার খুন হয়েছে। রিপোর্টটা আপনাকে দেব বলেই আজ আমি এখানে এসেছি।'

'আরেকজন !' জেনারেল লাইসেংকো অবাক হলেন, 'এই নিয়ে দুজন মেজর আর একজন ক্যাপ্টেন খুন হলো।'

'ভুল করলেন', কর্ণেল কার্লভ তাঁর ওপরওয়ালার ভুল শুধরে দিয়ে বললেন, 'দুজন ক্যাপ্টেন আর দুজন মেজর খুন হলো, এরা ছিল গ্রুর সেরা গুপ্তচর।'

'কিন্তু এভাবে চললে অবস্থা তো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।' জেনারেল লাইসেংকো বললেন, 'বারবার শুধু গ্রুর অফিসারেরাই খুন হচ্ছে কেন ? কই, কেজিবির কারও গায়ে তো আঁচড়টিও লাগছে না। আর এইসব খুন বন্ধ করতে না পারলে আপনাকেই বা এখানে রাখা হয়েছে কেন ? প্রথম খুনটা যখন হয়েছিল তখন আপনি ছিলেন ছুটিতে। যাক, এবারের খুনটা কিভাবে হয়েছে ?'

'একইভাবে', কর্ণেল কার্লভ বললেন, 'মাঝরাতে পথের ওপর পেছন থেকে কেউ তার দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরেছিল। তবে তারের ধারে এবারের অফিসারের গলাটা প্রায় কেটে দু ফাঁক হয়ে গিয়েছিল।'

'আর লোকটা নিশ্চয়ই তার আগে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছিল ?'

'আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি সে মদের গন্ধ সহ্য করতে পারত না' কার্লভ বললেন, 'যদিও পোস্ট মর্টেমের সময় ওর তলপেটে ভদকা পাওয়া গিয়েছিল। মস্কোয় পাঠানো পুলিশের মতে খুন করার পর ওর মুখে ভাদকা ঢেলে দেয়া হয়েছিল।'

'তাই নাকি ?' জেনারেল লাইসেংকো অবাক গলায় বললেন, 'তাহলে তো দেখছি এ রহস্য ভেদ করা আমার কম্মো নয়। আমি অবশ্য গোড়ায় ধরে নিয়েছিলাম এটা এস্তোনিয়ার বিক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীদের কাজ।'

'মস্কোর ওপরমহল মাঝেমাঝে এমন একেকটা নির্বাদ্ধিতার কাজ করে যার সমালোচনা

করার মতো ভাষা পাওয়া যায় না', কর্ণেল কার্লভ বললেন, 'এই যেমন ক্যাপ্টেন পোলুচকিন হতচ্ছাড়াকে দিয়ে ঐ সুন্দরী ফরাসী রিপোর্টার আলেক্সি বুভেতকে খুন করানোর কি দরকার ছিল? ওর স্বামী কে তা জানেন? বিখ্যাত বিদেশ সংবাদদাতা রবার্ট নিউম্যান। এটা খুব বোকার মতো কাজ হয়েছে।'

'কিন্তু পোলুচকিনের ওপরওয়ালা তো আপনি, কর্ণেল,' জেনারেল লাইসেংকো বললেন, 'ঐ খুনের ফলাফল যাই হোক না কেন তা আপনাকেই ভোগ করতে হবে।'

'মুখে বলছেন বটে, কিন্তু ব্যাপারটা যে সত্যি নয় তা আপনিও জানেন,' কার্লভ বললেন, 'পোলুচকিন আলেক্সিকে খুন করার আগে আমার অনুমতি নেয়নি, এমনকি আমার সঙ্গে আলোচনাও করেনি। শুধু তাই নয়, যে ফিল্ম ইউনিট ঐ খুনের ছবি তুলেছিল তাদের সঙ্গে একই প্লেনে ও ছিল। পলিটব্যুরোর সায় না থাকলে এ কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। ক্যাপ্টেন পোলুচকিনের এই কাজ, এই মূর্খামি নিছক অবাধ্যতা, যার সঙ্গে আমি কোনভাবেই জড়িত নই। এখানেই শেষ নয়, ঐ ফিল্মের একটি কপি আবার লণ্ডনেও পাঠিয়েছেন আপনারা, একে নিছক পাগলামি ছাড়া কি বলা যায়?'

'পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনি প্রশ্ন তুলছেন, কমরেড?' জেনারেল লাইসেংকো জানতে চাইলেন।

'আমি পরিণতির কথা ভাবছি,' কর্ণেল কার্লভ জবাব দিলেন, 'ঐ মহিলা রিপোর্টারকে খুন করে লাভ কি হলো?'

'দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হলো কমরেড', জেনারেল বললেন, 'গ্রুর অফিসারেরা খুন হচ্ছেন এ খবর ঐ ফরাসী মাগীর কানে ঠিকই পৌছেছিল আর ও এ নিয়ে শীগগিরই তদন্ত শুরু করতো। এ নিয়ে তদন্ত করতেই আলেক্সি বুভেত হেলসিংকি থেকে এখানে এসেছিল জানতে পেরেছি।'

'এলোই বা,' কর্ণেল কার্লভ বললেন, 'আলেক্সি বুভেত অথাৎ বব নিউম্যানের বৌ এখানে খবরের খোঁজে এসেছে একথা পোলুচকিন আগে আমায় জানাতে পারতো আর আমিও ওকে পুলিশ দিয়ে আবার হেলসিংকিতে ফেরৎ পাঠাতে পারতাম। খুনের ঝামেলা তাতে পোযাতে হতো না। এখন দেখুন, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।'

'হাতে আর সময় নেই,' জেনারেল ভ্যাসিলি লাইসেংকো বললেন, 'এবার বলুন, গ্রুর এসব অফিসার যাদের হাতে খুন হয়েছে তাদের ধরবেন কি করে?'

'রাতের বেলা পথে ফাঁদ পেতে' কর্ণেল কার্লভ জবাব দিলেন 'প্রত্যেক রাতে গ্রুর একেকজন অফিসারকে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সে তালিনের রাস্তায় মাতালের মতো টলতে টলতে হেঁটে বেড়ায়। রাস্তার মাঝখানে আমাদের সাদা পোশাকের গোয়েন্দারা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে। এখনও পর্যন্ত কেউ ওদের হাতে ধরা পড়েনি বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের ভাগ্য শীগগিরই সুপ্রসন্ন হবে।'

'যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল,' জেনারেল লাইসেংকো পকেট থেকে একফালি

কাগজ বের করে বিছিয়ে রাখলেন টেবিলের ওপর। 'আপনাকে কিভাবে কোন পথে এগোতে হবে তা এতে উল্লেখ করেছি সবিস্তারে, আমার সইও আছে, কাজেই এগিয়ে যান। অ্যাডাম প্রোকেনকে জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় এখানে নিয়ে আসার দায়িত্ব আপনার ওপর।'

'কিন্তু এই আমেরিকানটি আসলে কে সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই।'

'কাজেই হেলসিংকিতে মনু সারিনের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রেখে চলবে। ও হলো একমাত্র লোক যে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কোথায় কি ঘটছে সব খোঁজ রাখে। প্রোকেন যে রওনা হয়েছে তাও নিশ্চয়ই ওর অজানা নয়। শেয়াল ঠিক তার শিকারকে খুঁজে বের করবে।'

কথাটা শেষ করে লাইসেংকো আড়চোখে কার্লভের দিকে কটমট করে তাকাতে তাকাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। কার্লভও চাপা রাগে দাঁতে দাঁত পিষতে লাগলেন। পশ্চিম থেকে মস্কোয় ওপরওয়ালারা ডেকে পাঠানোর পর কার্লভ সত্যিই আশা করে-ছিলেন যে এবার তার একটা বড় প্রোমোশন হবে, কিন্তু মাঝখান থেকে ঐ শকুন ভ্যাসিলি লাইসেংকো কলকাঠি নেড়ে সেই প্রোমোশন নিজে হাতিয়ে নিলেন।

সামরিক বিজ্ঞানে পারদর্শী কার্লভ লালসৈন্যের প্রথম সারির অন্যতম রণাঙ্গন পরি-চালকের খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেছেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির ও তার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি তিনি কতটা অনুগত? এই একটা জায়গাতেই জেনারেল ভ্যাসিলি লাই-সেংকো তাঁর চাইতে এগিয়ে ছিলেন আর প্রোমোশনের শিকেটা তাই শেষপর্যন্ত তাঁরই ভাগ্যে ছিঁড়েছে।

জেনারেল লাইসেংকোকে বেরিয়ে আসতে দেখেই শোফারের উর্দিপরা একটি লোক এগিয়ে এসে বিশাল লিমুসিনের পেছনের দরজাটা খুলে দিলো। জেনারেল পেছনের সিটে বসতেই শোফার সামনের দরজা খুলে এঞ্জিনে স্টার্ট দিলো। পরণে শোফারের উর্দি থাকলেও এ লোকটি রুশ গোয়েন্দা পুলিশ গ্রুর একজন অফিসার পদমর্যাদার লেফটেন্যান্ট—স্পীড তুলে বিমানবন্দরের দিকে রওনা হলো সে। এস্তোনিয়ার গ্রুর অফিসারেরা যেভাবে পরপর রহস্যজনকভাবে খুন হচ্ছেন তাতে জেনারেল লাইসেংকোর দুচোখ থেকে যে রাতের ঘুম বিদায় নিয়েছে তা তাঁর শোফারের অজানা নয়। জেনারেল যে প্রতি মুহূর্তে নিজে খুন হবার আশঙ্কায় কাঁপছেন তাও জানে সে। এখন লাইসেংকোর পরণে বেসামরিক স্যুট, কিন্তু বিমানবন্দরে পৌঁছে প্লেনে চাপলেই তিনি গায়ে ইউনিফর্ম চাপাবেন এবং তাঁর মতো গ্রুর একজন সিনিয়ার অফিসার ইউনিফর্ম পরে তালিনের রাস্তায় হেঁটে বেড়াবার সাহস পান না এ খবরও সবসময় পৌঁছে যাবে পলিটব্যুরোতে। তা যাক, সেজন্য জেনারেল লাইসেংকোর কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

গাড়ির পেছনের সিটে বসে জেনারেল ভ্যাসিলি লাইসেংকো তখন আত্মপ্রসাদের হাসি হাসছেন নিজের মনে। অ্যাডাম প্রোকেনের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সবটুকু দায়িত্ব

শেষ পর্যন্ত কার্লভের মতো এক অধস্তন অফিসারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পেরেছেন তিনি, কার্লভও নিশ্চয়ই তাঁর আসল মতলব টের পায়নি, বুঝতেও পারেনি যে তিনি ঐ দায়িত্ব দেবার আড়ালে তার জন্য একটি চমৎকার ফাঁদ পেতেছেন।

জেনারেল ভ্যাসিলি লাইসেংকো একবারও বুঝতে পারলেন না কত বড় ভুল তিনি করেছেন...... ।

'...অ্যাডাম প্রোকেনকে জীবিত এবং সুস্থ অবস্থায় নিয়ে আসার অপারেশানের দায়িত্ব সাময়িকভাবে আপনাকে দেওয়া হলো... ।'

'সাময়িকভাবে,' টাইপ করা এই শব্দটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন কালভ, জেনারেল লাইসিংকো কিছুক্ষণ আগে তাঁর হাতে যে সরকারী নির্দেশনামা তুলে দিয়েছেন তার একটি অনুচ্ছেদে ঐ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্যপূর্ণভাবেই লাইসেংকো যে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তার একটিই অর্থ, তাহলো, কার্লভকে দিয়ে তিনি প্রোকেনকে নিরাপদে রুশ ভূখণ্ডে আনিয়ে নেবেন, তারপর সীমান্ত পেরোনোর পরেই তাঁকে নিয়ে গিয়ে হাজির করবেন রুশ কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সামনে, লাল কমরেডদের সামনে বুক ফুলিয়ে বলবেন, 'দেখুন কমরেড, কাকে নিয়ে এসেছি। এঁকে মার্কিন মুলুক থেকে এখানে ধরে আনার পুরো গৌরবটুকু একা আমার অন্য কারও নয়। উঁহু, ঘুণাক্ষরেও তখন কার্লভের নাম একবারের জন্যও উচ্চারণ করবেন না তিনি, এ-ব্যাপারে সবটুকু কৃতিত্ব তাঁর নিজের বলে দাবী করবেন।

টুইড প্লেনে চেপে পশ্চিম ইওরোপের আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এদিকে বব নিউম্যান পরপর তিনটি ঘটনাবিহীন দিন কাটিয়ে দিলো কালাসটাজাটোরপা হোটেলে লায়লা সারিনের সঙ্গে। প্রথমদিন একটা অভাবিত মানসিক আঘাত নিউম্যান পেয়েছিল সকাল-বেলায়। লায়লার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাবে বলে লিফট থেকে সবে বেরিয়েছে সে, এমন সময় তার চোখে পড়ল লবিতে চেয়ারে বসে একজন কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজের সামনের পাতায় চোখ বোলাচ্ছেন। খবরের কাগজটির নাম ইটালেটি, স্থানীয় এক সান্ধ্য দৈনিক। নিউম্যানের নজরে পড়ল সামনের পাতায় আলেক্সির একটি ফোটো ছাপা হয়েছে। একজন ওয়েটারকে দিয়ে ঐ কাগজের একটি কপি তখনই কিনে আনল সে, দেখল পার্ক ক্রিসেন্টের বেসমেন্টে টুইডের ওপরওয়ালা হাওয়ার্ড যে ফিল্ম তাকে দেখিয়েছিলেন আলেক্সির এ ফোটো সেই ফিল্ম থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। তফাতের মধ্যে এই, ছাপানোর আগে এই ছবিটিকে যেকোন কারণেই হোক সম্পাদক ছেঁটে ছোট করে দিয়েছেন যার ফলে আলেক্সির আশপাশে আর কি বা কারা আছে তা কিছুই দেখা

যাচ্ছে না। ফোটোতে দেখা যাচ্ছে সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসার কোনও গাড়ির হেডলাইটের আলো এসে আর্লেক্সির দুচোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, দুহাত ওপরে তুলে গাড়ির চালককে স্পীড কমানোর ইঙ্গিত করছে সে। ফোটোর নীচে বড় হরফে ক্যাপশন ঃ "বিখ্যাত ফরাসী সাংবাদিক কি গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ?" সঙ্গে ফিনিশ ভাষায় ছাপানো সংক্ষিপ্ত খবর, তা পড়তে না পারলেও রিপোর্টারের নাম বুঝতে নিউম্যানের অসুবিধে হলো না—লায়লা সারিন।

'গুড মর্নিং, মিঃ নিউম্যান, কেমন আছেন ?' যুবতীর সুললিত কণ্ঠে ইংরেজী সম্ভাষণ শুনে মুখ তুলে তাকাল বব, দেখল লায়লা সারিন এসে দাঁড়িয়েছে তার গা ঘেঁষে। বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে চলে নাকি লায়লা ?—নিজেকে প্রশ্ন করল নিউম্যান, গম্ভীরমুখে কাগজটা লায়লার দিকে বাড়িয়ে দিলো সে।

'দুঃখিত', অদ্ভুত নরম গলায় লায়লা বললো, 'গত রাতে এই লেখাটা আপনার চোখে যাতে না পড়ে সেই ব্যবস্থা আমি করেছিলাম। এমনকি বিমানবন্দরের ম্যানেজারকে বলে ওখানকার সব স্টল থেকে এই কাগজের প্রত্যেকটি কপিও আমি সরিয়ে ফেলে-ছিলাম।' কথা শেষ করে লায়লা নিউম্যানের উল্টোদিকের চেয়ারে বসলো। ওয়েটার তখনই এসে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে দিলো—রোল আর কফি।

'রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো ?' পট থেকে কাপে কফি ঢালতে ঢালতে লায়লা প্রশ্ন করল। মুখে কিছু না বলে নিউম্যান শুধু মাথা নাড়ল। রাতে ঘুমের ঘোরে সে যে চেঁচিয়ে উঠেছিল সেকথা লায়লাকে জানিয়ে কোনও লাভ নেই।

'এই রিপোর্ট লেখার সূত্র আর এই ফোটো তুমি কোথা থেকে পেলে ?' গম্ভীরগলায় প্রশ্ন করল নিউম্যান।

'একজন অচেনা লোক খবরটা টাইপ করে মুখবন্ধ খামে পুরে অফিসে আমার টেবিলে রেখে গিয়েছিল', লায়লা জবাব দিলো, 'ফোটোটা ঐ খামের ভেতরেই ছিল।'

'ফোটোটা কি তুমি ছেঁটেছিলে ?'

'না, কেন ?'

'এমন ঘটনা আমাদের পেশায় প্রায়ই ঘটে তাই জানতে চাইছি। যাক, কি ভাষায় ওটা টাইপ করা হয়েছিল ?'

'ফিনিশ ভাষায়', লায়লা বললো, 'দেখে মনে হয়েছিল টাইপ মেশিনটা খুবই পুরোনো, প্রচুর ভুল ছিল তাতে। হেলসিংকির বাইরে এক নির্জন রাস্তায় আপনার স্ত্রী গাড়িচাপা পড়ে মারা যান, ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। আপনার কাছে ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বেদনাদায়ক।'

'তারপর ?' নিউম্যান অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল, 'বলে যাও।'

'খবরে শুধু এইটুকু উল্লেখ করেছিল, আমার সম্পাদক ওটাকে লিড স্টোরি করে ছাপতে চাইলেন তাই আমাকেও খবরটা সাজিয়ে ফেনিয়ে একটু বাড়াতে হলো। আপনার

স্ত্রী আলেক্সি বুভেত মাত্র একটা হপ্তা আগে এখানে এসে পৌছেছিলেন। মারা যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন তিনি।

'তুমি খবরে লিখেছো হেলসিংকির বাইরে একটি নির্জন রাস্তা', নিউম্যান প্রশ্ন করল, 'তার মানে আলেক্সির মৃতদেহটা খুঁজে পাওয়া গেছে?'

'এখনও পাওয়া যায় নি', লায়লা বললো, 'আর সেই কারণেই পুলিশ ভীষণ চিন্তায় পড়েছে। ওরা অনুমান করছে ড্রাইভার নিশ্চয়ই আলেক্সির মৃতদেহটা গাড়িতে তুলে নিয়েছিল তারপর কোনও জঙ্গলে হয়ত ফেলে দিয়ে থাকবে। ওর মৃতদেহ খুঁজে বের করতে হয়ত কয়েক মাস লেগে যাবে।'

'মৃতদেহ নেই, পুলিশ রিপোর্ট নেই, শুধু একগুচ্ছ প্রমাণের ভিত্তিতে তুমি এই খবরটাকে লিড স্টোরি করে বসলে? ফিনল্যাণ্ডে তোমরা এইভাবেই সাংবাদিকতা করো নাকি?'

প্রশ্নটা করেই নিউম্যান বুঝল লায়লা ভেতরে ভেতরে বেশ চটে গেছে। কিন্তু নিউম্যান তাঁর স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর শোক তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি এই ভেবে লায়লা নিজেকে সংযত রাখলো, তবু ন্যাপকিনটা ঠোঁটে বুলিয়ে জবাব দিলো,

'শিরোনামা দেখলেই বুঝতে পারবেন এই খুন সম্পর্কে আমাদেরও বিস্তর সন্দেহ রয়েছে, আর সেই কারণেই প্রশ্নসূচকভাবে শিরোনামা লেখা হয়েছে। আপনি ফিনিশ ভাষা জানেন না নয়তো খবরটা পড়লে বুঝতেন গোটা ব্যাপারটাই যে রহস্যের আড়ালে রয়ে গেছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে, এবং এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে আলেক্সি সত্যই মারা গেছে কিনা তেমন কোনও নিশ্চিত প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। আর একটা কথা, ফোটো আর খবর ছাড়া আরও একটা জিনিস খামের ভেতর ছিল।'

কথা শেষ করে লায়লা নিজের কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ নামিয়ে ভেতরে হাত ঢোকালো। নিউম্যান কোনও ঔৎসুক্য না দেখিয়ে আপন মনে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল।

'এবার একটা জিনিস দেখাব আপনাকে', লায়লা বললো, 'দেখলে আপনি কিন্তু বেশ বড় রকমের ধাক্কা খাবেন, সেজন্য তৈরী হোন।

'আমি তৈরী আছি', নিউম্যান বললো, 'তুমি নির্ভয়ে দেখাতে পারো।'

লায়লা আর কিছু না বলে ক্রসের আকারে গড়া একটা রুপোর ব্রুচ বের করে তুলে দিলো নিউম্যানের হাতে। এ ব্রুচ নিউম্যানের খুব চেনা, অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য ফরাসী সরকার এই ব্রুচ পুরস্কার দিয়ে আসছে বহুদিন ধরে যা ফ্রেঞ্চ ক্রস অফ লোরেইন নামে খ্যাত। গয়নাটা হাতে নিয়ে নিউম্যান ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে, ভেতরে ভেতরে আলেক্সির জন্য তীব্র বেদনা অনুভব করল সে।

'তুমি বলছো এটাও সেই ফোটোর সঙ্গে ঐ খামের ভেতর ছিলো?' নিউম্যান প্রশ্ন করলো, 'তাতে কি প্রমাণ হচ্ছে?'

'আমি বলতে চাই যে আলেক্সি যেদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন সেদিন এই ব্রচটা তাঁর জামায় আঁটা ছিলো, আর ইচ্ছে করেই এই ব্রচের বিষয়ে আমি রিপোর্টে কিছুই উল্লেখ করিনি।'

'কিছু মনে কোর না', নিউম্যান নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বললো, 'তোমার সঙ্গে যদি রুক্ষ ব্যবহার করে থাকি তো সেজন্য আমি ক্ষমা চাইছি। আমি এখানে এসে পৌঁছোনোর পর থেকে তুমি যেভাবে আমার আদর যত্ন করছো তার তুলনা হয় না, অথচ তোমার সম্পর্কে এখনও কিছুই জানতে পারিনি আমি, এককথায় পরিচয়ই হয়নি তোমার সঙ্গে।'

'কেন', লায়লা মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'আমি তো গোড়াতেই আপনাকে জানিয়ে রেখেছি যে বিখ্যাত বীমা ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ টুইড লণ্ডন থেকে টেলিফোনে আপনার কথা আমায় আগেই বলে রেখেছেন।'

'হ্যাঁ', নিউম্যান বললো, 'তা তুমি জানিয়েছো বটে।'

'তবে আপনার কথাও আমি অস্বীকার করছি না, লায়লা বললো, 'আমার সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বিস্তারিতভাবে আপনার জানা উচিত ছিলো। আপনার মতো একজন বিখ্যাত সাংবাদিক যে একটু চেষ্টা করলেই তা জানতে পারবেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই। যাক, আমি নিজেই বলছি শুনুন, এখানকার নিরাপত্তা পুলিশ দপ্তরের একজন বড় অফিসারের মেয়ে আমি।'

'বড় অফিসার ?' নিউম্যান প্রশ্ন করলো, 'পদমর্যাদা আর ক্ষমতার দিক থেকে তিনি কত বড় ? কি নাম তাঁর ?'

'আমার বাবার নাম মনু সারিন', লায়লা মুচকি হাসল, 'নিরাপত্তা পুলিশ দপ্তরে উনিই সবার ওপরে। অধিকর্তা বলতে পারেন। এখানকার গোটা পুলিশ প্রশাসন ওঁর কথায় ওঠে বসে। 'আমার কাগজের সম্পাদক আমায় আপনার সঙ্গে কয়েকদিন ঘুরে বেড়াতে বলেছেন', লায়লা মুচকি হেসে বললো, 'উনি ধরেই নিয়েছেন যে আপনার কাছ থেকে একটা দারুণ স্টোরি আমি বের করে নিতে পারবো।'

'তাঁর দোষ নেই', নিউম্যান অন্যমনস্ক গলায় বললো, 'দুনিয়ার সব সম্পাদকই এরকম ভেবে সুখ পান।'

রেইনকোট গায়ে চাপিয়ে নিউম্যান আর লায়লা হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলো, নাইট ক্লাবের ধারে একসার সিঁড়ি নেমে গেছে বেসমেণ্টে, সেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো দুজনে। একপাশে কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করা হয়েছে, তার জলের রং সিসের মতো কালচে ধূসর। সেদিকে তাকিয়ে নিউম্যানের মনে হলো সে কোনও উপসাগরের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আলেক্সি যখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো তখন তোমার কি মনে হয়েছিলো ও কোনও তথ্য খুঁজে বেড়াচ্ছে ?'

'সেকথাই আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম', লায়লা বললো, 'উনি একজন আমেরিকানকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন যার নাম অ্যাডাম প্রোকেন। আলেক্সি এখানকার স্থানীয় আমেরিকান দূতাবাসে গিয়েও খোঁজখবর নেন আর সেখান থেকেই জানতে পারেন যে ঐ নামে কোনও কর্মচারী নেই। আর ঐ নামে কাউকে চেনে না তারা। ব্যাপারটা খুব মজার।'

'কেন', 'নিউম্যান জানতে চাইল, 'মজার কেন ?'

'কারণ এটা ফিনল্যাণ্ড, আমেরিকা আর রাশিয়া দুদেশেরই দুটি বিশাল দূতাবাস এখানে আছে, দিনরাত পরস্পরের ওপর নজর রাখাই যাদের প্রধান কাজ। মনে রাখবেন হেলসিংকি থেকে মাত্র দুশো পঞ্চাশ কিলোমিটার পূর্বদিকে রুশ সীমান্ত অবস্থিত।'

'তা আমি জানি, 'নিউম্যান বললো, 'কিন্তু ঐ আমেরিকান লোকটার কি নাম বললে তুমি ?'

'অ্যাডাম প্রোকেন। আলেক্সির কথায় এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে উনি মার্কিন বিদেশ দপ্তরের খুব বড় এক অফিসার। এটাও বুঝেছিলাম যে মার্কিন দূতাবাসের কর্মচারী না হলেও, তিনি শীগগিরই হেলসিংকিতে আসবেন।'

'আচ্ছা লায়লা', নিউম্যান বললো, 'তোমাদের এখানে তো প্রচুর যাত্রী জাহাজ আছে, যেগুলো হেলসিংকি বন্দর থেকে রওনা হয়, তাই না ?'

'ঠিক ধরেছেন', লায়লা বললো, 'তাদের মধ্যে ফিনিশ জাহাজগুলো স্টকহোম আর লেনিনগ্রাদে যাতায়াত করে। এছাড়া আছে এস্তোনিয়ান শিপিং কোম্পানী, তাদের জাহাজগুলো পর্যটকদের নিয়ে প্রায়ই এস্তোনিয়ার তালিনে যাতায়াত করে।'

'বেশ, এবার বলো তো আর্কিপেলাগো অর্থাৎ দ্বীপপুঞ্জ শব্দটি বললে তোমার কোন্ কোন্ জায়গার কথা মনে পড়বে ?'

'প্রথমেই মনে পড়বে গ্রীক আর্কিপেলাগোর কথা', লায়লা বললো, 'তারপর বোথনিয়া উপসাগরের উত্তরে হেলসিংকির পশ্চিমে অবস্থিত টুর্কু আর্কিপেলাগোর কথা মনে পড়বে, ওটা আবার বন্দরও। টুর্কু আর্কিপেলাগো পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জ। স্কুলে পড়ার সময় ভূগোল ছিল আমার সবচাইতে প্রিয় বিষয়, প্রথম বৃহত্তম হলো গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ, যার কথা গোড়াতেই বললাম।'

'ব্যস্, মাত্র এই দুটো ?'

'আরও একটা আছে', লায়লা বললো, 'সুইডিশ আর্কিপেলাগো যা স্টকহোম থেকে শুরু হয়েছে, টুর্কু পর্যন্ত বিস্তৃত, যদিও দুটোর মাঝখানে সমুদ্র দুস্তর ব্যবধান তৈরী করেছে।'

'টুর্কু আর্কিপেলাগোতে বেড়াতে গিয়েছো কখনও ?' নিউম্যান প্রশ্ন করল, 'জায়গাটা কেমন সংক্ষেপে বলো তো।'

'হ্যাঁ, অল্প বয়সে এক বয়ফ্রেণ্ডের পাল্লায় পড়ে নৌকোয় চেপে ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম', লায়লা বলল, 'নৌকোয় চেপে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া ছিল তার নেশা। তখনই দেখেছিলাম ছোট বড় মিলিয়ে মোট কয়েক হাজার দ্বীপ আছে ওখানে। ওখানকার রাজধানীও সেখানকার একটি দ্বীপে, নাম ম্যারিআনহামিনা। সত্যি বলতে কি, ওটা হলো আভেনানমা দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী সুইডিশ ভাষায় যা আলাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত।'

কথা শেষ করে ব্যাগের ভেতর থেকে একটা ভাঁজ করা মানচিত্র বের করে লায়লা তুলে দিল নিউম্যানের দিকে, বলল, 'এটা হেলসিংকির পথঘাটের নকশা, ধর, এটা তোমার কাছেই রাখো, কাজে লাগবে।'

'ধন্যবাদ', নিউম্যান সেটা ভাঁজ করা অবস্থাতেই পকেটে রেখে বলল, 'অ্যাডাম প্রোকেনের প্রসঙ্গ ছাড়া আর কোনও বিষয়ে আলেক্সির সঙ্গে তোমার কথা হয় নি?'

'হয়েছিল', লায়লা বড় বড় চোখে তাকিয়ে জবাব দিল, 'আলেক্সির মুখ থেকেই শুনেছিলাম রুশ সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের কয়েকজন অফিসার নাকি হালে রহস্যজনক ভাবে গুম হয়েছেন, সমুদ্রের ধারে তাঁদের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, প্রত্যেককে একই ভাবে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। অবশ্য তার আগেই এ-খবরটা আমাদের দপ্তরেও এসে পৌঁছেছিল, আমি তার ভিত্তিতে একটা জমকালো স্টোরি করব ভেবেছিলাম। এস্তোনিয়ান জাহাজের এক খালাসীকে এ-সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম আমি, কিন্তু প্রশ্ন শুনেই ওর চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, ভয়ে কোনও মন্তব্যই করতে চাইল না সে।'

'রুশ সামরিক গোয়েন্দা দপ্তর?' নিউম্যান বলল, 'তার মানে গ্রু, তাই না?'

'ঠিকই ধরেছেন। এরপর প্রসঙ্গ পাল্টে আলেক্সি আপনার মতোন আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন ধারে কাছে মোট কটা আর্কিপেলাগো আছে, ঠিক আপনার মতোই প্রশ্ন করেছিলেন উনি।'

'তুমি তো বললে ওরকম কয়েক হাজার দ্বীপ আছে ওখানে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাদের মধ্যে আবার কতগুলো আছে যাদের গায়ে মাটির চিহ্নমাত্র নেই, বিরাট এক একটা পাথরের চাঁই উঠে গেছে সমুদ্রের ভেতর থেকে। ঐ সব প্রণালীর ভেতর দিয়ে নৌকো বেয়ে যাওয়া ভয়ানক বিপজ্জনক, যে সব জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় শুধু তারাই ঐ সব পাথরের শুলুক সন্ধান ভালোভাবে জানে, তাদের কাউকে সঙ্গী করে যদি যেতে পারেন তাহলে অবশ্য চিন্তার কোনও কারণ থাকবে না।'

'ঐ রকম কারও সঙ্গে তোমার চেনাশোনা আছে?' নিউম্যান জানতে চাইল, 'আলাপ করিয়ে দাও না।'

'হ্যাঁ, চিনি', লায়লা জবাব দিল, 'আলাপ করিয়ে দেব না হয় সময়মত, কিন্তু কেন?'

'ওকে কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল।'

'আপনাকে কিন্তু ভয়ানক পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে', লায়লা বলল, 'এখানে যখন এসে পড়েছেন তখন অন্তত একটা হপ্তা ভালো করে বিশ্রাম নিন।'

'মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছো', নিউম্যান বলল, 'আর একটা প্রশ্ন করব তোমায়। আলেক্সি যে রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে খুন হয় সেখানে বহু পুরোনো একটা দুর্গ ছিল। হেলসিংকির বাইরে ভুতুড়ে চেহারার এইরকম কোনও পুরোনো আমলের দুর্গ আছে বলে জানো তুমি যার বুরুজগুলো খুব উঁচু ?'

'দুর্গ ?' লায়লা ভুরু কোঁচকালো, 'ভুতুড়ে চেহারার পুরোনো আমলের দুর্গ, আপনাদের দেশের পুরোনো দুর্গগুলোর মতো ? একবার আমি ইংল্যাণ্ডে বেড়াতে গিয়েছিলাম বহুদিন আগে তখন উইণ্ডবার আর ওয়ারউইক দুর্গ দেখেছিলাম সেখানে। কিন্তু এখানে আমাদের ফিনল্যাণ্ডে ওরকম কিছুই নেই, দুর্গের কথা শুনলে আমরা হাসি। শুনতে অদ্ভুত শোনাবে তবু আপনার কথা আলেক্সির সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল এমন কিছু কথা আমার মনে পড়েছে ! আরও মনে পড়েছে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় আপনার স্ত্রী আলেক্সি বারবার সামনে পেছনে দুলছিলেন, পরে বুঝেছিলাম ওটা ওঁর মুদ্রাদোষ।'

আলেক্সির যে এই মুদ্রাদোষ ছিল তা নিউম্যানের অজানা নয়, ইচ্ছে করেই প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে সে এসব অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করছিল যাতে লায়লা তার আসল উদ্দেশ্য কি তা ধরতে না পারে। কতকগুলো বিচ্ছিন্ন বিষয় নিউম্যান মনে মনে জুড়ে একটা সামগ্রিক রূপ দেবার চেষ্টা করল।

এস্তোনিয়ায় সোভিয়েত সামরিক গোয়েন্দা দপ্তর গ্রুর অফিসারদের হত্যাকাণ্ড। অ্যাডাম প্রোকেন নামে এক রহস্যময় আমেরিকান সম্পর্কে উল্লেখ যে আন্তর্জাতিক কূটনীতির মাপকাঠিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ লোক কিন্তু মার্কিন দূতাবাসে যার সম্পর্কে কোনও তথ্যই কেউ দিতে পারে না। আর্কিপেলাগো সম্পর্কে একাধিক প্রশ্ন। এসব টুকরো টুকরো তথ্য থেকে আসল রহস্যের সন্ধান সে আদৌ পেয়েছে কি ? পেয়েছে কোনও যোগসূত্র ? এখনও পর্যন্ত কোনও যোগসূত্র পায়নি নিউম্যান, সবকটি তথ্যই বিচ্ছিন্ন বলে মনে হচ্ছে যাদের মধ্যে কোনরকম সম্পর্ক ওপর থেকে তার চোখে পড়ছে না।

'জোর বৃষ্টি আসছে', লায়লার কথায় নিউম্যানের চিন্তার সূত্র বিচ্ছিন্ন হলো, 'চলুন, তার আগে হোটেলে ফিরে যাই।'

'কি করে বুঝলে ?'

'সামনে সমুদ্রের দিকে তাকান, তাহলে আপনিও টের পাবেন।'

'আবহাওয়া এখানে খুব তাড়াতাড়ি বদলায়।'

'এ তো আপনার ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকা নয়', লায়লা বলল, 'এ হলো ফিনল্যাণ্ড। এই দেখুন আকাশ কালো হয়ে মেঘ আর ঝড়বৃষ্টি, আবার তারপরেই দেখবেন আকাশ পরিষ্কার, কোথাও ছিটেফোঁটা মেঘ নেই।'

লায়লা ঠিকই বলেছে, সমুদ্রের দিকে তাকাতেই নিউম্যান দেখতে পেল পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ অনেকটা নীচু দিয়ে ধেয়ে চলেছে পুবদিকে। সমুদ্রের ওপারে ততক্ষণে জোর বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

চওড়া পথ ধরে লায়লা আর নিউম্যান সারি সারি পাইন গাছের নীচ দিয়ে হাঁটতে লাগল হোটেলের দিকে, যেতে যেতে লায়লা বৌদ্ধ প্যাগোডার ধাঁচে গড়া একটা বাড়ির দিকে আঙ্গুল তুলে দেখাল, বললো, 'এর নাম রাউণ্ড হাউস রেস্তোরাঁ', এখানকার রান্না খুব ভাল। আজ রাতে আপনি এখানে ডিনার খাবেন ?'

'খেতে পারি যদি তুমি আমার সঙ্গে ডিনার খাও', নিউম্যান বলল।

'আপনার সঙ্গে ডিনার খাবার সুযোগ পেলে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব', লায়লা বলল; 'কিন্তু হাতে বেশী সময় নেই, এবার চার নম্বর ট্রাম ধরে আমায় হেলসিংকিতে যেতে হবে, জাহাজগুলো কখন বন্দর থেকে ছাড়ে সে খবর যোগাড় করতে হবে। আপনি তাহলে এখন হোটেলেই থাকছেন তো ? বিশ্রাম নিন ভালো করে।'

'তুমি যা বলবে তাই করব', তোষামোদের সুরে বলল নিউম্যান।

'রেস্তোরাঁর পেছনে দূরের ঐ বাড়িটা দেখছেন ?' লায়লা আঙ্গুল তুলে সামনের দিকে দেখাল। সেদিকে তাকাতে একটা প্রাচীন একতলা দালান নিউম্যানের চোখে পড়ল দেখতে যেটা বড় কোঠাঘরের মতো। নিউম্যান জানে ওটা সে যে হোটেলে উঠেছে তার সবচাইতে পুরোনো অংশ।

'এটা আসলে ছিল জেলেদের কুঁড়ে', লায়লা বলল, 'হোটেল তৈরী হবার বহু আগে এটা গড়া হয়েছিল। বাইরেটা দেখতে যতই সেকেলে হোক না কেন, ভেতরটা কিন্তু একদম আধুনিক, হাল ফ্যাশান অনুযায়ী তৈরী।'

তারা দুজনে হোটেলের সিঁড়িতে পা রাখতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। হোটেলের দুটো বাড়ি আলাদা আলাদা ভাবে যেখানে মিলিত হয়েছে সে-জায়গাটা একটা সুড়ঙ্গের মতো। সেখানে পৌঁছে লায়লা সারিন আর বব নিউম্যান দুজনে দুদিকে চলে গেল। হঠাৎ কি মনে করে নিউম্যান এসে দাঁড়াল হোটেলের রিসেপশন কাউণ্টারে। পকেট থেকে আলেক্সির একটা ফোটো বের করে কাউণ্টারের ওপাশে দাঁড়ানো বয়স্ক কর্মচারীটিকে প্রশ্ন করল, 'এঁর নাম আলেক্সি বুভেত', স্ত্রীর ফোটোটা দেখিয়ে নিউম্যান বলল, 'সম্পর্কে আমার আত্মীয়া, অল্প কিছুদিন আগে ইনি এ-হোটেলে উঠেছিলেন। বলতে পারেন চলে যাবার সময় ইনি তাঁর পরবর্তী ঠিকানা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেছেন কিনা ?'

নিউম্যান লক্ষ্য করল আলেক্সির ফোটো দেখে আর তার নাম শুনেই লোকটির হাবভাব, তাকানো সব কিছু কেমন কাঠের মতো নিষ্প্রাণ হয়ে গেল। তবু রেজিস্টার খুলে কিছুক্ষণ পাতা ওল্টাল সে, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'দুঃখিত, ঐ নামে এখানে কাউকেই পাচ্ছি না'।

কিন্তু নিউম্যান একজন পেশাদার সাংবাদিক, এত সহজে হার মানতে সে রাজী নয়। এবার পকেট থেকে লায়লার খবরের কাগজের বাকিটুকু বের করে কাউন্টারের ওপর রাখল সে, দুর্ঘটনায় আলেক্সির মারা যাবার খবরের পাশে তার ফোটোটা দেখে নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'ইনি আমার স্ত্রী, তাই জানতে চাইছি।'

'দুঃখিত, মিঃ নিউম্যান,' একনজরে ছাপা খবরটার দিকে তাকিয়ে রিসেপশনিস্টটি বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আপনি এসে পৌঁছোবার আগে পুরো সপ্তাহ কাটাবেন বলে এই ভদ্রমহিলা এখানে এসে উঠেছিলেন। মনে আছে ওঁকে দেখতে ছিল খুব সুন্দর, পুরো সপ্তাহের টাকা উনি আগাম জমা দিয়েছিলেন ওঠার সময়। তারপর একদিন রাতে উনি আর ফিরে এলেন না, ওঁর রিজার্ভেশন শেষ হবার ঠিক দুদিন আগে। তবে ওঁর কিছু জিনিসপত্র এখনও ওঁর কামরায় রয়ে গেছে।'

'আমি সেগুলো একবার দেখতে পারি?' নিউম্যান ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করল।

'বুঝতে পেরেছি', রিশেপশনিস্ট জবাব দিল, 'আসলে আপনি যে নাম বললেন সেই নাম হোটেলের রেজিস্টারে উনি লেখাননি, লিখিয়েছিলেন আলেক্সি নিউম্যান।'

'ওঁর ব্যক্তিগত জিনিসগুলোর মধ্যে কি কি আছে?' নিউম্যান জানতে চাইল।

'আপনি এসে পৌঁছোবার কয়েক ঘণ্টা আগে হেলসিংকির কয়েকজন সরকারী অফিসার ওগুলো নিয়ে গেছেন', রিসেপশনিস্টের গলায় অস্বস্তি ফুটে বেরোল।

'বড় অফিসার—তার মানে কি পুলিশ, প্যাসিলায় যাদের সদর দপ্তর?'

'আজ্ঞে না, তবে এটুকু মনে আছে যে ওঁরা একটা হুকুমনামা দেখিয়েছিলেন, তাতে লেখা ছিল যে মিসেস নিউম্যানের ফেলে যাওয়া ব্যক্তিগত জিনিসগুলো যেন ওঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।'

দু'জন বড় সরকারী অফিসার। নিউম্যান আঁচ করল, ওরা নিশ্চয়ই নিরাপত্তা সংক্রান্ত পুলিশ দপ্তর থেকে এসেছিল যাদের সদর ঘাঁটি রাতাকাতুতে অবস্থিত।

'আরেকটা প্রশ্ন', ইচ্ছে করেই প্রশ্ন অন্যদিকে ঘোরালো নিউম্যান, 'মিসেস নিউম্যানের কার্যকলাপের মধ্যে অদ্ভুত বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু আপনার নজরে পড়েছিল কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, পড়েছিল', রিসেপশনিস্ট এবার যেন একটু ধাতস্থ হলো, 'এখানে আসার কয়েকদিন পরের ঘটনা। একদিন সকালবেলা উনি হেলিকপ্টারে চেপে কোথায় যেন গিয়েছিলেন। এখানে এই হোটেলে হেলিকপ্টার দরকারে ভাড়া পাওয়া যায়, সমুদ্রের কাছেই হেলিকপ্টার ওঠানামা করার জায়গা আছে। ঐ যে অফিস দেখছেন, ওখানে গেলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' কথা শেষ করে ঘরের একদিকে বাক্সের মতো দেখতে একচিলতে কাঠের তৈরী কামরার দিকে ইশারা করল লোকটি। নিউম্যান আলেক্সির ফোটো আর খবরের কাগজের টুকরোটা সঙ্গে নিয়ে এসে ঢুকল সেখানে। সামনে টেবিলের ওপাশে এক সুশ্রী স্মার্ট দেখতে যুবতী বসে, তার সামনে আলেক্সির ফোটো নামিয়ে রাখল নিউম্যান, মেয়েটি বড় বড় চোখ মেলে তাকাল তার দিকে।

'এইমাত্র রিসেপশনিস্টের মুখ থেকে শুনলাম যে আমার স্ত্রী আলেক্স নিউম্যান এই হোটেলে থাকাকালীন একদিন আপনাদের একটি হেলিকপ্টার ভাড়া করে কোথায় গিয়েছিল। পাইলট তাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন তা আমার জানা দরকার।'

'আপনি ঠিকই শুনেছেন, মিঃ নিউম্যান', যুবতীটি স্বাভাবিক সুরে বলল, 'ওঁর কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে, তবে নিছক দেখা বা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে নয়. বিশেষ কোনও জায়গায় যাবার জন্য উনি হেলিকপ্টার ভাড়া করেছিলেন, এই যে, এই মেশিনটার কথা বলছি।' বলে সে একটা রঙীন ফোটো তুলে দিল নিউম্যানের হাতে—একনজর তাকিয়েই নিউম্যান বুঝতে পারল হিউজেস ৫০০ ডি, খুব ক্ষুদে হেলিকপ্টার, সাধারণতঃ আকাশ থেকে মাটি বা জলের ফোটো তোলার প্রয়োজনে এই হেলিকপ্টার ব্যবহৃত হয়।

'আমার স্ত্রী এটায় চেপে কোথায় গিয়েছিলেন?' নিউম্যান প্রশ্ন করল।

'তা আমি বলতে পারব না, কারণ জানি না। উনি ভাড়ার টাকার অর্ধেক আগাম জমা দিয়ে রসিদ নিয়েছিলেন, বলেছিলেন ফিরে এসে বাকিটা দেবেন।'

'আমি একবার ওটা ভাড়া নিতে পারি?' নিউম্যান জানতে চাইল. 'সেই একই পাইলটকে চাই কিন্তু—'

'নিশ্চয়ই পাবেন', যুবতী বলল, 'কিন্তু আগামী সোমবারের আগে উনি কাজে আসবেন না।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'মনে পড়েছে, আপনার স্ত্রীর মুখে সাউথ হারবারের নামটা দু একবার শুনেছিলাম, তবে সত্যিই উনি ওখানে গিয়েছিলেন কি না তা জানি না।'

যুবতীকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বব নিউম্যান টেলিফোন বুথে এসে ঢুকল।

চার নম্বর ট্রামে চেপে লায়লা এসে নামল ম্যানারহাইমে. এটা হেলসিংকি শহরের এক ব্যস্ত এলাকা, এখানকার বাসিন্দারা অধিকাংশই সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এইখানেই একটি বাড়ির দোতলার একটি ফ্ল্যাটে থাকে লায়লা, রাস্তা পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকে টেলিফোনের রিসিভার তুলল সে, ডায়াল ঘুরিয়ে লণ্ডনের এক বীমা কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করল, দেশে বিদেশে যারা ব্রিটিশ সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করে তাদের সবাইকে যোগাযোগ করার জন্য টুইড এই প্রতিষ্ঠানের টেলিফোন নম্বর দেন।

'দুঃখিত, উনি আজ অফিসে আসতে পারবেন না।' ওপাশ থেকে টুইডের সেক্রেটারী মণিকার গলা স্পষ্ট শুনতে পেল লায়লা। 'বিশেষ কাজে অন্য জায়গায় গেছেন। কোনও খবর দিতে হবে? উনি আগামীকাল এলে কি বলব বলুন, কে টেলিফোন করেছিলেন বলব?'

'নাম বলতে হবে না', লায়লা হাসল, 'শুধু বলবেন, হেলসিংকি থেকে ওঁর এক

বান্ধবী ফোন করেছিল, তাহলেই হবে।' এটুকু বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। অন্যদিকে মণিকাও ওপাশ থেকে আন্দাজে যেটুকু বোঝার ঠিকই বুঝে নিল।

ফ্ল্যাটের দরজায় তালা ঝুলিয়ে লায়লা আবার রাস্তায় নেমে এলো। কাছেই অনেক ট্রাভেল এজেন্সীর অফিস, সেখানে ঢুকে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের কাছ থেকে সেই সব জাহাজের নাম আর যাত্রার সময় তালিকা যোগাড় করল যেগুলো হেলসিংকি থেকে লেনিনগ্রাদ, তালিন, স্টকহোম এবং টুর্কুতে যাতায়াত করে।

এরপর লায়লা বাইরে এসে কাছেই একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক কাপ কালো কফি নিয়ে বসল। লায়লা নিউম্যান সম্পর্কে বেশ চিন্তিত, টুইডের সঙ্গে কথা বলে তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ না নেওয়া পর্যন্ত নিউম্যানকে অন্য কোনও ভাবে আটকে রাখতে হবে আর সে দায়িত্বটা টুইড যে অলিখিতভাবে তারই কাঁধে চাপিয়ে রেখেছেন আগে থেকে সে সম্পর্কেও লায়লা নিঃসন্দেহ। মুশকিল একটাই, আর তা হলো নিউম্যান নিজে। তার সঙ্গে কথা বলে লায়লা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছে যে এই দু'দে ইংরেজ সাংবাদিক কাজে নেমে পড়েছেন কারও কাছ থেকে সাহায্যের আসা না করেই—তাঁর স্ত্রী কি ভাবে কোন পরিস্থিতিতে খুন হয়েছেন এবং সেই খুনের পেছনে কে বা কারা তার তদন্ত নিউম্যান একাই শুরু করে দিয়েছেন।

খাঁচায় পোষা হিংস্র বাঘের মতো নিউম্যান হোটেলে তার স্যুটের ভেতর পায়চারী করছে। লায়লা ঠিকই বলেছিল, একটু আগে তেড়ে বৃষ্টি নেমেছিল অথচ এখন আকাশ পরিষ্কার, সমুদ্রও শান্ত। আনমনা ভাবে চেয়ারে এসে বসল সে, সামনে টেবিলের ওপর একটা কাগজের প্যাডে একটু আগে কতকগুলো আঁকিবুকি কেটেছিল সে, এবং সেগুলো একমনে দেখতে লাগল সে।

আলেক্সি হেলিকপ্টারে চেপে কোথায় গিয়েছিল তা ভেবে বের করার চেষ্টা করতে লাগল নিউম্যান। সকাল সাড়ে দশটায় একটা জাহাজ ছাড়ে এখানকার বন্দর থেকে, কোথায় যায় সেটা? সাউথ হারবারে? তারপর আছে আরেকটা ধোঁয়াটে ব্যাপার—ম্যাডাম প্রোকেন নামে এক মার্কিন কূটনীতিক যার কোনও হদিশ নাই—এখন পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না, আবার এদিকে শোনা যাচ্ছে তাকে যে ভাবেই হোক থামাতে হবে। কেন কি জন্য থামাতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তর যার জানা ছিল সেই আলেক্সি আজ আর বেঁচে নেই। হেলসিংকির বাইরে নির্জন রাস্তায় এক ভুতুড়ে চেহারার পুরোনো দুর্গের সামনে গাড়ি চাপা পড়ে খুন হয়েছে সে। অথচ লায়লা নিজে মুখে বলেছে তাকে যে ঐ রকম কোনও পুরোনো আমলের দুর্গ ফিনল্যাণ্ডে নেই। প্যাডের ওপর যে দুর্গের একটা ছবি এঁকেছিল নিউম্যান, ফিল্মে দেখা সেই দুর্গের আদল যতটুকু তার মনে ছিল তারই ভিত্তিতে ছবিটা এঁকেছিল সে। এবার সেই দুর্গের চারপাশে একটি বৃত্ত আঁকল নিউম্যান।

আরেকটি বৃত্ত আঁকল নিউম্যান, তার ভেতরে লিখল এস্তোনিয়ায় গ্রুর অফিসারেরা খুন হচ্ছে। কে জানে, হয়তো ব্যাপারটা নিছক গুজব, মার্কিন আর সোভিয়েত দূতাবাস দু জায়গা থেকেই যা রটানো হচ্ছে।

প্রোটেকশন পুলিশের সদর ঘাঁটি। এটা লিখে তার চারপাশে আরেকটা বৃত্ত আঁকল নিউম্যান। এরা আলেক্সি সম্পর্কে হঠাৎ এত কৌতূহলী হয়ে উঠেছে কেন? নিউম্যানের মনে এই সন্দেহ জাগল যে প্রোটেকশন পুলিশ আলেক্সির যে সব ব্যক্তিগত জিনিস হোটেল থেকে নিয়ে গেছে নিশ্চিতভাবে সেগুলোই ছিল আলেক্সির হেলসিংকিতে যাবার একমাত্র প্রমাণ, আর যে কোন কারণেই হোক, পুলিশ সে সব প্রমাণ নষ্ট করে ফেলতে চায়। কিন্তু আলেক্সির মৃত্যুর পরে নিউম্যান যে এত তাড়াতাড়ি এসে হাজির হবে তা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

রাতাকাতু, নিরাপত্তা পুলিশের সদর ঘাঁটি সেখানেই অবস্থিত। হেলসিংকির পুলিশের সদর ঘাঁটি অবস্থিত প্যাসিলাতে, দুটি জায়গার মধ্যে দূরত্ব প্রচুর। আরেকটা ব্যাপারে নিউম্যানের মনে আশংকা জাগছে —লায়লা নিজে মুখে বলেছে যে তার বাবা মনু সারিন নিরাপত্তা পুলিশের সর্বময় অধিকর্তা। লায়লা তাঁরই চর হিসেবে নিউম্যানের ওপর নজর রাখছে না তো? নিউম্যানের সঙ্গে লায়লার যাবতীয় কথাবার্তা যে লায়লা বাবার কানে তুলছে না তারই বা কি নিশ্চয়তা কি? অবশ্য তার উল্টো দিকটাও ভাবার মতো। আলেক্সির মৃত্যু সংবাদ লায়লা নিজেই খবরের কাগজে প্রকাশ করেছে আর তা পড়ে লায়লার বাবা মনু সারিন নিশ্চয়ই খুশী হন নি। কাজেই লায়লা তাঁর গুপ্তচর হিসেবে নিউম্যানের ওপর নজর রাখছে এ সম্ভাবনা এখানে টেঁকে না।

সবথেকে হোটেলের হেলিকপ্টার। আলেক্সি তাতে চেপে কোথায় গিয়েছিল? আলেক্সি কোথায় গিয়েছিল তা জানতে পারলেই যে রহস্যের অনেকটা সমাধান হবে সে বিষয়ে নিউম্যান নিশ্চিত। এখন সবচাইতে বেশী যে জিনিসটি তার প্রয়োজন তা হলো ধৈর্য। সাংবাদিক হিসেবে সত্য উদঘাটন করতে গিয়ে শুধু ধৈর্যের ওপর ভরসা করে বহুবার সাফল্য অর্জন করেছে সে।

'এই নিন জাহাজগুলোর নাম আর সেগুলো ছাড়বার সময় সূচী।' একতাড়া কাগজ লায়লা তুলে দিল নিউম্যানের হাতে। রাউণ্ড হাউস রেস্তোরাঁর দোতলায় মুখোমুখি বসেছিল দুজনে ডিনার খেতে। কাগজের তাড়াটা তুলে নিয়ে নিউম্যান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জাহাজ ছাড়ার সময়গুলো দেখতে লাগল, একটা জাহাজের নাম হঠাৎ তার চোখে পড়ল, জর্জ ওটস, সকাল সাড়ে দশটায় বন্দর থেকে ছাড়ে—রওনা হয় এস্তোনিয়ার তালিনের দিকে। দেখে মনে হয় ঐ জাহাজে চেপে পর্যটকেরা এস্তোনিয়ায় যায়। বিকেল তিনটে নাগাদ ওটি পৌঁছোয় তালিনে। তালিন থেকে জাহাজটা ছাড়ে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়, হেলসিংকিতে ফিরে আসে রাত সাড়ে দশটায়।

'এসব খবর কোথা থেকে পেলে তুমি ?' নিউম্যান জানতে চাইল।

'আগের ট্রাভেল সার্ভিস থেকে,' লায়লা জবাব দিল, 'দেখুন, শেষ কাগজটায় ওখানকার নাম ঠিকানা লেখা আছে। আর কোনও তথ্য আপনার দরকার আছে ?'

'না,' নিউম্যান বলল, 'মনে হচ্ছে এতে আপাততঃ কাজ চলে যাবে।'

নিউম্যান লক্ষ্য করল লায়লা আজ একটু বেশী সাজগোজ করেছে, হয়ত তার সঙ্গে ডিনার খাবে বলেই।

'তুমি খুব ভালো মেয়ে, তোমায় অনেক ধন্যবাদ,' বলে নিউম্যান মুখ টিপে হাসল।

'ধন্যবাদ বব,' এবার লায়লাও হাসল।

'তোমার বাবার সঙ্গে হালে দেখা হয়েছে ? নিয়মিত যোগাযোগ রাখো ওঁর সঙ্গে ?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন করছেন কেন ?' লায়লার দু চোখে আচমকা সন্দেহের মেঘ ঘনিয়ে এলো।

'এমনিই,' নিউম্যান জবাব দিল, 'আমার ধারণা ছিল তোমার বাবার সঙ্গে তোমার নিয়মিত যোগাযোগ আছে।'

'না,' লায়লা বললো, 'আপনি কি ভাবছেন বলুন তো ? নিশ্চয়ই ধারণা হয়েছে যে আপনার ওপর নজর রাখার দায়িত্ব বাবা আমায় দিয়েছেন ? ছিঃ, আমার ওপর আপনার এতো অবিশ্বাস ? এইজন্য কি ভাণ্টা বিমানবন্দরে যখন আপনি এসে পৌঁছোলেন তখন আমি নিজে থেকে দেখা করতে গিয়েছিলাম আপনার সঙ্গে ? শুনুন মিঃ নিউম্যান আপনি নিজে একজন সাংবাদিক, আমিও তাই। আমার বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি খবরের কাগজের রিপোর্টার হয়েছি। আরও জেনে রাখুন, গত দু মাসের ভেতর বাবার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ বা কোনরকম যোগাযোগ হয়নি। আর আমার খিদে যেটুকু পেয়েছিল তা এখন আর নেই, শুধু এককাপ কফি খেয়েই বিদায় নেব আজকের মতো।'

নিউম্যান মাফ চাইল না, লায়লাকে ডিনার খাবার জন্য চাপ ও দিলো না। লায়লা হয় নির্ভেজাল সত্যি কথাই বলছে, নয় তো পাকা অভিনেত্রীর মতো একরাশ সাজানো মিথ্যে আউরে যাচ্ছে। নীরবে মুখোমুখি বসে কফি শেষ করল দুজনে, তারপরেই লায়লা উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। নিউম্যান বাধা দেবার আগেই লায়লা বিদায় নিয়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। নিউম্যান নিজেও নেমে এলো পেছন পেছন। শুভরাত্রি জানিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসল লায়লা। নিউম্যান ও ফিরে গেল হোটেলে। এই মুহূর্তে প্রচুর কাজের দায়িত্ব তার হাতে।

১লা সেপ্টেম্বর ছিল শনিবার। ঐদিন টুইড জেনিভার অ্যালান চার্ভেট নামে একজন ভূতপূর্ব পুলিশ অফিসারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলেই কাটিয়ে দিলেন, বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন। ঐদিনই জেনারেল লাইসেংকো মস্কো থেকে প্লেনে চেপে এসে পৌঁছোলেন লেনিনগ্রাদে, যে জায়গাটিকে

তিনি 'অগ্রবর্তী ঘাঁটি' হিসেবে উল্লেখ করেন। জেনারেল লাইসেংকো তাঁর অপারেশন প্রোকেন' সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপ এই লেনিনগ্রাদে বসেই চালাবেন স্থির করেছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন তাঁর প্রধান পার্শ্বচর ক্যাপ্টেন ভ্যালেণ্টাইন রেবেট, মস্কোতে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বড় কর্তারা তাঁকে লাইসেংকোর ছায়া বলে উল্লেখ করেন। নেভা নদীর ধারে একটি বিশাল বাড়ির তেতলায় তাঁর অফিসে এসে ঢুকলেন দুজনে, এখান থেকে ফিনল্যাণ্ড রেলস্টেশনও খুব কাছে।

'বলো রেবেট,' চেয়ার টেনে টেবিলের ওপর দুহাত রেখে বসলেন জেনারেল লাই-সেংকো তাঁর প্রধান পার্শ্বচরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলো, এবার আমরা কোথা থেকে শুরু করব ?'

ক্যাপ্টেন রেবেট তাঁর খাড়া নাকের ওপর রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের চশমাটা ঠেলে দিলেন। এগিয়ে এসে একটা ফাইল খুললেন তিনি। জেনারেল লাইসেংকো অফিসে টেবিল চেয়ারে বসে কাজকর্ম করা মোটেই পছন্দ করেন না। এসব তাঁর মতে কেরানীর কাজ। মদ আর মেয়েমানুষ, দুটোতেই তাঁর অপার আসক্তি। ভয়ানক হুল্লোড়-প্রবণ এই ওপর-ওয়ালাটিকে ক্যাপ্টেন রেবেট খুব পছন্দ করেন। যিনি একই সঙ্গে একজন বুদ্ধিজীবী ও ভালো গুপ্তচর, সামরিক কর্মচারী হিসেবে যুদ্ধ ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান কম নয়।

'সবার আগে তালিনে গ্রু'র অফিসারদের খুনের ব্যাপারটা আছে,' ক্যাপ্টেন রেবেট বললেন, 'ওপর থেকে সাধারণ চোখে দেখলে যেসব খুনের মোটিভ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

'না বোঝার আর কি আছে' কিছুটা বিরক্তি সহকারে জেনারেল লাইসেংকো বললেন, 'এ নিশ্চয়ই এস্তোনিয়ার তথাকথিত বিপ্লবীদের কাজ, এ-সম্পর্কে আমার অন্ততঃ কোনও সন্দেহ নেই।

'আপনার এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার মতো জোরালো সাক্ষ্য প্রমাণ কিছুই আমাদের হাতে নেই।' প্রতিবাদের সুরে ক্যাপ্টেন রেবেট বললেন, 'পরপর চারজনকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হলো যারা সবাই গ্রু'র অফিসার। খুনী বারবার গ্রু'র অফিসারদের টার্গেট করছে কেন ?' এরপর বিখ্যাত কর্ণেল আন্দ্রে কার্লভের প্রসঙ্গ আসছে তালিনে এইমুহূর্তে যাঁর সামনে দুটি বড় দায়িত্ব।'

'কি বললে ? বিখ্যাত ?' জেনারেল লাইসেংকো খেঁকিয়ে উঠলেন, 'ওঁর আত্মসম্মান বলতে কিছুই নেই তা জানো ? সামান্য একটা প্রোমোশনের জন্য উনি ওঁর কম্যাণ্ডিং অফিসারের জুতো পর্যন্ত জিভ দিয়ে চেটে সাফ করতে পারেন, জানো সেকথা ?'

'কিন্তু স্যার,' ক্যাপ্টেন রেবেট আবার বাধা দিয়ে বললেন, 'আমাদের লালফৌজে ওঁর মতো মেধাবী যুদ্ধবিশারদ যে খুব কমই আছে তা তো উড়িয়ে দেয়া যায় না। এছাড়া ওঁর পাঠানো হালের রিপোর্ট আপনি দেখেছেন ? রহস্যময় অ্যাডাম প্রোকেন সম্পর্কে

যেসব তথ্য এ যাবং আমরা পেয়েছি সেগুলো কতদূর কার্যকর সে বিষয়ে উনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।'

'এটা এমন কোনও ব্যাপার নয়, রেবেট।' জেনারেল লাইসেংকো চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার কাছে এসে বললেন, 'লণ্ডনে থাকতে কর্ণেল কার্লভই প্রোকেনের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সবার আগে আমাদের পাঠিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অ্যাডাম প্রোকেনকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেবার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে বর্তমানে গোটা পৃথিবীর অন্যান্য সব রাজনৈতিক ঘটনাকে ম্লান করে দিয়েছে সে-সম্পর্কে মস্কোর আমাদের বড় কর্তাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই।'

'জেনারেল', ক্যাপ্টেন রেবেট বললেন, 'আমার মতো গ্রুর অফিসারদের খুনের রহস্য সমাধানের দায়িত্ব কর্ণেল কার্লভের ওপর চাপানো অনুচিত কাজ হয়েছে। এই মুহূর্তে অ্যাডাম প্রোকেনকে নিয়েই ওঁকে ব্যস্ত রাখা দরকার। ইতিমধ্যেই প্যারিসে আমাদের দূতাবাসের মিলিটারী অ্যাটাসে তাঁর রিপোর্টে জানিয়েছেন যে অ্যাডাম প্রোকেন রওনা হয়েছেন।'

'তাহলে কমরেড', জেনারেল লাইসেংকো বললেন, 'এবার আমাদের কি করা কর্তব্য?'

'পশ্চিম ইওরোপে আমাদের যেখানে যত দূতাবাস আছে সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে যে কোনও বয়স্ক আমেরিকান কূটনীতিবিদ, গুপ্তচর বিভাগের কর্মচারী বা সামরিক অফিসার এসে পৌঁছোলেই যেন আমাদের খবর দেয়। অ্যাটলান্টিক মহাসাগর পেরোতে হলে প্রোকেনকে নিশ্চয়ই একটা বিশ্বাসযোগ্য কারণ দেখাতে হবে আর সেটা হবে সীমান্ত পেরিয়ে আমাদের দেশে আশ্রয় নেবার পক্ষে প্রাথমিক ধাপ।'

'বাঃ' প্রশংসাসূচক গলায় জেনারেল বললেন, 'বেড়ে বলেছ হে ক্যাপ্টেন, আমি এক্ষণি সব জায়গায় হুঁশিয়ারী পাঠাচ্ছি!'

'ইতিমধ্যে আরেকটা প্রসঙ্গ আমি না তুলে পারছি না, জেনারেল,' ক্যাপ্টেন রেবেট বললেন, 'অবশ্য এ-সম্পর্কে আগেও একবার আপনাকে বলেছি। ঐ ক্যাপা ধর্ষকামী পোলুচকিনের কথা বলছিলাম, আলেক্সি বুভেত নামে এক ফরাসী মহিলা রিপোর্টারকে খুন করে ও খুব ভুল করেছে। শুধু খুন নয়, পোলুচকিন হতচ্ছাড়া ঐ খুনের পুরো দৃশ্যটা পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার মুভি ফিল্মে তুলেছে। তারপর সেটা আবার লণ্ডনে পাঠিয়েছে। আর হেলসিংকির একটা খবরের কাগজে ফোটোসমেত ঐ খুনের খবর পাঠিয়ে দিয়েছে। এই পাগলামি আমাদের পক্ষে কতদূর ক্ষতিকর তা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?'

'আমি বুঝে আর কি করব বলো?' জেনারেল লাইসেংকো মন্তব্য করলেন, 'ওসব বড় বড় নীতির ব্যাপার যারা বোঝার তারা বুঝবে। যাক, আমায় দেবার মতো আর কোনও খবর তোমার হাতে নেই তো? না থাকলে এবার এসো ঐ আমেরিকান প্রোকেনের ব্যাপারে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিই। ভালো বুদ্ধি বাতলেছো হে, কমরেড।'

ক্যাপ্টেন রেবেটকে ছাড়া যে তাঁর দপ্তরের কাজকর্ম চলবে না এটা জেনারেল লাইসেংকো ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু এটা তিনি হাবেভাবে কখনও প্রকাশ করেন না পাছে তা বুঝতে পেরে রেবেট তাঁর কাছ থেকে অন্যায় সুযোগ আদায় করতে শুরু করেন এই ভয়ে।

'আপনি যাই বলুন', ক্যাপ্টেন রেবেট বললেন, 'এস্তোনিয়ায় যা কিছু ঘটছে সে সম্পর্কে আমি ভীষণ চিন্তিত, এখনও পর্যন্ত আমি সবগুলো ঘটনার মধ্যে কি যোগসূত্র আছে তা ভেবে বের করতে পারছি না।'

'যোগসূত্র সত্যিই আছে কি ?' জেনারেল প্রশ্ন করলেন।

'থাকতেই হবে জেনারেল' ক্যাপ্টেন রেবেট বললেন, 'আমি কাকতালীয় কোন কিছুতে বিশ্বাস করিনা।'

এ-হলো শনিবারের ঘটনা। পরদিন রবিবার বিকেলবেলায় টুইড ব্রাসেলসে জুলিয়ান র‍্যাভেনস্টাইনের সঙ্গে দরকারী কথাবার্তা সারলেন তারপর সেখান থেকেই প্লেনে চেপে ফিরে এলেন লণ্ডনে। অ্যান্টওয়ার্পের হীরের ব্যবসায়ীরা জুলিয়াস র‍্যাভেনস্টাইনকে 'হোয়াইট স্টার' নামে চেনেন।

৩রা সেপ্টেম্বর, সোমবার। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট সেরে টুইড পার্ক ক্রিসেন্টে তাঁর অফিসে এলেন। বাড়িতে ঢোকার মুহূর্তে তাঁর মনে হলো কোথাও কিছু একটা ঘটে গেছে। নিজের কামরায় এসে টুইড গা থেকে ভেজা ম্যাকিণ্টশটা খুলে দেয়ালের হুকে টাঙ্গিয়ে রাখলেন। দু মাস একটানা গরম চলবার পর আজ ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। আবহাওয়াও তাই কিছুটা ঠাণ্ডা।

'আপনি এসেছেন, বাঁচলাম,' টুইডের সেক্রেটারী মণিকা বলল 'প্যারিস, ফ্রাংকফুর্ট, জেনেভা সব জায়গা থেকে আপনার গাদা গাদা টেলিফোন আসছে।'

'হুঁম্' টুইড মন্তব্য করলেন, 'জল সবে ফুটতে শুরু করেছে।'

'কিসের জল ?' মণিকা বুঝতে পারল না টুইড ইঙ্গিতে কি বলতে চাইছেন, 'ফুটতে শুরু করেছে ? তার মানে ?'

'দুঃখিত,' টুইড মুখ তুলে তাকালেন, 'এর বেশী কিছু তোমায় বলতে পারব না। এখন থেকে তোমায় পুরোপুরি একা কাজ করতে হবে।'

'ভালো' মণিকা বলল, 'তাতে একটা নতুন অভিজ্ঞতাও হবে।'

'এটাই তোমার প্রতি নির্দেশ,' টুইড বললেন, 'পরে বুঝবে কেন আমায় এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ একা কাজ করতে হচ্ছে।'

হঠাৎ ভগ্নদূতের মতো ঘরে এসে ঢুকল হাওয়ার্ড, টুইডের ওপরওয়ালা, কোনরকম ভূমিকা না করেই সে টুইডকে বলল, 'আপনাকে আজ একবার হিথরো বিমানবন্দরে যেতে হবে। কর্ড ডিলন আসছেন, ওঁকে এখানে নিয়ে আসবেন।'

'না।', গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন টুইড, 'আমি পারব না।'

"কি বললেন ?'

'আমি ওঁকে অভ্যর্থনা করতে হিথরো বিমানবন্দরে যেতে পারব না।'

'কিন্তু একজন কাউকে তো যেতেই হবে।' বলতে বলতে হাওয়ার্ড একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। ভাঙ্গাগলায় বলল, 'কেন যাবেন না জানতে পারি ?'

'কারণ ঐভাবে কাজ করা আমার পছন্দ নয়।'

কর্ড ডিলন—সি আই এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর, ভযানক বদমেজাজী লোক। এই ভয়ঙ্কর লোকটিকে ঘাঁটাতে পারে না বলে হাওয়ার্ড তাঁকে মনে মনে খুব ঘেন্না করে টুইড তা ভালোভাবেই জানেন।

আমি আপনার ওপরওয়ালা হলেও অ্যাডাম প্রোকেনের তদন্তের ব্যাপারে আপনিই তো সর্বেসর্বা,' হাওয়ার্ড টুইডের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল।

'ঠিক বলেছেন' টুইড বললেন, 'আর তাই আমি কর্ড ডিলনকে অভ্যর্থনা করতে যেতে পারছি না।'

'যেতে চান না যাবেন না,' হাওয়ার্ড বলল, 'কিন্তু এদিকে তো গোটা ইওরোপ থেকে আপনার গাদা গাদা ট্রাংক কল আসছে। প্রোকেনের তদন্ত কতদূর এগোল জানতে পারি ?'

মুখে কিছু না বলে টুইড একটা চামড়ার ব্যাগ এগিয়ে দিলেন হাওয়ার্ডের দিকে ব্যাগের জিপ খুলে হাওয়ার্ড ভেতর থেকে কয়েকটা টাইপ করা কাগজ বের করল। সে-গুলো টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে রেখে সে বলল, 'টুইড, হায় ঈশ্বর! একি করেছে আপনি! প্যারিস, ফ্রাংকফুর্ট, জেনেভা, সব জায়গা থেকে তো দেখছি একই খবর আসছে—অ্যাডাম প্রোকেন রাশিয়ায় ঢোকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। এর গুরুত্ব কি দাঁড়াচ্ছে তা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আপনি ? আগামী নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট রেগন আবার ভোটে দাঁড়াবেন, তার আগে যদি কোনও বড় রকম গুপ্তচর কেলেংকারী ফাঁশ হয়ে যায় তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ? উনি ভোটে নির্ঘাৎ হারবেন তখন। নিশ্চয়ই কিম ফিলাবির চাইতেও বড় কোন গুপ্তচর কেলেংকারী ওয়াশিংটনের ঘাড়ে এসে চেপে বসেছে আর তার যত ঝামেলা পোয়াতে হবে আমাদের।'

'ঠিকই ধরেছেন।' টুইড বললেন, 'ঐ তিনটে শহর ছাড়া আমি ব্রাসেলসেও গিয়ে ছিলাম, ওখানে আমার গোপন সংবাদদাতারা সবাই প্রোকেন সংক্রান্ত খবর সংগ্রহে ব্যস্ত ওদের কাজ খুব তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে।'

'কিন্তু এই অ্যাডাম প্রোকেন লোকটা কে তা তো আমরা জানি না।' হাওয়ার্ড বলল 'আপনি জানেন কি ?'

'না', টুইড বললেন, 'এদিক থেকে আপনি আর আমি একটা অন্ধকারে প হাতড়ে বেড়াচ্ছি।'

'কি ভাবে আপনি এগোচ্ছেন যদি জানতে চাই তাহলে আপনি সঠিক উত্তর দেবেন কি ?'

'নিশ্চয়ই,' টুইড বিগলিত হেসে বললেন, 'ইওরোপে যেখানে আমাদের যত নেটওয়ার্ক আছে তাদের সবাইকে আগে হুঁশিয়ার করে দেব, যে যে সম্ভাব্য পথে প্রোকেন রাশিয়ায় ঢুকতে পারে সে সব রাস্তার ওপর নজর রাখতে বলব ; এই সঙ্গে সবার আগে অ্যান্ট-ওয়ার্পের নাম মনে আসছে, ওখানে অল্প কিছুদিন হলো একটা মালবাহী সোভিয়েত জাহাজ নোঙর ফেলেছে তার বডি মেরামতের জন্য। বার্জেস আর ম্যাকলীন,এই দুজন গুপ্তচর অতীতে এইভাবেই সীমান্ত পেরিয়ে রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। এ-জাহাজটার নাম তাগানরোগ।'

'এই রকম কিছু ঘটাই স্বাভাবিক,' হাওয়ার্ড বলল 'কিন্তু ধরুন, অ্যাডাম প্রোকেন ঐ রুশ জাহাজে ওঠার উদ্দেশ্যে অ্যান্টওয়ার্প ডকে ঢুকল তখন তাকে কোন অভিযোগে গ্রেপ্তার করবেন ?'

'বেলজিয়ান গুপ্তচর বিভাগের লোকেরা আজেবাজে একটা অভিযোগে ওকে ধরবে— ধরুন, পাসপোর্টের তথ্যে গরমিল আছে, এই ধরনের—তারপর ওকে প্লেনে চাপিয়ে এখানে এনে জেরা করা, সে তো খুবই তুচ্ছ আর সাধারণ কাজ।' কথা শেষ করে টুইড চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এলেন, হাওয়ার্ডের টেবিল থেকে চাপা দেওয়া গোপন রিপোর্ট-গুলো তুলে আবার চামড়ার ব্যাগে পুরে নিজের টেবিলের ড্রয়ারে রেখে চাবি বন্ধ করলেন।

'যতটা ভাবছেন ততটা সাধারণ না-ও হতে পারে,' হাওয়ার্ড মন্তব্য করল।

'তার মানে ?' টুইড প্রশ্ন করলেন, 'আপনি বলছেন কর্ড ডিলন আপত্তি করতে পারেন। অর্থাৎ সি আই এ বাধা দেবে ?'

'না।' হাওয়ার্ড বলল, 'তাতে উনি সানন্দে আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, তবে ঐ গোপন রিপোর্টগুলো হয়ত উনি দেখতে চাইবেন।'

'আমিও তখন সানন্দে সি আইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টরকে এই গোপন রিপোর্টগুলো দেখাব।' টুইড বললেন, 'আমেরিকানরা যে সব জিনিস পছন্দ করে তাদের একটি হলো সহযোগিতা।'

'কিন্তু তুরুপের তাসখানা তো আপনি আগেই ঐ ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছেন, কর্ড ডিলনের তা পছন্দ হবে কি না কে জানে।'

'কার কথা বলছেন ?' হাওয়ার্ড জানতে চাইল।

'রবার্ট নিউম্যান', টুইড বললেন। 'বোকার মতো ওঁকে ওঁর স্ত্রীর খুন হবার ফিল্মটা দেখালেন আর তার পরেই ভদ্রলোক জেদের মাথায় ছুটে গেলেন ফিনল্যাণ্ডে। নিউ-ম্যানকে আপনি খুব ভালোভাবেই চেনেন, এও জানেন যে একবার মাথায় গোঁ চাপলে বা কোনকিছু আঁকড়ে ধরলে উনি কিছুতেই তার চূড়ান্ত পরিণতি না দেখে ছাড়েন না। তার ওপর অ্যাডাম প্রোকেন নামটা পর্যন্ত আপনি ওঁকে শুনিয়ে দিলেন। এ যে কতবড়

ভুল আপনি করে বসেছেন তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ভয় হচ্ছে নিউম্যানের জন্য শেষকালে সব বানচাল হয়ে না যায়। তার ওপর নিউম্যানের নিজের নিরাপত্তার প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত তাও আপনি একবার ভেবে দেখলেন না।'

'আপনি যখন যাবেন না তখন আমাকেই বিমানবন্দরে গিয়ে কর্ড ডিলনকে অভ্যর্থনা করতে হবে,' বলতে বলতে হাওয়ার্ড চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'উনি কটায় আসছেন ?'

'সন্ধ্যে ছটা দশ মিনিটে ওঁর প্লেন এসে পৌঁছোবে,' হাওয়ার্ড বলল, 'ব্রিটিশ এয়ার-ওয়েজের ১৯২ নং ফ্লাইটে, কংকর্ডে। ওঁকে নিয়ে এসে আমি ঠিক আপনার কোলে বসিয়ে দেব।'

'কি যা তা বলেন তার ঠিক নেই,' টুইড বললেন, 'উনি আর আমি দুজনেই যে পুরুষ-মানুষ সে খেয়াল আপনার আছে ? তার ওপর যেমন মাথা গরম লোক —'

উত্তর না দিয়ে হাওয়ার্ড বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'আমি কি আপনাকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারি ?' হাওয়ার্ড বেরিয়ে যেতে মণিকা টুইডকে প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়ই পার,' টুইড বললেন, 'আর তার ফলে তুমি পুরো দিনটাই খুব ব্যস্ত থাকবে। শোন, সি আই এ, এন এস এ, পেন্টাগন, মোসাদ-যেখানে যত গুপ্তচর আর গোয়েন্দা সংগঠন আছে তাদের সবাইকে জানিয়ে দাও যে একজন উচ্চ পদস্থ আমেরিকান কূটনীতিক ফিনল্যাণ্ডের সীমানা পেরিয়ে শীগগিরই রাশিয়ায় ঢুকে সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইবেন। এও বলবে খবর নিয়ে জানা গেছে তাঁর নাম অ্যাডাম প্রোকেন হলেও হতে পারে। আমার ধারণা সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত ইওরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলো থেকে আসা জাহাজগুলো যেসব বন্দরে নোঙর ফেলে সেইসব বন্দরের কোনও একটিতে তাঁর হদিশ হয়ত পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া বিমানবন্দরগুলোর ওপরেও যেন কড়া নজর রাখা হয়।'

'শুধু জাহাজ, নয়ত বিমান ?' মণিকা প্রতিবাদের সুরে বলল 'কেন, উনি কি ট্রেনে চাপতে পারেন না ?'

'না.' টুইড কড়া গলায় বললেন, 'যাঁর কথা বলছি তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সোভিয়েত ইউনিয়নে ঢুকে পড়তে চাইছেন, ট্রেনে চেপে যা কখনোই সম্ভব হবে না।'

'নির্দিষ্ট কোন এলাকার ওপর আপনি নজর রাখতে চাইছেন ?'

'হ্যাঁ', টুইড একটু থেমে বললেন, 'স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া।'

মণিকার সঙ্গে এই কথাবার্তার প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে লায়লার ট্রাঙ্ক কল এলো।

রিসিভার কানে তুলতেই লায়লা সারিনের গলা ভেসে এলো ওপাশ থেকে। লায়লা যেন কিছুটা নার্ভাস আর হতাশ হয়ে পড়েছে বলে টুইডের মনে হলো।

'টুইড?' ওপাশ থেকে পরিচিত গলা ভেসে এলো, 'আমি তোমার লায়লা বলছি।'

'লায়লা?' টুইড বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি তুমি ট্রাঙ্ক কল করবে তা সত্যি বলছি আমি আশা করিনি। কারণ, এবার তোমার ঘাড়ে যে কাজ চাপিয়েছি তা বেশ শক্ত—তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য তাই বা বলছি কেন? এতদিন পর্যন্ত যেসব কাজ তুমি আমার হয়ে করেছ সেগুলো সবই ভয়নক কঠিন। যাক কি খবর বলো।'

'খবর খুব ভালো নয়, টুইড', লায়লার গলা স্পষ্ট শুনতে পেলেন টুইড। 'আপনি যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবে বিমানবন্দরে আমি বব নিউম্যান নামে ঐ ইংরেজ সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করেছিলাম ও'কে কালসটাজ্ঞাটোরপা হোটেলে এনে তুলেও ছিলাম, দিনদশেক আগে ও'র স্ত্রী আলেক্সি যে আমার অফিসে এসে ছিলেন দেখা করতে তাও বলেছিলাম, উনি ও'র স্ত্রী সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন।'

লায়লার বক্তব্য টুইড সবই সামনে রাখা সাদা কাগজের প্যাডে নোট করে নিচ্ছিলেন সর্টহ্যাণ্ডে। নিউম্যানের সঙ্গে যে সব কথাবার্তা হয়েছে বা যেখানে যেখানে সে গিয়েছে তা সবই উল্লেখ করল লায়লা। টুইড ইচ্ছে করলেই লায়লার বক্তব্য টেপ করতে পারতেন কিন্তু টেলিফোনে কথাবার্তা টেপ করার সুবিধে যে তাঁর আছে এটা লায়লা সারিন জেনে ফেলুক তা টুইড চাইলেন না। লায়লার সম্পর্কে তাঁর এক অদ্ভুত রকমের দুর্বলতা আছে আর আধা ফিনিস আধা ভারতীয় এই মেয়েটি তা ভালোমতোই জানে। কিন্তু তারপরেই লায়লা যা শোনাল তা টুইড মোটেই আশা করেননি।

'টুইড,' লায়লা বলল, 'আজ সকালে হোটেলে গিয়ে জানতে পারলাম নিউম্যান ওখানকার ভাড়া মিটিয়েছেন, তারপর ওদেরই একটা হেলিকপ্টার ভাড়া করে কোথায় যেন গেছেন। কোথায় গেছেন তা হোটেল কর্তৃপক্ষ জানে না।'

'তুমি এখন কোথা থেকে ফোন করছ?'

'আমার ফ্ল্যাট থেকে টুইড। পাইলট হেলিকপ্টার নিয়ে একা ফিরে এসেছে, নিউম্যান কোথায় নেমে পড়েছেন সে কথা অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারিনি তার কাছ থেকে। মনে হচ্ছে নিউম্যান পাইলটকে টাকা দিয়েছেন যাতে তিনি কোথায় নেমেছেন তা সে যেন কাউকে কিছু না জানায়। আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। ভুলটা আমারই তা মানছি, নিউম্যানের গতিবিধির ওপর আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আমার উচিত ছিল।'

'আরে না, না,' টুইড সান্ত্বনার সুরে এপাশ থেকে বললেন, 'তুমি যা করেছ, অনেক পেশাদার গুপ্তচর বা গোয়েন্দার কাছ থেকে তাও আশা করা যায় না। যাক, আমি তোমায় কিছু টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার আগের ব্যাংকেই পাঠাব তো?'

'মিঃ টুইড !' লায়লার চড়া গলা শুনতে পেলেন টুইড, 'আমি সবে কাজটা শুরু করেছি. এইমুহূর্তে আমার টাকার দরকার নেই, দরকার হলে আমি নিজেই আপনাকে জানাব। যাক, এটা জেনে রাখুন যে হেলসিংকি আমার শহর, এখানে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ বব নিউম্যান কিছুতেই আমার হাত ফসকে পালিয়ে যেতে পারবেন না। ভুলে যাবেন না ছোট কাগজে চাকরী করলেও আমি ও'র মতোই একজন সাংবাদিক, হ্রিনেভোক রিপোর্টার হিসেবে আমার সুনামও আছে। ও'কে খুঁজে বের করতে দরকার হলে আমি গোটা হেলসিংকি শহরে এমন তুলকালাম লাগিয়ে দেব যা আপনি লণ্ডনে বসে কল্পনাও করতে পারেন না !'

লায়লা সারিনের নিষ্ঠা আর আন্তরিকতা দেখে টুইড মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। অথচ একটু আগে তাকে সত্যিই ভুল বুঝেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন টাকার দরকারের কথা মুখে না বলে নিউম্যানের হঠাৎ উধাও হবার খবর দিয়ে তা ঘুরিয়ে বলতে চাইছে, লায়লা। আড়চোখে তাকিয়ে টুইড দেখতে পেলেন মণিকা কাজ ফেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে।

'আমি তোমায় মোটেই ভুল বুঝিনি,' টুইড গলা নামিয়ে বললেন, 'এখন দরকার না হলেও আমি তোমার অ্যাকাউণ্টে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি, আগে যা পাঠিয়েছি তার চাইতে বেশীই পাঠাব। যে কোন মুহূর্তে তোমার টাকার দরকার হতে পারে।'

'সে আপনি ইচ্ছে হলে পাঠাতে পারেন' লায়লা জবাব দিল, 'মনে রাখবেন আপনি না চাইলেও প্রত্যেকটি আধলা কি ভাবে কখন খরচ হয়েছে সে হিসেব খুঁটিনাটিভাবে দেব আমি। যাক বব নিউম্যানের খোঁজ পেলেই আবার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব, এখনকার মতো রাখছি তাহলে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে টুইড রুমাল বের করে তাঁর চশমার কাঁচ মুছতে লাগলেন। লায়লা যে রিপোর্ট দিল তাতে তাঁর ভয় হচ্ছে শেষপর্যন্ত লায়লার মতো অপেশাদার গুপ্তচরেরাই সবটুকু বাহবা কুড়োবে আর এমন ঘটনা তাঁর কর্মজীবনে আগেও একাধিকবার ঘটেছে।

'কোনও গোলমাল পাকিয়েছে ?' মণিকা জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' টুইডের গলার ভেতরের উদ্বেগ ফুটে বেরোল, 'যা ভয় পেয়েছিলাম তাই ঘটেছে। নিউম্যান হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে বেপাত্তা হয়েছে।'

লেনিনগ্রাদ, সোমবার, ৩রা সেপ্টেম্বর। জেনারেল লাইসেংকো তাঁর অফিসে ঢুকেই গ্রেটকোটটা খুলে একটা চামড়ার গদীমোড়া কোচের ওপর ছুঁড়ে ফেললেন। তাঁর পার্শ্বচর ক্যাপ্টেন রেবেট টেবিলে বসে ফাইলে মুখ ডুবিয়ে কাজ করছিলেন আপন মনে।

লাইসেন্কোর চোখে পড়ল তাঁর সামনে এমন কিছু দরকারী কাগজ পড়ে আছে যেগুলোর ওপর নির্দিষ্ট কয়েকটি সরকারী দপ্তর থেকে অত্যন্ত গোপনীয় শব্দ দুটি উল্লেখ করা হয়েছে।

'গুরুতর কিছু ঘটনা ঘটেছে,' ক্যাপ্টেন রেবেট তাঁর ওপরওয়ালাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল। 'মনে হচ্ছে অ্যাডাম প্রোকেন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কর্ণেল কার্লভ কিছু ভুল করে ফেলেছেন। গত হপ্তার শেষে অ্যাডাম প্রোকেন সম্পর্কে তিনটি জায়গা থেকে আলাদা তিনটে রিপোর্ট এসেছে। সব কটাতে একই মন্তব্য করা হয়েছে—সবাই বলছে যে অ্যাডাম প্রোকেন ফিনল্যাণ্ডের দিকে রওনা হয়েছে। এ সব খবর অবশ্যই নির্ভর-যোগ্য সূত্র মারফত এসেছে।'

"সূত্রগুলো কি?'

'প্যারিসের সোভিয়েত এমব্যাসী আর ফ্রাংকফুর্ট ও জেনেভার সোভিয়েত কনস্যুলেট—সব জায়গা থেকে একই খবর এসেছে,' রেবেট বলল, 'বিশেষতঃ প্যারিসে আমাদের মিলিটারী এ্যাটাশে ঐ খবর দিতে গিয়ে যে সূত্রের উল্লেখ করেছেন তাকে কোনমতেই সন্দেহ করা চলে না। জার্মানী আর সুইজারল্যাণ্ড থেকেও একই খবর এসেছে।'

'খবরগুলো সব মস্কোয় পাঠিয়ে দাও।'

'আপনার লিখিত নির্দেশ পেয়ে আমি তা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছি, জেনারেল।'

'বাঃ বেশ,' জেনারেল লাইসেংকো প্রশ্ন করলেন, 'প্রোকেনের আসল পরিচয় সম্পর্কে ঐসব খবরে কোনও উল্লেখ রয়েছে?'

'না, জেনারেল।'

'লোকটা বেশ হুঁশিয়ার বলতে হবে' জেনারেল বললেন, 'তা ও কোন পথে আসবে তা জানিয়েছে ওরা? সে সম্পর্কে আমরা তাহলে কোনও পরিকল্পনা করতে পারতাম।'

'এই অবস্থায় কি তা সম্ভব?' ক্যাপ্টেন রেবেট বলল, 'আমরা তো বলতে গেলে একজন অশরীরীকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি।'

'কথটা বললাম কারণ তাহলে আমরা পশ্চিম ইওরোপে আমাদের সবকটা এমব্যাসী আর কনস্যুলেটকে হুঁশিয়ার করে দিতে পারতাম আর যুদ্ধকালীন অবস্থায় কাজ করার পরামর্শও দিতে পারতাম।'

'সেটা হয়ত খুব বুদ্ধিমানের মতো কাজ হতো না, জেনারেল।' ক্যাপ্টেন রেবেট বললেন, 'ভেবে দেখুন, সেক্ষেত্রে কত লোক অ্যাডাম প্রোকেনের ব্যাপারটা জেনে ফেলত। হয়ত মুখে মুখে শেষ পর্যন্ত খবরটা পাচার হয়ে যেত ওয়াশিংটনে। তার চাইতে আমি বলব আরও একটু অপেক্ষা করে দেখা যাক। এ-ব্যাপারে প্রথম যিনি খবর দিয়েছিলেন সেই কর্ণেল কার্লভের সঙ্গেও আমরা আলোচনা করতে পারি।'

'তাহলে তুমি তালিনে টেলিফোন করতে বলছ?'

'কিছু মনে করবেন না, জেনারেল, আমার মতে সেটাও খুব উচিত কাজ হবে না। মহাকাশে আমেরিকান উপগ্রহগুলো আমাদের টেলিফোন ব্যবস্থাকে কতটা কাবু করে ফেলেছে সে সম্পর্কে এখনও কিছুই আমাদের জানা নেই। সবচাইতে ভালো হয় যদি আমি প্লেনে চেপে তালিনে গিয়ে নিজে কর্ণেল কার্লভের সঙ্গে কথাবার্তা সব সেরে আসি।'

'আমার আপত্তি নেই' জেনারেল লাইসেঙ্কো বললেন, 'এখন থেকে অ্যাডাম প্রোকেন সম্পর্কে যা সিদ্ধান্ত নেবার সব তুমিই নেবে,, তুমি তালিনে রওনা হবার পর এ-সম্পর্কে আমি সরকারী নির্দেশ লিখিতভাবে জারী করব। যাক, ওটা তুমি এখানে থাকতে থাকতেই বরং আমি করে দিচ্ছি কারণ তাহলে আমার বিশেষ দূত হিসেবে তুমি কার্লভের সঙ্গে দেখা করতে পারবে, ও তোমাকে কোনও ব্যাপারে দাবিয়ে দিতে পারবে না। আমার নির্দেশনামা তোমাকে প্রচুর ক্ষমতা দেবে।'

'ধন্যবাদ, জেনারেল।' বলেই মাথা নীচু করে ফাইলপত্রের ভেতর মুখ গুঁজলেন ক্যাপ্টেন রেবেট, কপালের ভুরু জোড়া তার চুপসে গেল। অপারেশান প্রোকেন এমন একটা প্রকল্প হতে পারে যা যে কোন সময়, যেকোন মুহূর্তে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো আর তখন যাবতীয় ব্যর্থতার দায় এসে পড়বে ক্যাপ্টেন রেবেটের ঘাড়ে—জেনারেল লাইসেংকো তার অনেক আগেই তাকে এ-ব্যাপারে সব ক্ষমতা দিয়ে নিজের হাত ধুয়ে বসে থাকবেন। এইভাবে অধীনস্থের কাঁধে বন্দুক রেখেই যে লাইসেংকো বরাবর চলেন তা ক্যাপ্টেন রেবেটের অজানা নয়। নিজের পিঠ নিজে না বাঁচালে কি আর এত তাড়াতাড়ি বুশ সেনাবাহিনীতে জেনারেল হওয়া যায়?

যে হেলিকপ্টারটি বব নিউম্যান ভাড়া নিয়েছিল তার পাইলটের নাম ক্যাপ্টেন জোরমা টাকালা। সোমবার সকালে নির্দিষ্ট সময় হেটেলে ঢুকলেন। নিউম্যান তাঁকে এক কাপ গরম কফি খাওয়াল তারপর নিহত আলেক্সির ফটো বের করে তাকে দেখিয়ে জানতে চাইল, 'এই ভদ্রমহিলার সম্পর্কে কিছু জানতে চাই, এঁকে চিনতে পারছেন?'

'বিলক্ষণ চিনতে পারছি।' ক্যাপ্টেন টাকালা বললেন, 'এমন সুন্দর মুখ কি সহজে ভোলা যায়? ইয়ে—উনি কি আপনার গার্লফ্রেণ্ড?'

'আমার স্ত্রী', নিউম্যান বলল, 'তবে পেশাদার নাম ছিল আলেক্সি বুভেত।'

'হ্যাঁ।' ক্যাপ্টেন টাকালা বললেন, 'আমাকেও এই নামই বলেছিলেন উনি। কাগজে ওঁর দুর্ঘটনায় মারা যাবার খবর পড়েছি আমি।' ক্যাপ্টেন টাকালা বললেন, 'ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক তাতে সন্দেহ নেই।'

'দুঃখ প্রকাশের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন', নিউম্যান বলল, 'এবার আসুন কাজের কথা শুরু করা যাক। আমি জানতে চাই ঠিক কোন জায়গায় আপনি ওকে নিয়ে গিয়েছিলেন; এবং ঠিক কটা নাগাদ, বলুন, আমায় হদিশ দিতে পারবেন?'

'কেন পারব না ?' ক্যাপ্টেন টাকালা দরাজ গলায় হাসলেন। 'আপনার স্ত্রীর গতিপথ আর সময় সম্পর্কে খুব হুঁশিয়ার ছিলেন। চলুন, আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপর ফিরে এসে না হয় আবার আরেক কাপ গরম কফি খাওয়া যাবে। আমার হেলিকপ্টার তৈরীই আছে।'

'আরেকটা কথা।' বলে নিউম্যান একতাড়া নোট ওয়ালেট থেকে বের করে ক্যাপ্টেন টাকালার জ্যাকেটের বুক পকেটে গুঁজে দিল। 'এটা আপনাকে খুশী হয়ে দিচ্ছি, আপনার পারিশ্রমিক বাদে উপরি টাকা বলতে পারেন। যা বলছিলাম, একজন মহিলা রিপোর্টার জাতে আধা ফিন আধা ভারতীয় আমার পেছন পেছন ছোঁকছোঁক করছে, ও হয়ত আপনাকে আমার সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন করতে পারে। আপনি কিন্তু আমার বা আমার স্ত্রীর ব্যাপারে একদম মুখ খুলবেন না ওর কাছে। ওটা একটা নচ্ছার টাইপের মেয়ে, এখানে আসা ইস্তক আমার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে। সবকিছু ওর জানা চাই। আরে বাবা, মেয়েরা খবরের কাগজের চাকরীতে হয়ত ঢুকতে পারে কিন্তু তাই বলে জাত রিপোর্টার হওয়া কি আর তাদের পক্ষে সম্ভব ?'

'ঠিক আছে।' বুক পকেটে রাখা নোটগুলোর ওপর আলতো টোকা মেরে ক্যাপ্টেন টাকালার বললেন, 'মেয়ে হোক আর ছেলে হোক কোনও রিপোর্টারের কাছেই আপনার আর আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে মুখ খুলব না আমি। এইতো ? বেশী কৌতূহল দেখালে ওদের হেলিকপ্টার থেকে সোজা নীচে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

সকাল ঠিক দশটায় ক্যাপ্টেন টাকালা তাঁর হেলিকপ্টারের এঞ্জিন চালু করলেন, নিউম্যান বসল তাঁর পাশের সিটে। আকাশ পরিষ্কার, মেঘের এতটুকু চিহ্ন কোথাও নেই, নীচে উপসাগরের গভীর নীল জল কাঁচের মতো দেখাচ্ছে। এই অদ্ভুত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আগে কোথাও নিউম্যানের চোখে পড়েনি। অল্প কিছুক্ষণের ভেতর এস্তোনিয়া সীমান্তের কাছাকাছি চলে এলো তারা, সোভিয়েত রাশিয়ার বন্দর এলাকা স্পষ্ট দেখতে পেল নিউম্যান।

'এখন সকাল সাড়ে দশটা।' ক্যাপ্টেন টাকালার নিউম্যানকে বললেন, 'আমরা এখন ঠিক সিলজা ডকের ওপরে আছি। তাকিয়ে দেখুন, নীচে একটা জাহাজ নোঙর করেছে। একটু বাদেই ওটা এস্তোনিয়ার তালিন বন্দরের দিকে রওনা হবে।' কথা শেষ করে একটা দূরবীণ নিউম্যানের হাতে তুলে দিলেন। দূরবীণে চোখ রেখে নিউম্যান তাকাল নীচের দিকে, আর তখনই দেখল জাহাজটার নাম 'গিয়র্গ ওটশ।' কয়েক সেকেণ্ড বাদে জাহাজটা নোঙর তুলে বেরিয়ে গেল বন্দর ছেড়ে। জাহাজের চিমনির গায়ে লাল রংয়ের বেষ্টনী, তার মাঝখানে হলুদ রংয়ে আঁকা কাস্তে আর হাতুড়ীর প্রতীক, অর্থাৎ সোভিয়েত জাহাজ। জাহাজের একজন অফিসার ডেকে উঠে এসে দূরবীণে চোখ রেখে দেখতে লাগলেন হেলিকপ্টারটাকে।

'এ জায়গাটার নাম কি ?' নিউম্যান প্রশ্ন করল।

'সাউথ হারবার।'

উত্তর শুনে নিউম্যানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার মনে পড়ে গেল তাকে লেখা শেষ চিঠিতে আলেক্স উল্লেখ করেছিল '···সাউথ হারবারে যেতে হবে, হাতে একটুও সময় নেই। সকাল সাড়ে দশটায় জাহাজ ছাড়ে···'

'ইয়ে···' নিউম্যান বলল, 'ক্যাপ্টেন, আপনি অন্য কোথাও ল্যাণ্ড করতে পারেন না? আমি আর কালাসটাজাটোরপায় ফিরে যেতে চাই না। অন্য কোনও হোটেলে উঠতে চাই।'

'সে ব্যবস্থা করা যায়।' ক্যাপ্টেন টাকালা বললেন, 'হোটেল হেস্পারিয়ায় আপনি উঠতে পারেন। রাজী থাকলে আসুন, আমি এক্ষণি অয়্যারলেসে ওখানে ঘর বুক করছি।'

'দয়া করে তাই করুন', নিউম্যান বলল, 'একটা ডবল রুমের স্যুট আমার চাই কম করে পাঁচদিনের জন্য।'

হেলিকপ্টারের রেডিও খুলে ক্যাপ্টেন টাকালার হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা ডবল রুমের স্যুট বুক করলেন নিউম্যানের জন্য। হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফিনিশ ভাষায় তাঁর কথাবার্তার কিছুই বুঝতে পারল না নিউম্যান।

'এবার আমরা ল্যাণ্ড করব, মিঃ নিউম্যান।' রেডিও বন্ধ করে ক্যাপ্টেন টাকালার বললেন, 'আপনার ঘর বুক করে ফেলেছি।'

'ইওরোপে আমাদের সবক'জন প্রতিনিধির সঙ্গেই যোগাযোগ করেছি,' মণিকা হাতের পেনসিলটা সামনে রাখা সাদা কাগজের প্যাডে বোলাতে বোলাতে তাকাল টুইডের দিকে। 'আর কেউ বাকি নেই। প্যারিস থেকে পিয়েরে লয়র তো জানিয়েছেন যে আমেরিকা থেকে আসা সবকটি প্লেনের যাত্রীদের ওপর তিনি নজর রাখছেন, এছাড়া মার্সেই থেকে ডানকার্কে'র মধ্যে যত বন্দর আছে তাদের একটাও বাদ দিচ্ছেন না তিনি। এখন বাকি আছে শুধু ফিনল্যাণ্ড, আপনি তো আমায় ওখানে যোগাযোগ করতে নিষেধ করেছেন। অথচ আমি ইচ্ছে করলেই ওখানকার গোয়েন্দা দপ্তরের বড়কর্তা মনু সারিনের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারি তবে আপনি যদি সরকারী গোপনীয়তা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমায় নিষেধ করেন তো সে আলাদা কথা।'

'না, না, মণিকা', টুইড চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকালেন তাঁর সেক্রেটারীর দিকে। 'এর মধ্যে সরকারী গোপনীয়তা কিছু নেই। ফিনদের অবস্থা এখন রীতিমতো সঙ্গীন, সোভিয়েতের সঙ্গে তাদের এই মর্মে চুক্তি হয়েছে যে দেশত্যাগী সোভিয়েত নাগরিকদের তারা ফেরৎ পাঠাবে, কাজেই যে আমেরিকান নাগরিক দেশত্যাগ করে

মস্কোয় আশ্রয় নেবার উদ্দেশ্যে হেলসিংকিতে পা রাখবে সে সবদিক থেকেই নিরাপদ সেই কারণেই মনু সারিনের সঙ্গে আমি নিজে কথা বলতে চাই।'

'সাপো—সুইডিশ গোয়েন্দা বিভাগ,' মণিকা বলল, 'ওরা যথেষ্ট সাহায করেছে।'

'ওদের ব্যাপার আলাদা,' টুইড বললেন, 'দেশত্যাগী সোভিয়েত নাগরিকদের স্বদেশে ফেরৎ পাঠাতে ওরা ফিনদের মতো চুক্তিবদ্ধ নয়।'

'তাহলে আমার কাজ এখনকার মতো শেষ তো ?' মণিকা জানতে চাইল, 'এবার আমি নিশ্চিন্ত মনে লাঞ্চে যেতে পারি ?'

'লাঞ্চে নিশ্চয়ই যাবে,' টুইড বললেন, 'তবে তার আগে দয়া করে আরেকটা ছোট্ট কাজ করে দিয়ে যাও। হারউইচ বন্দরের চীফ কাস্টমস অফিসারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করো, ওর নাম উইলি ফেয়ারওয়েদার। বলবে বাদামী সীলমাছের নির্দেশ জানাবো। বুঝতেই পারছো, ওটা আমারই সাংকেতিক নাম। উইলিকে বলবে যে আগামী সপ্তাহে 'সারেমা' নামে একটা ট্রলার হয়ত এস্তোনিয়া থেকে এঞ্জিন সারাতে ওখানকার ড্রাই ডকে ভিড়বে। জাহাজটা আসার সঙ্গে সঙ্গে ও যেন রেডিও মারফত আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। আর হ্যাঁ, ছোঁড়ার বয়স কম। রসকষও প্রচুর তাই ইচ্ছে করলে টেলিফোনে কথা বলার সময় যত খুশি পীরিত করতে পারো ওর সঙ্গে।'

মণিকা কোনও মন্তব্য করল না। টুইডের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল সে। এবার লাঞ্চে না গেলেই নয়।

কয়েক ঘণ্টা পরের ঘটনা। সমুদ্রের বুকে ঢেউ কাটতে কাটতে হারউইচ বন্দরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের মাছধরা ট্রলার 'বলশেভিক সারেমা।' বন্দর এখনও প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে। হঠাৎ জাহাজের চীফ এঞ্জিনীয়ার বয়লার রুম থেকে আপার ডেকে উঠে এলেন, দেখলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন ওলাফ প্রি গলায় দূরবীণ ঝুলিয়ে পায়চারী করছেন ব্রীজে। সিঁড়ি বেয়ে চীফ এঞ্জিনীয়ার উঠে এলেন ব্রীজে ক্যাপ্টেন প্রির সামনে দাঁড়িয়ে স্যালুট করলেন তাঁকে।

'কি ব্যাপার, ইভানভ ?' ক্যাপ্টেন প্রি প্রশ্ন করলেন, 'কিছু বলবেন ?'

'একটা বয়লার হঠাৎ বিগড়েছে, ক্যাপ্টেন।' চীফ এঞ্জিনীয়ার রুপার্ট ইভানভ বললেন। 'বন্দরে পৌঁছোতে হয়ত আমাদের কিছু দেরী হবে মনে হচ্ছে।'

'এঞ্জিন রুমের ক্রুরা ওটা সারাতে পারছে না ?'

'ওরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, ক্যাপ্টেন, এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু লাভ নেই। বন্দরের ড্রাই ডকে মেরামত না করলেই নয়।'

'বেশ।' ক্যাপ্টেন প্রি বললেন, 'আমি এক্ষুণি অয়্যারলেসে হারউইচের বাজিং

মাস্টারের সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু আপনি জাহাজটা হারউইচ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবেন তো ?'

'এক পায়ে লেংচে লেংচে যেতে হবে আর কি', চীফ এঞ্জিনীয়ার বললেন. 'এছাড়া এই মাঝসমুদ্রে অন্য উপায়ও তো নেই।'

ক্যাপ্টেন প্রিকে আবার স্যালুট করে চীফ এঞ্জিনীয়ার ইভানভ ফিরে গেলেন জাহাজের এঞ্জিন রুমে।

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান মাঝবয়সী এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে হাওয়ার্ড এসে ঢুকল টুইডের কামরায়। ভদ্রলোকের চুলের রং গাঢ় বাদামী, দাড়িগোঁফ পরিষ্কারভাবে কামানো। তাঁর খাড়া নাক আর নীল দুটি চোখ প্রখর ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে।

'সি আই এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর কর্ড ডিলনের সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার নেই।' টুইডের দিকে তাকিয়ে হাওয়ার্ড বলল, 'নিন, এবার আপনারা যা কথাবার্তা বলার বলুন, আমি চললুম।'

'হ্যাঁ, আপনি যত তাড়াতাড়ি বিদেয় হন ততই মঙ্গল', টুইড তাঁর ওপর-ওয়ালার উদ্দেশ্যে চাপাগলায় মন্তব্য করলেন, 'এখানে থাকলে তো শুধু ঝামেলা পাকাবেন।'

'বুঝলেন টুইড', হাওয়ার্ড দরজার কাছাকাছি গিয়ে আবার কি মনে করে ফিরে দাঁড়াল, 'মিঃ ডিলনকে দেখে এই মুহূর্তে একজনের কথাই আমার মনে পড়ছে। গ্রুর ওপরতলার একজন অফিসার জেনারেল লাইসেংকো। দুজনের চেহারা, চলাফেরা, হাব-ভাব ব্যক্তিত্ব সবকিছুর মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।'

'ঐ রকম একটা নোংরা ইতর আর নিকৃষ্ট সুবিধাবাদীর সঙ্গে আপনি শেষকালে আমার তুলনা করলেন!' কর্ড ডিলনের গলায় কৃত্রিম হতাশা ফুটে উঠল। 'এইজন্যই আমরা সি আই এ-র লোকেরা আপনাদের অর্থাৎ ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগকে পুরোপুরি বিশ্বাস কখনোই করতে পারি না। শেষ মুহূর্তে আপনারা কেজিবির সঙ্গে সুর মেলান। আর সব অপরাধের দায়ভাগ একা বইতে হয় আমাদের।'

টুইড কিছু না বলে চোখ পাকিয়ে তাকালেন হাওয়ার্ডের দিকে। টুইডের চোখের এই চাউনী হাওয়ার্ডের অচেনা নয়। সে জানে এবার তিনি বোমার মতো প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়বেন। বুদ্ধিমানের মতো সে তাই আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

'মণিকা।' টুইড তাকালেন তাঁর সেক্রেটারীর দিকে। 'একটু বাইরে যাও, মিঃ ডিলনের সঙ্গে গোপনে কিছু আলোচনা করব আমি।' বলেই কর্ড ডিলনের দিকে

তাকালেন টুইড, ইশারায় মণিকাকে দেখিয়ে বললেন, 'যখন আমি থাকব না তখন আপনি নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে মণিকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, ডিলন। আমাদের কাজ কর্মের খুঁটিনাটি কিছুই ওর অজানা নয়, আর দায়িত্বজ্ঞানও আমার ওপরওয়ালা ঐ হাওয়ার্ডের চাইতে ওর অনেক বেশী।'

'পরিচিত হয়ে খুশী হলাম,' কর্ড ডিলন মণিকার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'আশা করছি ভবিষ্যতে আমি আপনার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাব।'

'নিশ্চয়ই', বলে মণিকা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে চামড়ার একটা মুখ বন্ধ খাপ বের করলেন কর্ড ডিলন। ভেতর থেকে দুটো চুরুট বের করে একটা টুইডকে দিলেন, আরেকটা নিজে ধরালেন, তারপর গলা নামিয়ে বললেন, 'হাওয়ার্ড আমায় বলল যে অ্যাডাম প্রোকেনকে খুঁজে বের করার যে দায়িত্ব স্ট্র্যাটেজিক ইনফর্মেশন সার্ভিসের ওপর চেপেছে তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন আপনি।'

'আমার বড়সাহেব আপনাকে ঠিকই বলেছেন', বলে টুইড মুখ বেঁকিয়ে হাসলেন।

'আপনি আছেন জেনে আমিও নিশ্চিন্ত হয়েছি।' কর্ড ডিলন বললেন, 'যাক, আপনি কতদূর এগিয়েছেন জানতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই' বলে টুইড ড্রয়ার খুলে তাঁর চামড়ার হাত ব্যাগটা এগিয়ে দিলেন কর্ড ডিলনের দিকে। ব্যাগের জিপ খুলে ভেতর থেকে একতাড়া কাগজ বের করলেন সি আই এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর, দ্রুত চোখ বুলিয়ে বললেন :, 'বাঃ, আপনি তো কাজ অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছেন দেখছি। বেলজিয়াম, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইওরোপের সব জায়গাতেই তো আপনার প্রতিনিধিরা ছড়িয়ে আছে দেখছি।'

'আমার প্রতিনিধিরা সবাই একেকজন সেরা গুপ্তচর, ডিলন,' টুইডের গলায় প্রখর আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠল, 'ওরা প্রাণপাত পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করে। যাক, এখন বলুন তো আপনিও কি আমার মতোই অ্যাডাম প্রোকেনের খোঁজে অন্ধকারে চার পাশ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন আর সেই উদ্দেশ্যেই এসে হাজির হয়েছেন লণ্ডনে।'

'ঠিক ধরেছেন, টুইড,' কর্ড ডিলন মুখটিপে হাসলেন 'শুনেছি সে লোক নাকি মার্কিন সরকারের কূটনৈতিক দপ্তরের একজন খুব বড়দরের অফিসার, এমনকি তিনি সি আই এ অথবা পেন্টাগনের লোক হলেও অবাক হব না। আপনি আমার বহুদিনের পুরোনো বন্ধু, টুইড, তাই আপনার কাছে কিছুই লুকোব না। লুকিয়ে লাভও নেই। গোটা আমেরিকা এখন এই অ্যাডাম প্রোকেনের জ্বরে ভুগছে। ও যদি শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই সোভিয়েত ইউনিয়নে আশ্রয় নেয় তাহলে জানবেন প্রেসিডেন্ট রেগনের আগামী নির্বাচনে জেতার কোনও আশাই নেই। তাছাড়া এখন পর্যন্ত এই প্রোকেন আমাদের কি কি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রুশদের হাতে তুলে দিয়েছে তাই বা কে বলতে পারে ? টুইড, আমার সন্দেহ হচ্ছে যে এই অ্যাডাম প্রোকেন হয়ত পুরুষ নয়, সে আসলে মেয়ে মানুষ। আরেকটা কথা, আপনি

ইওরোপের সবকটি দেশের কথা আর বিমানবন্দরের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করেছেন বটে, শুধু ভিয়েনাকে বাদ দিয়েছেন। আমার সন্দেহ হচ্ছে অ্যাডাম প্রোকেন ভিয়েনা দিয়েও ঢুকে পড়তে পারে সোভিয়েত ইউনিয়নে।'

'ধন্যবাদ,' টুইড বললেন, 'আমি আজই ভিয়েনায় আমাদের প্রতিনিধিদের সতর্ক হবার নির্দেশ পাঠাব।'

'আরেকজনের কথা বলেই আমি আজকের মতো বিদায় নেব।' কর্ড ডিলন বললেন, 'নিশ্চয়ই জানেন যে ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট রেগনের পরেই সবচাইতে শক্তিশালী লোক হলেন স্টিলমার, ওঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। ইনি যদি অ্যাডাম প্রোকেন হন জানবেন তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

'স্টিলমার কি লণ্ডনে আসবেন?' টুইডের গলায় বিস্ময় ফুটে বেরোল, 'কিন্তু আমরা যতদূর জানি রেগন প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হবার পর গত চার বছরে স্টিলমার দেশের বাইরে এক পা-ও যান নি।'

'ভুলে যাবেন না ওঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব কতটা।' কর্ড ডিলন বললেন, 'স্টিলমারের মতো মেধাবী বৈজ্ঞানিক বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র আর ইওরোপে আপাততঃ আর কেউ নেই, স্টার ওয়ার প্রকল্পের পুরো পরিকল্পনা ওঁরই মাথা থেকে বেরিয়েছে। রক্ষে এই যে গুপ্তচর বৃত্তি সম্পর্কে ওঁর কোনরকম ধারণা নেই। সি আই এ-র সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগও রাখেন না উনি। আমি আজকের রাতটা লণ্ডনে আছি, আগামীকাল সকালের ফ্লাইটে প্যারিসে যাব। সেখানে গিয়ে দেখব প্রোকেন সম্পর্কে সর্বশেষ যে খবর ওরা পাঠিয়েছে তার সত্য কতটুকু। আমি বার্কলে হোটেলে উঠেছি। দরকার হলে রাতে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন।'

'ধন্যবাদ,' টুইড কর্ড ডিলনের সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'আপনার সহযোগিতা ছাড়া এই দায়িত্ব পালন একা আমার পক্ষে যে সম্ভব নয় তা আমি খুব ভালোই জানি, ডিলন।'

কর্ড ডিলন বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে মণিকা এসে ঘরে ঢুকল। ঠিক আধ ঘণ্টা বাদে রাত সাড়ে আটটায় হারউইচ বন্দরের চীফ কাস্টমস অফিসার উইলি ফেয়ারওয়েদার টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন টুইডের সঙ্গে, তিনি জানালেন সারেমা নামে ট্রলারটির একটি বয়লার মাঝসমুদ্রে খারাপ হয়েছিল। সেটি সারাবার উদ্দেশ্যে ঐ জাহাজটি বন্দর সংলগ্ন ডক ইয়ার্ডে এসে ভিড়েছে।

'আমি হারউইচে চললুম', মণিকার দিকে তাকিয়ে টুইড বললেন, 'তুমি বাড়ি যাও দরকার পড়লে রাতে টেলিফোনে যোগাযোগ করব।'

বৈদ্যুতিক ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় জানালার ধারে বসে আছেন টুইড। এই ট্রেনে চেপেই হারউইচে পৌঁছোবেন তিনি। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। গলায় জড়ানো

মোটা পশমে বোনা মাফলারটা ভালো করে গুঁজে টুইড জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন, কিন্তু নিকষ কালো আঁধার ভেদ করে তাঁর দৃষ্টি বেশীদূর গেল না। জানালা থেকে সরে এসে গদীমোড়া সিটের ওপর টানটান হয়ে এবার শুয়ে পড়লেন টুইড, চাদরটা আগেই বের করে রেখেছিলেন অ্যাটাচি থেকে, সেটা পা থেকে গলা পর্যন্ত ছড়িয়ে দিলেন। লায়লা সাবিনের সঙ্গে টেলিফোনে যেসব কথাবার্তা হয়েছে সেগুলো বারবার এসে ধাক্কা মারতে লাগল তাঁর মস্তিষ্কের প্রতিটি রন্ধ্রে।

বছর দুয়েক আগে গোপন তথ্যের খোঁজে টুইড হেলসিংকিতে গিয়েছিলেন। সেখানকার ব্রিটিশ দূতাবাসে সারেমা ট্রলারের ক্যাপ্টেন ওলাফ প্রির সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। অল্প কিছুক্ষণ কথা বলেই টুইড বুঝতে পেরেছিলেন যে ক্যাপ্টেন প্রি রুশদের ওপর হাড়ে হাড়ে চটা। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন টুইড, এস্তোনিয়া থেকে গোপন খবর পাচার করার দায়িত্ব তিনি দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন প্রিকে, ক্যাপ্টেন প্রিও সানন্দে তাঁকে সহায়তা করতে রাজী হয়েছিলেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই একটানা দুটি বছর ক্যাপ্টেন প্রি তাঁর নিজস্ব বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে গোপন খবর পাঠাচ্ছেন টুইডকে। বেতারে 'গ্রেট এলক' সংকেত শুনলেই টুইড বোঝে যে ক্যাপ্টেন প্রি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছেন।

'হারউইচ বন্দরের চীফ কাস্টমস অফিসার উইলি ফেয়ারওয়েদারের বয়স পঁয়তাল্লিশ। টুইড কি উদ্দেশ্যে এসেছেন তা আগেই আঁচ করে ছিলেন তিনি।

'আসুন আমার অফিসে', ফেয়ারওয়েদার টুইডের সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'ক্যাপ্টেনকে ওখানেই বসিয়ে রেখেছি।'

ফেয়ারওয়েদারের কামরায় তাঁর টেবিলের সামনে পুরো এক মগ ভর্তি কালো কফি নিয়ে বসেছিলেন ক্যাপ্টেন প্রি, টুইড ভেতরে ঢুকে তাঁর পাশের চেয়ারটি দখল করলেন।

এক কাপ কালো কফি টুইডের সামনে নামিয়ে রেখে ফেয়ারওয়েদার বললেন, 'আপনারা দুজনে প্রাণ খুলে কথা বলুন। আমি পাশের ঘরে চললাম। আপনাদের কথা শেষ হলে ক্যাপ্টেন প্রিকে ও'র হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসব আমি।'

'তারপর ক্যাপ্টেন,' টুইড কালো কফিতে চুমুক দিয়ে পাশ ফিরে তাকালেন, 'আমাকে দেবার মতো কি খবর আছে আপনার হাতে?'

'এস্তোনিয়ার পরিস্থিতি দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে, স্যর', ক্যাপ্টেন প্রি বললেন, 'সোভিয়েত সরকার আমাদের শতকরা ষাট ভাগ এস্তোনিয়ান বাসিন্দাকে তালিন থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গেছে। সেই জায়গায় ওরা নিয়ে এসেছে মোলদাভিয়ান, জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান, এদের। আমাদের লোকেরা কোথায় আছে, আদৌ প্রাণে

বেঁচে আছে কিনা তাও আমরা জানি না। যাই বলুন, এই সোভিয়েত শুয়োরের বাচ্চা-গুলোর চাইতে নাৎসী জার্মানরা হাজার গুণে ভালো ছিল।'

'শুনে খুবই দুঃখ পেলাম, ক্যাপ্টেন', টুইড মন্তব্য করলেন, 'যত দিন যাচ্ছে মানুষের জীবন ততই জটিল হয়ে উঠছে।'

'সে তো বটেই', ক্যাপ্টেন প্রি বললেন, 'জানেন কি, সোভিয়েত সামরিক গোয়েন্দা দপ্তর গ্রুর তিনজন অফিসার হালে তালিনে খুন হয়েছে?'

'সে খবর আমি আগেই পেয়েছি', টুইড বলল।

'খুনী যে একই লোক সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই', ক্যাপ্টেন প্রি বললেন। তিনটি ক্ষেত্রেই সে তার শিকারদের গলায় তার জড়িয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। গ্রুর দায়িত্ব নিয়ে কর্ণেল কার্লভ নামে এক অফিসার হালে তালিনে এসেছেন, খুনীকে ধরার জন্য রোজ রাতে ফাঁদ পাতছেন উনি। গ্রুর একজন অফিসার রোজ বেশী রাতে মদ খেয়ে বন্দরের কাছাকাছি সমুদ্রের ধারে ঘোরাফেরা করে, আর অন্যান্য লোকেরা পেছন থেকে নজর রাখে তার ওপর। সাধারণ মানুষ তো এমনিতেই চটে আছে রুশদের ওপর। ওরা সুযোগ পেলেই, যারা খুনীকে ধরার ফাঁদ পাতে তাদের উদ্দেশ্যে নানারকম হাসিঠাট্টা করে, প্যাক দেয়।'

'গ্রুর যে নতুন অফিসার এসেছে তাঁর নামটা কি বললেন আপনি?' টুইড প্রশ্ন করলেন।

'কর্ণেল আন্দ্রে কার্লভ', ক্যাপ্টেন প্রি বললেন। 'পিক স্ট্রীটে উনি ঘাঁটি তৈরী করে-ছেন। ওঁর ওপরওয়ালা হলেন জেনারেল লাইসেঙ্কো। কিন্তু তিনি যে এক আস্ত ভীতুর ডিম তা আমরা আগে জানতে পারিনি। ইনি সাদা পোশাক গায়ে না চাপিয়ে কখনও তালিনে ঢোকেন না। দিনের আলো থাকতে থাকতে প্লেনে চেপে হাজির হন। সূর্য ডোবার আগেই ফিরে যান মস্কোয়। আসলে ওঁর ভয়টা বেড়েছে গ্রুর অফিসারেরা খুন হবার পরেই। তাই ইউনিফর্ম পরে কখনও তালিনে আসেন না। পাজীর পাঝাড়া আর নম্বরী শুয়োরের বাচ্চা বলতে যা বোঝায় এই জেনারেল লাইসেঙ্কো হলেন তাই। তবে একটা কথা জানবেন—গ্রুর ঐ তিনজন অফিসার কিন্তু তালিনের উগ্র জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের হাতে খুন হয় নি। এই দেখুন ওদের ফোটো। কথা শেষ করে ক্যাপ্টেন প্রি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, ট্রাউজারের ভেতর থেকে বাদামী কাগজের একটা পুরু খাম বের করলেন। টুইড তার ভেতর হাত গলিয়ে কতকগুলো ফোটো টেনে আনলেন। সবই পোলারয়েড ক্যামেরায় তোলা।

'এই পোলারয়েড মালটা যোগাড় করলেন কোথা থেকে?' জানতে চাইলেন টুইড।

'জানেন তো আমরা জাহাজী লোক,' ক্যাপ্টেন প্রি বললেন, 'দিনরাত স্মাগলারদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হয়। ওদেরই একজনের কাছ থেকে যোগাড় করেছি মাসকয়েক আগে। দুটো ফোটো খামের ভেতর থেকে বের করে তিনি টুইডের সামনে রাখলেন,

বললেন 'এই হলো কর্ণেল কার্লভ।' টুইড দেখলেন দুটি ফোটোতেই একই ব্যক্তি এক পাশে মুখ ঘুরিয়ে আছে, ক্যামেরার দিকে সে তাকিয়ে নেই।'

'রুশ গুপ্তচরেরা তো খুব সাংঘাতিক লোক,' টুইড বললেন 'ওদের চারপাশে চোখ থাকে। এই অবস্থায় কী ভাবে ছবি তুললেন?'

'কার্লভ ও'র অফিস থেকে বেরিয়েছিলেন,' ক্যাপ্টেন প্রি বললেন, 'সেই সময় একটা বাচ্চা ছেলে রাস্তা থেকে ও'কে কুত্তার বাচ্চা বলে গালি দেয়। কানে যেতেই কার্লভ ঘুরে তাকান তার দিকে, আর ঠিক সেই সময় বাইসাইকেলে বসে আরেকটি ছেলে পরপর দুবার ও'র দুটো শট নেয়।'

ক্যাপ্টেন প্রি নিজে যে তালিনের উগ্র জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী দলের অন্যতম সদস্য সে বিষয়ে টুইডের মনে কোনও সন্দেহ রইল না। আরেকটা ফোটো ক্যাপ্টেন প্রি তাঁর সামনে রেখে বললেন, 'ইনি হলেন মনু সারিন, তালিনের নিরাপত্তা পুলিশের ওপর-ওয়ালা। ভদ্রলোকের নামটা অদ্ভুত, তাই না? ও'র মা ফিনিশ ছিলেন, বাবা প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী। মনু সারিনের মেয়ে লায়লা সারিন তালিনের একটা খবরের কাগজে রিপোর্টারের কাজ করে।'

'জানি,' টুইড গম্ভীর গলায় বললেন, 'মনু সারিন আর ও'র মেয়ে লায়লা দুজনের সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে।'

তারপর আরেকটা ফোটো দেখালেন ক্যাপ্টেন প্রি। টুইড দেখলেন গ্রুর ইউনিফর্ম পরা একটি বেঁটে মোটা কদাকার দেখতে লোক দাঁড়িয়ে আছে। ভুঁড়ির বহর দেখে মনে হয় তার পরনের ট্রাউজার যে কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে।

'এ হলো ক্যাপ্টেন পলুচাকিন', ক্যাপ্টেন প্রি বললেন, 'জেনারেল লাইসেঙ্কোর নিজের লোক, তালিনে থেকে কর্ণেল কার্লভের ওপর নজর রাখাই ছিল ওর কাজ। আমরা জানি জেনারেল লাইসেঙ্কো নিজে সমকামী, আর পলুচাকিনের সঙ্গেও ও'র সমকামিতার সম্পর্ক আছে। ক্যাপ্টেন পলুচাকিন কিন্তু বেঁচে নেই, সেও অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে খুন হয়েছে আর খুন হবার অল্প কিছুদিন আগে ও তালিনের বাইরে এক নির্জন রাস্তায় আলেক্সি বুভেং নামে এক ফরাসী মহিলা সাংবাদিককে গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করেছিল। ওর খুন হবার দৃশ্যটা পলুচাকিন হতভাগা মুভি ক্যামেরায় তুলে রেখেছিল। যিনি ওর হাতে খুন হন সেই আলেক্সি বুভেং-এর স্বামীও একজন নামকরা সাংবাদিক—রবার্ট নিউম্যান।'

'তাই নাকি?' টুইড এমন ভাব দেখালেন যেন নিউম্যানকে তিনি চেনেন না। আলেক্সি বুভেং সম্পর্কে আপনি দেখছি যথেষ্ট খোঁজ খবর রাখেন, তা ও'র খুন হবার ব্যাপারে আর কি কি জানেন আপনি?'

'পলুচাকিনের লোকেরা আলেক্সির পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে রাস্তার মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়েছিল', ক্যাপ্টেন প্রি বললেন, 'তারপর পলুচাকিন গাড়ি চালিয়ে এসে ও'কে

চাপা দেয়। পনেরো ষোল বছরের একটি ছেলে কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখেছিল, তার মুখ থেকেই বিপ্লবীরা পরে সব কিছু জেনেছে। এই খুনের খবর পেয়ে কর্ণেল কার্লভ পলুচাকিনের ওপর ভীষণ চটে গিয়ে ছিলেন কিন্তু পলুচাকিন ওপরওয়ালা লাইসেঙ্কোর ডানহাত। তাই তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবার ক্ষমতাই ওঁর ছিল না।'

'পশ্চিমী দুনিয়া থেকে কোনও পর্যটক কি তালিনে বেড়াতে যাবার অনুমতি পায়?' টুইড প্রশ্ন করলেন।

'ভিসা থাকলে অবশ্যই পায়, ক্যাপ্টেন প্রি বললেন, 'সোভিয়েত সরকারী পর্যটন সংস্থা গিয়র্গ ওটস নামে একটি জাহাজে তাদের চাপিয়ে গোটা তালিন তাদের দেখায়। তবে দু-ঘণ্টার ঐ সফরে ইনটুরিস্টের গাইডেরা এক সেকেণ্ডের জন্যও পর্যটকদের পাশ থেকে নড়ে না। বিদেশীদের কখনও একা হবার সুযোগ দেয় না ওরা। কেন, আপনি কি ফিনল্যাণ্ডে যাবার পরিকল্পনা করেছেন?'

'না ক্যাপ্টেন।' টুইড হাসলেন, 'আপাততঃ লণ্ডন ছেড়ে কোথাও যাবার সুযোগ পাব না আমি।'

আরও আধঘণ্টা কথা বলে টুইড ক্যাপ্টেন প্রির কাছ থেকে বিদায় নিলেন। উইলি ফেয়ারওয়েদার পাশের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন, এবার তিনি ঘরে ঢুকে ক্যাপ্টেন প্রি-কে নিয়ে রওনা হলেন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হোটেলের দিকে।

নিরাপত্তা পুলিশের কম্যাণ্ডান্টের খাস কামরার দরজায় টোকা মেরে ভেতরে ঢুকল লায়লা, দেখতে পেল তার বাবা মনু সারিন বিশাল টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে, খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তিনি। মেয়েকে ঢুকতে দেখেই তাঁর মুখের চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল।

'বেশ', মনু সারিন বললেন, 'খবরের কাগজে গাঁজাখুরি গালগপ্পো লিখে আমার দুশ্চিন্তা দিনে দিনে বাড়িয়ে চলেছো সোনা।'

'আমি সাংবাদিক হিসেবে শুধু আমার কর্তব্য পালন করেছি', লায়লা নিজেকে যতদূর সম্ভব সংযত রেখে জবাব দিল, 'অথচ আমার ফ্ল্যাটে যে ভাবে টেলিফোন করে আমায় তোমার অফিসে এসে দেখা করার হুকুম দিলে যেন আমি একটা জঘন্য ক্রিমিন্যাল!'

'বাজে কথা বোল না, লায়লা,' মনু সারিন সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'আমি তোমায় এই কারণেই অফিসে আসতে বলেছিলাম যেহেতু তোমার সঙ্গে বহুদিন আমার দেখা হয়নি।'

'তুমি আমার পেশা সম্পর্কে আরেকটা আপত্তিকর মন্তব্য করেছো, লায়লা প্রতিবাদের সুরে বলল, 'আমি মোটেই গাঁজাখুরি গালগপ্পো লিখিনা। যা লিখি তা সবই সত্য কাহিনী আর সত্য ঘটনা।'

'সেই প্রসঙ্গেই আসছি, সোনা' মনু সারিন বললেন, 'হালে একটা রিপোর্টে তুমি

আলেক্সি ব্ৰুভেং নামে একজন ফরাসী মহিলা সাংবাদিকের খুন হবার কথা লিখেছো, মনে পড়ে? খবরে উল্লেখ করেছিলে যে হেলসিংকির বাইরে এক নির্জন রাস্তায় তাকে গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করা হয়েছে। এ ও মন্তব্য করেছো যে তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায় নি?'

'হ্যাঁ। করেছি বইকি,' লায়লার গলা আগের মতোই জেদী শোনাল, 'মৃতদেহ কোথায়?'

'আমার জানা নেই।' মনু সারিন বললেন, 'পুলিশ পাতি পাতি করে সব জায়গায় খুঁজেছে কিন্তু জঙ্গলের কোথায় কোন ঝোপের ভেতর যে ওঁর লাশ পড়ে আছে তা কে বলতে পারে?'

'এই কারণেই আমার সাংবাদিকের পেশা তোমার ঠিক বরদাস্ত হচ্ছে না, তাই না বাবা?'

'লায়লা' মনু সারিন বললেন, 'আমাদের সবাইকেই মুখ বুঁজে পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে হচ্ছে। মস্কোর সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয়া ছাড়া আর কোনও বিকল্প আমাদের হাতে নেই?'

'কিন্তু ভুলে যেয়োনা আমি একজন রিপোর্টার', লায়লা বলল, 'আপস করা বা মানিয়ে নেয়া আমাদের ধাতে নেই। সত্যের আলোয় আমাদের পথ চলতে হয়।'

'যা শুনছো তার সবটুকুই কি সত্য?' মনু সারিন বললেন, 'এই তো নতুন গুজব রটেছে যে এস্তোনিয়ায় গ্রুর তিনজন অফিসার নাকি এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে খুন হয়েছে। গুজবকে নিশ্চয়ই তুমি সত্য বলে দাবী করবে না।'

'এইসব খুন সম্পর্কে কোনও খবর সত্যিই পাওনি তুমি?' লায়লা পাল্টা প্রশ্ন করল তার বাবাকে। এবার মুস্কিলে পড়লেন মনু সারিন। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে মন্তব্য করলেন, "হ্যাঁ, খবর কিছু পেয়েছি বইকি। সোনা তোমায় আমি কিছু বলতে পারি কিন্তু কথা দাও যে তুমি তা খবরের কাগজে লিখবে না?'

'না।' লায়লা দৃঢ়গলায় বলল, 'এমন কথা আমি কখনও দিতে পারব না।'

'তাহলে কিছুই বলতে পারব না আমি, দুঃখিত।' মনু সারিন বললেন, 'থাক, একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে জানতে চাইছি। গ্রুর অফিসারদের খুন হবার খবর কি সূত্রে জেনেছো তুমি?'

'দুঃখিত বাবা।' লায়লা বলল, 'আমি আমার সূত্র উদঘাটিত করতে পারব না।'

'তোমার বড্ড বাড় বেড়েছে লায়লা।' মনু সারিন বললেন, 'সময় থাকতে হুঁশি হও নয়ত এমন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে যখন আমার কিছুই করার থাকবে না।'

'গ্রুর অফিসারদের খুন হবার খবর কি মস্কো অস্বীকার করেছে?' লায়লা জানতে চাইলো।

'না, এখনও পর্যন্ত নয়,' মনু সারিন জবাব দিলেন।

'মস্কোর লাল সর্দারেরা ভাবেন যে ওঁদের চাইতে চালাক লোক দুনিয়ায় আর কেউ নেই। বাকি সবাই একেকজন বোকা পাঁঠা। কাগজে ওঁদের মতে আপত্তিকর কিছুই ছেপে বেরোলেই ঘণ্টাখানেকের ভেতর ওঁরা তা অস্বীকার করে রিপোর্ট দেন। ভাবেন সরকারের তরফে অস্বীকার করলেই সব থিতিয়ে যাবে। আসলে ওদের টাকা দরকার যেটা আসে বিদেশী পর্যটকদের পকেট থেকে। ঐ রহস্যময় তিনটে খুনের খবর স্বীকার করলে বিদেশী পর্যটকদের এস্তোনিয়ায় বেড়াতে আসা নিশ্চয়ই কমে যাবে। তাই ওরা এখনও হ্যাঁ না কিছুই বলছে না।'

মেয়েটা আমারই মতো একগুঁয়ে তৈরী হয়েছে। লায়লার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনু সারিন নিজের মনে মনে বললেন, মুশকিল হচ্ছে এই একগুঁয়েমির জন্য পরে কোনও বড় ঝামেলায় না জড়িয়ে পড়ে।

'এবার আমি তাহলে যেতে পারি ?' লায়লা প্রশ্ন করল।

'আমার একটা উপকার তোমায় করতে হবে।' নরম গলায় অনুরোধ করলেন দুর্দ্ধর্ষ গোয়েন্দা অফিসার মনু সারিন।

'আগে বলো শুনি', লায়লা বলল, 'না শুনে কোনও কথা দেব না আমি।'

'অ্যাডাম প্রোকেন নামে একজন আমেরিকান ফিনল্যাণ্ড পেরিয়ে রুশ ভূখণ্ডে আশ্রয় নিতে যাচ্ছেন এখন কোন গুজব শুনতে পেলেই তুমি আমাকে তা জানিয়ে দেবে।'

অ্যাডাম প্রোকেন ! বাবার অনুরোধ শুনে লায়লার মুখে কোনও কথা ফুটলো না কয়েক মুহূর্ত। শেষকালে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, তোমার অনুরোধ আমি নিশ্চয়ই মনে রাখব, এর চাইতে বেশী কিছু এখন বলতে পারছি না।'

'ধন্যবাদ।' মনু সারিন বললেন, 'এর চেয়ে বেশী কিছু আমিও তোমার কাছে চাইছি না।'

লায়লা চলে যাবার পর আলমারী খুলে ভেতরে টাঙ্গানো ইউনিফর্মটার দিকে এক-পলক তাকালেন মনু সারিন, সঙ্গে সঙ্গে এক নিদারুণ বিতৃষ্ণায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাঁর মন। উঁচু পদমর্যাদা, মোটা মাইনে, সুযোগ-সুবিধা—সবই কেমন অর্থহীন বলে মনে হলো। এই সব বজায় রাখতে আজ তাঁকে নিজের একমাত্র মেয়েকে কাজে লাগাতে হচ্ছে। মনু সারিন খুব ভালো ভাবেই জানেন যে সত্যি সত্যিই অ্যাডাম প্রোকেন হেলসিংকিতে এসে যদি হাজির হন তাহলে তাঁকে নিরাপদে রুশ ভূখণ্ডে পৌঁছে দেয়া ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প থাকবে না তাঁর হাতে। গোয়েন্দা পুলিশের অধ্যক্ষের চাকরী ছেড়ে দেবার একটা প্রচণ্ড তাগিদ সেই মুহূর্তে অনুভব করলেন মনু সারিন।

রাস্তাকাতুতে গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা পুলিশের সদর ঘাঁটি থেকে লায়লা যখন বেরিয়ে এলো তখন বেলা নটা, উত্তর দিকে যাচ্ছিল এমন একটা ট্রামে উঠে পড়ল সে। বব নিউম্যানকে খুঁজে পাবার আশায় লায়লা পাগলের মতো একেকটা হোটেল খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ট্রাম নির্দিষ্ট স্টপে এসে দাঁড়াতেই লায়লা নেমে পড়ল। সামনেই হোটেল হেসপারিয়া। লায়লা হোটেলের ভেতর ঢুকল কিন্তু রিসেপশনের বদলে এলিভেটরে চেপে দোতলার ডাইনিং হলে এসে হাজির হলো সে যেখানে অতিথিরা ব্রেকফাস্ট খায়। নিউম্যান এই হোটেলে যদি সত্যিই এসে থাকে তাহলে তাকেও ব্রেকফাস্ট খেতে আসতে হবে এখানে।

লায়লার কপাল সত্যিই ভালো বলতে হবে কারণ এলিভেটরের স্বয়ংক্রিয় দরজা খুলে যেতেই তার চোখে পড়ল সামনে একটি চেয়ারে বসে আছে বব্ নিউম্যান। টেবিলে সাজিয়ে রাখা বুফে থেকে ব্রেকফাস্টের খাবার নিজের হাতে তুলে প্লেটে রাখছে সে। লায়লা লঘুপায়ে এসে দাঁড়াল সেখানে. একটা প্লেটে কিছু প্যাস্টি তুলে নিয়ে সে বসে পড়ল নিউম্যানের পাশে।

'এতদূর আমার পেছনে ধাওয়া করেছো তুমি!' লায়লাকে দেখতে পেয়েই নিউম্যান বলে উঠল, 'যাক, শেষ পর্যন্ত আমায় সত্যিই খুঁজে পেলে তাহলে!'

ডজনখানেক ভাজা বেকন আর ডিমের ওমলেট এতক্ষণে শেষ করে ফেলেছে নিউম্যান এবার লায়লা বলে উঠল, 'এই সাতসকালে অত প্রোটিন খাবেন না দয়া করে। একে শুয়োরের মাংস তার ওপর ডিম! রুটিতে পুরু করে মার্মালেড মাখিয়ে নিন। এ দেশে ওটাই সেরা ব্রেকফাস্ট।'

'তোমার চোখমুখ দেখে বুঝতে পারছি আমার ওপর বেশ চটে আছো।' নিউম্যান মন্তব্য করল, 'ধরেই নিয়েছো যে আমি তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। আজ সকালবেলা নিশ্চয়ই শুধু আমার খোঁজে বাড়ি থেকে বেরোও নি। কোথা থেকে এলে লায়লা?'

'রাতাকাতুতে গিয়েছিলাম।' লায়লা মুখ টিপে হাসল। 'বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। উনি আমার ওপর খুব রেগে গেছেন। যদিও তাতে আমার কিছুই যায় আসে না।'

'রাগের কারণ নিশ্চয়ই খবরের কাগজে তোমার লেখাদুটো, তাই না?'

'ঠিক ধরেছেন,' লায়লা ঘাড় নেড়ে সায় দিল. 'ঐ লেখার প্রসঙ্গ নিয়ে শুরু করে বাবা কায়দা করে আমার কাছ থেকে কিছু খবর যোগাড় করতে চেয়েছিলেন। ওকি, সব মার্মালেড আপনি একাই খাবেন নাকি? তাহলে আমি টোস্টে কি মাখাবো, শুনি? মনে হয় আপনি যে এই হোটেলে উঠেছেন সে খবর বাবা এখনও পান নি।'

'তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না, সোনা,' নিউম্যান একটা বড় টোস্ট মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বলল, 'কিন্তু আমি আগের হোটেল ছেড়ে চলে আসার পর তুমি কি আমায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলে?'

'তা আর করিনি!' লায়লা বলল. 'ওখানকার হেলিকপ্টার পাইলটকে জিজ্ঞেস করলাম। আমার পা আর গতরও দেখালাম। কিন্তু ব্যাটা কিছুতেই মুখ খুলল না। বুঝতে পারলাম মুখ না খোলার জন্য আপনি প্রচুর টাকা ওকে দিয়েছেন।'

'ঠিক ধরেছো।' নিউম্যান বলল, 'আলেক্সি ঐ চপারে চেপে কতদূর গিয়েছিল জানতে চাও ?'

'ব্যাপারটা যদি গোপন রাখতে চান তাহলে আমার জেনে দরকার নেই।' লায়লা বলল।

'শুধু একটাই অনুরোধ, যে তোমার খবরের কাগজে এটা ছাপিয়ো না।' নিউম্যান মুখ টিপে হাসল। 'আলেক্সি ঐ চপারে চেপে প্রথমে পুরো সমুদ্রের ওপর চক্কর দিয়েছিল তারপর সাউথ হারবারে ফিরে এসেছিল। সকাল ঠিক সাড়ে দশটায় পাইলট আলেক্সিকে নিয়ে সিলজা ডকের ওপর এসেছিল।'

'সকাল সাড়ে দশটা !' লায়লা নিজের মনে বলে উঠল, 'ঠিক ঐ সময় গিয়র্গ ওটস" জাহাজটা তালিনের দিকে রওনা হয়।'

'সেই উদ্দেশ্যেই আলেক্সি চপার ভাড়া করেছিল সেদিন' নিউম্যান বলল, 'মনে হয় এর কয়েকদিন বাদে ও নিজেও গিয়র্গ ওটসে চেপে এস্তোনিয়ায় গিয়েছিল, কিন্তু আর সেখান থেকে ফিরে আসেনি।'

'তাহলে ব্যাপাটা এই দাঁড়াচ্ছে যে এখানে আসার আগেই উনি কোথায় কোথায় যাবেন তা ঠিক করেছিলেন।'

'একথা কেন তোমার মনে হচ্ছে ?'

'তার কারণ এস্তোনিয়ায় যাবার অন্ততঃ দুহপ্তা আগে সব পর্যটককে ভিসার জন্য আবেদন করতে হয়। আবেদনপত্রের সঙ্গে তিন কপি পাসপোর্ট সাইজ ফোটো পাঠাতে হয়।'

'আর সেই দুহপ্তার মধ্যে মস্কো সব পর্যটকের সম্পর্কে কম্প্যুটারে যাবতীয় খোঁজ খবর নিয়ে নেয়, কেমন ?'

'ঠিক তাই।' লায়লা কাঁপাগলায় বলল, 'বব, নিশ্চয়ই তালিনে যাবার কোনও পরিকল্পনা আপনার নেই ?'

'না।' নিউম্যান বলল, 'আমার ওখানে যাওয়া আর যেচে মৃত্যুর মুখে পা বাড়ানো একই ব্যাপার। এই পরিস্থিতিতে তা হবে নিছক পাগলামো।'

'আপনি যে এমনিতেই পাগলাটে ধরনের লোক সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই বব।' লায়লা বলল, 'আপনি সব জেনেশুনেও প্রচণ্ড ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এই বিপদের ভেতর এসে হাজির হয়েছেন, তাছাড়া লক্ষ্য করেছি আলেক্সির কথা উঠলেই আপনার মুখ কালো হয়ে যায়। তাই গোড়াতেই মনে হয়েছিল যে আপনি খুব সুস্থ মাথার লোক নন।'

'আমাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত হয়ত টিঁকত না।' নিউম্যান বলল, 'আর কিছুদিন বাদেই আমরা ডিভোর্স করব বলে ঠিক করেছিলাম।'

'তাতে আপনার মতো লোকের এমন কিই বা আসে যায় ? যেখানে আপনি জেনেছেন যে আপনার স্ত্রী খুন হয়েছেন—'

'অনেকক্ষণ একনাগাড়ে বকবক করেছো,' নিউম্যান মৃদু ধমকের সুরে বলে উঠল. 'এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতো ব্রেকফাস্টটা শেষ করো দেখি।'

'খাচ্ছি।' লায়লা টোস্টে মার্মালেড পুরু করে মাখাতে মাখাতে বলল, 'কিন্তু হঠাৎ আপনি আমায় এত বিশ্বাস করতে শুরু করলেন কেন বলুন তো ? সব কথা খুলে বলছেন। কেন ?'

'তার কারণ আমি যে হেলসিংকিতে এখনও আছি সেকথা তুমি তোমার বাবা মনু সারিনকে জানাও নি। হয়ত অল্প কিছুদিনের মধ্যে তোমার বাবার সঙ্গে আমায় দেখা করতে হতে পারে। আগের বার যখন এখানে এসেছিলাম তখনই প্রথম পরিচয় হয়েছিল ওঁর সঙ্গে। সেবার অবশ্য কোনও ঝগড়াঝাঁটি হয়নি। পরিচয় পর্ব ভালোয় ভালোয় শেষ হয়েছিল।'

'আমি যে আপনাকে ভালোমতোই চিনি তা বাবাকে বলবেন না যেন।'

'মোটেই বলব না।' নিউম্যান আশ্বাস দিল। 'এটা শুধু তোমার আর আমার ব্যাপার।'

'আপনার আর আমার সম্পর্কটা বেশ মজার চেহারা নিচ্ছে, তাই না ?' লায়লা হঠাৎ উৎসাহিত গলায় বলল, 'হয়ত অদূর ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক অভাবিত কোনও পরিণতি ঘটাতে পারে।'

'লায়লা !' নিউম্যান এবার গম্ভীর হলো, 'ভান্টা এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নামার পর প্রথমেই আমার নজর পড়েছিল তোমার পা দুটোর দিকে। আমায় ভুল বুঝো না, সোনা কিন্তু এই মুহূর্তে মেয়েদের ব্যাপারে কোন রকম চিন্তাই আমার মনে আসছে না। আমার হাতে এখন অনেক কাজ, যে করেই হোক সেগুলো আমায় করতেই হবে।'

ব্রেকফাস্ট সেরে বব নিউম্যান তার কামরায় ঢুকতেই লায়লা দ্রুত পা চালিয়ে চলে এলো হোটেলের একতলায়—রিসেপশনের পাশেই কাঁচে ঘেরা টেলিফোন বুথে ঢুকল সে। লণ্ডনের কাম্বিয়া বীমা কোম্পানীর টেলিফোন নম্বর লায়লার মুখস্থ হয়ে গেছে।

'টুইড ?' মাউথপিসে ঠোঁটদুটো চেপে ধরে লায়লা বলল, 'আমি লায়লা বলছি। শুনুন, নিউম্যানকে আবার খুঁজে পেয়েছি। উনি হোটেল পাল্টেছেন। এবার উঠেছেন হেসপেরিয়াতে, কামরার নম্বর আট শো সতেরো। শুনুন, আলেক্সি যে জাহাজে চেপে ওপারে গিয়েছিলেন সে খবর নিউম্যান জানতে পেরেছেন। হ্যালো, টুইড, আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ। ঠিকই শুনতে পাচ্ছি,' টুইড এপাশ থেকে বললেন, 'গলা শুনে মনে হচ্ছে তুমি বেশ ঘাবড়ে গেছো।'

'ঘাবড়েছি তার কারণ আমার মনে হচ্ছে আলেক্সি যেখানে খুন হয়েছেন এবার নিউম্যান নিজেও সেখানে যাবেন। ওঁকে বাধা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। শুধু

পুলিশের কুকুরের সঙ্গেই নিউম্যানের তুলনা দেয়া যায় যারা গন্ধ শুঁকে অপরাধীদের খুঁজে বের করে।'

'নিউম্যান কবে নাগাদ রওনা হবেন ?' টুইড জানতে চাইলেন।

'খুব শীগগিরই হয়ত হবেন না কারণ ভিসাব ঝামেলা আছে।' লায়লা বলল, 'কিন্তু নিউম্যান ভয়ানক বুদ্ধিমান মানুষ, উনি একটা পথ ঠিক খুঁজে বের করবেন। টুইড, এবার আমি ছাড়ছি তার কারণ যে কোন মুহূর্তে নিউম্যান ও'র ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নামতে পারেন। সত্যি বলছি আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে ও'র জন্য।'

'তোমার সব চিন্তা ভাবনা আমার ওপর ছেড়ে দাও লায়লা,' টুইড বললেন, 'তোমায় অশেষ ধন্যবাদ। এছাড়া আমায় আগে হুঁশিয়ার করে দিযে তুমি ঠিক কাজই করেছো। যাক, আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো।'

'আমার যে লেখা দুটো কাগজে ছাপা হয়েছে তার দুটো কপি আপনাকে ডাকে পাঠিয়েছি।' লায়লা বলল, 'তবে ফিনিশ ভাষায় ছাপা তো। আপনার তাই পড়তে হয়ত অসুবিধে হবে।'

'আমার একজন বন্ধু আছেন যিনি ঐ ভাষায় সুপণ্ডিত,' টুইড বললেন, 'আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যখন যা কিছু ঘটবে তা আমায় জানাতে ভুলোনা।'

নিউম্যান খানিকক্ষণ বাদে একতলায় রিসেপশন হলে নেমে এসে দেখল বিশাল গদীমোড়া কৌচে লায়লা এক পায়ের ওপর আরেক পা আড়াআড়ি ভাবে রেখে বসে আছে, যেন তারই অপেক্ষায়। লায়লার পরনে গাঢ় কালো রঙের আঁটো ট্রাউজার, দেখলে যে কোন পুরুষ লোভাতুর না হয়ে কিছুতেই পারবে না। তাকে দেখেই হাসিমুখে উঠে এলো লায়লা।

'তুমি তৈরী আছো তো ?' নিউম্যান বলল, 'চলো একবার এসপ্ল্যানেডের দিকে যাওয়া যাক, ওখানে রাশিয়ান ইনটুরিস্টের অফিসে ঢুকব। দেখি তালিন সম্পর্কে কি কি খবর ওরা দিতে পারে। তবে ঐ ভোঁদাইগুলোকে আমার ভালোমতোন জানা আছে। আমি যা চাইছি তার কিছুই দিতে পারবে না ওরা, পারলেও দেবে না।'

লায়লার সঙ্গে কথাবার্তা বলে টুইড নিজেও বেশ দুশ্চিন্তায় পড়লেন। চিন্তার কারণ ঐ একটি লোক, রবার্ট নিউম্যান।

নিউম্যান একবার তালিনে গিয়ে পৌঁছোলে যে আর জ্যান্ত ফিরে আসবে না এ-বিষয়ে তিনি লায়লার সঙ্গে একমত। নিউম্যানের নিরাপত্তার কথা ভাবতে গিয়েই অভাবিত-ভাবে মনু সারিনের নামটা তাঁর মনে পড়ে গেল। বহু পুরোনো ডায়েরীর বিবর্ণ হয়ে যাওয়া একটি পাতায় মনু সারিনের টেলিফোন নম্বর লেখা আছে দেখলেন টুইড, সঙ্গে সঙ্গে মণিকাকে বলে ট্রাঙ্ককল করলেন তাঁকে।

'কেমন আছেন, টুইড ?' ওপাশ থেকে মনু সারিনের গলা স্পষ্ট শুনতে পেলেন

টুইড, 'বহুদিন পর আপনার সঙ্গে আবার যোগাযোগ হলো। আশা করি ভালোই আছেন। বলুন, আপনার কোন কাজে লাগতে পারি?'

'মনু,' টুইড গলা নামিয়ে বললেন, 'বিশেষ প্রয়োজনে তোমায় ট্রাঙ্ককল করতে বাধ্য হয়েছি যদিও কিভাবে প্রসঙ্গটা শুরু করব তা আমি নিজেই ভেবে পাচ্ছি না। শোন, ব্যাপারটা খুব গোপন। যার কথা তোমায় বলব তিনি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন যে আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি তাহলে খুব মুশকিলে পড়ে যাব, তিনি আমায় জীবনে কোনদিন ক্ষমা করবেন না। ভদ্রলোক নিজে একজন নামী সাংবাদিক, আর সেটাই হলো মুশকিলের কারণ।'

'তা এত ভূমিকা না করে তাঁর নামটা বলেই ফেলুন না কেন,' মনু সারিন ওপাশ থেকে বললেন, 'কে তিনি?'

আমি রবার্ট নিউম্যানের কথা বলছি ···'

'নিউম্যান!' টুইডের মুখে নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা বড়রকম ধাক্কা খেলেন মনু সারিন, 'আপনি ঠিক জানেন টুইড, নিউম্যান হেলসিংকিতে আছেন?'

'আপনি কি জানেন যে ওঁর স্ত্রী আলেক্সি বৃন্ডেং হালে খুন হয়েছেন?' ইচ্ছে করেই অন্য প্রসঙ্গ তুললেন টুইড।

'হ্যাঁ শুনেছি,' মনু সারিন জবাব দিলেন 'আর আমার একমাত্র কন্যা যে আর কোনও চাকরী জোটাতে না পেরে শেষকালে খবরের কাগজের রিপোর্টার হয়েছে তাও নিশ্চয় আপনার অজানা নয়। সে কোনকিছু যাচাই না করে ঐ খবরটা রাতারাতি ছাপিয়ে দিয়েছে এখানকার স্থানীয় একটি খবরের কাগজে। আমার মেয়ে যে এমন ইডিয়ট হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'থাক গে' টুইড নিজের মনে হেসে মন্তব্য করলেন, 'নিউম্যানের ধারণা যে ওঁর স্ত্রী আপনার এলাকাতেই খুন হয়েছেন।'

'তাই নাকি?' এবার মনু সারিনের অবাক হবার পালা, 'আপনিও বলছেন যে ওঁর স্ত্রী আলেক্সি খুন হয়েছেন?'

'আমি নই, নিউম্যানের তাই দৃঢ়বিশ্বাস', টুইড বললেন 'নিউম্যানকে আনাড়ী লোক ভাববেন না মনু, পশ্চিম জার্মানীর সেই কুগার কম্পিউটার কেসের কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে যেখানে পুলিশের গোয়েন্দারা গোড়ায় ওঁকে পাত্তা দেয়নি। কিন্তু শেষকালে দেখা গেল নিউম্যানের সন্দেহই ঠিক, আর ঐ পথে এগিয়েই আসল অপরাধীকে পুলিশ শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেছিল।'

'নিউম্যান কোথায় আছেন আপনি জানেন?' মনু সারিন আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন।

'হেসপেরিয়া নামে একটা হোটেলে। মনু, দেখুন কোনওভাবে আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেন কিনা, কিন্তু দেখবেন আমি যে আপনাকে এসব বলেছি তা যেন উনি জানতে না পারেন।'

'নিউম্যান ঘনঘন হোটেল পাল্টাচ্ছেন কেন ?' মনু সারিন জানতে চাইলেন।

'নিউম্যান এ-সম্পর্কে নিশ্চিত যে শত্রুপক্ষ ওঁর ওপর সবসময় নজর রেখে চলেছে.' টুইড বললেন, 'আর তাই তাদের কাছে নিজের উপস্থিতি গোপন করতেই উনি বারবার ঠাঁই পাল্টাচ্ছেন। এ ওঁর বহুদিনের পুরানো অভ্যেস। আপনি ওঁর সঙ্গে দেখা হলে বলবেন যে হোটেলের রেজিস্টারে নতুন অতিথিদের নাম খুঁটিয়ে দেখা পুলিশের কাজ আর তা করতে গিয়েই ওঁর নাম আপনার চোখে পড়েছে। তাহলেই নিউম্যান আপনাকে সন্দেহ করতে পারবেন না। মনু, নিউম্যানের নিরাপত্তা সম্পর্কে আমি নিজে বিশেষভাবে চিন্তিত, সে ভার আপনার ওপর দিতে চাই আমি।'

'কিছু একটা উপায় ভেবে বের করতেই হবে.' মনু সারিন বললেন, 'যাক, আমি আপনাকে খবর দেব···'

'আমি একাই ভেতরে যাব, বুঝলে ?' সোভিয়েত ইনটুরিস্ট দপ্তরের গেটে ঢোকার মুখে নিউম্যান লায়লাকে বলল. 'আধঘণ্টা বাদে আমরা কোথায় দেখা করতে পারি বলো তো ?'

'মারস্কি বারটা চেনেন তো ?' লায়লা বলল, 'আধঘণ্টা বাদে আমি ওখানে অপেক্ষা করব আপনার জন্য, তার আগে আমি কিছু কেনাকাটা করব।'

'হ্যাঁ, মারস্কি বার আমি চিনি, তাহলে ঐ কথাই রইল, কেমন ?' নিউম্যান একটা সিগারেট ধরালো, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের ফুটপাতে একটা বড় বিভাগীয় বিপণিতে ঢুকছে লায়লা—তার নাম স্টকম্যানস।'

ইনটুরিস্টের কাউণ্টারে সুশ্রী দেখতে এক যুবতীর সামনে এসে দাঁড়াল নিউম্যান। সে ধরেই নিল মেয়েটি জাতে রুশ হলেও ইংরেজী ভালোই বলতে পারবে।

'আপনারা তো বিদেশী পর্যটকদের জাহাজে চাপিয়ে রোজ এস্তোনিয়া দেখাতে নিয়ে যান শুনেছি,' নিউম্যান সেই যুবতীকে বলল. 'তা এ-বিষয়ে আপনাদের ছাপানো কোনও প্রচার পুস্তিকা আছে ?'

'আছে. এই নিন.' বলে একটি রঙীন ছাপানো পুস্তিকা সেই যুবতী এগিয়ে দিল তার দিকে। নিউম্যানের বারবার মনে হতে লাগল এই যুবতীকে সে আগে কোথাও দেখেছে। যুবতীর দিক থেকে এবার প্রচার পুস্তিকার মলাটের দিকে চোখ ফেরাল নিউম্যান, দেখল গিয়র্গ ওটস জাহাজের ফোটো মলাটে ছাপানো হয়েছে। পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়ল জাহাজ ছাড়বার সময়সূচী—ছাড়ছে সকাল সাড়ে দশটায় ফিরে আসছে রাত সাড়ে দশটায়। তালিনে পৌঁছোনোর পর ঘুরে বেড়ানোর জন্য মাত্র দুঘণ্টা সময় হাতে পায় পর্যটকেরা।

'আপনার কাছে তালিনের ম্যাপ আছে ?'

'ম্যাপ ?'

'হ্যাঁ, তালিন শহরের ম্যাপ, আর সেখানকার বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর ফোটো ?'

'না,' যুবতী চাঁছাছোলা গলায় উত্তর দিল, 'কোনও ম্যাপ বা ফোটো আমাদের এখানে পাওয়া যাবে না। কেন, আপনাকে তো প্রচার পুস্তিকাই দিয়েছি আমি।'

'বুঝতে পেরেছি,' এইটুকু বলেই নিউম্যান চুপ করে গেল। বিদেশীরা দেশের ম্যাপ চাইলেই রুশেরা যে রেগে আগুন হয়ে ওঠে তা নিউম্যানের অজানা নয়। এই মেয়েটিও নিশ্চয়ই তাকে গুপ্তচর হিসেবে সন্দেহ করছে। মেয়েটা যে কেজিবির গুপ্তচর সে বিষয়ে নিউম্যানের সন্দেহ নেই।

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ', বলে নিউম্যান ইনটুরিস্ট দপ্তর থেকে বেরিয়ে এলো বাঁদিকে ঘুরে এসপ্ল্যানেড ধরে হাঁটতে লাগল নিউম্যান। সে জানে এই রাস্তাটা সোজা চলে গেছে মারাস্কি বারের দিকে, যেখানে আধঘণ্টা বাদে লায়লা আসবে বলেছে। পেছন দিকের রাস্তাটা গেছে সাউথ হারবারের দিকে কিন্তু ঐ ব্যাপারটা নিয়ে আপাততঃ মাথা ঘামাতে চায় না নিউম্যান।

রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের ফুটপাতে এসে দাঁড়াল নিউম্যান। সামনেই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সব থেকে বড় বইয়ের দোকান—আকাতিমিননে—এরই বেসমেণ্টে মারস্কি বার। বারে ঢুকে এমন একটা টেবিলে বসল নিউম্যান যেখান থেকে দরজাটা স্পষ্ট দেখা যায়। কালো কফিতে চুমুক দিতেই লায়লা সারিনের কথা তার মাথায় এলো।

ভাণ্টা এয়ারপোর্টে নামার পরেই টুইড লায়লাকে কেন তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন এই প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিল নিউম্যানের সামনে। টুইড বাজে লোক নন, তাহলে? নিশ্চয়ই এমন কোনও ঝামেলা নিয়ে টুইড মাথা ঘামাচ্ছেন যে ঝামেলার শুরু হয়েছে হেলসিংকিতে। কিন্তু সেই সমস্যাটা কি? হাওয়ার্ডের মতো টুইড ও আলেক্সির খুন হবার ফিল্মটা দেখেছেন নিশ্চয়ই। আলেক্সির ফিনল্যাণ্ডে যাওয়া আর টুইডের সমস্যার মধ্যে কোনও যোগসূত্র থাকা কি সম্ভব?

এ সব প্রশ্নের একমাত্র উত্তর দিতে পারে লায়লা, আচমকা খোঁচা দিয়ে কথা বের করতে হবে তার পেট থেকে। নিউম্যানের ভাবনা অন্যদিকে মোড় নেবার আগেই একটা বড় পালিথিনের ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে বারে এসে ঢুকল লায়লা, এবং সোজা নিউম্যানের পাশে এসে বসল সে।

'কালো কফি খাচ্ছেন? লায়লা হাসল, 'ইস্, আমিও এটাই এতক্ষণ খেতে চাইছিলাম। না, সঙ্গে আর কোনও স্ন্যাকস নয়, আমার পেট ভর্তি আছে তাছাড়া ফিগার ঠিক রাখতে হবে তো।'

'ভালো বলেছো।' নিউম্যান ওয়েটারকে ডেকে আরেক পট কালো কফির অর্ডার দিয়ে বলল, 'এখন তো আর শুধু মেয়েরাই নয়, ছেলেরাও ফিগার নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে। এই দ্যাখো, যা বলেছিলাম ঠিক তাই ঘটেছে। ইনটুরিস্টের অফিসটা খুব বড়। কিন্তু একটা প্রচার পুস্তিকা ছাড়া আর কোনও খবরই ওরা দিতে পারেনি।'

কথা শেষ করে নিউম্যান প্রচার পুস্তিকাটা পকেট থেকে বের করে তুলে দিল লায়লার হাতে।

'এই দেখুন এখানে লেখা আছে.' লায়লা প্রচার পুস্তিকার একটি বিজ্ঞপ্তির দিকে নিউম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, 'তালিনে যাবার জন্য আপনার ভিসা লাগবে. আর তার জন্য অন্ততঃ দু সপ্তাহ আগে আবেদন করতে হবে। আপনার পাসপোর্টের একটা ফোটোকপি আর সেই সঙ্গে আপনার নিজের তিন কপি পাসপোর্ট ফোটোও ওদের দরকার।'

'নিয়ম যখন করেছে পাঁঠাগুলো, তখন তা মেনে চলা ছাড়া উপায় কি', নিউম্যান তার কপির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বলল. 'আমি একবার আকাতিমিনেনে যাব তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে আসতে পার।'

'কেন আপনি কি ওখান থেকে কোনও বই কিনবেন?' লায়লা জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' নিউম্যান বলল, 'এস্তোনিয়া সম্পর্কে ওখানে নিশ্চয়ই কোনও বই পাওয়া যাবে।'

'আবার এস্তোনিয়া?' চশমার কাচের ভেতর দিয়ে নিউম্যানের দিকে তাকাল লায়লা। 'ঠিক আছে যাব। ওখানে মিস স্লটের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে. মনে হয় উনি সাহায্য করতে পারবেন।'

লায়লার কফি খাওয়া শেষ হলে নিউম্যান তাকে নিয়ে এসে হাজির হলো ওপরে আকাতিমিনেন নামে বইয়ের দোকানটিতে। লায়লা বুকসেলফ হাতড়ে বাচ্চাদের জন্য ছাপানো একটি বই এনে দিল নিউম্যানের হাতে। বইটির পাতা ওল্টাতেই চমকে উঠল নিউম্যান. সে অনুভব করল একটা ঠাণ্ডা রক্তস্রোত নেমে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে।

বইয়ের ছত্রিশ পাতায় প্রাচীন তালিন শহরের একটা ফোটো। সেই ফোটোয় একটা বহু পুরোনো আমলের দুর্গ নিউম্যানের চোখে পড়ল আর তার চমকে যাবার এটাই কারণ। এই দুর্গ আগেও সে একবার দেখেছে ফিল্মে, যে ফিল্মে তার বৌ আলেক্সির খুন হবার দৃশ্য তুলে রাখা হয়েছিল। হ্যাঁ, এ যে সেই একই দুর্গ সে বিষয়ে নিউম্যানের মনে এইমুহূর্তে কোনও সন্দেহ নেই।

'কি ব্যাপার, বব?' তার ভাবান্তর দেখে চিন্তিত হলো লায়লা।

'হঠাৎ অম্বল হচ্ছে,' নিউম্যান জোর করে হাসল, 'তোমাদের দেশের কালো কফি যে এত কড়া তা আগে জানতাম না।'

'বাইরে ওষুধের দোকান আছে,' লায়লা বলল, 'অম্বলের ওষুধ ওখানে পাওয়া যাবে।'

'থাক, অম্বল এমনিতেই সেরে যাবে,' নিউম্যান বলল, 'এই বইটা আমি কিনব।'

শুধু ঐ একটিই নয়, লায়লা রাশিয়ার ওপর আরও চারটি বই কিনে দিল নিউম্যানকে। বাইরে বেরিয়ে লায়লার সঙ্গে স্বাভাবিক আলোচনায় মেতে উঠল নিউম্যান। লায়লার খবরের কাগজের অফিসে যাবার দরকার ছিল তাই নিউম্যান তাকে নিয়ে কাছেই একটি রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেল। তারপর একাই হোটেলে ফিরে এলো নিউম্যান।

হোটেলে নিজের কামরায় ঢুকে বইগুলো বিছানার ওপর নামিয়ে রাখল, তারপর জানালার কাছে গিয়ে সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছে সে এমন সময় একজন ওয়েটার এসে ঘরে ঢুকল।

সে এগিয়ে এসে ঝুঁকে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে রিশেপশনে বসে আছেন, নাম বললেন মনু সারিন…'

ঠিক একই সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগনের প্রসাশনের প্রধান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা স্টিলমার আগে থেকে কিছু না জানিয়ে এসে হাজির হলেন লণ্ডনের পার্ক ক্রিসেন্টে ব্রিটিশ সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরে —সেদিন তারিখটা ছিল ৫ই সেপ্টেম্বর বুধবার।

কর্ড ডিলনের মতোই এবারেও হাওয়ার্ডই তাঁকে হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে এলেন অফিসে. টুইডের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় জানিয়ে দিলেন যে নামে ওপরওয়ালা হলেও অ্যাডাম প্রোকেন সম্পর্কে যাবতীয় তদন্তের দায়িত্ব পেয়েছেন টুইড একাই।

'আপনার কথা আমরা ওয়াশিংটনে প্রায়ই আলোচনা করি, মিঃ টুইড', স্টিলমার মণিকাকে ইশারায় দেখিয়ে বললেন, 'এমন সুন্দরী সেক্রেটারী পাওয়াও তো সৌভাগ্যের ব্যাপার, সেদিক থেকে আমি আপনাকে অবশ্যই ঈর্ষা করব। ম্যাডাম, এক কাপ কালো কফি খাওয়ান তো।'

মণিকা কফির যোগাড় করতে বাইরে যেতেই টুইডের মুখোমুখি বসলেন স্টিলমার, বললেন,' অ্যাডাম প্রোকেন সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কি খবর আপনারা যোগাড় করেছেন জানতে পারি ? প্যারিস, ফ্রাংকফুর্ট, জেনেভা, ব্রাসেলস একেক জায়গা থেকে আমরা একেক রকম রিপোর্ট পাচ্ছি। মুশকিল হচ্ছে লোকটার চেহারার কোনও বর্ণনা আমরা এখনও পাইনি। এ যেন ছায়ার পেছনে ছুটে বেড়ানো।'

'আমাদেরও প্রায় একই অবস্থা,' টুইড বললেন 'প্রত্যেকটা খবরই পরস্পর-বিরোধী। আমার মনে হচ্ছে আরও কিছুদিন আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে, যতদিন না অ্যাডাম প্রোকেনের চারপাশ থেকে সব রকম জটিলতার মেঘ কেটে যায়। তারপর আমি ইওরোপে আমাদের প্রতিনিধিদের লণ্ডনে আসার নির্দেশ দেব, ফ্রেডির সঙ্গে ওদের প্রত্যেকের আলাদাভাবে কথা বলার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'ফ্রেডি আবার কে ?'

'ও এক প্রতিভাধর শিল্পী. মুখ থেকে বর্ণনা শুনে ও যে কোন লোকের চেহারা হুবহু এঁকে দিতে পারে। সময় আসুক তারপর আমি আপনাকে কয়েকটা ছবি দেখাব নিশ্চয়ই সেগুলো দেখে কারও কথা আপনার মনে পড়বে।'

'অ্যাডাম প্রোকেনের চেহারার যে সব বর্ণনা আপনি এখন পর্যন্ত পেয়েছেন সেগুলো কোথা থেকে এসেছে জানতে পারি ?'

'আমাদের প্রতিনিধিরা ইওরোপের বিভিন্ন সূত্র থেকে ওগুলো যোগাড় করেছে,' টুইড বললেন, 'তবে বিস্তারিত কিছু তারা আমাদেরও জানায়নি এই প্রসঙ্গে। নভেম্বর পর্যন্ত সময় আমাদের হাতে আছে, স্টিলমার।'

'অ্যাডাম প্রোকেন কোনদিক থেকে রাশিয়ায় ঢুকবে বলে আপনার ধারণা বলুন তো ?'

'হয়ত ভিয়েনা দিয়ে,' টুইড বললেন।

'আমার তা মনে হয় না,' বলতে গিয়ে চশমার কাঁচের পেছনে স্টিলমারের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'এ পর্যন্ত যে কটি জায়গার নাম শোনা গেছে সেগুলো হলো প্যারিস, জেনেভা, ফ্রাঙ্কফুর্ট আর ব্রাসেলস, যদিও আমার মতে এ সব নিছকই গুজব। আপনার কি মনে হয় না কেউ বা কারা ইচ্ছে করেই অন্য কোনও একটি পথ বা জায়গা থেকে আমাদের নজর সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে ? হয়ত সেই জায়গাটা উত্তর দিকের কোথাও ?'

'উত্তরদিকের কোথাও ?' টুইড ভুরু কোঁচকালেন, 'আপনি কোন জায়গার কথা বলতে চাইছেন ?'

'কেন,' স্টিলমার বললেন, 'স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া। ডেনমার্ক পেরিয়ে আরও পূর্বদিকে এগোলেই আমরা সুইডেনের নিরপেক্ষ অঞ্চলে গিয়ে পড়ব, আর সুইডেনের ওপাশেই আছে ফিনল্যাণ্ড।'

'আপনি কি কোনও খবর পেয়েছেন নাকি ?' টুইড প্রশ্ন করলেন।

'খবর পাইনি' স্টিলমার বললেন, 'আমি শুধু পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি। আর হ্যাঁ, আমি এখানে ডরবেস্টার হোটেলে উঠেছি, সেখানকার রেজিস্টারে আমার নাম কিন্তু স্টিলমার নয়, ডেভিড ক্যামেরন। প্যারিস, জেনেভা, ফ্রাংকফুর্ট আর ব্রাসেলস, ইওরোপের সব জায়গায় এই ছদ্মনামেই ঘুরে বেড়াব আমি।'

'কিন্তু নাম পাল্টালেই কি আপনি প্রতিপক্ষের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন ?' টুইড বললেন, 'ওরা আপনাকে ঠিক চিনে ফেলবে।'

'তাই নাকি ?' বলেই স্টিলমার উঠে দাঁড়ালেন, নিজের হিপ পকেট থেকে বার করলেন চিরুণি আর একটা ছোট পকেট আয়না। চোখ থেকে রিমলেস চশমা খুলে ফেললেন স্টিলমার, জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে বের করলেন আরেকটি চশমা যার ফ্রেম মোষের সিং দিয়ে তৈরী। সেই চশমা চোখে পড়লেন স্টিলমার, গলার টাই খুলে বাঁধলেন একটি বো। সবশেষে বাঁ হাতে আয়না ধরে ডানহাতে চিরুণির সাহায্যে চুলের কেয়ারি ফেললেন পাল্টে। টুইড আর মণিকা—দুজনের চোখের সামনেই স্টিলমারের চেহারাটা এবার আমূল পাল্টে গেল—স্টিলমারের মুখের লম্বাটে আদল গেল মিলিয়ে, তাঁর মুখখানা এবার বেশ চওড়া গোলাকার দেখাতে লাগল। খবরের কাগজে স্টিলমারের যেসব ফোটো এতদিন ছাপানো হয়েছে তার সঙ্গে এ মুখের কোনও সাদৃশ্যই নেই।

'অদ্ভুত,' টুইড আপনমনে মন্তব্য করলেন, 'এ তো ভাবাই যায় না।'

'ছোকরা বয়সে সৌখীন নাটকের দলে ভিড়ে গিয়েছিলাম মশাই। স্টিলমার মন্তব্য করলেন, 'অভিনয়ে তেমন ভালো ছিলাম না, কিন্তু মেকাপ যাঁরা করতেন তাঁরা আমায় শিখিয়েছিলেন রং না মেখেও খুব সহজে কি ভাবে নিজের চেহারা পাল্টে ফেলা যায়।'

'এখন আর আপনাকে দেখলে কেউ চিনতেই পারবে না.' টুইড মন্তব্য করলেন।

'এবার আমি তাহলে বিদায় নেব, টুইড?' স্টিলমার বললেন, 'আর কিছুক্ষণ বাদেই প্লেনে চেপে ইওরোপে পাড়ি দেব আমি। যদি অসুবিধে না হয় তাহলে একটা নম্বর দিন যেখানে টেলিফোন করলে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব ···'

প্যাডের এক চিলতে কাগজে খস খস করে একটা টেলিফোন নম্বর লিখলেন টুইড। সেটা ছিঁড়ে এগিয়ে দিলেন স্টিলমারের হাতে। স্টিলমার একপলক নম্বরটা দেখেই কাগজের টুকরোটা আবার ফিরিয়ে দিলেন টুইডকে। স্টিলমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কাগজের টুকরোটা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেললেন তিনি।

'ফ্রেডি,' টুইড ইনটারকমের সুইচ চালু করে নির্দেশ দেবার গলায় বলে উঠলেন, 'মোটা চওড়া মুখ, একজন আমেরিকান ভদ্রলোক আমাদের বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন, ওঁর গলায় বো টাই আছে আর চোখে আছে হাড়ের ফ্রেমের চশমা। তুমি এক্ষণি ওঁর কয়েকটা ফোটো তুলে নাও, কিন্তু দেখো ঐ ভদ্রলোক যেন টের না পান।'

টুইড ইন্টারকমের সুইচ বন্ধ করতেই মণিকা তাকাল তাঁর দিকে, জানতে চাইল. 'হঠাৎ ওঁর ফোটো তোলাচ্ছেন কেন?'

'ফ্রেডি ওঁর ফোটোর পাঁচটা কপি তৈরি করবে', টুইড বললেন, 'উনি ইওরোপের যেসব জায়গায় যাবেন—প্যারিস, জেনেভা, ফ্রাংকফুর্ট আর ব্রাসেলস—সব জায়গায় একটা করে কপি পাঠিয়ে দেব, আর একটা কপি থাকবে আমার নিজের ফাইলে। অবশ্য নেগেটিভটা ওঁকেই পাঠিয়ে দেব।'

'স্টিলমারের সম্পর্কে আপনার ধারণা কি তা বলবেন?' মণিকা প্রশ্ন করল।

'ওপর থেকে দেখলে বিজ্ঞানী বলে মনে হয় না,' টুইড বললেন, 'বরং ব্যবসায়ী বলে ভুল হয় যে অল্প সময়ে প্রচুর টাকার মালিক হয়েছে। তবে হ্যাঁ, ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী একথা মানতেই হবে। শুধু একটাই প্রশ্ন আমার মনে জাগছে তাহল, চেহারা না পাল্টে উনি আমার কামরা থেকে বেরোলেন কেন? তার অর্থ এই ছদ্মবেশেই উনি ওঁর হোটেলে ফিরে গেছেন, আর হয়ত এইভাবেই প্লেনেও চাপবেন। মণিকা একবার দেখো তো, স্টিলমার যদি এক্ষণি হিথরোতে যান, তাহলে এমন কোনও প্লেন পাবেন কি না যেটা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে প্যারিসে পৌছোবে?'

মণিকা তার টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটি ছাপানো প্লেনের টাইম টেবিল বের করল। তার ভেতরের কয়েকটা পাতায় চোখ বুলিয়ে বলল. 'আছে স্যার, একটা প্লেন, আর ঠিক নব্বই মিনিট বাদে ওটা ছাড়বে হিথরো থেকে।'

'বুঝেছি', টুইড আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন, 'তাই স্টিলমারের ঐ ছদ্মবেশের দরকার হয়ে পড়েছে। আমি নিশ্চিত যে উনি এখান থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরে সোজা রওনা হয়েছেন হিথরোর দিকে।' কথা শেষ করে টুইড আবার তাঁর ইনটারকম চালু করলেন, 'হ্যালো, ফার্গুসন? আমি টুইড বলছি, শোন, একজন গোলমুখো দেখতে আমেরিকান ভদ্রলোক একটু আগে এখান থেকে বেরিয়েছেন, এতক্ষণে হয়ত হিথরোয় পৌঁছে প্যারিসগামী কোনও প্লেনে চেপেও বসেছেন। ওঁর গলায় বো টাই আছে আর চোখে হাড়ের ফ্রেমের চশমা। তোমার পাসপোর্ট সঙ্গে আছে তো? টাকাকড়িও আছে বলছ? ঠিক আছে, তাহলে আর দেরী না করে এক্ষণি ঐ ভদ্রলোকের পেছু নাও, যেখানে উনি যাবেন সেখানে তুমিও যাবে ওঁর লেজুড় হয়ে, দরকার হলে গোটা ইওরোপ ওঁর পেছন পেছন ঘুরে বেড়াবে। পরে যখন পারবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছি...'

'একটু আগে তুমি জানতে চাইলে না, স্টিলমার সম্পর্কে আমার কি ধারণা?' মণিকার দিকে তাকিয়ে টুইড হাসলেন, 'সেজন্য তোমায় অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি, আর তাই ওঁর পেছনে লোক লাগিয়ে দিলাম যে দিনরাত ওঁকে অনুসরণ করবে। নাঃ, স্টিলমার যে ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন লোক তা আবার স্বীকার করছি, ভাগ্যিস তুমি প্রশ্নটা করেছিলে?'

'স্টিলমারের জন্য আপনার এত দুশ্চিন্তা হচ্ছে কেন?' মণিকা আবার একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল তার ওপরওয়ালার দিকে।

'ছিঃ মণিকা,' টুইড কৃত্রিম শাসনের সুরে বললেন, 'গুপ্তচর আর গোয়েন্দাদের নিয়ে এতদিন ঘাঁটাঘাঁটি করে এটুকু বুদ্ধিও তোমার হয় নি যে বোকার মতো এরকম একটা প্রশ্ন করছ? স্টিলমার আমেরিকার একজন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞ যিনি প্রেসিডেন্ট রেগনের ডানহাত, যেহেতু তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আগে থেকে কোনও খবর না দিয়ে লণ্ডনে ছুটে এসেছেন, আর যেহেতু তিনি ইওরোপের দিকে রওনা হয়েছেন। এর ফলে ওঁকে অনায়াসেই অ্যাডাম প্রোকেন নামে এক রহস্যময় ব্যক্তিত্বের দু নম্বর ক্যাণ্ডিডেট হিসেবে যে কেউ ধরে নিতে পারে।'

আয়ান ফার্গুসন পেশাদার গুপ্তচর, এস.আই.এস-এ চাকরীর সুবাদে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে অর্ধেক পৃথিবী তার ঘোরা হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে প্রচুর সুনামও অর্জন করেছে সে। টুইড জানেন ফার্গুসন (যাকে ফার্গি বলে মাঝে মাঝে ডাকেন তিনি) এ যাবৎ কোনও কাজে ব্যর্থ হয়নি। ইণ্টারকমের সুইচ বন্ধ করার মিনিট কুড়ি বাদে হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে ফার্গুসন টেলিফোনে যোগাযোগ করল তাঁর সঙ্গে।

'স্যার, আমি ফার্গি বলছি, যার কথা বলছিলেন সেই আমেরিকান ভদ্রলোকের হদিশ পেয়েছি, ওঁর মুখখানা বেশ মজার, একবার দেখলেই হাসি পায়...'

'বলে যাও,' টুইড এপাশ থেকে বললেন।

'ভদ্রলোক দুমিনিট আগে টয়লেটে ঢুকেছিলেন', ফার্গুসন বলতে লাগল, 'তখন পরনে ছিল নেভী ব্লু স্যুট, বেরিয়ে আসার পর দেখেছি ওঁর পরনে কালোর মধ্যে হলুদ ডোরাকাটা ঢিলে ট্রাউজার আর পিন স্ট্রাইপ জ্যাকেট, গলায় বোর বদলে বাদামী রঙের উলের টাই, চোখের চশমাও পাল্টেছেন, দু মিনিটের ভেতর ছদ্মবেশ পাল্টেছেন, ওস্তাদ লোক বলতে হয়।'

'উনি কোথায় যাবেন জানো?'

'প্যারিসে, তেতাল্লিশ মিনিট বাদে যে প্লেনটা ছাড়বে তাতে ইকনমি ক্লাসের টিকিট কেটেছেন, তার মানে মানুষের ভিড়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চাইছেন, আমিও ঐ প্লেনে যাচ্ছি ওঁর সঙ্গে। না, উনি এখনও আমায় দেখেন নি। হ্যাঁ, উনি লকার খুলে ভেতর থেকে একটা অ্যাটাচি বের করেছেন, এবং লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন কাস্টমস কাউন্টারের দিকে, ছাড়ছি তাহলে? পরে যখন পারব আবার যোগাযোগ করব।'

'ধন্যবাদ ফার্গি,' রিসিভার নামিয়ে রেখে দুচোখ পাকিয়ে টেলিফোনের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলেন, এই টেবিল, চেয়ার, টেলিফোন আর ফাইলপত্র নিয়েই তাঁর জীবনের অর্ধেকের বেশী সময় কেটে গেল, অথচ ফার্গুসন কেমন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘুরে বেড়াতে পারে। ফার্গুসনকে এজন্য টুইড একেক সময় হিংসে করেন।

'কোনও খবর আছে?' মণিকা প্রশ্ন করল।

'স্টিলমার একটু বাদে প্লেনে চেপে প্যারিস যাচ্ছেন,' টুইড বললেন, 'আমি যখন কথা বলছিলাম তখন তোমার একটা টেলিফোন এসেছিল দেখলাম, কার সঙ্গে কথা বলছিলে?'

'কর্ড ডিলন আবার লণ্ডনে এসে হাজির হয়েছেন, একটু বাদেই এখানে আসবেন।'

'সি আইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর, ভারী বদ্‌খত লোক দেখছি', টুইড ভুরু কুঁচকে আপন মনে মন্তব্য করলেন, 'আগে থেকে কোনও খবর না দিয়ে যখন তখন উড়ে এসে জুড়ে বসা, এমন সন্দেহ বাতিকের মানুষ কি করে সি আইএ-র চাকরীতে এত ওপরে উঠলেন তাই ভেবে পাচ্ছি না।' টুইড মুখ তুলতেই দেখলেন ফোটোগ্রাফি দপ্তরের কর্মচারী ফ্রেডি হাতে একগাদা ফোটোর প্রিন্ট নিয়ে ভেতরে ঢুকছে। 'ফোটোগুলো এনেছো?' টুইড প্রশ্ন করলেন, 'ভালো এসেছে তো?'

'যথেষ্ট ভালো', ফ্রেডি বলল, 'আপনি নিজের চোখে একবার দেখুন'—বলেই পাঁচটা পাসপোর্ট সাইজের সাদা-কালো ফোটোর প্রিন্ট আর একটা নেগেটিভ সে নামিয়ে রাখল টুইডের সামনে।

ফোটোগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি, আড়াল থেকে সত্যিই স্টিলমারের খুব ভালো ফোটো তুলেছে ফ্রেডি। ফাইলের ভেতর একটা প্রিন্ট রেখে দিলেন টুইড,

কতকগুলো নাম ঠিকানা দেখে একটা তালিকা ফ্রেডির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'প্যারিস, জেনেভা, ফ্রাংকফুর্ট আর ব্রাসেলসে আমাদের যে চারজন প্রতিনিধি আছে তাদের নাম ঠিকানা এতে লেখা আছে, স্টিলমারের ফোটোর এই চারটে প্রিন্ট একটা করে ওদের সবাইকে আলাদাভাবে পাঠিয়ে দাও। না, ডাকে নয়, তুমি নিজে গিয়ে দিয়ে এসো। মণিকার কাছে তোমার প্লেনের টিকিট আছে, এক্ষুণি ট্যাক্সি চেপে এয়ারপোর্টে চলে যাও, ওগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে পরের ফ্লাইটে আবার ফিরে এসো।' প্যারিস আর ফ্রাংফুর্ট এ দুটো এয়ারপোর্ট শহর থেকে বেশ দূরে, তেমনি জেনেভা আর ব্রাসেলস এয়ারপোর্ট দুটো শহরের ভেতর। তবে যার ফোটো তুমি তুলেছো তিনি তোমার আগেই প্যারিসে পৌঁছে যাবেন, এই মুহূর্তে উনি হিথরোতে প্যারিসগামী প্লেনে চাপছেন, তবে এরপর তুমিই ওঁর আগে বাকি জায়গাগুলোতে পৌঁছোবে, ভালো কথা, প্যারিসে রু দ্য সসেই কোথায় তা তোমার জানা আছে?'

'আজ্ঞে জানি,' ফ্রেডি বলল, 'ওই চ্যাম্পস এলিসির খুব কাছে, বলতে গেলে ফরাসী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঠিক পাশেই। আমি কি ফোটোগুলো পৌঁছে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার এয়ারপোর্টে ফিরে আসব না টেলিফোনে যোগাযোগ করব আপনার সঙ্গে?'

'পৌঁছে দিয়েই চলে এসো,' টুইড বললেন, 'তাহলেই হবে, তোমায় অশেষ ধন্যবাদ।'

টুইডের দেয়া গুপ্তচরদের নাম ঠিকানা আর স্টিলমারের ফোটোর প্রিন্ট চারটে নিয়ে ফ্রেডি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে মণিকা টুইডকে বলল, 'এবার কি করবেন?'

'ফ্রেঞ্চ কাউন্টার এসপায়োনেজের গুপ্তচরেরা ফ্রান্সের সবকটা এয়ারপোর্টে কড়া নজর রাখছে,' টুইড বললেন, 'ওদের বড়কর্তা লোরিয়টের কাছে ফ্রেডির হাত দিয়ে ঐ ফোটোর একটা কপি পাঠাচ্ছি। ফোটোটা পেলেই লোরিয়ট তার লোকদের স্টিলমারকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেবে অবশ্য ওঁকে গ্রেপ্তার করবে না তারা, শুধু পেছু নেবে। তবে উনি যদি সোভিয়েত ইউনিয়নগামী কোনও প্লেনে চাপতে যান তাহলে লোরিয়ট তাতে বাধ সাধবে, কোনও ছুতোয় ওঁকে সেই প্লেনে চাপতে দেবে না সে।'

'বাবাঃ!' মণিকা বলল, 'এর ফলে তো বেশ উত্তেজনা ছড়াবে!'

'কিছুমাত্র নয়', টুইড বললেন, 'তেমন কোনও মতলব যদি স্টিলমার সত্যিই এঁটে থাকেন তাহলে লোরিয়টের গুপ্তচরেরা হাতে হাতকড়া পরিয়ে ওঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে লণ্ডনে, তারপর আমার মতো একটা পাজী নচ্ছার লোক ওঁকে প্লেনে চাপিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দেব আমেরিকায়। গোটা ব্যাপারটা ঘটবে খুব চুপিচুপি, নিঃশব্দে, কেউ কিছু টেরও পাবে না।'

'আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে এই স্টিলমারই হলেন অ্যাডাম প্রোকেন?'

'শুধু স্টিলমার কেন, সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর কর্ড ডিলন, তুমি, আমি এমনকি সাংবাদিক রবার্ট নিউম্যানও অ্যাডাম প্রোকেন হতে পারে।'

টুইডের কথা শেষ হতে না হতেই ওঁর ঘরে এসে ঢুকলেন কর্ড ডিলন স্বয়ং—টুইডের উল্টোদিকের চেয়ারে বসলেন তিনি। সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ডিলন বললেন, 'খবরটা ঠিক। আমি প্যারিসে আমাদের গোটা দূতাবাস ভালো করে এঁটে দিয়েছি. শুধু মিলিটারী অ্যাটাশে আর আমার বিশেষ প্রতিনিধি ছাড়া ওখানকার একজনও অ্যাডাম প্রোকেনের নাম শোনেন নি।'

'কোন খবরের কথা আপনি বলছেন?'

টুইড সামান্য গলা চড়িয়ে প্রশ্নটা করলেন। কর্ড ডিলনের এইভাবে হঠাৎ এসে হাজির হওয়ায় যে তিনি বেশ বিরক্ত হয়েছেন তা এইভাবে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন টুইড।

'প্যারিসের মার্কিন দূতাবাসে যে মিলিটারী অ্যাটাশে আছেন মিউরিস বারে গুপ্তচরদের সঙ্গে উনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। তাদেরই একজন হলো আন্দ্রে মুতেত, রেসের মাঠের এক বুকির অফিসে উনি চাকরী করেন। প্যারিসে বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মচারীদের কাছে গোপন খবর পাচার করে আন্দ্রে যে টাকা পায় সেটাই হলো ওর আসল রোজগার। আন্দ্রের পাঠানো খবরের সূত্রে জেনেছি যে অ্যাডাম প্রোকেনকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সোভিয়েত সরকার তৈরী হয়ে আছে। কিন্তু আমরা ভুল পথে এগোচ্ছি, অ্যাডাম প্রোকেন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ভেতর দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে ঢুকবে, আর এই খবর পেয়েই আমি ডেনমার্ক আর সুইডেনে আমাদের গুপ্তচরদের সতর্ক করে দিয়েছি, কারণ এটা নিশ্চয়ই জানেন যে সুইডিস গোয়েন্দা পুলিশ 'স্যাপোর' সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুবই ভালো। এই হলো আমার খবর।' এতগুলো কথা শেষ করে সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর কর্ড ডিলন এবার আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন।

'তা আন্দ্রে মুতেত লোকটি নির্ভরযোগ্য তো?' টুইড প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ', ডিলন বললেন, 'এ সম্পর্কে আপনার সন্দেহের কোনও কারণ নেই। মিলিটারী অ্যাটাশে নিজে আমায় ওর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে আশ্বাস দিয়েছেন।'

'তাহলে এবার আপনি কি করবেন?'

'আজ রাতের ফ্লাইট ধরে কোপেনহেগেন রওনা হব' কর্ড ডিলন বললেন। কথা শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, তারপর তিনি দেয়ালে টাঙানো বিশাল একটা মানচিত্রের সামনে দাঁড়ালেন, তারপর একটা ফেল্ট-পেন দিয়ে বোথনিয়া উপসাগরের মুখোমুখি সুইডেনের পূর্ব উপকূল আর ফিনল্যাণ্ডের মাঝখানে একটি সরলরেখা আঁকলেন, টুইডের দিকে তাকিয়ে কর্ড ডিলন বললেন, 'আপনার এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি টেলিফোনে ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। মানচিত্রে এই যে সরলরেখা টেনে দিলাম এটা পেরিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও বাসিন্দা আর ওপারে যেতে পারবে না।'

'যদি তিনি ফিনল্যাণ্ড সীমান্ত পেরিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে ঢোকেন, তাহলে?' টুইড প্রশ্ন করলেন।

'তার আগেই আমাদের সতর্ক হতে হবে,' কর্ড ডিলন বললেন, 'অ্যাডাম প্রোকেন, স্টকহোম ছাড়বার আগেই আমাদের ওঁকে খুঁজে বের করতে হবে। ব্যস্, টুইড এর বেশী আমার আর কিছুই বলার নেই।'

হেসপেরিয়া হোটেল। দরজায় টোকা শুনে নিউম্যান খাট থেকে নেমে দাঁড়াল, এগিয়ে এসে দরজা খুলতেই মনু সারিন কামরার ভেতরে মুখ বাড়ালেন, নিউম্যানের চোখে চোখ পড়তেই মুচকি হেসে বললেন, 'দু বছর পরে আবার আমাদের দেখা হলো বব, তাই না?'

'ঠিকই বলেছেন', নিউম্যান কিছুটা বিরক্তি মেশানো গলায় বললেন, 'তাছাড়া আমি যে এখানে উঠেছি তা খুঁজে বের করতেও আপনার খুব দেরী হয় নি।'

নিউম্যানের কথার উত্তরে মনু সারিন কোনও মন্তব্য করলেন না, তিনি তাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে সন্ধানী চোখে চারপাশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। নিউম্যান লক্ষ্য করল দু বছরের ব্যবধানে মনু সারিনকে আগের চাইতে অনেক কমবয়সী দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে তাঁর বয়স অন্তত দশ বছর কমে গেছে।

'বব', মনু সারিন অজুহাত জানানোর ভঙ্গিতে বললেন, 'জানেন তো, গোয়েন্দা পুলিশের ওপরওয়ালা হিসেবে হেলসিংকির হোটেলগুলোতে নতুন অতিথি কে কখন এলো সে খোঁজ আমাদের রাখতে হয়। মারস্কি, ইন্টারকন্টিনেন্টাল, কালাস্টাজতোরপা তারপর সবশেষে এই হেসপেরিয়ায় এসে এখানকার রেজিস্টার ঘেঁটে আপনার নাম দেখতে পেলাম। আসলে আমি একজন আমেরিকানকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তাঁর নাম অ্যাডাম প্রোকেন।'

মনু সারিনের মুখে নামটা শুনে নিউম্যান ভেতরে ভেতরে ভীষণ চমকে উঠলেও ভাবভঙ্গিতে তা প্রকাশ করল না সে, শুধু প্রশ্ন করল, 'তা এই অ্যাডাম প্রোকেনের অপরাধটা এমন কি মারাত্মক যেজন্য আপনার রাতের ঘুম বরবাদ হতে বসেছে?'

'এখনও পর্যন্ত কোনও অপরাধ তিনি করেন নি', মনু সারিন বললেন, 'তবে এই হেলসিংকিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কি খেলা হয় তা নিশ্চয়ই আপনার অজানা নেই, বব, এখানে রুশরা দিনরাত আমেরিকানদের ওপর নজর রাখছে, আর তেমনি আমেরিকানরাও নজর রাখছে ওদের ওপর। আর আমরা মাঝখানে বসে নজর রাখছি ওদের দুপক্ষের এই চোর-পুলিশ খেলার ওপর।'

'আসুন, মনু', নিউম্যান হাত ধরে মনু সারিনকে টেনে নিয়ে এলো কামরার একপাশে বিশাল জানালার সামনে, চেয়ারে একরকম জোর করে বসিয়ে দিল তাঁকে। কিন্তু বাইরে আন্তরিকতা দেখালেও ভেতরে ভেতরে মনুর মুখের কথাকে বিশ্বাস করতে পারছে না নিউম্যান, অ্যাডাম প্রোকেন নয়, আসলে মনু সারিন যে তার খোঁজেই এই হোটেলে এসে হাজির হয়েছেন সে বিষয়ে নিউম্যানের মনে এখন আর কোনও সন্দেহ

নেই। কিন্তু সে যে এই হোটেলে উঠেছে সে খবর মনু সারিন পেলেন কি করে? তবে কি লায়লা নিজেই খবরটা তুলেছে তার বাবার কানে? লায়লা এভাবে বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে পারল তার সঙ্গে? মনে মনে লায়লাকে আশ মিটিয়ে যা তা অশ্লীল গালাগালি দিতে লাগল নিউম্যান।

'বব, আপনার স্ত্রী আলেক্সির আকস্মিক মৃত্যুর খবর শুনে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি', মনু সারিন বললেন, 'আপনাকে সমবেদনা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই।'

ধন্যবাদ না দিয়ে নিউম্যান টেলিফোন তুলে রুম সার্ভিসকে একপট কালো কফি তার কামরায় পাঠিয়ে দিতে বলল।

'আমার স্ত্রীর মৃত্যুর খবর পেয়ে আপনি দুঃখ প্রকাশ করছেন মনু', নিউম্যান বলল, 'কিন্তু গ্রুর অফিসারদের খুনের রহস্য ভেদ করতে পেরেছেন কি?'

'সেকি!' মনু অবাক চোখে তাকালেন নিউম্যানের দিকে, 'গ্রুর অফিসারদের খুনের খবর তো শুধু স্থানীয় একটা সান্ধ্য খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে, আর সে খবর কভার করেছে আমারই মেয়ে লায়লা। কিন্তু আপনি তো ফিনিশ জানেন না বব, তাহলে খবরটা পড়লেন কি করে?'

'খবরে লায়লার বাই-লাইনটা চোখে পড়েছিল', নিউম্যান বলল, 'তারপর আজ সকালে ব্রেকফাস্টের সময় ওয়েট্রেসকে বললাম খবরটা তর্জমা করতে, তাতেই খবরটা জানা হয়ে গেল।' নিউম্যান স্বাভাবিক গলায় মিথ্যে বলে গেল।

'হ্যাঁ', মনু সারিন বললেন, 'লায়লার কভার করা গ্রুর অফিসারদের ঐ খুনের খবর পড়ে আমি মোটেই খুশী হইনি বব।'

'আপনি শুধু শুধু ওর ওপর রাগ করছেন মনু', নিউম্যান বলল, 'আমি নিজেও একদিন এইভাবে রিপোর্টারের জীবন শুরু করেছিলাম। আমি বলছি দেখে নেবেন, আপনার মেয়ে লায়লা অল্প সময়ের মধ্যেই সাংবাদিক হিসেবে প্রচুর নাম করবে। লায়লার লেখার হাত খুব ভালো, সাংবাদিক হিসেবে প্রয়োজনীয় দূরদৃষ্টি আর কল্পনাশক্তিরও অভাব নেই। কাজেই অন্ততঃ আমার কথা মনে রেখে আপনি লায়লাকে সাংবাদিকের পেশা সম্পর্কে এতটুকু নিরুৎসাহ করবেন না।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমার পেশাটা কি', মনু সারিন বললেন, 'ওর লেখা কোনও খবর ভবিষ্যতে যে আমার চাকরীর পক্ষে ক্ষতিকারক হবে না সে নিশ্চয়তা কোথায়? তবু আপনার অনুরোধ আমি রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

'আচ্ছা মনু', নিউম্যান বলল, 'গ্রুর অফিসারদের খুনের খবরটা কি সত্য? সত্যই ওঁরা সবাই সন্ধ্যের পর খুন হয়েছেন, আততায়ী ওঁদের প্রত্যেককে একইভাবে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে?'

'জানি না', মনু সারিন হঠাৎ চটে গিয়ে বললেন, 'এস্তোনিয়ার দৈনন্দিন ব্যাপার সবকিছু জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'দৈনন্দিন নয়'. নিউম্যান বলল, 'রাতের ঘটনাবলীর প্রসঙ্গে আমি ঐ প্রশ্নটা করেছি, আশা করছি গোয়েন্দা পুলিশের কম্যাণ্ডাণ্ট সত্যি খবর জানিয়ে আমায় বাধিত করবেন।'

'বব', মনু সারিন বললেন 'এমন একটা গুজব এখানে রটেছে যে কোনও পাগল গ্রুর ঐ তিনজন অফিসারকে খুন করেছে। যদিও এই গুজব বলুন বা খবর বলুন পুরোপুরি সমর্থিত নয়। বিদেশী ট্যুরিস্টদের নিয়ে যেসব জাহাজ এখানে আসে তাদের খালাসীরাই ঐ গুজব রটিয়ে চলেছে।'

'কিন্তু এসব খুনের জন্য কাকে দায়ী করা যায়?' নিউম্যান নিজের মনে বলে উঠল, 'মস্কোর কমিউনিস্ট পার্টির ওপরতলার কমরেডদের চোখ থেকে নিশ্চয়ই রাতের ঘুম বিদায় নিয়েছে? তাছাড়া সত্যি সত্যি খুন কটা হয়েছে? মনু, বন্ধু হিসেবেও কি আপনি এ-সম্পর্কে আমায় কিছু বলতে পারেন না।'

'আপনার মুখ থেকে এই কথাটাই শুনব এতক্ষণ ধরে আশা করছিলাম', মনু সারিনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'তবে আমি যা বলব তা দয়া করে জানাবেন না যেন। আমি গোয়েন্দা দপ্তরের সূত্র মারফৎ যেটুকু জেনেছি তার ভিত্তিতে বলতে পারি এ পর্যন্ত গ্রুর মোট তিনজন অফিসার খুন হয়েছেন। আর হ্যাঁ, এটা মস্কোর পক্ষে নিদারুণ উদ্বেগের কারণ বই কি, মস্কো কিন্তু চুপ করে বসে নেই, ঐ তিনটি রহস্যময় খুনের তদন্ত করতে ওরা আন্দ্রেই চার্লস নামে লালসেনাদের একজন কর্ণেলকে এখানে পাঠিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি উনি যে সে লোক নন, লালফৌজের একজন নামী যুদ্ধ ও সামরিক বিশেষজ্ঞ, এও জেনেছি যে পশ্চিম ইওরোপ থেকে এখানে বদলি হবার পরেই ওঁর কর্ণেল জেনারেল র‍্যাংকে প্রোমোশন পাবার কথা ছিল, কিন্তু ও'র ওপরওয়ালা জেনারেল লাইসেংকো লোকটা ভয়ানক পাজী আর হিংশুটে, আন্দ্রে অধীনস্থ হলেও তাঁর প্রতিভাকে উনি হিংসে করেন, তিনিই ভেতর থেকে কলকাঠি নেড়ে তাঁর প্রোমোশন আটকে রেখেছেন। বব, আবার বলছি, যা আপনাকে বললাম তার পুরোটাই কিন্তু অফ দ্য রেকর্ড, দয়া করে এগুলো কাগজে ছাপিয়ে আমায় বিপদে ফেলবেন না। এবার আপনি বলুন তো, সত্যি সত্যি কোন্ মতলবে এখানে এসে হাজির হয়েছেন?'

'আমার সঙ্গে ভিসা নেই, মনু', নিউম্যান পট থেকে কালো কফি সামনে রাখা দুটো কাপে ঢালতে ঢালতে বলল, 'আমায় যে ভাবেই হোক উপসাগর পার করে তালিনে পৌঁছে দিতে হবে আপনাকে।'

'আপনি পাগল হয়েছেন, বব? রুশদের এখনও চেনেন নি আপনি? ভিসা ছাড়া তালিনে ঢুকলে কি মারাত্মক বিপদে আপনি পড়তে পারেন তা জানেন? তালিনের রুশ কর্তৃপক্ষের কাছে আপনার নাম কিন্তু অজানা নয়, সে খবরও আমি পেয়েছি। তালিনে ভিসা নিয়ে ঢুকলেও রুশরা সুযোগ পেলেই আপনাকে খুন করবে তা জানবেন।'

'আরে বাপু গোয়েন্দাগিরির স্বার্থেও তো আপনাকেও মাঝে মাঝে তালিনে যেতে

হয়।' নিউম্যান বলল, 'সেই সময় আমাকে না হয় আপনার সঙ্গে নেবেন, তাহলেই হলো।'

'অসম্ভব?' মনু সারিন ঘাড় নেড়ে বললেন, 'গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান হিসেবে এতবড় ঝুঁকি আমি কখনোই নিতে পারব না। তাছাড়া আপনি এত জায়গা থাকতে তালিনেই বা যেতে চাইছেন কেন?'

'কারণটা আপনাকে অবশ্যই জানাব কিন্তু তার আগে বিনা ভিসায় আমার ওখানে যাবার ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতে হবে।'

'আবার বলছি বব, আপনার এ-অনুরোধ আমি কিছুতেই রক্ষা করতে পারব না, আমি সত্যিই দুঃখিত। তবে অন্য কোনভাবে এ-ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি, আপনার পুরোনো বন্ধু হিসেবে।'

'বেশ', নিউম্যান জবাব দিল. 'আপনার কথা আমি মনে রাখব।'

'তাহলে আজ আপনি আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবেন তো?' মনু সারিন বললেন, 'আমি তাহলে কিছুক্ষণ বাদেই চলে আসছি, কেমন? হ্যাঁ, বব, আমি কিন্তু আপনার ওপর নজর রাখছি না, বিশ্বাস করুন!' মনু সারিন যে তাঁর মতোই মিথ্যে বলছেন তা বুঝতে নিউম্যানের বাকি রইল না। কিছু না বলে নিজের মনে হাসল সে।

অষ্টাদশী রূপসী গার্ল ফ্রেণ্ডকে তার আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে জেনারেল লাইসেংকো লেনিনগ্রাদে তাঁর অফিসে ঝড়ের মতো এসে ঢুকলেন। গ্রেটকোটটা কৌচের ওপর ছুঁড়ে ফেলে লাইসেংকো তাঁর সহকারী ক্যাপ্টেন রেবেটের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'কি ব্যাপার রেবেট! এমন কি জরুরী দরকার হঠাৎ পড়ল যে দরকারী মিটিং থেকে তুমি আমায় অফিসে ডাকিয়ে আনলে?'

'আপনি এসেছেন রক্ষে,' ক্যাপটেন রেবেট শান্ত গলায় উত্তর দিল, 'লণ্ডনের হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে খবর এসেছে, একজন নয়, মোট দুজন হোমরাচোমরা মার্কিন অফিসার সেখানে এসেছিলেন কয়েকদিন আগে।'

'হোমরাচোমরা আমেরিকান?' জেনারেল লাইসেংকো প্রশ্ন করলেন, 'তাঁরা কারা?'

'সি আই এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর কর্ড ডিলন আর আমেরিকার প্রধান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা স্টিলমার।'

'তাই নাকি?' নামদুটো শুনে জেনারেল লাইসেংকো কেমন দমে গেলেন, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'ওরা দুজন কি একসঙ্গে এসেছিলেন?'

'না একসঙ্গে নয়,' ক্যাপটেন রেবেট বলল, 'দুজনে আলাদাভাবে এসেছিলেন। কর্ড ডিলন এসেছিলেন গত সোমবার, আর স্টিলমার এসেছিলেন গতকাল।'

'তাই বলো!' লাইসেংকো বললেন, 'তাহলে আমেরিকার সবকটি এয়ারপোর্টের ওপর নজর রাখার নির্দেশ দিয়ে আমি যে ভুল করিনি তা বুঝতেই পারছো। কমরেড

রেবেট, গুপ্তচর বৃত্তির পেশায় উন্নতি করতে গেলে সবসময় প্রতিপক্ষকে দাবিয়ে রাখার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে তা জেনে রেখো।'

'আপনি আসার আগেই আমি খবরটা তালিনে কর্ণেল কার্লভকে টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছি', ক্যাপটেন রেবেট জানাল।

'ওকে খবরটা জানাতে গেলে কেন, আমি এসে পৌছানো পর্যন্ত তর সইল না?'

'তা নয় স্যার', ক্যাপটেন রেবেট বলল, 'আপনিই তো বলেছিলেন যে অ্যাডাম প্রোকেনের তদন্তের পুরো দায়িত্ব আপনি কার্লভের ওপরেই দিয়েছেন। আমার মনে হলো কর্ড ডিলন আর স্টিলমার এঁদের দুজনের মধ্যে একজন হয়ত অ্যাডাম প্রোকেন হতে পারেন। এটা ভেবেই আমি কর্ণেল কার্লভকে খবরটা দিয়েছি।'

'ঠিক আছে,' জেনারেল লাইসেংকো বললেন, 'কিন্তু ভবিষ্যতে তালিনে কার্লভের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করার আগে আমার সঙ্গে কথা বলে নিয়ো। লণ্ডন থেকে তালিন বহুদূরের পথ।'

'যতটা দূর ভাবছেন ঠিক ততটা নয় স্যার', ক্যাপটেন রেবেট তাঁর ওপরওয়ালার মন্তব্যকে আমল না দিয়ে বলল, 'ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটা সরাসরি ফ্লাইট আছে যেটা লণ্ডন থেকে রওনা হয়ে সরাসরি হেলসিংকি পৌঁছায়, মাঝপথে কোথাও থামে না। হেলসিংকি থেকে তালিন খুব কাছে। ধরুন স্যার, প্রোকেন হয়ত অন্য কোনও নতুন নামে হেলসিংকিতে এলেন, সেক্ষেত্রে তাঁর তালিনে বেড়াতে যাবার ভিসা কি আমরা মঞ্জুর করব না?'

'অতি উত্তম প্রস্তাব তাতে সন্দেহ নেই', জেনারেল লাইসেংকো বললেন, 'এক্ষণি একটা ভিসা তৈরী করে হেলসিংকিতে আমাদের দূতাবাসে পাঠিয়ে দাও, ফোটোর জায়গাটা শুধু খালি রেখো। তা তোমার টেলিফোন পেয়ে কার্লভ কি বলল?'

'উনি আমার পাঠানো খবরকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না', ক্যাপটেন রেবেট জবাব দিল, 'বললেন যে কোনও বড়দরের আমেরিকান সরকারী আমলা লণ্ডনে গেছেন এইরকম কোনও খবর ওঁর কাছে আসেনি।'

'বুঝেছি', জেনারেল লাইসেংকো নিজের মনে মুখ টিপে হাসলেন, 'কার্লভ তার পুরোনো খেলা শুরু করেছে, নিজের ধারণা বা সিদ্ধান্ত কিছুই ফাঁস করতে চায় না সে। আমার মনে পড়ছে কার্লভ বিশেষ ধরনের তথ্য জানার উদ্দেশ্যে তার নিজের বিশ্বস্ত লোকেদের বিশেষ বিশেষ জায়গায় পাঠাত। এদেরই কেউ হয়ত হালে আমেরিকায় গিয়েছিল, সেখান থেকে কিছু খবর জোগাড় করে উগরে দিয়েছে কার্লভের কাছে। তা এ-সম্পর্কে আমার সহকারীটি কি বলেন?' বলে ক্যাপটেন রেবেটের দিকে আড়চোখে তাকালেন তিনি।

'আমি নিজেও এ-ব্যাপারে খুব নিশ্চিত নই, জেনারেল', ক্যাপটেন ভেবেই বলল, 'প্রোকেন সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য অন্য কোনও উঁচুদরের বিশেষজ্ঞের হাতে পৌঁছে দেবার প্রস্তাব আমি মস্কোর ওপরওয়ালাদের পাঠিয়েছি।'

'আমার অনুমতি না নিয়েই ?'

'আমি পেছন থেকে আপনার পিঠ বাঁচাতে চেয়েছি জেনারেল', ক্যাপটেন রেবেট বলল, 'তাই ঐ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি।'

'আমার পিঠ বাঁচাবার তুমি কে হে ?' জেনারেল লাইসেংকো হঠাৎ তাঁর সহকারীর ওপর যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, 'আমি না থাকলে প্রোকেন সম্পর্কে খোঁজখবর যোগাড় করার কোনও ক্ষমতাই তোমার নেই তা জেনো রেখো। আর এটাও জেনো যে স্টিলমার বা কর্ড ডিলন যিনিই মস্কোয় আসুন না কেন, তাতে এক আগ্রাসী শুয়োরের বাচ্চারই কপাল পুড়বে, সে হলো প্রেসিডেন্ট রেগন।

মনু সারিন তাঁর কামরায় বসে টাইপ-করা একটি চিঠিতে চোখ বোলাচ্ছিলেন, তাতে লেখা ঃ

'...আগামী সপ্তাহের কোনও একসময় নাগাদ আপনার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পেলে উপকৃত হব—আন্দ্রে কার্লভ।'

চিঠিতে কার্লভের স্বাক্ষর নেই। শুধু তাই নয়, আন্দ্রে নামটা ভুলভাবে লেখাও হয়েছে। হওয়া উচিত ছিল আন্দ্রেই, কিন্তু টাইপ-করা হয়েছে আন্দ্রে। এসবের অর্থ হলো সতর্কতা, পেশাদার গুপ্তচরদের যা না হলে চলে না। যাতে চাইলেও মনু সারিন ভবিষ্যতে কখনও ঐ চিঠিখানা কার্লভের—তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার নজীর হিসেবে—ওপরওয়ালাদের কাছে পেশ করতে না পারেন। কিন্তু কর্ণেল কার্লভ কেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন অনেক ভেবেও মনু সারিন তা বের করতে পারলেন না।

গ্রু'র অফিসারদের খুনের রহস্য সমাধানের উদ্দেশ্যেই কি কার্লভ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন ? সম্ভাবনাটা মনের কোণে উঁকি দিতেই মনু তা উড়িয়ে দিলেন। মনু জানেন খুনের রহস্য সমাধান করতে না পারলেও এ-ব্যাপারে অন্তত কার্লভ তাঁর সঙ্গে কখনও আলোচনা করতে যাবেন না। নিজেদের আদর্শ সমাজতান্ত্রিক স্বর্গরাজ্যে তাঁরা তাঁদের গোয়েন্দা অফিসারদের নিরাপত্তা দিতে পারছেন না এটা নিদারুণ সত্য নয়ত জানাজানি হয়ে যাবে আর তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির লাল সর্দারদের ভাবমূর্তি খুব উজ্জ্বল হবে না।

তাহলে আর কি হতে পারে ? মনু মাথা খাটাতে লাগলেন—তবে কি অ্যাডাম প্রোকেন প্রসঙ্গেই কার্লভ তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চান ? সেই সম্ভাবনাও খুব কম কারণ তাঁর সঙ্গে কার্লভের মুখোমুখি আলোচনার বিষয়বস্তু যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে বব নিউম্যানের ফরাসী স্ত্রী সাংবাদিক আলেক্স বুভেৎ আর গ্রুর অফিসারদের রহস্যময় খুন সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত লায়লার রিপোর্টগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হবে।

অনেক চিন্তাভাবনা করেও থৈ না পেয়ে মনু সারিন ড্রয়ার খুলে ভেতর থেকে কয়েক-দিনের পুরোনো একটি খবরের কাগজ বের করলেন। ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত, নাম লা

মন্তে, বব নিউম্যানের বৌ আলেক্সি ছিল এই কাগজেরই রিপোর্টার। আলেক্সি বুভেতের মৃত্যুসংবাদের বিবরণ এই খবরের কাগজেই প্রকাশ করেছিল মনুর মেয়ে লায়লা, পত্রিকার সম্পাদক সেই খবরটি বড় ব্যানার হেডলাইনে ছাপিয়েছিলেন। ফরাসী ভাষায় ছাপানো লায়লার লেখা খবরটি মনু সারিনের নির্দেশে তারই এক অধীনস্থ কর্মচারী ফিনিশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন, খবরের কাগজের সঙ্গে সেই তর্জমাটুকু পিন দিয়ে গাঁথা রয়েছে।

ফরাসী মহিলা সংবাদদাতা কি ফিনল্যাণ্ডে খুন হয়েছেন ?—এই ছিল সেই খবরের শিরোনামা, এর নীচে লায়লা আলেক্সির মৃত্যুসংবাদ নিয়ে এক নাটকীয় সত্য কাহিনী লিখেছে, রংচংয়ের এতটুকু কমতি নেই তাতে। হ্যাঁ, মনু সারিন নিজের মনেই বলে উঠলেন, হয়ত এই সংবাদভাষ্যই কার্লভের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। রুশ সাংবাদিকতার মান যে অত্যন্ত নীচু সে খবর মনু রাখেন, এবং তিনি এও ভালোভাবেই জানেন যে আজ হোক কাল হোক জার্মান ব্রিটিশ ও মার্কিন সাংবাদিকরাও আলেক্সির মৃত্যুর ব্যাপারে আসল খবর বের করতে হেলসিংকিতে এসে হাজির হবে, এ-খবর লিখতে গিয়ে লায়লার চাইতে কম রং-চং বোলাবেনা তারা।

কর্ণেল কার্লভের মতো ছোটখাটো অফিসারদের খেলিয়ে কাজ হাঁসিল করার কায়দাটা মনু সারিন ভালোই আয়ত্ত করেছেন। বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা বুদ্ধি এক লহমার জন্য তাঁর মস্তিষ্কের কোণে ঝিলিক দিয়ে উঠল, বুদ্ধি না বলে কূটকৌশলের পরিকল্পনা বলাই ঠিক হবে। সঙ্গে সঙ্গে মনু সারিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, কামরা থেকে বেরিয়ে এক দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে বেসমেণ্টে এসে হাজির হলেন তিনি। বেসমেণ্টে মনু সারিনের গোয়েন্দা দপ্তরের টেলিফোন, অয়্যারলেস, রেডিও টেলিকোম, ট্রান্সমিটার ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে, তাঁকে ঢুকতে দেখেই রেডিও-টেলিফোন অপারেটর পলি ডেস্ক ছেড়ে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

'পলি', মনু সারিন নির্দেশ দেবার সুরে বললেন, 'তালিনে কর্ণেল কার্লভের সঙ্গে টেলিফোনে এখুনি যোগাযোগ করো। ওঁকে পেলে তুমি একবার বাইরে যেয়ো আমি গোপনে ওঁর সঙ্গে কথা বলব।'

তালিনে কর্ণেল কার্লভের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পলির তিন মিনিটের বেশী সময় লাগল না। রেডিও-টেলিফোন সেটটা নামিয়ে রেখে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, এবং বাইরে থেকে দরজার পাল্লাদুটো টেনেও দিল।

পলির টুলে বসে মাউথপিস তুলে নিলেন মনু সারিন।

'হ্যালো, আন্দ্রেই ? আমি মনু সারিন বলছি। আপনার খবর পেয়েছি। শুনুন, আমার একটি প্রস্তাব আছে। এস্তোনিয়ায় দুই অফিসারদের খুনের ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে পশ্চিমী দুনিয়ার কাগজগুলো দারুণ ঘোঁট পাকাতে শুরু করেছে। লা মন্তে কাগজে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাদের মহিলা রিপোর্টার আলেক্সি বুভেতকে খুন করা হয়েছে।'

'কিন্তু সে ঘটনা তো ফিনল্যাণ্ডে ঘটেছে', আন্দ্রেই ঠাণ্ডাগলায় মনু সারিনের বক্তব্য সংশোধন করতে চাইলেন।

'ওরা এই খবরটাকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে তা মনে রাখবেন।' মনু সারিন বললেন. 'আলেক্সির মৃত্যুসংবাদের পাশাপাশি ঐ দিনের কাগজেই গ্রুর অফিসারদের রহস্যজনক খুনের ওপর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধও ছেপে বেরিয়েছে যার রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আমার দৃষ্টিতে খুব কম নয়। আপনি তো ঐ ঘটনা ফিনল্যাণ্ডে ঘটেছে বলেই খালাস, কিন্তু দেখবেন দুদিন পরে প্যারিসের কোনও খবরের কাগজে, পনেরো দিন বাদে মিউনিখ, বার্লিন, নিউইয়র্ক, এমনকি লণ্ডনের কাগজগুলোতেও আলেক্সি আর গ্রুর অফিসারদের খুনের খবর ফলাও করে ছাপা হয়েছে।' কার্লভের ওপর চাপ দিতে এবার গলার সুর পাল্টালেন মনু সারিন, 'আন্দ্রেই, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।

'হাঁ', কার্লভ ওপাশ থেকে কেমন অসহায় গলায় বললেন, 'আপনার সাহায্য আমার খুব দরকার। কিন্তু আপনি কিভাবে আমায় সাহায্য করবেন?'

রাঘব বোয়াল ফাৎনা গিলেছে টের পেয়ে মনু সারিন এবার এপাশ থেকে সুতো ছাড়তে লাগলেন।

'বুঝিয়ে বলছি,' মনুর গলায় পরম বন্ধুত্বপূর্ণ আশ্বাসের সুর ফুটে বেরোল, 'রবার্ট নিউম্যান নামে এক বিখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক অল্প কিছুদিন হলো ফিনল্যাণ্ডে এসে পৌঁছেছেন, বিদেশ-সংবাদদাতা হিসেবে ওঁর যথেষ্ট নাম আছে।' ইচ্ছে করেই মনু ফিনল্যাণ্ড বললেন, হেলসিংকি নামটা চেপে গেলেন তিনি।

'শুনুন আন্দ্রেই, যা বলছিলাম. একদিনের জন্য এই ভদ্রলোককে এস্তোনিয়ায় নিয়ে আসব মনে করছি। তাহলে বব নিজের চোখেই দেখতে পাবেন যে এস্তোনিয়ায় কোনও গোলমাল নেই, সেখানে সবকিছুই স্বাভাবিক ভাবে চলছে। পশ্চিম দুনিয়ার অন্যান্য সাংবাদিক এস্তোনিয়া সম্পর্কে যে যতই কুৎসা রটান না কেন, নিউম্যান নিজের চোখে সেখানকার সবকিছু দেখে যখন রিপোর্ট লিখবেন তখন ঐসব কুৎসায় আর কোনও গুরুত্ব থাকবে না।'

'না।' কর্ণেল কার্লভ ওপাশ থেকে জোরগলায় বললেন, 'বিদেশী, বিশেষতঃ পশ্চিমী দুনিয়ার সাংবাদিকদের এখানে ঢোকা বারণ। শুধু রাশি রাশি মিথ্যে কথা বলা আর স্থানীয় বাসিন্দাদের সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে তাতিয়ে তোলা ছাড়া ওঁদের আর কোনও কাজ নেই।'

'বেশ তো,' কার্লভের জবাব শুনেও নিরুৎসাহ না হয়ে মনু সারিন বললেন, 'আপনি আপনার কম্পিউটারে রবার্ট নিউম্যানের ট্র্যাক রেকর্ড যাচাই করে দেখুন না।'

মনু সারিন এবং কার্লভ দুজনেই টেলিফোনে ইংরেজীতে কথা বলছিলেন। মনু গোড়ায় রুশ ভাষায় কথা শুরু করেছিলেন, কিন্তু তিনি জানেন যে কার্লভ সুযোগ পেলেই ইংরেজীতে কথা বলেন। আসলে একসময় লণ্ডনের সোভিয়েত দূতাবাসে কার্লভ কাজ করেছেন সেখানে শেখা ইংরেজীটুকু এইভাবে ঝালিয়ে নেন তিনি।

'আপনি বলছেন বটে', মনু' কার্লভ ভীতু ভীতু গলায় বললেন, 'কিন্তু এ-ব্যাপারে আমার ওপরওয়ালারা রাজী হবেন বলে আমার মনে হচ্ছে না।'

'শুনুন, আন্দ্রেই, কতকগুলো শর্ত পূরণ করলে তবেই নিউম্যান এস্তোনিয়ায় প্রবেশ করার সুযোগ পাবেন।'

'না, কোনমতেই নয়,' কর্ণেল কার্লভ বলে উঠলেন, 'ওসব আগে থেকে আরোপ করা শর্তে আমাদের ভোলানো যাবে না।'

'শুনুন কর্ণেল, জেনারেল লাইসেংকোর ব্যক্তিগতভাবে স্বাক্ষর করা নিরাপদ আচরণ-বিষয়ক গ্যারান্টি হবে ঐসব শর্ত।' মনু এবার চাপ দিতে লাগলেন, 'এছাড়া আমরা তালিনে মাত্র একদিন কাটাব, তার বেশী নয়—গিয়র্গ ওটস জাহাজে চেপে যেদিন পৌঁছবো সেদিন রাতেই আবার ফিরে আসব। এটাও লিখিতভাবে আমরা উল্লেখ করতে রাজী।'

'কিন্তু আমার ওপরওয়ালা যে এসব কিছুই মানবেন না।'

'আরও একটা শর্ত থাকবে,' মনু সারিন বললেন, 'নিউম্যানের জন্য একটা বৈধ ভিসা আপনাকে যত শীগগির সম্ভব যোগাড় করে দিতে হবে।'

'এই নিউম্যান—উনি কি তালিনে সত্যিই বেড়াতে আসতে চাইবেন ?'

'ওঁকে রাজী করানোর দায়িত্বটা আমার,' মনু উৎসাহী গলায় বললেন, 'অবশ্য যদি আমি এ-সম্পর্কে নিশ্চিত হই যে আমার দেয়া ঐসব শর্ত পালনের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি ওঁকে তালিনে বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণ জানাবেন। আমি এটাই বলতে চাই যে ঐভাবে এগোলে ওঁকে রাজী করানোর কাজটা আমার পক্ষে খুব সহজ হবে।'

'আমার সন্দেহ হচ্ছে মস্কোর কর্তারা এতে রাজী হবেন কিনা,' কার্লভের গলা শুনেই মনু বুঝতে পারলেন যে তাঁর ভয় এখনও যায়নি। আর ঠিক তখনই মনু এও টের পেলেন যে কার্লভরূপী রাঘব বোয়াল তাঁর টোপ সবটাই গিলে ফেলেছে। নিউম্যান প্রসঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে মনু কার্লভের সঙ্গে রীতিমাফিক কিছু সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বললেন তারপর ট্রান্সমিটারটা নামিয়ে রেখে গা এলিয়ে বসলেন। সামনে ফাঁকা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে নিজের ছড়ানো চিন্তাগুলোকে গুটিয়ে আনতে লাগলেন তিনি।

মনু এ-বিষয়ে নিশ্চিত যে বব নিউম্যান প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারটা কর্ণেল কার্লভ কিছুতেই চেপে যেতে পারবেন না, যে করেই হোক এটা তিনি তাঁর ওপর-ওয়ালা জেনারেল লাইসেংকোকে অবশ্যই জানাবেন। মনুর নিশ্চিত হবার বিভিন্ন কারণও অবশ্য আছে।

প্রথমতঃ মনু খুব ভালোভাবেই জানেন যে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে নিউম্যান এস্তোনিয়ায় যেতে চাইছেন। তিনি নিজে এখন বাধা দিলেও নিউম্যানের মতো এক দুদান্ত দুঁদে সাংবাদিককে চিরকাল যে দাবিয়ে রাখা যাবে না এটাও ঠিক। তাছাড়া তিনি নিজে বাধা দিলেও বেআইনী চোরাপথে ফিনল্যাণ্ড উপসাগর পেরিয়ে এস্তোনিয়ায় ঢোকা নিউম্যানের পক্ষে আদৌ কঠিন কাজ হবে না। যেসব জেলে আর মাঝি-মাল্লারা বন্দরের ধারে-কাছে মাছ ধরে বেড়ায় মোটা পারিশ্রমিক পেলে তাদের যে কেউ সূর্য

ডোবার পর নৌকায় চাপিয়ে নিউম্যানকে এস্তোনিয়ায় পৌঁছে দেবে, আবার ভোর হবার আগে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

এস্তোনিয়ায় গিয়ে নিউম্যান যদি রুশদের হাতে ধরা পড়ে তাহলে দুটো পরিণতি ঘটতে পারে আর দুটোই দুঃখজনক। এক, নিউম্যান কর্পূরের মতো উধাও হয়ে যেতে পারেন। দুই, বেআইনী অনুপ্রবেশকারী বলে মস্কো তাঁকে চিহ্নিত করতে পারে গুপ্তচর হিসেবে। এর ফলে মস্কো তখন ফিনল্যাণ্ডের ওপর চাপও সৃষ্টি করতে পারবে, তারা বলবে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র দাঙ্গা আর গণবিক্ষোভ বাঁধানোর উদ্দেশ্যেই পশ্চিমী দুনিয়া থেকে ফিনল্যাণ্ড রবার্ট নিউম্যানের মতো গুপ্তচরদের সেখানে পাচার করছে।

মনু যে প্রস্তাব কর্ণেল কার্লভকে দিয়েছেন তাতে একই ঢিলে দুটি পাখি মরবে। প্রথমতঃ, নিউম্যান নামটাই তাঁর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, কার্লভ তাঁর প্রস্তাবে রাজী হলে নিউম্যান সম্পর্কে যাবতীয় দুশ্চিন্তা মনু ঝেড়ে ফেলতে পারবেন নিজের মন থেকে। দ্বিতীয়তঃ, কর্ণেল কার্লভ মনু আর নিউম্যানের এস্তোনিয়ায় বেড়িয়ে আসার ব্যাপারটা এমন কৌশলে পরিচালনা করবেন যে নিউম্যানের মনে কোনরকম সন্দেহের কালো মেঘই জমতে পারবে না, উল্টে এস্তোনিয়া ভ্রমণকে কেন্দ্র করে এমন একাধিক বিবরণ তিনি খবরের কাগজে লিখবেন যার পাশে এস্তোনিয়ার সন্ত্রাসকে কেন্দ্র করে লেখা তাঁর মেয়ে লায়লার প্রবন্ধটি ম্লান হয়ে যাবে। লোকে নিউম্যানের মতামতকেই গুরুত্ব দেবে, লায়লার মতামতকে নয়।

'ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে বাঁচি,' বলে মনু সারিন টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দরজা খুলতেই পলি এসে ঢুকল ঘরে। পলিকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়ে মনু সারিন ফিরে এলেন তাঁর নিজের কামরায়।

'তালিনে ধোঁয়া জমছে হে কমরেড,' জেনারেল লাইসেংকো তাঁর সহকারীর উদ্দেশ্যে কথাটা বললেন। একটু আগে কর্ণেল আন্দ্রেই কার্লভের সঙ্গে টেলিফোনে তাঁর কিছু কথাবার্তা হয়েছে, আর তখনই লাইসেংকো উপলব্ধি করেছেন যুদ্ধ শুরু হবে এবার, যার আশায় বহুদিন ধরে অপেক্ষা করে আছেন তিনি।

'ওখানে নতুন কিছু ঘটেছে নাকি, কমরেড জেনারেল ?' ক্যাপ্টেন রেবেট তাঁর ওপর-ওয়ালাকে প্রশ্ন করল, 'নতুন কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে কি ?'

'হ্যাঁ', জেনারেল লাইসেংকোর ঠোঁটে আত্মপ্রসাদের চাপা হাসি ফুটে উঠল, 'কার্লভ একটু আগে ফোন করেছিল। ওর মুখ থেকেই শুনলাম মনু সারিনের সঙ্গে ওর টেলি-ফোনে কিছু আলোচনা হয়েছে। সারিন কি বলেছে জানো ? বলেছে যে ও একজন নামী ব্রিটিশ রিপোর্টারকে তালিনে নিয়ে আসতে ইচ্ছুক যিনি ফিরে গিয়ে এস্তোনিয়ার

শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সম্পর্কে ফলাও করে প্রবন্ধ লিখবেন পশ্চিমী দুনিয়ার খবরের কাগজ-গুলোতে।'

'তাই নাকি ?' ক্যাপটেন রেবেট কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল, 'তা এই রিপোর্টারের নাম কি ?'

'রবার্ট নিউম্যান,' নিজের গলা তাঁর নিজের কানেই তেতো শোনাল, 'ভদ্রলোক বোধ হয় ধরেই নিয়েছেন যে আমরা এখানে বসে ছেলেখেলা করছি, বিদেশী পর্যটকদের এদেশে ঘুরে বেড়ানোর বন্দোবস্ত করে দেয়া ছাড়া আর কোনও কাজকর্ম আমাদের হাতে নেই।'

'আমার মনে হয় ওঁকে একবার এখানে বেড়িয়ে যাবার সুযোগ দিলে খুব ভুল কিছু করা হবে না,' ক্যাপটেন রেবেট মন্তব্য করল, 'মস্কোতে আমাদের কম্পিউটারে তাঁর ট্র্যাক রেকর্ড একবার যাচাই করে দেখলে হয়।'

'তাহলে তুমি চাইছো যে উনি এখানে আসুন ?' লাইসেংকো এবার চোখ পাকিয়ে তাকালেন।

'নিশ্চয়ই,' ক্যাপটেন রেবেট এতটুকু ঘাবড়ে না গিয়ে জবাব দিল, 'লা মণ্ডে খবরের কাগজটা তো আমার টেবিলে এখনও পড়ে আছে, ওতে যে রিপোর্ট ছাপানো হয়েছে তার তর্জমাটা নিজে পড়ে দেখলেই বুঝবেন আমি কেন নিউম্যানকে এখানে নিয়ে আসার পক্ষপাতী।'

'কিন্তু ঐ খবরে তো শুধু আলোি বুভেৎ নামে এক মহিলা রিপোর্টারের খুনের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।'

'তাহলেই বুঝুন কমরেড জেনারেল,' ক্যাপটেন রেবেট বলল, 'নিশ্চয়ই হেলসিংকির খবরের কাগজ থেকেই ঐ রিপোর্টটা ওরা জোগাড় করেছে। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করুন, একই দিনে তালিনে গ্রুর অফিসারদের খুনের অসমর্থিত রিপোর্টও ঐ খবরের কাগজে ছাপানো হয়েছে। কাজেই বুঝতেই পারছেন এরপর 'লা মণ্ডে হয়ত আবার নিশ্চয়ই এমন কোনও খবর ফলাও করে ছাপাবে যা সবদিক থেকে আমাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে ? তার ফলে মস্কোয় পার্টির কর্তাবা যে আমাদের প্রশাসনিক অপদার্থতার প্রশ্ন তুলবেন সে সম্ভাবনাটা আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন ?'

'লা মণ্ডে যা বলে বলুক,' জেনারেল লাইসেংকো বললেন, 'আমরা বরাবর সব অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছি, এবারেও তাই করব।'

'আপনি পরিণামের কথাটা একবারও ভাবছেন না কমরেড জেনারেল,' ক্যাপটেন রেবেট বলল, 'আমাদের সব দায়ভাগ অস্বীকার করার প্রবণতা কিন্তু পশ্চিমী দুনিয়ায় আমাদের সুনাম বাড়ায়নি, বরং বাড়িয়েছে দুর্নাম। সাংবাদিক হিসেবে বব নিউম্যানের কিন্তু দুনিয়া জোড়া সুনাম, চাইলে উনি এস্তোনিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে এমন রিপোর্ট বের করতে পারেন যাতে গোটা পরিস্থিতিটাই তালগোল পাকিয়ে যাবে। এমনিতেই জাতিগত দাঙ্গা নিয়ে আমাদের পার্টির ওপরতলার কমরেডদের মাথা গরম হয়ে আছে,

এরপর নিউম্যান যদি উল্টোপাল্টা সত্যিই কিছু লিখে বসেন তখন ওঁরা আমাদেরই কৈফিয়ৎ যে তলব করবেন না সেই নিশ্চয়তা কোথায়? ওঁরা হয়ত এও বলবেন যে নিউম্যানের মতো একজন নামী ব্রিটিশ সাংবাদিক যখন এস্তোনিয়ায় বেড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন তখন সে-সুযোগ তাঁকে আমরা দিইনি কেন? আদর-আপ্যায়ন, খাওয়ানো-দাওয়ানো এসব করেই তো আমরা ওঁকে হাতে আনতে পারতাম।'

ক্যাপটেন রেবেটের এই যুক্তি তাঁর ওপরওয়ালা জেনারেল লাইসেংকো খণ্ডন করতে পারলেন না। লাইসেংকো রেবেটের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেন সবসময়। তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন যে রেবেটকে ছাড়া একপা-ও চলতে পারবেন না তিনি, তাঁকে ছাড়া তাঁর দপ্তর পুরোপুরি অচল।

'এক কাজ করো', জেনারেল লাইসেংকো বললেন, 'গোটা ব্যাপারটা মস্কোয় ওপরওয়ালাদের জানিয়ে দাও, আর কম্পিউটারে নিউম্যানের ট্র্যাক রেকর্ডও এক্ষুণি যাচাই করতে বলো ওদের। আর মনে করে এটাও জানাতে ভুলোনা যে নিউম্যানকে এখানে নেমতন্ন করে আনার বদবুদ্ধিটা কর্ণেল কার্লভের মাথা থেকেই বেরিয়েছে।'

ক্যাপটেন রেবেট ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল, মনে মনে ওপরওয়ালার উদ্দেশ্যে সে বলল, বাঃ, লাইসেংকো, কার্লভের কাঁধে বন্দুক রেখে নিজের পিঠখানা কি চমৎকার বাঁচাচ্ছো তুমি। নিউম্যানকে এখানে নিয়ে আসা যদি ভুল হয়ে থাকে তবে তার পুরো দায়ভাগ বর্তাবে কার্লভের ওপর, আবার পার্টির ওপরওয়ালারা যদি এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন তাহলে তার কৃতিত্বও একাই বহন করবেন লাইসেংকো।

কিন্তু আসলে জেনারেল লাইসেংকো যে মনু সারিনের কৌশল অনুযায়ী এগিয়ে চলেছেন তা তিনি বা তাঁর সহকারী ক্যাপটেন রেবেট কেউই জানতে পারলেন না। বহুদূরে হেলসিংকিতে নিজের অফিসে বসে মনু সারিন তাঁর ছোটবেলায় শোনা একটি প্রবাদ বাক্যই বারবার নিজের মনে তখন আউড়ে চলেছেনঃ ভালুক যতই হিংস্র হোক যতই দাঁতনখ খিঁচিয়ে সে আক্রমণ করতে আসুক না কেন, এক গ্লাস মদ দিলে সে ঠিকই এক ঢোঁকে গিলে ফেলবে।

জেনেভার অ্যালান চার্ভেটকে পাঠকেরা নিশ্চয়ই ভোলেননি। চার্ভেট একটি বেসরকারী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের বড়কর্তা যার সঙ্গে টুইড নিজে একবার এসে দেখা করেছিলেন। সেদিন অ্যালান চার্ভেট তাঁর অফিসে বসে টেলিফোনে এক অচেনা পুরুষের সঙ্গে কথা বলছিল। অচেনা পুরুষটি কথাবার্তা চালাচ্ছেন ফরাসীতে কিন্তু তাঁর কথায় রুশ টান চার্ভেটের কান এড়াল না। কথা প্রসঙ্গে লোকটি জানাল যে চার্ভেটের এক মক্কেল 'বাড়ি' ফিরেছে তার কাছ থেকে সব দায়িত্ব সে নিজে বুঝে নিয়েছে। বাড়ি বলতে লোকটি যে মস্কো বোঝাচ্ছে তাও চার্ভেট ধরে ফেলল অনায়াসেই। জেনেভার পুলিশ কার্যালয়ের কাছে একটি কাফেতে সেই অচেনা লোকটিকে হাজির হবার নির্দেশ দিল চার্ভেট।

টেলিফোনে কথাবার্তা বলার সময় সেই অচেনা পুরুষ নিজের নাম বলেছিল লেভ শিতভ, নিজের চেহারার এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দিয়েছিল সে। লেভ শিতভ নামটা চার্ভেটের কানে খুব মজার ঠেকেছিল। যাইহোক, নির্দিষ্ট কাফেতে ঢোকার পরে চেহারার বর্ণনা অনুসরণ করে শিতভকে খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হলো না তাকে।

কাফের ভেতর একটি কোণে টেবিলের ওপর ছিপি আঁটা এক বোতল বীয়ার রেখে বসেছিল লেভ শিতভ। একটা ফরাসী সাময়িকপত্র মনোযোগ দিয়ে পড়বার ভান করছিল সে। কোনও কথা না বলে চার্ভেট এগিয়ে এসে বসল তার মুখোমুখি, দেখল শিতভের বয়স ছত্রিশ থেকে আটত্রিশের ভেতর। মোটাসোটা তেল চুকচুকে চেহারা, মাথার কালো চুল অবিন্যস্ত। শিতভের গায়ে রেনকোট তার বেল্টটা বিশ্রীরকম দোমড়ানো। শিতভের দুচোখের নীচে ফুলে ওঠা চামড়া, ফোলাফোলা মুখ আর ঝোলা ঠোঁটজোড়া দেখেই চার্ভেট বুঝতে পারল যে সে এক পয়লা নম্বরের মদ্যপ।

'আমিই চার্ভেট', অ্যালান চার্ভেট মুখ খুলল, 'পাহাড়ের ওপর এবার দেখছি খুব তাড়াতাড়ি তুষার পড়তে শুরু করেছে।'

'কিন্তু রাইস নদীর বেগ এখানে বেশী', শিতভ কিছুটা জড়ানো গলায় মন্তব্য করল, তারপরেই একটা পকেট-ফ্লাস্ক বের করে ছিপি খুলল সে, ভেতরের পানীয় ঢকঢক করে গলায় ঢেলে ফ্লাস্কটা চার্ভেটের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'খান, ভদকা, একদম খাঁটি মাল, ওপার থেকে নিয়ে এসেছি।'

'ধন্যবাদ', চার্ভেট ফ্লাস্কটা পাশে রেখে বলল, 'এখন নয়, পরে খাব।'

'পিটার কনওয়ে নামে ইউনেস্কোর এক অফিসারের পিছু নিতে হবে আমাকে', শিতভ একইরকম জড়ানো গলায় বলল, 'লোকটা ইংরেজ, ও কখন কোথায় যায়, কাদের সঙ্গে কথা বলে, বাইরে কোথায় কত সময় কাটায়, কোন্ কোন্ মেয়েমানুষের বাড়িতে রাত কাটায় সব খবর চাই, সম্ভব হলে ফোটোও তুলে দিতে হবে।'

চার্ভেট কিছু না বলে একমনে শুনে যেতে লাগল। লেভ শিতভ যে জাতে রুশ তাতে কোনও সন্দেহ নেই, সে বলতে লাগল, 'আমি যার জায়গায় এসেছি ঠিকানা যোগাড় করার ব্যাপারে সে ছিল এক মাস্টার লোক। ওর মুখেই শুনলাম যে মেরি ক্লেয়ার প্যাসি এমনই এক মাগী যাকে এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা কোনও পুরুষ মানুষের নেই। শুনেছি ওর বুকের দিকে তাকালে মনে হয় সেখানে কামানের দুটো বড় বড় গোলা বসানো আছে। ওর সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, আপনার সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করেই ওকে টেলিফোন করেছিলাম, ও নিশ্চয়ই আমার জন্য অপেক্ষা করছে। পিটার কনওয়েও এই বাড়িতেই আছে।'

শিতভের কথায় ও আচরণে চার্ভেট চমৎকৃত না হয়ে পারল না। হতভাগাটা নাম আর ঠিকানা বোকার মতো একটা কাগজে এতক্ষণ বসে লিখেছে, তারপর সেটা আনমনে এগিয়ে দিয়েছে তার দিকে, লুকোবার কোনও চেষ্টাই করে নি। চোখের পলক পড়ার

আগেই রঙ্গমঞ্চের পেশাদার যাদুকরের মতো চার্ভেট সেই কাগজের টুকরোটা লুকিয়ে ফেলল। শিতভ কিছু টেরও পেল না, বোকার মতো চারপাশে তাকাতে লাগল সে।

'আর যাই হোক এ-জায়গাটা যে তালিনের চাইতে হাজার গুণ ভালো সে-কথা মানতেই হবে', শিতভ নিজের মনেই বলে উঠল, 'আর তেমনি জুটেছে বেজন্মা ঐ কর্ণেল কার্লভ। ওর কাছে কাজ করা যে কি ঝকমারী তা আর কী বলব! মনে হয় প্রোকেনের হদিশ পাবার আগে কার্লভ নিজেই খুন হয়ে যাবে। বাঃ এই জায়গাটা সত্যিই চমৎকার, ঠিক যেন নিজের বাড়ি। কটা বাজল বলতে পারেন।'

'বিকেল সোয়া চারটে', হাতঘড়ির দিকে একপলক তাকিয়ে বলল চার্ভেট।

'সোয়া চারটে? কি সর্বনাশ! প্যাসির কাছে যাবার সময় যে হয়ে গেল।'

'বীয়ারের দামটা দিয়ে দিয়েছেন তো?' চার্ভেট বলল, 'তাহলে আসুন, ওখানে যাবার রাস্তাটা আমিই দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।' বলেই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আসলে শিতভ এই জেনেভা শহরে একা পথঘাট চিনতে পারবে না, তাছাড়া পুলিশের হাতেও তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে এইসব আশঙ্কা করেই চার্ভেট তাকে পথ দেখানোর সিদ্ধান্তটা নিল।

প্রথমে বীয়ার, তারপর ভদকা খেয়ে শিতভের অবস্থা তখন রীতিমতো বেসামাল। চার্ভেট সেটা আন্দাজ করতে পেরে হাত ধরে টেনে তুলল তাকে চেয়ার থেকে। তারপর টানতে টানতে নিয়ে এলো বাইরে খোয়া বের করা রাস্তায়। চার্ভেট অত্যন্ত ঘাঘু লোক, যখন সে পুলিশে চাকরী করত তখন থেকে মেরি ক্লেয়ার প্যাসি নামের বেশ্যাটিকে সে চেনে। কাফে থেকে কিছু দূরে একটা বহু পুরোনো বাড়ির সামনে সে শিতভকে নিয়ে এলো, সামনের দরজার গায়ে আঁটা স্পিকোফোনের বোতামটি টিপল সজোরে, একইসঙ্গে বাঁ হাতে হোঁৎকা শিতভের পেল্লাই মুখখানা চার্ভেট ঠেসে ধরল মাউথপিসের সঙ্গে।

'বাইরে কে?' বাড়ির ভেতর থেকে নিখুঁত ফরাসীতে এক যুবতীর সুললিত গলা ভেসে এলো।

'আমি লেভ শিতভ—তোমার সঙ্গে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম।'

'সিঁড়ি দিয়ে সোজা দোতলায় চলে এসো', যুবতীর গলা আবার ভেসে এলো। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল সদর দরজা, চার্ভেট পেছন থেকে এক ঠেলা মেরে শিতভকে ঢুকিয়ে দিল ভেতরে, আর সদর দরজাও আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। দরজা বন্ধ হতেই চার্ভেট দ্রুত পায়ে রাস্তা পেরোল। উল্টোদিকের ফুটপাতের টেলিফোন বুথে ঢুকে প্যাসির নম্বর ডায়াল করল সে। পরমুহূর্তে উল্টোদিক থেকে ভেসে এলো প্যাসির গলা।

'হ্যালো, কে বলছেন?'

'পুরোনো লোক, অ্যালান চার্ভেট। কি চিনতে পেরেছো তো? শোন, এইমাত্র তোমার ফ্ল্যাটে এক হোঁৎকা রাশিয়ান খদ্দের ঢুকেছে, ও ব্যাটা তোমার কথা শুনতে পাবে না তো?'

'আরে না সে ভয় নেই, অ্যালান', উল্টোদিক থেকে প্যাসি বলে উঠল, 'সে ব্যাটা এখন বাথরুমে ঢুকে বমি করছে।'

'আমার একটা উপকার তোমায় করতে হবে, প্যাসি', অ্যালান বলল, 'কায়দা করে ঐ ব্যাটার পেট থেকে এস্তোনিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় খবর জেনে নাও, আর হ্যাঁ, সেই সঙ্গে কর্ণেল কার্লভ সম্পর্কেও। এ-ব্যাটা ঐ কার্লভের কাছেই কাজ করত কিন্তু এখন সে ওকে ভয়ানক ঘেন্না করে। কার্লভের আসল কাজটা কি, সেটাও জেনে নাও। শোন, তোমার এই খদ্দের একদম আনকোরা, যাকে বলে কাঁচা, এখনও বাচ্চা ছেলে।'

'সেটা কি তোমায় আমাকে বলে দিতে হবে? আমি আজই ওকে চৌবাচ্চা বানিয়ে ছাড়ব, দ্যাখো না।'

'ঠিক আছে', চার্ভেট বলল, 'পরে তোমার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করব।'

'এর মধ্যে বিপদের কিছু নেই তো?'

'ভদকা খাইয়ে মাতাল করে ওর পেট থেকে কথা জেনে নাও তাতে ভয়ের কিছু নেই। ব্যাটার সঙ্গে পকেট-ফ্লাস্কে ভদকা আছে, একদম মস্কোর খাঁটি মাল। তবে বাছাধন যে পরিমাণ গিলেছে তাতে বেহুঁস হতে ওর খুব বেশী দেরী নেই। এখন ও যাই বলুক না কেন, কাল সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখবে কিছুই মনে করতে পারছে না।'

'ঠিক আছে বাপু', প্যাসি উল্টোদিক থেকে বলল, 'ওরকম কত খদ্দের এলো আর গেল, সবারই হাল দাঁড়ায় একরকম। ওর দায়িত্ব তুমি নির্ভয়ে আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

এরপর চার্ভেট ডিরেক্টরী ঘেঁটে ইউনেস্কোর অন্যতম উচ্চপদস্থ অফিসার পিটার কনওয়ের ফোন নম্বর বের করল, ডায়াল ঘুরিয়ে সেই নম্বরে যোগাযোগ করল সে। কিন্তু চার্ভেট কনওয়ের সঙ্গে কথা বলতে চায়নি, কনওয়ের গলা আর পরিচয় পেলেই লাইন ছেড়ে দেবার জন্য মানসিকভাবে তৈরী ছিল সে। আসলে ওটা সত্যিই কনওয়ের ফোন নম্বর কিনা যাচাই করতে চেয়েছিল অ্যালান চার্ভেট।

উল্টোদিক থেকে এক যুবতী সেক্রেটারী চার্ভেটকে জানাল যে পিটার কনওয়ে এক জরুরী মিটিংয়ে ব্যস্ত আছেন, সন্ধ্যে সাতটার আগে সে-মিটিং ভাঙবার সম্ভাবনা নেই। ধন্যবাদ জানিয়ে চার্ভেট রিসিভার নামিয়ে রাখল।

টেলিফোন বুথের বাইরে এসে লেভ শিতভের কথা বার বার অ্যালান চার্ভেটের মনে হতে লাগল। বিদেশের মাটিতে বসে বেশ্যার শরীর উপভোগ করার ব্যাপারে শিতভ আনকোরা তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু এই ধরনের ছেলে আগেও বহু দেখেছে চার্ভেট। রাশিয়ায় থাকার সময় নিশ্চয়ই তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল কেজিবি-র গুপ্তচর প্রশিক্ষণ কর্তৃপক্ষ, তারাই নিখুঁতভাবে ফরাসী বলতে শিখিয়েছে শিতভকে। শুধু ফরাসীই নয়, শিতভকে জার্মান ভাষাও নিশ্চয়ই শিখিয়েছে ওরা। এছাড়া ভদ্রভাবে জামাকাপড় পরা, নানা ভদ্র অভ্যাস রপ্ত করা এবং সুইসদের আচার-আচরণের সঙ্গেও তারা নিশ্চয়ই অভ্যস্ত করিয়েছে তাকে। একইসঙ্গে প্রশিক্ষণের সময় গুপ্তচর বিদ্যার

প্রশিক্ষকেরা অবশ্যই পশ্চিম দুনিয়ার যাবতীয় প্রলোভনের হাতছানি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন শিতভকে। আর সে সব প্রলোভনের মধ্যে যেটি প্রধানতম তা হলো নারী। এইসব নারী বেশীরভাগই পেশাদার বেশ্যা, নানারকম রংবেরংয়ের পোশাকে সর্বাঙ্গ মুড়ে তারা শিতভের মতো আনকোরা যুবকদের আকর্ষণ করে। মস্কো থেকে এখানে এসে পৌঁছোবার মাত্র অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শিতভ ঐরকম এক রূপসী যুবতী পেশাদার বেশ্যার হাতছানিতে সাড়া দিয়েছে। শিতভের জায়গায় আগে যে ছিল খুব সম্ভবত তার কাছ থেকেই সে প্যাসির নাম আর ঠিকানা যোগাড় করেছে।

কিন্তু এমনটা যে সবক্ষেত্রেই ঘটে তা নয়। বহু বুশ এই ধরনের প্রলোভনকে ভয় পায়, তারা মেয়েদের ব্যাপার সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলে। সম্ভবতঃ কয়েক হপ্তা বাদে শিতভ নিজেও পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে খুব সতর্ক হয়ে যাবে, ততদিনে শিতভের ফরাসী উচ্চারণ আরও নিখুঁত আর বিশুদ্ধ হবে, তাতে বুশ প্রভাব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু এসবকে ছাড়িয়ে একটি বিষয়ই বারবার চার্ভেটের মনে হচ্ছিল—কাফেতে বসে তার সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে একসময় প্রোকেন শব্দটা বেরিয়ে এসেছে শিতভের মুখ থেকে। হয়ত ভুল বশতঃ শিতভ নামটা বলে ফেলেছে, কিন্তু তার ফলেই চার্ভেট তার কাজের স্বাভাবিক ধারা এবার পাল্টে ফেলবে, কারণ জেনেভায় আসার পরে টুইড এর আগে চার্ভেটের কাছে প্রোকেন নামটি উচ্চারণ করেছেন। দেখা যাক,—চার্ভেট নিজের মনে বলে উঠল,—প্যাসি যদি তার কথামতো সত্যিই শিতভের পেট থেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর বের করতে পারে তাহলে সেগুলো দেরী না করে জানাতে হবে টুইডকে।

পরদিনই চার্ভেট কয়েনট্রিন এয়ারপোর্ট থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ করল টুইডের সঙ্গে, বলল যে চল্লিশ মিনিটের ভেতর সে লণ্ডনে পৌঁছোচ্ছে। চিরাচরিত কোড বা সংকেত বিনিময়ের পর টুইড তাকে হিথরো এয়ারপোর্টে অবস্থিত পেন্টা হোটেলে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন।

প্লেন থেকে হিথরো নামার কয়েক সেকেণ্ড বাদে টুইডকে চার্ভেটের চোখে পড়ল, স্মিথের বাইরের দোকানে দাঁড়িয়ে একটা গল্পের বই ঘাঁটছিলেন টুইড। টুইড যে ঠিকই তাকে দেখতে পেয়েছেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হলো অ্যালান চার্ভেট। চার্ভেট সেই বইয়ের স্টলে পৌঁছোবার আগেই সেখান থেকে অদৃশ্য হলেন টুইড। কিন্তু টুইড কোন বইটি পড়ছিলেন তা আগেই দেখে নিয়েছিল চার্ভেট, সেই বইটা এবার র‍্যাক থেকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল সে। শেষ পাতাটা ওল্টাতেই চার্ভেট দেখতে পেল পেনসিল দিয়ে তাতে লেখা একটি সংখ্যা—১৩৪। বইটা আগের জায়গায় রেখে ট্যাক্সি চেপে সে তখনই চলে এলো পেন্টা হোটেলে। এলিভেটর থেকে নেমে একশো চৌত্রিশ নম্বর কামরা খুঁজে

বের করতে বেগ পেতে হলো না তাকে। কলিং বেলের বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন টুইড। চার্ভেট কিছু বলার আগেই হাত ধরে তাকে টেনে ভেতরে নিয়ে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

'বলো চার্ভেট,' টুইড বন্ধুত্বপূর্ণ গলায় বললেন, 'জেনেভার পরিস্থিতি কি তাই শুনি তোমার কাছ থেকে।'

'লেভ শিতভ নামে নতুন একটা ছোঁড়া ওপার থেকে এসে জুটেছে,' চার্ভেট বলল, 'ছোঁড়া এত মদ খায় যে নেশার ঘোরে তার আসল নামটাই বলে ফেলেছে আমায়। একটা কাফেতে হঠাৎ ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আর সেখানে ওর মুখে একটা নাম শুনেছি, সে নাম হলো প্রোকেন।'

'এটা কোনও রকমের ফাঁদ নয় তো ?' টুইড দুচোখ নাচিয়ে বলে উঠলেন, 'মস্কোর লালবাবাজীরা তোমাকে গেঁথে তোলার জন্য ঐ ছোঁড়াকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে না তো ?'

'না।' চার্ভেট বলল, 'তেমন ভয় নেই। এ হলো সেই জাতের লোক যে নেশার ঝোঁকে পেটের সব কথা উগরে বের করে দেয়। তাছাড়া প্রোকেনকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে আমি যে আপনার হয়ে কাজ করছি সে খবর মস্কো জানবে কি করে ?'

'হয়তো তোমার ধারণাই ঠিক,' টুইড বললেন, 'আসলে আমিই বেশী ঘাবড়ে গেছি। যাক আর কি বলার আছে চটপট বলে ফেল।'

'শিতভ নামে এই বুশ ছোঁড়াটার ভয়ানক মেয়েমানুষের নেশা। ওর জায়গায় আগে যে কাজ করত তার কাছ থেকে এক বেশ্যামাগীর নাম ঠিকানা জোগাড় করেছে হতভাগা। এখন মজার ব্যাপার দাঁড়িয়েছে যে মাগীর কাছে ও গেছে পুলিশে যখন চাকরী করতাম তখন থেকে ওকে আমি চিনি, আর আমার কথামতো সে ঐ ছোঁড়ার পেট থেকে অনেক কথাই টেনে বের করেছে। এই শিতভ ছোঁড়া আগে তালিনে গ্রুর এক কর্ণেলের অধীনে কাজ করত, নাম আন্দ্রেই কার্লভ। আপনি এই নামটা আগে শুনেছেন ?'

'এক্ষণি ঠিক বলতে পারব না,' টুইড এমন ভাব করলেন যেন কার্লভের নাম সত্যিই আগে কখনও শোনেননি তিনি, 'দপ্তরে ফিরে গিয়ে খাতাপত্র দেখলে বলতে পারব। যাক, তারপর কি হলো ?'

'শিতভ যে মাগীটার কাছে গিয়েছিল', চার্ভেট একটু হেসে বলল, 'ধরে নিন তার নাম চাঁদনী, সে এটুকু খবর ওর পেট থেকে টেনে বের করেছে যে অ্যাডাম প্রোকেনকে নিরাপদে মস্কোয় নিয়ে আসার পুরো দায়িত্ব আছে কর্ণেল কার্লভের ওপর।'

'তাই নাকি ?' টুইড অবাক হবার ভাণ করলেন, 'তা কার্লভ কি এখনও তালিনে বসেই কাজকর্ম চালাচ্ছে ?'

'শিতভের কাছ থেকে যেটুকু জানা গেছে তাতে, সেটাই বোঝায়', চার্ভেট বলল, 'কার্লভের ওপরওয়ালার নাম জেনারেল বরিস লাইসেংকো, কার্লভকে নাকি উনি ভয়ানক

হিংসে করেন। লাইসেংকোই প্রোকেনের যাবতীয় দায়িত্বও চাপিয়েছেন কার্লভের কাঁধে, এছাড়া আরও একটা বড় কাজের দায়িত্বও চেপেছে কার্লভের ওপর।'

'সেটা কি?'

'তালিনে কিছুদিন আগে গ্রুর কয়েকজন অফিসার পরপর খুন হয়েছেন এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে,' চার্ভেট বলল, 'সেই খুনের তদন্তের দায়িত্বও চেপেছে কার্লভের ওপর।'

'হুঁম্।' টুইড নাক দিয়ে একটা গম্ভীর আওয়াজ করে বললেন, 'প্যারিস থেকে লা মণ্ডে নামে একটা খবরের কাগজ বেরোয় জানো তো? ঐ কাগজের আজকের প্রভাতী সংস্করণে গ্রুর অফিসারদের খুনের ঐ খবরটা ছেপে বেরিয়েছে। তা তোমার কি ধারণা খবরটা সত্যি?'

'শুধু লা মণ্ডে নয়,' চার্ভেট জানাল, 'আজকের জার্নাল ডি জেনেভাতেও ঐ একই খবর ছোট করে ছাপা হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে এস্তোনিয়ায় অশান্তির উত্তাপ ততই বাড়ছে। অগাস্ট মাসের গোড়ার দিকে এন টার্টো নামে ওখানকার এক নামী জাতীয়তাবাদী নেতার লম্বা মেয়াদের জেল হয়েছে। তারপর অগাস্ট মাস পেরোবার আগেই এস্তোনিয়ার উপ বিচারমন্ত্রী তাঁর বৌকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন সুইডেনে. সেখানেই রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছেন তিনি। কর্ণেল কার্লভ একটা গরম কড়াইয়ের ওপর বসে আছেন বললে খুব ভুল বলা হবে না। আরেকটা কথা, সোভিয়েত ইউনিয়নে এই মুহূর্তে যে ক'জন মেধাবী আর বড়দরের যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ আছেন কর্ণেল কার্লভ তাঁদের একজন।'

'কার্লভের ওপরওয়ালা ঐ লাইসেংকো সম্পর্কে কিছু জেনেছো?'

'আজ্ঞে শিতভ ছোঁড়া ওর ওপরওয়ালা কর্ণেল কার্লভকে মনেপ্রাণে ভয়ানক ঘেন্না করে, আবার কার্লভ তাঁর ওপরওয়ালা লাইসেংকোকে আরও বেশী ঘেন্না করেন।'

'বাঃ!' টুইড হেসে আপনমনেই বলে উঠলেন, 'এতো দেখছি সত্যিই এক সুখী পরিবার।'

'বলতে ভুলে গেছি,' চার্ভেট বলে উঠল, 'গুপ্তচরের দায়িত্ব পালনের যথাযথ যোগ্যতা শিতভের নেই, এই কারণে কার্লভ তাকে মস্কোয় ফেরৎ পাঠাবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন ওঁর ওপরওয়ালা লাইসেংকোকে, শিতভ তখন থেকেই চটেছে কার্লভের ওপর।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না,' টুইড বললেন, 'যোগ্যতার অভাব থাকলে ওরা শিতভকে রাশিয়া থেকে জেনেভায় পাঠাতে গেল কেন?'

'আমার মনে হয় শিতভ সেইসব লোককে চেনে যাদের দিয়ে সত্যিই কাজ হাঁসিল করা যায়,' চার্ভেট জবাব দিল, 'তাছাড়া শিতভকে কার্লভের খুব পছন্দ না হলেও জেনারেল লাইসেংকোর নিশ্চয়ই তাকে ভালো লেগেছে তাই উনিই তাকে জেনেভায় পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি খোঁজ নিলে জানতে পারবেন যে কর্ণেল কার্লভ নিজে একসময় লণ্ডনে সোভিয়েত এমব্যাসিতে কাজ করতেন আর সম্ভবতঃ তখনই অ্যাডাম

প্রোকেনের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ ঘটেছিল। হয়তো এই কারণেই প্রোকেনকে নিরাপতে মস্কোয় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব চেপেছে ওঁর ঘাড়ে।'

'নাঃ,' টুইড আক্ষেপের সুরে বলে উঠলেন, 'লেভ শিতভ ছোঁড়াটা দেখছি ওর পেটে যা কিছু ছিল সব উগরে দিয়েছে তোমার ঐ চাঁদনীর কানের ভেতরে। চার্ভেট, তুমি এখন হয়ত খুব খুশী হয়েছো কিন্তু এর পরিণাম কতদূর বিপজ্জনক হতে পারে সেকথা একবারও ভেবে দেখেছো কি? শিতভ হতচ্ছাড়ার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে এবার যাতে এসব কথা তৃতীয় কারও কাছে বিশ্বাস করে বলে না ফেলে।'

'তেমন হলে ও নিজেই বিপদে পড়ে যাবে,' চার্ভেট বলল, 'জেনেভায় ওর ওপর নজর রাখার মতো লোকও আছে। শিতভ সবাইকে এসব বলে বেড়ালে তারাই ওকে আবার মস্কোয় ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে।'

'তুমি যা বললে তা থেকে এটুকু বুঝেছি যে ঐ শিতভ ছেলেটা ভীষণ মদ্যপ। মুশকিল হলো এই ধাঁচের লোকেরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আজেবাজে লোককে বিশ্বাস করে মনের কথা বলে বসে। ওকে দাবিয়ে দেয়ার একটাই পথ খোলা আছে তা হলো ভয় দেখানো, আর এই কাজটা তোমাকেই করতে হবে। ভেবে দ্যাখো ভয় দেখিয়ে ওর মুখ বন্ধ করতে পারবে কিনা।'

'ঠিক আছে,' চার্ভেট আশ্বাস দেবার সুরে বলল, 'ও হয়ে যাবে।'

'কিভাবে ভয় দেখাবে ওকে?' টুইড জানতে চাইলেন।

'আমি শুধু শিতভকে জানিয়ে দেব যে চাঁদনী নামে বেশ্যা মেয়েটা আসলে ফরাসী গুপ্তচর বিভাগ ডি এস টির এজেন্ট। একথা কানে গেলেই ওর মুখ বন্ধ হবে।'

'বাঃ, চমৎকার বুদ্ধি বের করেছো,' বলে টুইড উঠে দাঁড়ালেন, 'তোমার জেনেভা থেকে লণ্ডনে উড়ে আসা তাহলে নিষ্ফল হয়নি। ভালোই হয়েছে, তুমি যা শোনালে তা আমাকে পরবর্তী পর্যায়ের পদক্ষেপ তৈরী করতে সাহায্য করবে, এখন এটা রাখো।' বলে টুইড তাঁর জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা মোটা খাম বের করে তুলে দিলেন চার্ভেটের হাতে।

'তোমার দুপিঠের প্লেন ভাড়া আর পারিশ্রমিক আছে এতে, সব সুইস ফ্রাঙ্কে। তুমি তাহলে পরের ফ্লাইট ধরে জেনেভা যাচ্ছো?'

'পরের ফ্লাইট নয়,' চার্ভেট বলল, 'এয়ারপোর্টে আগে লাঞ্চ খাব, তার পরের ফ্লাইট ধরব।'

চার্ভেটের কাজকর্মে টুইড খুবই খুশী, তার বুদ্ধির ওপর খুব নির্ভর করেন তিনি। চার্ভেট এই মুহূর্তে লণ্ডনে আছে বটে কিন্তু সে যে সুইজারল্যাণ্ড ছেড়ে কোথাও রওনা হয়েছে তার কোনও প্রমাণ রাখেনি। কিছু না বলে টুইড চার্ভেটের স্যুটকেসটা তুলে নিলেন মেঝে থেকে।

'তুমি বাইরে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়াও,' টুইড বললেন, 'আমি এটা নিয়ে যাচ্ছি।

নয়ত তোমার হাতে এটা দেখলে হোটেলের লোকেরা ভাববে তুমি ভাড়া না মিটিয়ে মালপত্র নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছো।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,' চার্ভের্ট মন্তব্য করল, 'আমি প্রোকেন সম্পর্কে আগের মতোই কাজ চালিয়ে যাব, কোথাও কিছু ঘটলেই তা জানিয়ে দেব আপনাকে।'

চার্ভের্টের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে টুইড দু নম্বর টার্মিন্যাল থেকে তিন নম্বর টার্মিন্যালে যাবার বাস ধরলেন। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে বাস থেকে নেমে টুইড কয়েক মুহূর্ত অপলকে তাকিয়ে রইলেন এক অচেনা যাত্রীর দিকে, গায়ে রেনকোট আর মাথায় টুপি চাপিয়ে লোকটি ট্রাউজারের দুপকেটে দুহাত গুঁজে একমনে দেশলাই কাঠি চিবোচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে হতে সরে এসে ট্যাক্সি ধরলেন টুইড, ড্রাইভারকে পার্ক ক্রিসেণ্টে যাবার নির্দেশ দিলেন তিনি।

চার্ভের্টের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যগুলো অফিসে ফেরার পথে ট্যাক্সিতে বসে নিজের মনে ভাবতে লাগলেন টুইড। চার্ভের্টের তথ্য থেকে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে বহুদূরে তালিনে বসে রুশ কর্ণেল আন্দ্রেই কার্লভ রহস্যময় অ্যাডাম প্রোকেনের অভ্যর্থনার যাবতীয় ব্যবস্থার ওপর খবরদারী করে চলেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে স্টিলমারের যোগসূত্রগুলো সত্যিই নির্ভরযোগ্য, কারণ অ্যাডাম প্রোকেন যে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া সীমান্ত পেরিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে ঢুকবে এই ইঙ্গিত সবার আগে দিয়েছিলেন স্টিলমার। কিন্তু একই সঙ্গে গ্রুর অফিসারদের খুন হবার ব্যাপারটা টুইডের কাছে অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য ঠেকল, আর হয়ত সেই কারণেই তিনি তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইলেন না। কে জানে হয়ত এস্তোনিয়ার রুশ বিরোধী বিপ্লবীরাই গোপনে গ্রুর অফিসারদের খুন করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এই সম্ভাবনা একটিবারের জন্যও তাঁর মনে উদিত হলো না, বরং এইমুহূর্তে অন্য একজনের জীবন ও নিরাপত্তা সম্পর্কে টুইড অনেক বেশী চিন্তিত। যাঁর জীবন ও নিরাপত্তার কথা ভেবে টুইডের এত দুশ্চিন্তা রাজনীতি কিন্তু তাঁর পেশা নয়, যদিও পেশার তাগিদে রাজনীতির ঘোলাজল তাঁকে প্রায়ই হাতড়ে বেড়াতে হয়। বলাবাহুল্য, সে ভদ্রলোকের নাম রবার্ট নিউম্যান—পেশায় যিনি সাংবাদিক।

টুইড জানেন না যে শুধু কর্ড ডিলন ও স্টিলমারই নয়, আরও একজন আমেরিকান কংকর্ড বিমানে চেপে লণ্ডনের দিকে পাড়ি জমিয়েছেন, আজকালের মধ্যেই এসে পৌঁছবেন তিনি। গভীর জলের মাছ এই আগন্তুক সম্পর্কে চব্বিশ ঘণ্টা বাদেই যে তাঁকে মাথা ঘামাতে হবে তা টুইড এখনও জানেন না।

'সুসংবাদ আছে আপনার জন্য', টুইড তাঁর কামরায় ঢুকতেই মণিকা মুখ টিপে হেসে মন্তব্যটা করল।

'তা সুসংবাদ যখন তখন সেটা বলেই ফ্যালো', টুইড র‍্যাকে তাঁর কোট আর টুপি টাঙ্গিয়ে চেয়ারে বসলেন।

'স্টিলমারের বৌ হেলেনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে ছুটে এসেছেন', মণিকা বলল। 'হাওয়ার্ড আজ অফিসে আসবেন না তাই ওঁর কামরাতেই হেলেনিকে বসিয়ে রেখেছি। এখন আপনি ওঁর কাছে ঘেঁষবার আগে একটু ঠিকঠাক হয়ে নিন।'

'তার মানে ?'

'মানে টাইটা টেনেটুনে নিন, চুলটা ভালো করে ব্রাশ করুন, একটা ভালো পারফিউম বের করে দিচ্ছি সেটা গায়ে স্প্রে করুন।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে মহিলা খুব রূপসী', টুইড বললেন, 'তা ওঁর কাছে গেলে কি আমার বুকের ধুকপুকুনি বাড়বে ?'

'একবার কাছে গিয়েই দেখুন না', মণিকা মুচকি হাসল, 'পুরুষ মানুষকে কি ভাবে ভেড়া বানাতে হয় সে বিদ্যে ওঁর ভালোই জানা আছে। হেলেনির ফাইল আপনার টেবিলেই রেখেছি, উনি নিজেও প্রেসিডেন্ট রেগনের খুব কাছের লোক।'

হেলেনি স্টিলমারের ফাইলের পাতায় চোখ রাখলেন টুইড। হেলেনির বয়স বছর বত্রিশের বেশী নয়, ছ বছর হলো তাঁর বিয়ে হয়েছে। বিয়ের আগে সরকারী দপ্তরে করাণীর চাকরী করতেন। প্রেসিডেন্ট রেগন মার্কিন নারীর চোখে আধুনিক ইওরোপের যাবতীয় রাজনৈতিক ঘটনার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন তাকে।

কিছুটা মণিকাকে খুশী করার উদ্দেশ্যেই টয়লেটে ঢুকে টুইড তাঁর সাজগোজ ঠিক করে নিলেন, মণিকার দেয়া পারফিউম সর্বাঙ্গে স্প্রে করে বুকের ভেতরে একরাশ চাপা উত্তেজনা নিয়ে দরজা ঠেলে ওপরওয়ালা হাওয়ার্ডের কামরায় ঢুকলেন তিনি।

মণিকা ঠিকই বলেছে, হেলেনি স্টিলমারের সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে টুইডের মনে হলো, পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিখুঁত রূপসী এই যুবতীর শরীরের গড়ন পাতলা ছিপছিপে, দাঁড়ানো আর চলাফেরার ভঙ্গি ঠিক চিতাবাঘের মতো, চশমার ফাঁক দিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে টুইড হেলেনির শরীরের কোথাও একটুকু চর্বি দেখতে পেলেন না।

'মিঃ টুইড', হেলেনি স্টিলমার বললেন, 'আপনার প্রশংসা আমার স্বামীর মুখ থেকে এত শুনেছি যা বলার নয়। মনে রাখবেন, ওঁর মন জয় করা কিন্তু খুব সোজা কাজ নয়।'

'ধন্যবাদ', টুইড বললেন, 'স্টিলমারের নিজের ব্যক্তিত্বও যে কোন লোককে মুগ্ধ করে। ম্যাডাম, আমার ওপরওয়ালা হাওয়ার্ড এই ঘরে বসেন। আপনার আর আমার সৌভাগ্য যে এই মুহূর্তে তিনি অফিসে নেই, আজ আসবেন এমন সম্ভাবনাও নেই। কেন জানি না, এ-ঘরে পা রাখলেই আমার ভীষণ খিদে পায়, সম্ভবতঃ আমার ওপরওয়ালা এক পয়লা নম্বরের নির্বোধ আর অপদার্থ বলেই। যাক, লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। হ্যারডের কাছেই খুব চমৎকার এক রেস্তোরাঁ আছে, নাম দ্য ক্যাপিটাল। চলুন আমার সঙ্গে আজ ওখানেই লাঞ্চ খাবেন। ওখানকার খাবার, পরিবেশ, মদ, সবই চমৎকার।

আপনার মতো একজন সুন্দরী মহিলাকে টেবিলে আমার মুখোমুখি বসে লাঞ্চ খেতে দেখলে ওখানকার খদ্দেররা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে দেখবেন।'

'বাঃ, টুইড, আপনি তো চমৎকার কথা বলতে পারেন', হেলেনি স্টিলমার একঝলক প্রশংসার চাউনি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার রসবোধ আছে তা মানতেই হবে, এমন লোকের সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া তো সৌভাগ্যের কথা।'

'ক্যাপিটালে সাতনম্বর টেবিলটা আমাদের দুজনের জন্য বুক করো', হাওয়ার্ডের টেবিলে রাখা ইণ্টারকমের বোতাম টিপে মণিকাকে নির্দেশ দিলেন টুইড।

'টুইড, আপনি আমার স্বামীকে কি করেছেন বলুন তো?' চশমার কাঁচের ওপর দিকে তাকিয়ে হেলেনি প্রশ্ন করলেন, 'উনি স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছেন।'

নাঃ, মণিকা দেখছি ঠিকই বলেছিল—টুইড আপন মনে বললেন, হেলেনির পাশে লাঞ্চ খেতে বসেছি, এতেই আমার গা গরম হয়ে উঠছে।

'আমার মনে হয় আপনার কর্তা ওঁর নিজের পথে এগোচ্ছেন', আড়চোখে হেলেনির দিকে তাকিয়ে টুইড মন্তব্য করলেন।

'তাই নাকি', হেলেনি আক্রমণের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'উনি এখানে আসবার পর আপনার সঙ্গে দেখা করেছেন তাহলে?'

'একবার অল্প কিছু সময়ের জন্য দেখা হয়েছিল।'

'আমাদের দুজনের মধ্যে লুকোছাপার কোনও ব্যাপার নেই', হেলেনি পোর্টে চুমুক দিয়ে বললেন।

'বাঃ, এতো চমৎকার সম্পর্ক", টুইড তারিফ করলেন।

'টুইড', হেলেনি মুচকি হেসে বললেন, 'আপনার সঙ্গে কথা বলা আর গাছের সঙ্গে কথা বলা দেখছি একই ব্যাপার।'

'এই তো ভুল করলেন, ম্যাডাম', টুইড বললেন, 'আপনার সঙ্গে অনেক কিছু আলোচনা করার ছিল। যাক, আপনি সরকারী কাজ করতে পছন্দ করেন, তাই না? সেই প্রসঙ্গে জানতে চাইছি, আপনি ঠিক কি ধরনের কাজ করেন বলুন তো? নাকি এটা এমনই গোপন ব্যাপার যা আপনার কর্তা মিঃ স্টিলমার ছাড়া আর কারও জানা চলবে না?'

'না, তেমন কিছু নয়', হেলেনি পাতলা কাঁচের গ্লাসে আলতো টোকা মেরে বললেন, 'আমি কি করি জানতে চান, তাই না? শুনুন, আমাদের রাষ্ট্রপতি মিঃ রেগন বিশ্বাস করেন যে কোনও ধরনের অভিমতকে যুক্তরাষ্ট্রের সবখানে ছড়িয়ে দেবার ক্ষেত্রে মেয়েদের এক বিশাল ভূমিকা আছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ইওরোপেও এই একই ব্যাপার ঘটছে। টুইড, আমার দেহে ইওরোপীয়ান রক্ত বইছে, আমার মা ছিলেন সুইডিস, বাবা ছিলেন আমেরিকান, আমার জন্ম হয়েছিল স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়। আর তাই রাষ্ট্রপতি রেগন মনে

করেন ইওরোপের মেয়েদের ভাবগতিক বুঝতে আমার জুড়ি নেই। মার্কিন সরকার কোনও নীতি অবলম্বন করলে ইওরোপের মেয়েমহলে তার কি প্রভাব পড়বে এ-সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি রেগনকে উপদেশ দেয়াই আমার কাজ।'

'তা তো বুঝলাম', টুইড বললেন, 'তা এবারে কোন কাজের দায়িত্ব নিয়ে আপনি লণ্ডনে এসেছেন?'

'যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান বিভিন্ন সরকারী নীতি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কি প্রভাব ফেলেছে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে গিয়ে তা খুঁটিয়ে দেখা', বলেই হেলেনি টুইডের দিকে তাকিয়ে আবার গা গরম করা হাসি হাসলেন, তাছাড়া ওয়াশিংটনে কিছুদিন ধরে একটি রহস্যময় চরিত্র নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে সরকারী মহলে, তাঁর সম্পর্কেও কিছু খোঁজখবর নেব ঐ সব দেশে। সেই রহস্যময় লোকটির নাম অ্যাডাম প্রোকেন।'

'বেশ', টুইড বললেন, 'তা ইনি পুরুষ না মহিলা?'

'নাম শুনে তো পুরুষ বলেই মনে হচ্ছে', হেলেনি মন্তব্য করলেন।

'অথবা ছদ্মনামের আড়ালে ইনি আসলে মহিলাও হতে পারেন', টুইড বললেন।

'আপনার ধারণা এটা আসলে ছদ্মনাম?' হেলেনি স্টিলমার অবাক হয়ে জানতে চাইলেন।

'ওয়াশিংটনে বা অন্য কোথাও অ্যাডাম প্রোকেন নামে কাউকে আপনি চেনেন?' কিছুটা পেশাদারী চড়া গলায় আচমকা প্রশ্ন করলেন টুইড।

'টুইড', হেলেনি গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন, 'এতদিন শুধু আমার দেশের সরকারী আমলাদের মুখে শুনেই এসেছি যে পেশাদার গুপ্তচর হিসেবে আপনার সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো লোক ইওরোপে কেউ আছে কিনা সন্দেহ, আজ নিজের চোখে আপনাকে দেখে বুঝলাম কথাটা মিথ্যে নয়। কি যেন বলছিলেন? না, অ্যাডাম প্রোকেন নামে কাউকে আমি চিনিনি বা দেখিনি। শুধু আমি একা নই, ও নাম আগে কেউ কখনও শোনে নি।'

'তাহলে ব্যাপার এটাই দাঁড়াচ্ছে যে অ্যাডাম প্রোকেন আসলে ছদ্মনাম বা সাংকেতিক নাম, যাই বলুন। আচ্ছা, এবার বলুন তো ইওরোপের কোন কোন অংশে আপনি যাবেন বলে স্থির করেছেন? ওয়াশিংটনে থাকতেই আপনি নিশ্চয়ই ঐ সব দেশের তালিকা তৈরী করেছেন?'

'বাঃ টুইড', হেলেনি আচমকা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বললেন, 'মেয়েদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণেও দেখছি আপনার জুড়ি মেলা ভার, অথচ আপনার চরিত্রের এই বিপজ্জনক দিকটি সম্পর্কে আগে থেকে কেউ আমায় হুঁশিয়ার করে দেয় নি।'

'আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দেন নি, হেলেনি', টুইড গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন।

'সুইডেনের এক গুরুত্বপূর্ণ নৌ-ঘাঁটির কাছে সুইডিস আর্কিপেলাগোর আশেপাশে সোভিয়েত নৌবাহিনীর একাধিক মিনি সাবমেরিণকে যে ইদানীং ভেসে উঠতে দেখা যাচ্ছে সে খবর নিশ্চয়ই আপনার অজানা নয় ?' হেলেনি টুইডের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'আমাদের সি আই এ পেণ্টাগণের ওপরওয়ালারা এও জানতে পেরেছেন যে সুইডিসরা রুশদের ওপর এত চটে উঠেছে যে আজকাল ওরা আর পারতপক্ষে তাদের সমর্থন করে না। এক কাজ করুন না, আমার সঙ্গে আপনিও চলে আসুন, অনেক খবর পেয়ে যাবেন।'

'আপনার সঙ্গে, কোথায় ?'

'আপাতত স্টকহম', হেলেনি স্টিলমার বললেন, 'আমি আগামীকালের ফ্লাইট ধরে রওনা হচ্ছি।'

'ব্যাপার কি ?' টুইড লাঞ্চ সেরে অফিসে ফিরতেই মণিকা মুখ তুলে শুধোলো, 'হেলেনি স্টিলমার কি গুণতুক করে এতক্ষণ আপনাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছিলেন ?'

'উনি আগামীকাল স্টকহম রওনা হচ্ছেন', টুইড বললেন, 'আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছেন।'

'তাহলে তো দেখছি আমি ঠিকই অনুমান করেছিলাম', বলে মণিকা খুব মন দিয়ে একটা ফাইলের পাতা ওল্টাতে লাগল। বাইরে এতক্ষণ ঝিরঝির করে সমানে বৃষ্টি পড়ছে. তার রেশ এখনও কাটেনি। টুইড তাঁর বর্ষাতিটা খুলতেই তা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ল ঘরের মেঝেতে পাতা পুরু কার্পেটের ওপর। বর্ষাতিটা র‍্যাকে ঝুলিয়ে টুইড তাঁর চেয়ারে বসলেন।

'না, তুমি কিছুই অনুমান করতে পারো নি, সোনা', মণিকার উদ্দেশ্যে টুইড বলে উঠলেন, 'নিছক ফষ্টিনষ্টি করার জন্য যে হেলেনি স্টিলমারকে লাঞ্চ খেতে আমি ডাকি নি তা বোঝার মতো বয়স আর অভিজ্ঞতা তোমার হয়েছে, কিন্তু ওঁকে লাঞ্চ খাওয়াতে গিয়ে মাঝখান থেকে আমার কাজ গেল বেড়ে। গোটা পশ্চিমী দুনিয়ার নজর এখন ইওরোপের একটি জায়গায় গিয়ে পড়েছে তার নাম স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া। সি আইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর কর্ড ডিলন আগেই কোপেনহেগেন গিয়ে পৌঁছেছেন, আজ লাঞ্চ খেতে গিয়ে শুনলাম হেলেনি স্টিলমার আগামীকাল রওনা হচ্ছেন স্টকহমে। এর ফলে দুজন ক্ষমতাবান কূটনীতিজ্ঞকে আমরা পাচ্ছি যাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন অ্যাডাম প্রোকেন হতে পারেন, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া হয়ে যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে পাড়ি জমাবেন।'

'অ্যাডাম প্রোকেন নিশ্চয়ই মেয়েমানুষ নন ?' মণিকা হঠাৎ মুখ তুলে মন্তব্য করল।

'হেলেনির স্বামী কে তা তো ভালোভাবেই জানো', টুইড বললেন, 'ওঁর পদমর্যাদাও তোমার অজানা নয়। সেদিক থেকে কত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হেলেনির মগজে রয়ে গেছে তা একবার ভেবে দেখেছো কি ?'

'আপনি মিছেই ভয় পাচ্ছেন', মণিকা আশ্বস্ত করার সুরে টুইডকে বলল, 'স্টিলমার নিশ্চয়ই ওঁর নিজের কাজকর্মের ব্যাপারে স্ত্রীর সঙ্গে কোনও আলোচনা করেন না।'

'অতটা নিশ্চিত হচ্ছ কি করে?' টুইড বললেন, 'হেলোনি যে ওঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তা ভুলে গেলে?'

'তাতে হলোটা কি?'

'আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে বেশীর ভাগ পুরুষমানুষ তাদের দ্বিতীয়পক্ষের বৌদের বিশ্বাস করে অনেক গোপন কথা বলে। আমেরিকানদের বেলাতেই এটা বেশীরভাগ ঘটে। ওরা বলে, এ হলো নতুন করে শুরু। তার ওপর হেলোনির রূপ আর আকর্ষণ দুটোই আছে, দরকার হলে স্বামীর পেট থেকে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উনি ঠিক বের করে নেবেন।'

'টুইড', মণিকা মুচকি হেসে মন্তব্য করল, 'আপনি একটি পয়লা নম্বরের বজ্জাত।'

'স্টিলমারের মতো হেলোনিরও কয়েকটা ফোটো তুলে আমাদের লোকদের কাছে পাঠিয়ে দেব', টুইড বললেন, 'ফ্রেডি তো এখন ব্যস্ত, হ্যারি বাটলারকে পাওয়া যাবে? হেলোনির ফোটো এমনভাবে তুলতে চাই যাতে উনি টের না পান।'

'এ সব কাজে হ্যারি বাটলার ফ্রেডির চাইতেও ওস্তাদ', মণিকা বলল।

'শোন', টুইড বললেন, 'স্টিলমার যাবার আগে আমায় বলেছিলেন যে উনি ডরচেস্টারে উঠেছেন, হেলোনি নিজেও ঐখানেই আছেন। ভাবছি গোলাপের একটা তোড়া ওঁর কাছে পাঠিয়ে দেব।'

'সঙ্গে চিঠিতে কি লিখবেন?' মণিকা জানতে চাইল, 'আমি তোমার প্রেমে পাগল?'

'ওপরওয়ালার সঙ্গে ইয়ার্কি মারার স্বভাবটা ছাড়ো', টুইড হঠাৎ গম্ভীর গলায় বললেন, 'শুধু লিখব 'যাত্রা শুভ হোক, টুইড।' কে ফুল পাঠিয়েছে তা জানতে হেলোনি নিশ্চয়ই তোড়াটা হাতড়াবেন, সেই ফাঁকে হ্যারি ওঁর কয়েকটা ফোটো পরপর তুলে নেবে, হেলোনি টেরও পাবেন না।'

'অভিনব পরিকল্পনা সন্দেহ নেই', মণিকা বলল, 'কিন্তু এই কৌশল আগে কখনও প্রয়োগ করা হয়েছে বলে মনে পড়ছে না।'

'হয়নি ঠিকই', এবার টুইড হাসলেন, 'আর সেইজন্যই তা অভিনব।'

হেলসিংকির সাউথ হারবার বন্দর।

বৃষ্টি থামতেই আকাশ আবার ভরে উঠল শরতের উজ্জ্বল রোদে। সিলজা ডকের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে বব নিউম্যান তার ভাইল্যাণ্ডার ক্যামেরায় সবার চোখ এড়িয়ে পর পর ফোটো তুলে যাচ্ছে, হঠাৎ দেখলে তাকে বিদেশী ট্যুরিস্ট ছাড়া আর কিছু বলে মনেই হবে না।

গিয়র্গ ওটস স্টিমারটি আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এস্তোনিয়ার দিকে রওনা হবে। বন্দরের ধারে লোহার একটা খুঁটির সঙ্গে স্টিমারটি দড়ি দিয়ে বাঁধা, একজন খালাসী হাত চালিয়ে দড়িটা খুলছিল হঠাৎ লায়লা কোথা থেকে এসে হাজির হলো সেখানে, খালাসীর পাশে এসে দিব্যি গল্পে মেতে উঠল সে তার সঙ্গে। খালাসী দড়ির শেষ ফাঁসটা খুলতেই লায়লা তার ডান কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের ভেতর থেকে কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট বের করে দিল তাকে আর সে সঙ্গে সঙ্গে সেটা চালান করে দিল তার মাথার ভেতরে। খালাসী গ্যাংওয়ে বেয়ে স্টিমারে উঠে পড়তেই লায়লা সরে এলো জলের ধার থেকে, বন্দরের সামনে ওয়াটারফ্রন্ট ধরে হাঁটতে শুরু করল সে সামনের দিকে, কিছুক্ষণ বাদে নিউম্যানও তার পিছু নিল।

'খবর যোগাড় করতে কি কি ঘুষ দিলে?' নিউম্যান লায়লার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল।

'কয়েকটা পপ মিউজিকের ক্যাসেট', লায়লা জবাব দিল, 'এক বাক্স হাভানা চুরুট আর দুই কার্টন আমেরিকান সিগারেট। তবে তাতে কাজ হবে বলে মনে হয় না।'

'লোকটা কি বলল তোমায়?'

'আপনি ঠিকই বলেছিলেন', লায়লা জানাল, 'যাত্রীরা জাহাজে ওঠার আগেই ওরা তাদের সম্পর্কে খুঁটিনাটি সবকিছু জেনে ফেলে, তাছাড়া গ্রুর একজন অফিসার সাদা পোশাকে যাত্রীদের মধ্যে থাকেন, সবাইকে খানাতল্লাসী করাই ওঁর কাজ।'

দুদিকের ফুটপাতে অসংখ্য পাইন গাছ, সুন্দর সুশ্রী যুবক-যুবতীরা জোড়ায় জোড়ায় হেঁটে বেড়াচ্ছে। সমুদ্রের দিক থেকে এক-এক ঝলক দমকা হাওয়া এসে ঝাপটা মারছে মুখে, সর্বাঙ্গে। হঠাৎ নিউম্যানের চোখে পড়ল রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে একটা বিশাল খাদ, কম করে সত্তর ফুট হবেই।

'হুঁশিয়ার!' লায়লা বলে উঠল, 'আর এক পা এগোলে এ-জীবনে আর দেখা হবে না। মদ খেয়ে অনেকে সন্ধ্যের পর এখান থেকে পা ফসকে নীচে পড়ে যায়, এমন অনেকগুলো ঘটনা হালে ঘটেছে।'

'আপনার হেলেনির ফোটোর প্রিন্টগুলো তৈরী হয়েছে', মণিকা নিরাসক্ত গলায় বলে উঠল, 'এখন ওগুলো পাঠিয়ে দিতে পারেন।'

'বাঃ, চমৎকার!' টুইড বললেন, 'তাহলে এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতো নিজেই কুরিয়ারের হাত দিয়ে ওগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করো।'

মণিকা একটা বড় খাম টুইডের সামনে রাখল। খাম খুলে হেলেনির একটি পোস্টকার্ড সাইজ রঙীন ফোটো বের করে চোখের সামনে তুলে ধরলেন টুইড, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকবার দেখলেন খুঁটিয়ে তারপর ড্রয়ার খুলে ভেতরে রেখে দিলেন।

'ওখানে না রেখে ওটা আমায় দিন না', মণিকা রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারল না, 'আমি দামী ফ্রেমে বাঁধিয়ে এনে দিতাম।'

'ইয়ার্কি না মেরে ফোটোর প্রিণ্টগুলো এক্ষণি পাঠিয়ে দাও!' টুইড কড়া গলায় ধমক দিলেন, 'হেলেনি আগামীকাল স্টকহমে রওনা হচ্ছে, আমি চাই উনি পৌঁছোবার আগেই ফোটোগুলো আমাদের লোকেরা পেয়ে যাক। আর্লাণ্ডা এয়ারপোর্টে একজন লোক হাজির থাকবে, আমাদের কুরিয়ারের হাত থেকে সে ঐ প্রিণ্টগুলো নেবে, তাকে যাচাই করার পাসওয়ার্ড—গোল্ডেন গার্ল।

'হেলেনির ফোটোর প্রিণ্টগুলো কাদের দেবেন?' মণিকা জানতে চাইল।

'এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি, উপকূলরক্ষী, স্টকহম পুলিশ', টুইড বললেন, 'আর সুইডিস গোয়েন্দা পুলিশ স্যাপোর সবাইকে।' কথা শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন টুইড, দেয়ালে টাঙ্গানো বিশাল ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

'ওখানে কি দেখছেন?' মণিকা জানতে চাইল।

'সুইডেনের পূর্বদিকের উপকূল বরাবর কর্ড ডিলন একটা দাগ দিয়েছিলেন তাঁর ফেল্ট পেন দিয়ে', টুইড বললেন, 'আমি সেই দাগটা দেখছি।'

'কি আছে ঐ দাগে?'

'এই দাগটা একটা গণ্ডী', টুইড বললেন, 'হেলেনি এই গণ্ডী পেরোতে গেলেই গ্রেপ্তার হবেন। ড্রাগ বা হেরোইন পাচার অথবা গুপ্তচরবৃত্তির মিথ্যে কোনও অভিযোগ রুশেরা আনবে ওঁর বিরুদ্ধে।'

'নাঃ। আপনি সত্যিই নির্মম', বলে মণিকা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'দয়ামায়া বলে কোনও বস্তু আপনার ভেতরে নেই।'

সুইডেন ও ডেনমার্কের মধ্যবর্তী সমুদ্রপথ ধরে এগিয়ে চলেছে এস্তোনিয়ার মাছধরা জাহাজ সারেমা, আপাততঃ তার গন্তব্যস্থল ওরেসুন্দ প্রণালী।

জাহাজের অয়্যারলেস রুমে বসে অপারেটর আধুনিক বেতার-যন্ত্রে দ্রুত একটি সংকেত পাঠাচ্ছিল। আচমকা বাতাসের ঝাপটায় ঘরের বন্ধ দরজা খুলে যেতেই অপারেটর মুখ তুলে তাকাল, সে দেখতে পেলো জাহাজের ক্যাপটেন ওলাফ প্রি পাথরের মূর্তির মতো বাইরে দাঁড়িয়ে, একদৃষ্টে তিনি তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

'ওটা এইমাত্র পাঠিয়ে দিলাম স্যার,' রীতি অনুযায়ী স্যালুট করে অপারেটর জানাল।

'ধন্যবাদ,' পাল্টা স্যালুট করে ক্যাপটেন প্রি সরে এলেন সেখান থেকে, ব্রীমের ওপর এসে দাঁড়ালেন তিনি, এখান থেকেই জাহাজের গতিবেগ পরিচালনা করেন তিনি।

'স্টিয়ার নাইনটি ডিগ্রী!' পাইপের মুখ খুলে নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন প্রি, 'ফুল স্পীড অ্যাহেড!'

'আই, আই স্যার !' ওপাশ থেকে কর্তব্যরত থার্ড অফিসার জানান দিলেন।

হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ কানে ভেসে আসতেই মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকালেন ক্যাপটেন প্রি, দেখলেন একটি ড্যানিশ প্লেন পাক খাচ্ছে তাঁর মাথার ওপর, মনে হচ্ছে জাহাজের ওপর নজর রাখাই তার উদ্দেশ্য। মিনিটখানেক ঐভাবে পাক খাবার পর প্লেনটা চলে গেল কাসট্রুপ এয়ারপোর্টের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে গম্ভীরমুখে হাসলেন ক্যাপটেন প্রি, তারপর মাইকে জাহাজের গতি আরও বাড়ানোর নির্দেশ দিলেন।

মাছধরা জাহাজ সারেমার অয়্যারলেস অপারেটর অত্যন্ত দ্রুতবেগে খবর পাঠানো সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডের চেল্টেনহ্যামে অবস্থিত বিশেষ বেতার যন্ত্রে খবরটি ঠিকই ধরা পড়ে গেল। আরও ঘণ্টাখানেক বাদে ঐ খবর পাঠানো সংক্রান্ত একটি বিবরণ পৌঁছে গেল ব্রিটিশ সামরিক গুপ্তচর বিভাগের বড়কর্তা টুইডের টেবিলে। আরও কিছুক্ষণ বাদে ডেনমার্কে অবস্থিত ন্যাটোর গোয়েন্দা দপ্তর থেকে পাঠানো একটি রিপোর্ট পেলেন টুইড, সারেমা নামে এস্তোনিয়ার মাছধরা জাহাজটি কোনদিকে যাচ্ছে, কি তার গতিবেগ, এ সবের উল্লেখ ছিল ঐ রিপোর্টে। তাতে এও উল্লেখ করা ছিল যে, ঐ জাহাজ থেকে পাঠানো অয়্যারলেস মেসেজটির মর্মোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। মেসেজটি কোথায় পাঠানো হচ্ছে জানতে পারলে টুইড সত্যিই আশ্চর্য হতেন, যাঁর কাছে পাঠানো হচ্ছে তার নাম জানতে পারলে তাঁর বিস্ময় নিশ্চয়ই সীমা ছাড়িয়ে যেত।

কিন্তু টুইড জানতেও পারলেন না যে মেসেজটি পাঠানো হয়েছে তালিনে এবং যাঁর কাছে পাঠানো হয়েছে তিনি কর্ণেল আন্দ্রেই কার্লভ স্বয়ং।

ঠিক এক ঘণ্টা বাদে মণিকা তার কাজ সেরে ডরচেস্টার হোটেল থেকে ফিরে এলো অফিসে। বাইরের ঝিরঝিরে বৃষ্টি এখনও ধরেনি, মণিকা কামরায় পা দিয়ে প্রথমেই তাব মাথা থেকে ভেজা স্কার্ফ খুলে ফেলল, ভেজা বর্ষাতিটা দেয়ালের হুকে ঝুলিয়ে দিল সে। টুইড তাকিয়ে দেখতে লাগলেন তাঁর সহকারিণীকে, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করলেন না।

'আপনি নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে, স্টিলমার আর ওঁর বৌ হেলেনি দুজনে একসঙ্গেই প্লেনে চেপে এখানে এসেছেন, তাই না ?' মণিকাই প্রথমে নিস্তব্ধতা ভাঙল।

'হ্যাঁ, তাই।'

'আপনার ধারণা ভুল,' মণিকা এমনভাবে কথাটা বলল যেন দারুণ একটা তথ্য আবিষ্কার করেছে, 'হেলেনি আগে লণ্ডনে এসেছিলেন, পরদিন এসে পৌঁছোন স্টিলমার নিজে।'

'বেশ, বলে যাও,' নিরুত্তাপ গলায় বললেন টুইড।

'আমি এও জানতে পেরেছি,' মণিকা বলতে লাগল, 'যে হেলেনি স্টিলমার আজকের বেলাও একটি ফ্লাইটে সম্ভবত রওনা হচ্ছেন। এটা ডিরেক্ট ফ্লাইট, অর্থাৎ যে প্লেনে চেপে তিনি রওনা হবেন তা মাঝপথে কোথাও থামবে না।'

'এ বস্তাপচা পুরোনো বাসি খবর,' টুইড বললেন, 'আসলে ওঁর স্টকহম রওনা হবার খবরটা আমিই তোমায় জানিয়েছিলাম, আর এও জানিয়েছিলাম যে উনি আমায় ওঁর সঙ্গী করতে চেয়েছিলেন।'

'গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য গোপন করার উদ্দেশ্যে মেয়েরা অনেক সময় পুরুষদের কাছে নানারকম উল্টোপাল্টা আর আজেবাজে কথা বলতে বাধ্য হয়,' মণিকা কেমন মরীয়া হয়ে জবাব দিল, 'যাক, আজ বেলা এগারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে হেলেনির প্লেন উড়েছে, উনি এখন মাঝপথে। ওঁকে হাতেনাতে ধরতে হলে আপনাকে জলদি বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'ঐ ফ্লাইটটা আর্লাণ্ডায় পৌঁছোবে ক'টায় ?' টুইড জানতে চাইলেন।

'বিকেল সাড়ে তিনটেয়,' মণিকা জবাব দিল, 'লোক্যাল সুইডিশ টাইম। সুইডেনের সময় আমাদের চাইতে এক ঘণ্টা এগিয়ে থাকে।'

'তাহলে আমি হয়ত সময়মতোই পৌঁছোতে পারব.' বলে টুইড টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন।

স্টকহম থেকে চল্লিশ মাইল উত্তরে উপ্‌সালা শহরে আন্তর্জাতিক ভূকম্পন কেন্দ্রটি অবস্থিত। শহরের বাইরে এক বিশাল বহুতল বাড়ির একতলার অ্যাপার্টমেন্টে এবার কাহিনীর যবনিকা উঠল। এই অ্যাপার্টমেন্টে থাকে অল্পবয়সী এক যুবতী, নাম ইনগ্রিড মেলিন। ইনগ্রিড তাম্রকেশী, তার বয়স মাত্র বত্রিশ, লম্বায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। ইন-গ্রিডের দুবার বিয়ে হয়েছিল কিন্তু একটি বিয়েও টেকেনি। স্টকহমে ইনগ্রিডের একটি ফোটোকপি সার্ভিসের ব্যবসা আছে, এক বান্ধবীর সঙ্গে ঐ কারবার চালায় সে। বাথরুমে স্নান করছিল ইনগ্রিড এমন সময় তার কানে এলো টেলিফোন বাজছে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ভেজা গায়েই সে ছুটে এলো শোবার ঘরে, রিসিভার তুলে বলস, 'ইনগ্রিড মেলিন।'

'আমি টুইড বলছি,' উল্টোদিক থেকে পুরুষ-কণ্ঠ ভেসে এলো, 'কেমন আছো ?'

'চমৎকার ! এবার আপনার কথা বলুন, আমায় কি করতে হবে ?'

'কাজটা খুব জরুরী। আজ বিকেল সাড়ে তিনটেয় লণ্ডন থেকে একটা সরাসরি ফ্লাইট পৌঁছোচ্ছে আর্লাণ্ডায়, ঐ প্লেনে এক আমেরিকান যুবতী আছে, নাম হেলেনি স্টিলমার।' এইটুকু বলে টুইড হেলেনির চেহারার বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে দিলেন, তারপর বললেন, 'আর্লাণ্ডায় সময়মতো পৌঁছে ওর পিছু নিতে পারবে ?'

'নিশ্চয়ই কেন পারবো না ?' ইনগ্রিড বলল, 'আমি সময় থাকতে ট্যাক্সিতে চেপে সোজা এয়ারপোর্টে রওনা হব।'

'ব্যাঙ্কে তোমার অ্যাকাউণ্টে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি,' টুইড বললেন, 'তা থেকে যা দরকার খরচ কোরো, পরে আরও পাঠাবো। ঐ যুবতী কোথায় যান, কার সঙ্গে দেখা করেন এসব আমার জানা দরকার। আরেকটা কথা, উনি যদি ফিনল্যাণ্ডে যাবার জন্য

জাহাজ বা প্লেনের টিকেট কাটেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমায় খবর দেবে। আমি অফিসে না থাকলে মণিকাকে জানাবে।'

'নিশ্চিন্তে থাকুন,' ইনগ্রিড বলল, 'আপনার কাজ আমি ঠিকঠাক করে রাখব। তা আপনি স্টকহমে কবে আসবেন, টুইড ? কতদিন হয়ে গেল আপনাকে দেখিনি!'

'হাতে এখন প্রচুর কাজ,' টুইড বললেন, 'তাই ইচ্ছে থাকলেও কবে যেতে পারব তা এইমুহূর্তে বলতে পারছি না।'

'আমি আপনার অপেক্ষায় রইলাম, এখন রাখছি তাহলে। এক্ষণি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরে এয়ারপোর্টে রওনা হব।'

'ইনগ্রিড, খুব হুঁশিয়ার!'

'আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, বিদায়।'

'আপনি নিজেই বলেন যে মেয়েদের যদি সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করা যায় তাহলে পুরুষদের চাইতে অনেক বেশী বিশ্বস্ততার প্রমাণ তারা দেয়,' টুইড রিসিভার নামিয়ে রাখতেই মণিকা বলে উঠল, 'আপনি এত নিষ্ঠুর কেন, বলুন তো?'

'কেন,' টুইড অবাক হলেন, 'আমার নিষ্ঠুরতা কোথায় দেখলে?'

'ইনগ্রিড বেচারীকে বলে দিলেই পারতেন কবে নাগাদ স্টকহম যাবেন, ও তো আশা করে আছে আপনাকে দেখবে বলে।'

'তুমি খুব ভালোভাবেই জানো মণিকা যে নিজের গতিবিধি গোপন রাখতেই কবে কখন কোথায় যাব তা আগে থেকে কাউকে জানাতে পারি না আমি।'

'ইনগ্রিড মেয়েটা নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে খুবই সচেতন,' মণিকা বলল।

'ইনগ্রিড খুব ভালো মেয়ে।'

'টুইড,' মণিকা বলল, 'ওর কোনও ক্ষতি হলে আমি আপনাকে ঠিক ছিঁড়ে খেয়ে ফেলব বলে রাখছি।'

টুইড কিছুটা অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকালেন মণিকার দিকে, এতদিন মণিকা তাঁর অধীনে কাজ করছে অথচ এই ধরনের কোনও মন্তব্য আগে তার মুখ থেকে কখনও শোনেননি টুইড। মণিকার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই এক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন টুইড।

'মণিকা', টুইড বললেন, 'যে কোন দিন যে কোন সময় আমি কিন্তু স্টকহম রওনা হতে পারি, কাজেই সেইভাবে আমার সব বন্দোবস্ত ঠিক রেখো।'

পরদিন সকালবেলা। ওপরওয়ালা হাওয়ার্ড এসে ঢুকলেন টুইডের কামরায়। মুখোমুখি চেয়ারে বসে তিনি বললেন, 'বুঝতে পারছি না অ্যাডাম প্রোকেন নামে এক রহস্যময় ব্যক্তিকে নিয়ে আপনারা সবাই এত মাতামাতি শুরু করেছেন কেন? আরও একটা ব্যাপার

দেখে আমি অবাক হচ্ছি যে এ-ব্যাপারে আপনারা কেউই আমার কাছে মুখ খুলতে চাইছেন না। এর কারণ কি?'

কথা শেষ করে হাওয়ার্ড দাঁত দিয়ে নিজের ডান হাতের নখ একমনে কাটতে লাগল। টুইড তাঁর ওপরওয়ালার কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন একমনে।

'ঠিক আছে,' হাওয়ার্ড বলল, 'বলতে না চাইলে বলবেন না। ও, হ্যাঁ, ভালো কথা, যুক্তরাষ্ট্রের সেনাধ্যক্ষ জেনারেল পল ডেক্সটার আজ সকালের ফ্লাইটে এসে হাজির হয়েছেন ইস্ট অ্যাংলিয়ায়।'

'কোন কম্মে এসেছেন উনি?' এতক্ষণ বাদে টুইড মুখ খুললেন।

'ডেনমার্ক আর নরওয়ের ন্যাটো ইউনিটগুলো একবার নিয়মমাফিক পরীক্ষায় যাবেন, তবে তার আগে জেনারেল ডেক্সটার একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আজ সকাল এগারোটায় প্রতিরক্ষা দপ্তরে কর্ণেল ল্যানিয়নের অফিসে চলে যাবেন, জেনারেল সেখানেই আপনার জন্য অপেক্ষা করবেন। দেখবেন, দেরী করবেন না যেন, ডেক্সটার পুরোপুরি মিলিটারীম্যান, সময় মেনে চলেন।'

'সদুপদেশের জন্য অশেষ ধন্যবাদ,' হাত নেড়ে টুইড এবার ওপরওয়ালাকে চুপ করতে বললেন, 'এবার আপনি আপনার কাজে যান, আমাকে আমার কাজ করতে দিন।'

টুইডকে আর ঘাঁটানো ঠিক হবে না বুঝতে পেরে হাওয়ার্ড চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, কোনও কথা না বলে সে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

'কি হলো,' হাওয়ার্ড চলে যেতেই মণিকা টুইডের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল 'চোখ-মুখ ওরকম দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ নয় তো?'

'শরীর নয়,' টুইড নাক কুঁচকে বললেন, 'সাতসকালে এক খারাপ খবর শুনিয়ে হাওয়ার্ড আমার মেজাজটাই বিগড়ে দিলেন।

'খারাপ খবর?'

'নিজের কানেই তো শুনলে,' টুইড বিরক্তি সহকারে বললেন, 'আবার একজন আমেরিকান এসে হাজির হয়েছে, যে সে লোক নয়, খোদ জেনারেল, যুক্তরাষ্ট্রের সেনাধ্যক্ষ। কে জানে, ইনিই অ্যাডাম প্রোকেন কিনা। ব্যাপারটা দিনে দিনে খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠছে তাতে সন্দেহ নেই, আবার স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া নিয়ে আমায় চিন্তা ভাবনা করতে হবে।'

কাঁটায় কাঁটায় সকাল এগারোটায় টুইড এসে হাজির হলেন প্রতিরক্ষা দপ্তরে। তাঁর পরিচয় এবং আসার উদ্দেশ্য জানবার পর একজন মেজর তাঁকে নিয়ে এলেন সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কর্ণেল ল্যানিয়নের কামরায়। কিন্তু কামরায় ঢোকার পর টুইড আশেপাশে তাকিয়ে কর্ণেল ল্যানিয়নকে দেখতে পেলেন না—সঙ্গী মেজরটি টুইডকে

এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন কর্ণেল ল্যানিয়নের টেবিলের সামনে। কর্ণেল ল্যানিয়নের চেয়ারে বসেছিলেন এক আমেরিকান ভদ্রলোক বয়স যাঁর পঞ্চাশ থেকে বাহান্নর ভেতরে। ভদ্রলোকের পরণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম। তাঁর কাঁধের পদমর্যাদাসূচক পেতলের বিল্লা দেখে টুইড বুঝলেন ইনি জেনারেল র‍্যাংকের একজন অফিসার।

'মিঃ টুইড,' সঙ্গী মেজরটি সেই আমেরিকান অফিসারটিকে ইশারায় দেখিয়ে বললেন, 'ইনি জেনারেল পল ডেক্সটার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাধ্যক্ষ। উনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে খুব আগ্রহী।'

পরিচয় পর্ব শেষ করে ব্রিটিশ মেজরটি গোড়ালি ঠুকে জেনারেল ডেক্সটারকে সামরিক রীতি অনুযায়ী স্যালিউট করলেন তারপর দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

'আপনি এসেছেন দেখে আমি সত্যিই খুব খুশী হয়েছি, মিঃ টুইড,' জেনারেল পল ডেক্সটার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে টুইডের সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং তাঁর মুখোমুখি চেয়ারে ইশারায় বসতে বললেন তাঁকে।

'বলুন জেনারেল,' টুইড বললেন, 'কি করতে পারি আপনার জন্য?'

'হাতবোমায় একটা পিন আঁটা থাকে জানেন নিশ্চয়ই,' জেনারেল ডেক্সটার বললেন, 'যেটা টেনে খুলে ফেলার পাঁচ-সাত সেকেণ্ডের মধ্যে বোমাটা ফেটে যায়? ঐ রকম একটা হাতবোমার পিন খুলে ওরা বোমাটা তুলে দিয়েছে আপনার হাতে, অন্ততঃ এই অ্যাডাম প্রোকেন রহস্য সম্পর্কে আমার নিজের তাই ধারণা।'

'ঠিক বলেছেন জেনারেল,' টুইড ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, 'এ-বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।'

'আপনার কাছে লুকোব না টুইড,' জেনারেল বললেন, 'আমাদের একজন উঁচুদরের কূটনীতিক সীমান্ত পেরিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে ঢুকে সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে যাচ্ছেন একথা জানাজানি হবার পর পেণ্টাগনের বড়-কর্তাদের চোখ থেকে রাতের ঘুম বিদায় নিয়েছে, প্রেসিডেণ্ট রেগন নিজেও খুব ঘাবড়ে গেছেন এ-ব্যাপারে। ঘটনাটা শেষপর্যন্ত ঘটে গেলে একটা নিদারুণ বিপর্যয় হতে পারে তা কারও অজানা নয়। নভেম্বর মাসে আবার নির্বাচন হবে, প্রেসিডেণ্ট রেগন তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, আর এই মুহূর্তে যদি সত্যিই এমন কিছু ঘটে তাহলে তার পরিণতি কি দাঁড়াবে তা ভাবতে পারেন? টুইড, বলুন এই অ্যাডাম প্রোকেন লোকটা কে? আমার আর আপনার মধ্যে এই কথা-বার্তা গোপন থাকবে কথা দিচ্ছি।'

মার্কিন সেনাধ্যক্ষের আশ্বাস শুনে টুইড ইতস্ততঃ করলেন, বলার মতো কিছু সেই-মুহূর্তে খুঁজে পেলেন না তিনি। জেনারেল ডেক্সটার তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন টুইডের দিকে। দেহ আর মন, দুদিক থেকেই যে প্রৌঢ় সেনানীটি অসীম বলশালী সে-বিষয়ে টুইডের মনে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। জেনারেল ডেক্সটারের কপাল খুব চওড়া,

মাথায় পাতলা হয়ে আসা বাদামী চুল সযত্নে ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো, খাড়া নাক আর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিসম্পন্ন দুটি চোখ প্রখর ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করছে।

'আমি সত্যিই দুঃখিত, জেনারেল,' টুইড স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'অ্যাডাম প্রোকেন লোকটা আসলে কে সে-সম্পর্কে কোনও ধারণাই আমার নেই।'

'একথা বললেই আমি মানব কেন,' জেনারেল ডেক্সটার চাপা হেসে বললেন, 'আপনার মতো লোকের মাথায় কত রকম চিন্তাভাবনা দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমনও তো হতে পারে যে আপনি কাউকে অ্যাডাম প্রোকেন বলে সন্দেহ করেন। টুইড, আপনি কিরকম কৃতিৎকর্মা লোক তা আমার জানতে বাকি নেই, ভুলে যাবেন না দুনিয়ার সেরা গুপ্তচরদের ওপর আমাকেও খবরদারী করতে হয় আর সেই সূত্রে জেনেছি যে আপনি হালে কোনও বিশেষ কাজে পশ্চিম ইউরোপে গিয়েছিলেন। ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, ওশিয়ানিয়া, দুই আমেরিকা, আপনার গুপ্তচরেরা কোথায় নেই, টুইড? নিন, এবার আমার প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে দিন।'

'এতো করে যখন বলছেন তখন একটা উত্তর আমি দিচ্ছি,' টুইড বললেন, কিন্তু এটা পুরোপুরি আমার ব্যক্তিগত ধারণা তা আগেই বলে রাখছি, এর পেছনে খবর বা তথ্যের সমর্থন নেই। শুনুন জেনারেল, অ্যাডাম প্রোকেন নিজে যখন আমেরিকান তখন এটা সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে সে ইউরোপের ভেতর দিয়েই সোভিয়েত ইউনিয়নে ঢুকবে। আর এখন যে হাওয়া বইছে ইউরোপে তাতে এ-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় যে অ্যাডাম প্রোকেন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া পেরিয়ে ঢুকবে সোভিয়েত ইউনিয়নে।'

'তাহলে অ্যাডাম প্রোকেন বলে আপনি যাদের সন্দেহ করছেন তাদের তালিকায় আমার নামও যুক্ত হলো, তাই না?' ভাবলেশহীন চোখে টুইডের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন জেনারেল ডেক্সটার।

'জেনারেল,' টুইড একইরকম স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'ওয়াশিংটনের বেশ কিছু হোমরা-চোমরা লোক ইউরোপের পথে পাড়ি জমিয়েছেন, রওনা হবার আগে তাঁরা এখানেও এসেছিলেন।'

'বুঝেছি,' ডেক্সটার বললেন, 'আপনি কর্ড ডিলন আর স্টিলমারের কথা বলতে চাইছেন।'

'শুধু ওঁরাই নয়, জেনারেল,' টুইড বললেন, 'আপনি হেলেনি স্টিলমারকে বাদ দিচ্ছেন।'

'হেলেনি স্টিলমার? টুইড, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? হেলেনি সর্বার্থে মেয়েমানুষ। প্রেসিডেন্ট রেগনের উপদেষ্টার পদ পাবার আগে হেলেনি ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর পেন্টাগনের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতি সম্পর্কে ওঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, সেদিক থেকে হেলেনির যথেষ্ট যোগ্যতা আছে। তাছাড়া অ্যাডাম প্রোকেন তো পুরুষ, হেলেনি স্টিলমার আর যাই হোন অ্যাডাম প্রোকেন নন।'

'অত নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে ?' টুইড বললেন, 'অ্যাডাম প্রোকেন তো সাঙ্কেতিক নাম বা ছদ্ম নামও হতে পারে। সেদিক থেকে পুরুষের নাম ব্যবহার করাটাই সবচাইতে নিরাপদ।'

'টুইড, আপনি কাউকেই বিশ্বাস করেন না, তাই না ?'

'তা বলতে পারেন। এবার আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন জেনারেল আপনি কি করতে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া যাচ্ছেন ?'

সরাসরি এই প্রশ্ন টুইডের কাছ থেকে মোটেই আশা করেননি জেনারেল ডেক্সটার, এবার তাই তিনি দ্বিধায় পড়লেন।

'টুইড,' জেনারেল ডেক্সটার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ভেবেছিলাম আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেবো না কিন্তু পরক্ষণেই এও মনে হলো যে আমি না বললেও আপনি ঠিক উত্তরটা জেনে নেবেন আপনার চ্যালা-চামুণ্ডাদের কাছ থেকে। শুনুন টুইড, সরকারীভাবে আমি ডেনমার্ক আর নরওয়েতে অবস্থিত ন্যাটো বাহিনীগুলোকে পরীক্ষা করব। আমি একা যাবো না, ন্যাটো চুক্তিভুক্ত বিভিন্ন দেশের কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারও আমার সঙ্গী হবেন, আমরা খুব গোপনে সুইডেনে পৌঁছোব। স্টকহমের বাইরে জ্যাকবস-বার্গ নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে এক গোপন এয়ারফিল্ডে আমাদের প্লেন নামবে, আমি আর আমার সঙ্গীদের সবারই পরণে থাকবে সাদা পোশাক, সামরিক ইউনিফর্ম নয়।'

'জেনারেল' টুইড গলা নামিয়ে বললেন, 'সুইডিশ সরকার আপনাদের এই পরি-কল্পনায় রাজী হয়েছে এটাই আমার কাছে আশ্চর্যের বিষয়। আপনাদের সুইডেনে পৌঁছোনোর খবর সোভিয়েত ইউনিয়ন জানতে পারলে কিন্তু ফল খুব খারাপ দাঁড়াবে তা মনে রাখবেন।'

'জানি টুইড,' জেনারেল ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন, 'আর তাই আমাদের সরকার আমার এই সফর এখনও গোপন রেখেছেন। জেনে রাখুন, আমার একজন ডাবল আছে যাকে হুবহু আমার মতো দেখতে, হঠাৎ দেখলে আপনি নিজেই চমকে যাবেন এমনকি আমার স্ত্রীও সন্দেহ করতে পারবে না। আমি যে সময় জ্যাকবসবার্গে সুইডিশ সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত থাকব সেই সময় আমার ঐ ডাবল আমারই ইউনিফর্ম গায়ে চাপিয়ে নরওয়ে আর ডেনমার্কে অবস্থিত ন্যাটো সেনাবাহিনীগুলোর কুচকাওয়াজ দেখবে তাদের গার্ড অফ অনারও নেবে। বেড়াল যে-রকম দূর থেকে ইঁদুরের গতিবিধির ওপর নজর রাখে, রুশেরা ঠিক সেইভাবে নজর রাখবে আমার গতিবিধির ওপর, আমার ডাবল তাদের চোখে ধুলো দেবে। রুশ নৌবাহিনীকে আর্কিপেলাগোতে তাদের মিনি সাবমেরিনগুলোর মহড়া চালাবার অনুমতি দিয়ে সুইডিশ সরকার মারাত্মক ভুল করেছে, ওরা খুব ঘাবড়ে গেছে…'

'হতে পারে,' টুইড বললেন, 'কিন্তু সুইডেন ন্যাটোতে যোগ দেবে না।'

'ওরা ন্যাটোতে যোগ দিক তা আমরাও চাই না,' জেনারেল ডেক্সটার বললেন,

'সুইডিশরা বরাবরই নিরপেক্ষ থাকার পক্ষপাতী, রুশ নৌবাহিনী যা করেছে এটা পুরো-পুরি তাদের নিজেদের ব্যাপার। আমার সঙ্গে নৌবাহিনীর একজন অফিসারও যাচ্ছেন যিনি সাবমেরিন যুদ্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। রুশ মিনি সাবমেরিনগুলোকে কিভাবে জলের ওপর নিয়ে আসতে হবে সে-ব্যাপারে উনি হয়ত সুইডিশ সরকারকে কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারেন, এছাড়া কিছু গোপন খবরও আশা করি সুইডিশ সরকারের কাছ থেকে পাব আমরা।'

'আপনারা কবে নাগাদ রওনা হচ্ছেন, জেনারেল ?'

'আগামী সপ্তাহে, নয়ত তার পরের সপ্তাহে। আচ্ছা, টুইড, আপনার নিজের কি মনে হয় ? অ্যাডাম প্রোকেন নামে সত্যিই কেউ আছে বলে বিশ্বাস করেন আপনি ?'

'আপনি নিজে বিশ্বাস করেন না ?'

'লোকটার চেহারার কোনও বিবরণ বা ফোটো আজ পর্যন্ত আমার হাতে আসেনি, টুইড,' জেনারেল ডেক্সটার বললেন, 'শুধু গাদা গাদা রিপোর্ট পেয়েছি তাই আপনাকে প্রশ্নটা করলাম।'

'এদিক থেকে আপনি যেখানে আমিও সেখানে, জেনারেল,' টুইড বললেন, 'তবে আশা করছি আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রোকেনের চেহারার কোনও বিবরণ আমার হাতে এসে পৌঁছোবে।'

'আপনি সেক্ষেত্রে খবরটা আমাদের জানাবেন তো ?'

'তার দরকার হবে না, জেনারেল,' টুইড বললেন, 'ঐ খবর আমার হাতে এসে পৌঁছোবার আগেই চলে যাবে আপনাদের দপ্তরে।'

'ধন্যবাদ টুইড, আপনি আমার সঙ্গে সত্যিই দেখা করতে এসেছেন বলে,' জেনারেল ডেক্সটার টুইডের সঙ্গে করমর্দন করে হাত তুলে এবার বিদায় জানালেন তাঁকে, 'আশা করি শীগগিরই আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে।'

টুইড ঘুরে দাঁড়াতেই ঘরের দরজা আপনা থেকে খুলে গেল। মার্কিন সেনাবাহিনীর যে মেজর তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তিনিই টুইডকে আবার বাইরে নিয়ে এলেন, পেছন থেকে টুইডের দিকে তাকিয়ে জেনারেল ডেক্সটার একবার মুখ টিপে হাসলেন। জেনারেল ডেক্সটার একজন সাদাসিধে সরলমনা উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী টুইড তা জানেন, তাঁর ভেতর উচ্চাশা পূরণের কোনরকম ঘোরপ্যাঁচ নেই তাও টুইডের অজানা নয়। এইসব কারণেই জেনারেল পল ডেক্সটার সম্পর্কে পুরোপুরি সন্দিহান নন টুইড। তবে তাঁর ধারণায়, বাকি দুজন হোমরা-চোমরা আমেরিকানের চাইতে জেনারেল পল ডেক্সটার অনেক বেশী নিরাপদ।

'ড্যানিশ গোয়েন্দা দপ্তর থেকে এইমাত্র একটা সঙ্কেত এসে পৌঁছেছে,' টুইড তাঁর অফিসে ঢুকতেই মণিকা বলে উঠল।

'বলে ফ্যালো,' টুইড তাঁর কোট খুলতে খুলতে বললেন।

'কর্ড ডিলন প্লেনে চেপে স্টকহম রওনা হয়েছেন,' মণিকা বলল, 'একটু আগে ওঁর প্লেন কোপেনহেগেন ছেড়ে আকাশে ডানা মেলেছে। তবে এবার উনি ছদ্মনাম নিয়েছেন, সে নাম হলো অ্যালফ্রেড মেয়ার।'

'স্যাপোর গুনার হর্ণবার্গকে এক্ষণি হুঁশিয়ার করে দাও,' টুইড মণিকাকে নির্দেশ দিলেন, 'কর্ড ডিলনের চেহারার একটা বিবরণও ওকে পাঠিয়ে দাও। কিন্তু ডিলন কোথায় যাচ্ছে তা খুঁজে বের করতে গেলে তো লোক দরকার, সেই সময় ওর কি হাতে আছে?'

'আমি এক্ষণি ও'র সঙ্গে যোগাযোগ করছি,' মণিকা বলল, 'স্টকহম থেকে আরল্যাণ্ডা যেতে মাত্র ত্রিশ মিনিট লাগে, তাই না?'

'ত্রিশ নয়,' টুইড বললেন, 'প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। এয়ারপোর্টের সিকিউরিটিকে গুনার কাজে লাগাতে পারে।' কথা শেষ করে দেওয়ালে টাঙানো বিশাল মানচিত্রের দিকে তাকালেন টুইড, বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারণ করে বলে উঠলেন, 'হা ঈশ্বর! সবাই দেখছি তাকিয়ে আছে স্টকহমের দিকে, সব রাস্তা গিয়ে মিলেছে সেখানে।'

'ঠিক বলেছেন,' মণিকা টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে বলে উঠল, 'স্যাপোর সঙ্গে যে সি আই এ-র গোপন সম্পর্ক আছে তা আমাদের অজানা নয়। কে জানে, কর্ড ডিলন নিজেই হয়ত হর্ণবার্গের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন।'

'গুনারকে বলে দাও যে কর্ড ডিলন যদি ফিনল্যাণ্ড পেরিয়ে আরও পূর্বদিকে যাবার চেষ্টা করেন তাহলে ও যেন তাঁকে যে-কোন ভাবে নিবৃত্ত করে,' টুইড আবার নির্দেশ দিলেন মণিকাকে, 'নয়ত শুধু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একের পর এক জটিলতা বাড়বে। গুনারকে এও বলে দাও যে যতক্ষণ আমি স্টকহমে না পৌঁছোচ্ছি ততক্ষণ ও যেন সবকিছু একাই সামলে নেয়।'

'লাইন এনগেজড,' মণিকা রিসিভার নামিয়ে জানতে চাইল, 'কবে যাচ্ছেন আপনি?'

'সম্ভব হলে আজই রওনা হব।'

'সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় একটা প্লেন আছে,' মণিকা বলল, 'ফ্লাইট এস কে ৫২৮, রাত ঠিক আটটা বেজে চল্লিশ মিনিটে আরল্যাণ্ডা পৌঁছোবে। ঐ ফ্লাইটে আপনার সিট বুক করছি। আলমারীর ভেতরে আপনার স্যুটকেস রাখা আছে, তাতে সব গুছিয়ে দিয়েছি আমি।'

'এইসঙ্গে জেনারেল পল ডেক্সটারের ওপর নজর রাখার জন্য তিনজন লোককে বহাল করো,' টুইড বললেন, 'এটাও জরুরী।'

'জরুরী কোনটা নয় বলতে পারেন?' স্যাপোর নম্বর আবার ডায়াল করতে করতে মণিকা বলে উঠল, 'আপনার অনুপস্থিতিতে আমিই কি কাজকর্ম চালাব নাকি? তেমন হলে আগে থাকতে বরং হাওয়ার্ডকে বলে যান।'

'এতগুলো লোক এসে পড়েছে ঘটনাক্ষেত্রে,' টুইড আপনাকে বলে উঠলেন, 'এদিকে বব নিউম্যানের কোনও খোঁজখবর পাচ্ছি না। উনি কোথায় একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন তা উনিই জানেন।'

'ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন,' মণিকা বলল, 'আপনি ফিরে আসার কিছু আগে লায়লা সারিন ট্রাঙ্ক কল করেছিল। ওই বলল যে নিউম্যান এখনও ম্যানারহাইমিন্টতেই আছেন, হোটেলের নাম হেসপারিয়া। লায়লার খাটাখাটুনি খুব বেড়ে গেছে বটে কিন্তু তা হলেও ও আঠার মতো সেঁটে আছে নিউম্যানের সঙ্গে। এটা লায়লারই মন্তব্য, আমার নয়। একদিকে লায়লা সারিন, আরেকদিকে ইনগ্রিড মেলিন। কি সব মেয়েদের কাজে বহাল করেছেন আপনি, টুইড। যাক, বহুদিন বাদে আপনি আবার বাইরে ঘুরে কাজ করার সুযোগ পেলেন যা আপনি সবসময় চান।'

'গুনার হুর্ণবার্গকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছি,' টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে মণিকা তাকাল টুইডের দিকে, আচ্ছা, 'এই অ্যাডাম প্রোকেনের ব্যাপারটা কি তা আমায় দয়া করে বলবেন, কি?'

'করার মতো আর কোনও প্রশ্ন খুঁজে পেলে না ?' মৃদু ধমক দিলেন টুইড, 'এদিকে আমার অনুপস্থিতিতে ইনচার্জ হবার সাধ। তুমি ভেবো না, যাবার আগে হাওয়ার্ডকে আমি যা বলার বলে যাচ্ছি। ডেক্সটারের ওখান থেকে ফিরে আসার পর হাওয়ার্ডের সঙ্গে আমার একবার দেখাও হয়েছে, উনিই বললেন যে স্টিলমার ফিরে এসেছেন ইউরোপ থেকে, আবার ডর্চেস্টার হোটেলেই উঠেছেন তিনি। মণিকা, স্টিলমারের ওপরেও নজর রাখতে ভুলো না।'

'আপনি কিন্তু এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না,' মণিকা অভিমান মেশানো সুরে বলে উঠল, 'অ্যাডাম প্রোকেন রহস্যটা কি তা আমায় জানালেন না আপনি।'

'যদি কথা দাও রাগ করবে না তাহলে একটা কথা মনে করিয়ে দেবো তোমায়' টুইড বললেন।

'এর অর্থ' আপনার বক্তব্য শুনলেই আমি রেগে উঠব,' মণিকা বলল, 'তবু বলুন শুনি।'

'গোপন বিষয় ততক্ষণ পর্যন্ত গোপন থাকে যতক্ষণ তা শুধু একজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে

দ্বিতীয় পর্ব

স্টকহম : অগ্রবর্তী এলাকা

আরল্যাণ্ডা এয়ারপোর্টের রিসেপশন হলে দাঁড়িয়ে আছে ইনগ্রিড মেলিন, এইমাত্র একটি প্লেন লণ্ডনের হিথরো থেকে এসে ল্যাণ্ড করেছে, পুরুষ আর মহিলা যাত্রীরা একে একে ঢুকছে ভেতরে। ইনগ্রিডের মাথায় টুপি নেই, পরণে ছাই নীল রংয়ের সাফারী-স্যুট, দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, নিঃসন্দেহে কারও অপেক্ষায়।

এক অল্পবয়সী যুবতী অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে রিসেপশন হলে ঢুকতেই ইনগ্রিড মেলিনের নজর গিয়ে পড়ল তার ওপর। যুবতী বেশ লম্বা, সুন্দর মুখশ্রী, চুলের রং গাঢ় বাদামী, পরণে ক্রীমরংয়ের সাফারী-স্যুট। হেলেনি স্টিলমারের চেহারার বিবরণ টুইড আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ইনগ্রিডকে, তাই তাঁকে চিনতে তার কষ্ট হলো না। একটা ট্রলির ওপর তিনটে বড় স্যুটকেস রেখে ঠেলতে ঠেলতে ভেতরে নিয়ে এলেন হেলেনি, একজন পোর্টারকে ডাকতেই সে সেই স্যুটকেস তিনটে নিয়ে হলের বাইরে বেরিয়ে এলো, হেলেনিও তার পেছন পেছন বেরিয়ে এলেন হল থেকে, বাইরে এসে ট্যাক্সি ভাড়া করলেন তিনি। ইনগ্রিড নিজেও একটা গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে এসেছিল—তাতে চেপে সে এবার হেলেনির ট্যাক্সির পিছু নিল। কিছুক্ষণ বাদে হেলেনির ট্যাক্সি এসে থামল গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে। হোটেলের একজন পোর্টার বেরিয়ে এসে হেলেনির তিনটে স্যুটকেস হাতে ঝুলিয়ে ভেতরে ঢুকল, হেলেনি তার পেছন পেছন এগিয়ে গেলেন রিসেপশনের দিকে। গাড়ি পার্ক করে নেমে এলো ইনগ্রিড নিজের একটিমাত্র স্যুটকেস হাতে ঝুলিয়ে, দ্রুত পা চালিয়ে হেলেনির আগেই সে এসে হাজির হলো রিসেপশনে।

'বলুন কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?' রিসেপশন কাউন্টারের যুবতীটি ইনগ্রিডের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

'সাততলায় একটা ঘর আমার চাই তিনদিনের জন্য,' ইনগ্রিড জানাল, 'সামনের দিকে হলে সুবিধা হয়⋯।'

'আছে, তবে ডাবল বেড,' যুবতী জানাল, 'রাত পিছু হাজার ক্রোনোর, ব্রেকফাস্ট সমেত।'

'ঠিক আছে,' ইনগ্রিড বলল, 'দিয়ে দিন,' পার্স খুলে তিন হাজার ক্রোনোর বের করে তখনই তুলে দিল সে যুবতীর হাতে।

'ছ'শো চৌত্রিশ নম্বর কামরা,' বলে যুবতী ক্যাশমেমো কেটে দিল ইনগ্রিডকে, নির্দিষ্ট কামরার চাবিও তাকে দিল সে।

হেলেন স্টিলমারের সঙ্গে একই লিফটে চাপল ইনগ্রিড গেলিন। কামরায় ঢুকেই লণ্ডনে ট্রাঙ্ককল করতে হবে তাকে।

'টুইড এখানে নেই, ইনগ্রিড,' উল্টোদিক থেকে মণিকার সুরেলা গলা ভেসে এলো, 'উনি বিশেষ কাজে বেরিয়েছেন। তবে তুমি যে ট্রাঙ্ককল করবে একথা যাবার আগে টুইড আমায় বলে গেছেন আর এও বলেছেন যে কোনও খবর থাকলে তুমি স্বচ্ছন্দে আমায় দিতে পারো। আমি টুইডের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারব না, দরকার হলে উনি নিজেই কথা বলবেন আমার সঙ্গে। টুইডের অনুপস্থিতিতে এখন আমিই ওঁর কাজকর্ম দেখছি, কাজেই কোনও খবর থাকলে তুমি আমায় জানাতে পারো।'

'টুইড যাঁর কথা বলেছিলেন তিনি সময়মতোই এসে পৌঁছেছেন,' ইনগ্রিড বলল, 'গ্র্যাণ্ড হোটেলে সাতদিনের জন্য একটা কামরা ভাড়া করেছেন, কামরার নম্বর ছ'শো ছত্রিশ, আমারটা ছ'শো চৌত্রিশ। ওঁর সঙ্গে তিনটে বড় স্যুটকেস আছে, মনে হচ্ছে প্রচুর মালপত্র আছে তাতে।'

'তোমার টেলিফোন নম্বর কত?'

'০৮ ২২ ১০২০, আমি না থাকলে কোনও খবর দিতে হলে পোর্টারকে দিয়ে দেবে। ওকে আমার নাম আর কামরার নম্বর বলে দেবে।'

'ঠিক আছে, ইনগ্রিড,' মণিকা ওপাশ থেকে বলল, 'তুমি খুব সাবধানে থেকো, সব-সময় চারপাশে নজর রাখবে।'

'টুইড কি এখানে আসবেন?' হঠাৎই প্রশ্নটা করল ইনগ্রিড।

'ঠিক নেই, ইনগ্রিড,' মণিকা জানাল, 'তবে উনি যদি হঠাৎ গিয়ে হাজির হন, তাতে অবাক হব না।'

'ধন্যবাদ মণিকা,' ইনগ্রিড বলল, 'এখন রাখছি, যখন যা ঘটবে তা তোমায় জানিয়ে দেবো।'

'কি হে ছোকরা,' লেনিনগ্রাদে নিজের অফিসে ঢুকেই জেনারেল বরিস লাইসেংকো তাকালেন তাঁর সহকারী ক্যাপ্টেন রেবেটের দিকে, 'নতুন কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটল?'

'ঘটেছে জেনারেল,' ক্যাপ্টেন রেবেট উৎসাহের সঙ্গে বলতে শুরু করলেন, 'আমেরিকানরা এবার সদলবলে ইওরোপে ঢুকছে। দুটো রিপোর্ট একটু আগেই হাতে এসেছে। প্রথম রিপোর্ট হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাধ্যক্ষ জেনারেল পল ডেক্সটার গতকাল অ্যাণ্ড্রুজ এয়ারফোর্স ঘাঁটি থেকে একটি সামরিক প্লেনে চেপে রওনা হয়েছেন।'

'খবরটা পেলে কোথা থেকে?'

'ঐ এয়ারপোর্টের এক মেকানিক প্রতিমাসে আমাদের টাকা খায় আর তার বিনিময়ে সেখানকার খবর পাচার করে। জেনারেল ডেক্সটার যে প্লেনে উঠেছিলেন তার ইঞ্জিন ও নিজেই সার্ভিস করেছিল। পরে ও জানতে পারে যে প্লেনটা ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছে।'

'আর দ্বিতীয় রিপোর্ট', সেটা কি?'

'লণ্ডন থেকে আমাদের প্রতিনিধি জানিয়েছে যে সে নিজের চোখে জেনারেল ডেক্সটারকে প্রতিরক্ষা দপ্তরে ঢুকতে দেখেছে। এছাড়া হিথরো এয়ারপোর্টেও আমাদের লোকেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, ডেক্সটার ইওরোপে রওনা হলেই সে খবর ওরা আমায় পাঠিয়ে দেবে।'

'ওরা ডেক্সটারকে হিথরোতে দেখেছে?' লাইসেংকো জানতে চাইলেন।

'না, তা দেখেনি,' রেবেট জবাব দিলেন, 'তবে ওদের ধারণা যে ডেক্সটারের প্লেন গোপনে সবার চোখ এড়িয়ে পূর্ব অ্যাংলিয়ায় নামবে।'

'তুমি যাই বলো না কেন,' জেনারেল লাইসেংকো জোরগলায় বলে উঠলেন, 'ডেক্সটার কখনোই অ্যাডাম প্রোকেন নন, সে অন্য লোক।'

'হয়ত তাই,' ক্যাপ্টেন রেবেট বলল, 'কিন্তু প্রোকেনের হাতে যেসব গোপন তথ্য আছে তার একটিও জেনারেল ডেক্সটারের অজানা নয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা জানতেই পারলাম না যে এই অ্যাডাম প্রোকেন আসলে কে?'

'তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর কোনও কারণ নেই,' জেনারেল লাইসেংকো বললেন, 'ঐ চরিত্রে অবতীর্ণ হবার মতো প্রচুর ক্যাণ্ডিডেট আপাততঃ হাতে মজুত আছে। প্রথমে ধরো কর্ড ডিলন, সি আই এ-র ডেপুটি চেয়ারম্যান, উনি হালে প্লেনে চেপে ইওরোপে এসে পৌঁছেছেন—তার অল্প কিছুদিন পরেই এসেছেন আরেক মক্কেল—স্টিলমার, প্রেসিডেন্ট রেগনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা। তারপর এই জেনারেল পল ডেক্সটার, ইনি হলেন তিন নম্বর ক্যাণ্ডিডেট। মাত্র দু'মাস আগেই ডেক্সটার ইওরোপে এসেছিলেন, আবার এখনই এসেছেন কোন মতলবে? আমি তোমায় বলে রাখছি রেবেট, এদের তিনজনের মধ্যে একজন নির্ঘাৎ অ্যাডাম প্রোকেন, তুমি পরে মিলিয়ে দেখে নিয়ো। আচ্ছা, এবার তাহলে কি করবে? কর্ণেল কার্লভকে এক্ষণি টেলিফোনে তলব করো।'

লাইসেংকো ধরে নিলেন অ্যাডাম প্রোকেন সম্পর্কে তাঁর ধারণা অভ্রান্ত, কিন্তু আরও একজন ক্যাণ্ডিডেটের নাম তিনি বলতে ভুলে গেলেন, আর সে নাম—হেলেনি স্টিলমার।

'আলেক্সিকে যেখানে খুন করা হয় সে জায়গাটা আমি বের করে ফেলেছি,' হোটেলে নিজের কামরায় বসে লায়লার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল বব নিউম্যান।

লায়লা খাটের ওপর পা-দুটো মুড়ে নিউম্যানের গা ঘেঁষে বসে—গত কয়েক দিনে নিউম্যানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা অনেক বেড়েছে। পর পর কয়েকটা রাত নিউম্যানের

পাশে শুয়ে কাটিয়েছে লায়লা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, লায়লার সঙ্গে কোনও দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করেনি নিউম্যান, লায়লা তার চোখে একদম কাঁচ মেয়ে। তাছাড়া স্ত্রী আলেক্সির খুনের ব্যাপারটা এখনও ভুলতে পারছে না নিউম্যান, তার খুনীকে খুঁজে বের করাই এখন তার ধ্যান, জ্ঞান, সবকিছু, অথচ বাল্টিক সাগর অভিমুখে রওনা হবার আগে নিউম্যান আর আলেক্সির এতদিনের ভালোবাসার সম্পর্কে ফাটল ধরেছিল, আলেক্সির মন থেকে নিউম্যান সরে গিয়েছিল।

'কি করে জানলেন ?' প্রশ্ন করল লায়লা।

'রাশিয়ার ওপর আজ যে বইটা আকাতিমিনেন থেকে কিনেছি তাতে চোখ বুলিয়েই জেনেছি,' নিউম্যান নিরাসক্ত গলায় জবাব দিল। নিউম্যান যে বইটা কিনেছে সেটা সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্যটনের একটি গাইড বুক, পাতায় পাতায় অসংখ্য দর্শনীয় স্থানের রঙীন ছবি। কোনও মন্তব্য না করে এস্তোনীয় প্রজাতন্ত্রের অধ্যায়টি খুলল নিউম্যান, পুরোনো তালিন শহরের একটি বড় ফোটো ইশারায় দেখিয়ে সিগারেট ধরাল।

'আপনি কি বলছেন আমার মাথায় ঢুকছে না,' ফোটোর দিকে তাকিয়ে বলল লায়লা।

'আলেক্সির খুন হবার দৃশ্য কেউ মুভি ক্যামেরায় তুলে রেখেছিল,' নিউম্যান বলল, 'লণ্ডনে সেই ফিল্ম আমায় দেখানো হয়েছিল। ফিল্মটা পাঠানো হয় মস্কো থেকে যাতে আলেক্সিকে কেউ অনুসরণ না করে। অবশ্য এ-সম্পর্কে আমি নিশ্চিত যে আর যেই হোক, ঐ ফিল্ম রাশিয়ানরা পাঠায়নি। যে পাঠিয়েছিল সে যে এখন সাইবেরিয়ায় বা অন্য কোথাও জেলের ভেতর দিন কাটাচ্ছে সে-সম্পর্কেও আমি নিশ্চিত।'

'আবার বলছি,' লায়লা মিনতির সুরে বলল, 'আপনার কথার বিন্দুবিসর্গ আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'এই যে অদ্ভুত কেল্লাটা,' ফোটোর এক কোণে আঙ্গুল রেখে নিউম্যান বলল, 'আলেক্সির খুন হবার দৃশ্যে এটা ছিল তা আমার স্পষ্ট মনে আছে, আর ঠিক তখনই একটা গাড়ি আলেক্সিকে পিষে দিয়েছিল। আমরা বিদেশ সংবাদদাতা, আমাদের স্মৃতি-শক্তি ফোটোর মতো হওয়াই বাঞ্ছনীয়।'

'ঐ জায়গাটা আমার চেনা,' লায়লা ফোটোর নির্দিষ্ট জায়গাটি ইশারায় দেখিয়ে বলল, 'জায়গাটার নাম টুম্পির ছোট কেল্লা। ওখানে তিনটে বুরুজ আছে—টল হার্মান, পিলস্টিকার, আর ল্যাণ্ডসক্রোন। ডোন গীর্জা আর লসি স্কোয়ার ওখান থেকে খুব কাছে। বব, আপনি কি ভাবছেন বলুন তো ?'

'আমায় ওখানে যেতে হবে,' নিউম্যান বলল, 'দেখি কিছু করা যায় কিনা।'

'বব,' লায়লা বলল, 'আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য যে দায়ী তাকে হাতে পেলে আপনি নিশ্চয়ই খুন করবেন, তাই না ?' লায়লার কথায় একরাশ আশঙ্কা ঝরে পড়ল।

'আমি তো সেকথা বলিনি,' বলেই বিছানা থেকে নেমে পড়ল নিউম্যান, ড্রয়ার খুলে হেলসিংকির একটা টেলিফোন ডিরেক্টরী বের করল সে।

'আমার একটা গাড়ি দরকার,' নিউম্যান বলল, 'যারা গাড়ি ভাড়া দেয় এমন কাউকে তুমি চেনো, লায়লা ?'

'নিশ্চয়ই,' লায়লা বলল, 'আমাদের এই হোটেলের ঠিক গা ঘেঁষেই হার্টজ কোম্পানীর অফিস, ওরা গাড়ি ভাড়া দেয়।'

'হার্টজ,' তাই না ?' ডিরেক্টরীর পাতা উল্টে নিউম্যান হার্টজ কোম্পানীর টেলিফোন নম্বর বের করল, 'এই যে পেয়েছি, ৪৪-৬৯১০।' নম্বরটা হোটেলের রাইটিং প্যাডে নোট করে নিল সে।

'লাঞ্চের সময় হয়েছে, লায়লা,' নিউম্যান বলল, 'খেয়ে এসে ওদের অফিসে টেলিফোন করব।'

'কোথায় যাচ্ছেন, বব ?' লায়লা অনুনয়ের সুরে জানতে চাইল, 'আমি সঙ্গে যেতে পারি ?'

'আমি এখন লাঞ্চ খেতে যাচ্ছি,' নিউম্যান বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে আসতে পারো, কিন্তু গাড়ি ভাড়া করে আমি যেখানে যাবার একাই যাব, তোমাকে সঙ্গে নেব না। লাঞ্চ সেরে তুমি তোমার অফিসে যাবে।'

'আপনার সঙ্গে থাকব বলে আমি ক'দিনের ছুটি নিয়েছি, বব,' লায়লা বলল।

'তাহলে সময় কাটাবার মতো আর কিছু খুঁজে বের করো,' নিউম্যান বলল, 'কিন্তু আর যাই হোক, আমি তোমায় সঙ্গে নেব না। এ-ব্যাপারে আমার সঙ্গে তর্ক করেও কোনও লাভ হবে না। শোন, আমার খিদে পেয়েছে, আর বকবক করতে পারছি না।'

নিউম্যানের সঙ্গে নীচে ডাইনিং হলে এসে ঢুকল সে। বুফে লাঞ্চের ব্যবস্থা হয়েছে। খাওয়া শুরু করার আগে লায়লা মুখটিপে হাসল, বলল, 'আপনি খেতে শুরু করুন, বব, আমি একবার ওপর থেকে ঘুরে আসছি।'

'যাও, কিন্তু চটপট ফিরে এসো,' বলে নিউম্যান একটা প্লেট টেনে নিলেন।

ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গেল না লায়লা, সোজা নীচে নেমে এলো সে। রিসেপশনের এককোণে টেলিফোন বুথে ঢুকল লায়লা, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা পুলিশের হেড কোয়ার্টার্সে মনু সারিনকে টেলিফোন করল।

'কি ব্যাপার, লায়লা ?' ওপাশ থেকে লায়লার বাবা মনু সারিনের গম্ভীর গলা ভেসে এলো, 'কোনও খবর আছে ?'

'আমি হেসপেরিয়া হোটেল থেকে বলছি,' লায়লা বলল, 'বব নিউম্যানও এখানেই উঠেছেন। মুশকিল হলো, বব সেই জায়গাটা খুঁজে পেয়েছেন যেখানে ওঁর স্ত্রী আলেক্সিকে খুন করা হয়েছিল, জায়গাটা জলের ঠিক ধারেই। বব এখন লাঞ্চ খেতে ব্যস্ত, বলেছেন খাওয়া সেরেই গাড়ি ভাড়া নিয়ে কোথাও যাবেন, আর এও বলেছেন যে আমায় সঙ্গে নেবেন না। উনি কোথায় যাবেন তা এখনও জানি না, আমায় কিছু বলেননি।'

'নিউম্যান তাহলে হেসপেরিয়ায় উঠেছে, যাক ভাগ্য ভালো, ঈশ্বর ওঁকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন। তা কাদের গাড়ি ভাড়া নেবেন উনি ?'

'হার্টজ কোম্পানীর, তুমি দেখো না বাবা কিছু করতে পারো কিনা।'

'দেখছি কিছু করা যায় কিনা। খবরটা আমায় দেবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমায় লায়লা, কিন্তু আমাকে টেলিফোন করেছো একথা নিউম্যান যেন জানতে না পারেন। সাবধানে থেকো লায়লা। আচ্ছা, এখন রেখে দিচ্ছি, বিদায়।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে টেলিফোন বুথের কাচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো লায়লা, নিজেকে এই মুহূর্তে তার অপরাধী বলে মনে হচ্ছে, যেন নিউম্যানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে মনু সারিনকে গোপনে টেলিফোন করে। টয়লেটে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখমুখ ভালো করে মুছে ফেলল লায়লা, মুখে বোলাল প্রসাধনের হাল্কা প্রলেপ যাতে ভেতরের মনোভাব বাইরে প্রকাশ না পায়। বাইরে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল লায়লা।

ওদিকে লায়লার বাবা মনু সারিন তখন একটি অয়্যারলেস কার খুঁজতে শুরু করেছেন, সেই ফাঁকে হার্টজ কোম্পানীর সঙ্গেও যোগাযোগ করে ফেলেছেন তিনি, কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ তাদের দিয়েছেন মনু সারিন।

পোরভু শহরটি আকারে ছোট এবং সুপ্রাচীন, হেলসিংকি থেকে ষাট কিলোমিটার পূর্বদিকে এটি অবস্থিত। হেলসিংকি থেকে পোরভুতে যাবার এক আধুনিক সড়ক তৈরী হয়েছে বহুদিন আগেই, এই সড়কটি এগোতে এগোতে এক জায়গায় ফিনিশ সোভিয়েত সীমান্ত অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে ভাইবর্গের দিকে। ভাইবর্গ রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে ১৯৪৫ সালে।

হার্টজ কোম্পানী থেকে ভাড়া নেওয়া ফোর্ড গাড়ি চালিয়ে ঐ সড়ক ধরে এগোচ্ছিল নিউম্যান, ব্রীজের কাছাকাছি এক জায়গায় গাড়ি পার্ক করে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। রাস্তাটা সরু হয়ে এগিয়ে গেছে নদীর ধার পর্যন্ত, হাঁটতে গিয়ে পথে বিছানো ছোট ছোট নুড়িতে বার বার হোঁচট খেতে হয়। এ-জায়গাটা পোরভুর সাবেকী এলাকা, আশেপাশে বেশীরভাগ বাড়িই কাঠের তৈরী আর সেগুলো সবই একতলা। দু'পাশে আর পেছনে কয়েকবার তাকাল নিউম্যান, দেখল কেউ তার পিছু নিয়েছে কিনা। কেউ পিছু নেয়নি দেখে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে পা ফেলে ব্রীজের পাশে নদীর ধারে এসে দাঁড়াল সে। সামনে কয়েকটা বড় কাঠের পিপে, সেগুলির ওপর বসে স্থানীয় জেলেরা গপ্পগুজব করছে নিজেদের মধ্যে। ঘাটে কাঠের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা দুটি মোটর লঞ্চও তার চোখে পড়ল। শুঁটকি মাছ, আর লঞ্চের ডিজেলের গন্ধে চারপাশের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

ঘাটের এককোণে এক আধবুড়ো জেলে কাঠের পিপের ওপর বসে আপনমনে পাইপ টানছে, নিউম্যান পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে।

'তুমি ইংরেজী বোঝ?' লোকটিকে উদ্দেশ্য করে নিউম্যান জানতে চাইল।

'অল্প, কাজ চালানোর মতো।'

'তোমার নিজের মোটর বোট আছে ?'

'আছে, ঐ তো,' আধবুড়ো জেলেটি খুঁটিতে বাঁধা দুটি মোটর লঞ্চের একটিকে ইশারায় দেখাল, 'কেন, কিছু দরকার আছে ?'

'হ্যাঁ,' ভূমিকা করে লাভ নেই জেনে সরাসরি কথাটা পাড়ল নিউম্যান, 'তুমি আমায় নদী পার করে সমুদ্রে নিয়ে যেতে পারবে ? রাতের আঁধারে আমি তালিন ছেড়ে চলে যেতে চাই। এস্তোনিয়ার উপকূলে কোনও নির্জন জায়গায় আমাকে পৌঁছে দিতে পারবে তুমি ?'

'রুশীদের বড় বড় পেট্রল বোট আছে,' আধবুড়ো জেলেটি বলল, 'ওতে রাডার বসানো, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জলের ভেতর ছুটতে পারব না আমি।'

'জানি,' নিউম্যান বলল, 'কিন্তু এই কাজের বিনিময়ে আমি তোমায় সাত হাজার মারকা দেবো।' বলেই পার্স খুলে একগোছা নোট বের করল নিউম্যান, আধবুড়ো জেলের চোখের সামনে নোটগুলো দু-একবার নাচাতেই পেছন থেকে কে যেন হাত রাখল তার কাঁধে। চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই নিউম্যান দেখতে পেল তার সামনে দাঁড়িয়ে মনু সারিন।

'আপনি যে ফোর্ড গাড়িটা ভাড়া নিয়ে এসেছেন বব,' মনু সারিন বললেন, 'সেটা এখন আমার একজন কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছে। চাবিটা দিন, ও গাড়িটা চালিয়ে হার্টজ কোম্পানীতে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। আপনি আমার গাড়িতে চেপে হেলসিংকিতে ফিরে যাবেন।'

'আর আমি যদি আপনার প্রস্তাবে রাজী না হই, তাহলে ?' নিউম্যান মুখটিপে হাসল।

'রাজী না হয়ে উপায় নেই বব,' মনু সারিন বললেন, 'আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি, রাতোকাতুতে নিয়ে গিয়ে আপনাকে জেরা করব আমি।'

'আমার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগটা কি ?'

'তা কি আমার বলার দরকার আছে ?'

'নিশ্চয়ই আছে।'

'অবৈধ উপায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে ঢোকার উদ্দেশ্যে অবৈধ উপায়ে ফিনল্যাণ্ড ছেড়ে চলে যাবার প্রচেষ্টা, এই অভিযোগে।'

'অবৈধ উপায়ে ?'

'তাছাড়া কি, রাশিয়ায় যাবার ভিসা আছে আপনার কাছে ?'

মনু সারিনের এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিউম্যান অসহায়-চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে, তারপর নীরবে গাড়ির চাবিটা তুলে দিল তাঁর হাতে। নিউম্যান কিছু বলার সুযোগ পেল না, তার আগেই মনু সারিন তাকে টানতে টানতে নিয়ে এলেন নিজের

গাড়ির কাছে, পেছনের দরজা খুলে নিউম্যানকে একরকম ঠেলেই ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন তিনি, তার পাশে বসে ড্রাইভারকে গাড়ি স্টার্ট করার নির্দেশ দিলেন।

যে পথ ধরে নিউম্যান হার্টজ কোম্পানীর ভাড়া করা ফোর্ড গাড়িটা চালিয়ে এসেছিল সেই পথ ধরেই মনু সারিন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে চললেন শহরের দিকে। আয়নার দিকে চোখ পড়তে নিউম্যান দেখতে পেল একজন অচেনা যুবক সেই ফোর্ড গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে আসছে তাঁদের পেছন পেছন। লোকটি যে মনু সারিনের অধীনস্থ একজন সাদা পোশাকের কনস্টেবল সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ রইল না নিউম্যানের মনে।

'প্রতিশোধের নেশায় আপনি পাগল হয়ে গেছেন বব,' পাশ থেকে মনু সারিন বলে উঠলেন, 'এস্তোনিয়ায় অবৈধভাবে ঢোকার উদ্দেশ্যে আপনি একজন ফিনিশ জেলেকে ঘুষ দিতে যাচ্ছিলেন, কত টাকা ওকে অফার করেছিলেন, বব?'

'সাত হাজার মারকা।'

'টাকাটা আমায় দিলে আমিই আপনাকে তালিনে পৌঁছে দিতাম,' রসিকতার হাসি হেসে বললেন মনু সারিন, 'ভালো কথা, আমার মেয়েটাকে দেখেছেন? অনেকদিন হলো লায়লার কোনও খোঁজখবর পাচ্ছি না, বেচারী কি করছে কে জানে। ইয়ে, আপনি হালে ওকে দেখেছেন?'

'না,' নিউম্যান ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলল, 'আর দেখা হলেও আপনাকে কখনোই বলতাম না।'

যাক, বাঁচা গেছে, মনু সারিন মনে মনে ভাবলেন, লায়লাই যে ওর খবর আমায় দিয়েছে তা নিউম্যান সন্দেহ করতে পারেননি।

'আমি যে এখানে পোরভুতে আসছি সে খবর আপনাকে কে দিল, মনু?' নিউম্যান জানতে চাইল।

'আপনার ওপর আমি আগে থেকেই নজর রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম, বব,' মনু সারিন বললেন, 'জানি এইভাবে বাধা দেবার জন্য আপনি ভীষণ রেগে আছেন আমার ওপর। কিন্তু বিশ্বাস করুন, যে-ভাবে আপনি এস্তোনিয়া যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন তাকে পাগলামী ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।'

নিউম্যান কোনও মন্তব্য না করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। তার বাঁ-পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে, হঠাৎ মনে পড়ল তার বাঁ-পায়ের মোজার ভেতর একটা ছোট ধারালো ছুরি বাঁধা আছে, এখানে আসার আগে ছুরিটা কিনেছিল সে হেলসিংকি থেকে।

'মনু,' নিউম্যান বলল, 'একটু আগেই বলছিলেন যে আপনি নিজেই আমাকে তালিনে নিয়ে যেতে পারেন। হঠাৎ এমন রসিকতা করলেন কেন, কি বলতে চান আপনি?'

'ব্যাপারটা খুব গোপনীয়,' মনু সারিন বললেন, 'তবে দেখবেন এটা যেন আবার কোনও কাগজে দুম করে ছাপিয়ে বসবেন না, কেমন? আপনাকে বিশ্বাস করে বলছি।

শুনুন, এস্তোনিয়ার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রুর যে অফিসারের ওপর আছে, তাঁর সঙ্গে আমার গোপন যোগাযোগ আছে, আমি কর্ণেল আন্দ্রেই কার্লভের কথা বলছি, ওঁর ঘাঁটি তালিনে। কিছুদিন আগে উনি পশ্চিমী দুনিয়ার একজন নামী সাংবাদিককে তালিন ঘুরিয়ে আনার কথা বলছিলেন আমায়, সেই সময় আমি আপনার নাম প্রস্তাব করেছিলাম।'

'কেন, আমি কেন?'

'কারণ যে মুহূর্তে আপনি এখানে এসে পৌঁছেছেন তখন থেকে আপনার ওপর নজর রাখছি আমি। এছাড়া এস্তোনিয়া সম্পর্কে আপনি নিজেও কিছু কৌতূহল দেখিয়েছেন, যদিও তাকে খুব স্বাস্থ্যকর বলা চলে না, আজকে পোরভুতে যা ঘটল এটা তারই প্রমাণ। এরপর আপনি কোনও হটকারিতা করে বসলে আর রক্ষে থাকত না, রুশেরা তখন সব দোষের দায় চাপাত আমার ওপর, বলত চুপিচুপি এস্তোনিয়ায় পাচার করার মতলবে আপনাকে এতদূরে নিয়ে এসেছি।'

'তাহলে আমার তালিনে যাবার ব্যাপারে আপনি রসিকতা করছেন না তো?' নিউম্যান প্রশ্ন করল।

'অবশ্যই নয়,' মনু সারিন জবাব দিলেন, 'যদি আপনি চান সেখানে যেতে আর যদি কর্ণেল কার্লভ রাজী হন। অবশ্য আমি ওদের বুঝিয়ে বলব যাতে একদিনের মধ্যেই তালিন থেকে আপনি আমার সঙ্গে ফিরে আসতে পারেন, আশা করি জেনারেল লাইসেংকো এই অনুমতি ঠিকই দেবেন।'

'এটা আবার কে,' নিউম্যান বাধা দিয়ে জানতে চাইল, 'এই জেনারেল লাইসেংকো?'

'সবকটি বাল্টিক প্রজাতন্ত্র—লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া আর এস্তোনিয়ায় গ্রুর কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আছে এঁর ওপর,' মনু সারিন জবাব দিলেন, 'প্রতিভার দিক থেকে উনি কার্লভের নখের যোগ্য নন, আর তাই ওঁকে সবসময় হিংসে করেন আর নানাভাবে পলিটব্যুরোর সদস্যদের কাছে ওঁকে হেয় করার সুযোগ খুঁজে বেড়ান। জেনারেল লাইসেংকোর ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা পাবার কথা ছিল কার্লভেরই, কিন্তু লণ্ডনের রুশ দূতাবাস থেকে মস্কোয় উনি ফিরে আসার পর লাইসেংকো ভেতর থেকে কলকাঠি নেড়ে নিজেই সে দায়িত্ব হাতিয়ে নিয়েছেন।'

'আবার জানতে চাইছি আর সবাইকে ছেড়ে বেছে বেছে আমাকেই ওরা তালিনে নিয়ে যেতে চাইছে কেন?' নিউম্যান হেসে প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়ই মস্কোর কম্পিউটারে ধরা পড়েছে যে আপনি পশ্চিমী দুনিয়ার একমাত্র সাংবাদিক যে সি আই এ-র টাকা খেয়ে মস্কোর বিরুদ্ধে কখনও যা-তা লেখেন না।'

'তা হলেও আমি কিন্তু মস্কোপন্থী নই,' নিউম্যান বলল, 'যাক, এবার বলুন তো, ঠিক কদিন বাদে তালিনে যেতে পারব?'

'সেটা বলা মুশকিল', মনু সারিন বললেন, 'আগে থেকে তৈরী হবার মতো খুব বেশী সময় কর্ণেল কার্লভ আমাদের দেবেন না। যাক, একটা অনুরোধ রাখুন, বব। আমার

সঙ্গে তালিনে যাবার ইচ্ছে যদি আপনার থেকে থাকে তাহলে দয়া করে দিনের বেশীর ভাগ সময় হেসপেরিয়ায় কাটাবেন, আজকের মতো যখন তখন অ্যাডভেঞ্চার করতে বাইরে বেরোবেন না। বলুন, সুযোগ পেলে তালিনে যাবেন তো ?'

'নিশ্চয়ই।'

'চমৎকার ! বেশ, আপনাকে তাহলে আমি জেরা করার জন্য দপ্তরে নিয়ে যাচ্ছি না। আমার কনস্টেবল আপনার ভাড়া করা ফোর্ড গাড়িটা হেসপেরিয়ায় পৌঁছে দেবে। আসুন, মারস্কি হোটেলে গিয়ে দু-ঢোঁক মদ গলায় ঢেলে আসি আমরা দুজনে।'

মারস্কি হোটেলের বেসমেন্ট বার। এইখানেই মুখোমুখি বসলেন মনু সারিন আর বব নিউম্যান। হোয়াইট ওয়াইনে চুমুক দিয়ে মুখ তুললেন মনু, নিউম্যানকে বললেন, 'আমার ঠিক উল্টোদিকে তাকান। কোণের টেবিলে কালো চুলওয়ালা লোকটাকে ভালো করে দেখে নিন, পরনে ধূসর রংয়ের স্যুট, গলায় সাদা টাই।'

'আমি ওকে আগেই দেখেছি', নিউম্যান জবাব দিল, 'লোকটা এতক্ষণ বার বার আমায় দেখছিল, ও কে ?'

'ও হলো ক্যাপ্টেন ওলেগ পলুচকিন', মনু সারিন জবাব দিলেন, 'কর্ণেল কার্লভের ডান হাত ওকে অনায়াসেই বলা যায়।'

'লোকটার চাউনি আমার খুব ভালো লাগছে না', নিউম্যান মন্তব্য করল।

'এই পলুচকিন লোকটার যথেষ্ট বদনাম আছে', মনু সারিন বললেন, 'পশুর মতো নিষ্ঠুর আর নির্মম বলতে যা বোঝায় ও হলো ঠিক সেই ধাঁচের লোক। নিশ্চয়ই আমার তালিন রওনা হবার সূত্রে ভালো করে খোঁজখবর নেবার উদ্দেশ্যে কর্ণেল কার্লভ ওকে পাঠিয়েছেন।'

কোনও মন্তব্য না করে নিউম্যান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ক্যাপ্টেন ওলেগ পলুচকিনকে। লোকটার বয়স বড় জোর চল্লিশ, তার বেশী কোনমতেই নয়। তার ঠোঁট, ভুরু আর দুচোখের দিকে তাকিয়ে নিউম্যান এ-সম্পর্কে নিশ্চিত হলো যে সে একজন পেশাদার খুনী এবং সেই অর্থে অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক। ক্যাপ্টেন পলুচকিন নিজেও কয়েক সেকেণ্ড খুঁটিয়ে দেখল নিউম্যানকে তারপরেই ঘাড় ফেরাল পাশের টেবিলের দিকে, সেখানে উগ্র সাজে সজ্জিতা এক অল্পবয়সী যুবতী চারজন পুরুষের সঙ্গে বসে হুইস্কি খাচ্ছে একমনে, পলুচকিন হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। পলুচকিনের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সেই যুবতী কিন্তু পরক্ষণেই আবার ঘাড় ফিরিয়ে নিল সে। নিউম্যান আর মনু সারিন দুজনেই বুঝলেন যে পলুচকিনকে ঐভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে যুবতী বিরক্ত হয়েছে।

'আপনার নিজের লোকটি কোথায় মনু ?' গ্লাসে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করল নিউম্যান।

'আমার নিজের লোক ?' মনু সারিন অবাক হলেন, 'তার মানে ?'

'আমার সঙ্গে ন্যাকামি করবে না, মনু', গলা সামান্য চড়াল নিউম্যান, 'আমি একজন রিপোর্টার তা ভুলে যাবেন না। এখানে পলুচাকিনের ওপর নজর রাখবার জন্য আপনি কাউকে বহাল করেন নি এও আমায় বিশ্বাস করতে হবে ?'

'হ্যাঁ তেমন লোক আছে ঠিকই,' মনু সারিন বললেন, 'তবে পুরুষ নয়, নারী, যুবতী।'

'সে কি!' নিউম্যান বলল, 'এরকম একটা বিপজ্জনক খুনে বদমাসের ওপর নজর রাখতে আপনি একজন যুবতীকে বহাল করেছেন ?'

'যুবতী হলেও সে একজন ভালো ক্যারাটে বিশারদ', মনু বললেন, 'পলুচাকিনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর ক্ষমতা তার আছে।'

গ্লাসের পানীয় সবটুকু গলায় ঢেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন ওলেগ পলুচাকিন, চেয়ারের পিঠে ঝোলানো উটের চামড়ার ওভারকোটটা খুলে নিয়ে গায়ে চাপালো। মদের দাম টেবিলের ওপর গ্লাসের নীচে চাপা দিয়ে রেখে দরজার দিকে এগোল সে। পাশের টেবিলে বসে যে রূপসী যুবতীটি এতক্ষণ বন্ধুদের সঙ্গে মদ খাচ্ছিল সেও এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পলুচাকিনের পেছন পেছন দরজার দিকে এগিয়ে চলল সে।

'তাই বলুন', নিউম্যান মুখ টিপে হেসে মন্তব্য করল, 'আপনার পছন্দের তারিফ না করে পারছি না, মনু, সত্যিই ঐ খুনেটার ওপর নজর রাখতে উপযুক্ত লোককে বহাল করেছেন আপনি।'

'আপনার তো বেশ চারদিকে নজর আছে দেখছি', মনু সারিন বললেন, 'এতটা আমি আশা করিনি।'

'তাই বলে আমার সঙ্গে আজ যে নাটকটা আপনি করলেন, মনু,' নিউম্যান বলল, 'সত্যিই তার কোনও দরকার ছিল না।'

'নাটক করেছি আমি ? আপনার সঙ্গে ?' নিউম্যানের মন্তব্য বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে মনু সারিন তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে।

'নাটক ছাড়া একে আর কি বলব, বলুন ?' নিউম্যান বলল, 'ঐ খুনে পলুচাকিনের সঙ্গে আগে থাকতে কথাবার্তা বলে আপনি আমায় নিয়ে এলেন এই বারে। হতচ্ছাড়া আমায় আজ ভালো করে দেখে নিল, এরপর যা রিপোর্ট করার করবে ওর বড়কর্তা কর্ণেল কার্লভকে। বলুন, মনু, সত্যিই কি এর কোনও দরকার ছিল ?'

'ছিল বইকি বব', মনু সারিন বললেন, 'এটা ফিনল্যাণ্ড, এখানে সবাই সবার ওপর দিনরাত নজর রাখে। আশা করব পলুচাকিন কার্লভের কাছে আপনার সম্পর্কে ভালো রিপোর্টই দেবে।'

মারস্কি বার থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি চেপে ক্যাপ্টেন পলুচাকিন আধঘণ্টার ভেতর এসে

হাজির হলো স্থানীয় সোভিয়েত দূতাবাসে, ভেতরে ঢুকে কর্তব্যরত টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমে তালিনে কর্ণেল কার্লভের সঙ্গে যোগাযোগ করল সে।

'সারিন নিজেই সব ব্যবস্থা করেছিল', ক্যাপ্টেন পলুচাকিন তার ওপরওয়ালা কর্ণেল কার্লভকে রিপোর্ট দিতে গিয়ে মন্তব্য করল, 'রবার্ট নিউম্যানকে আজ দেখলাম একটু আগেই। তবে চোখমুখ দেখে লোকটাকে আমার খুব পছন্দ হয়নি, কমরেড।'

'হতভাগা নচ্ছার!' ওপাশ থেকে কর্ণেল কার্লভ খেঁকিয়ে উঠলেন, 'তোমার নিজের মতামত কে জানতে চেয়েছে? তোমার পছন্দে অপছন্দে কিইবা আসে যায়? যার ফোটো তোমায় পাঠানো হয়েছিল এ সেই লোক কি না তাই ঠিক করে বলো।'

'সেদিক থেকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কমরেড কর্ণেল,' পলুচাকিন বলল, 'এ সেই নামজাদা ইংরেজ সাংবাদিক রবার্ট নিউম্যান। তবে মস্কোয় যে রিপোর্ট আমি পাঠিয়েছি তাতে একথা উল্লেখ করেছি যে নিউম্যান লোকটা ভয়ানক বিপজ্জনক, ওকে কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না।'

'তোমার রিপোর্ট! আমাকে না জানিয়ে সরাসরি মস্কোয় রিপোর্ট পাঠানোর এক্তিয়ার কে দিয়েছে তোমায়? ক্যাপ্টেন পলুচাকিন, ভুলে যেয়ো না তুমি আমার অধীনস্থ এক সাধারণ ক্যাপ্টেন, আমি তোমার কমাণ্ডিং অফিসার। আমি যা বলব ঠিক তাই করবে, যা জানতে চাইব তার উত্তর দেবে, এর বাইরে কিছুই করবে না। কথাটা মগজে ঢুকেছে আশা করি?'

'ঢুকেছে কমরেড কর্ণেল, এবার আমি তাহলে তালিনে ফিরে যেতে পারি?'

'না, পারো না! এখন যেখানে আছো সেখানেই থাকো, পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত। বুঝেছো?'

'বুঝেছি, কমরেড কর্ণেল।'

'আরেকটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। তুমি যে কদিন ছিলে না সেই কদিন গ্রুর আর একজন অফিসারও খুন হয় নি। আমি কি বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো!' কথা শেষ করেই কর্ণেল কার্লভ তাঁর টেলিফোনের রিসিভার সশব্দে নামিয়ে রাখলেন, মুখ তুলে নিজের যুবতী সেক্রেটারীকে ডাকলেন, 'রাইসা, একবার এদিকে এসো তো।'

রাইসা রূপে অনন্যা, চেয়ার ছেড়ে সে এসে দাঁড়াল কর্ণেল কার্লভের সামনে।

'ঐ হতভাগা পলুচাকিনের সঙ্গে টেলিফোনে আমার যা কথাবার্তা হলো তা টেপ করেছো?'

'করেছি কমরেড কর্ণেল।'

'বেশ, এবার ক্যাসেটটা একটা খামে পুরে ভালো করে মুখ বন্ধ করো, তারপর খামটা রেখে দাও সিন্দুকে। এই পলুচাকিন লোকটা আমায় সত্যিই অতিষ্ঠ করে তুলেছে। যাক, কে যেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় বলেছিলে না?'

'হ্যাঁ কমরেড কর্ণেল', রাইসা বলল, মিঃ ডেভিডভ পাশের ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

'তুমি এক কাজ করো' কর্ণেল কার্লভ বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে, আর বসে না থেকে এবার বাড়ি যাও, খামটা সিন্দুকে রেখে যাও, তারপর যা কিছু আমি নিজেই সামলে নেব।'

টেপ রেকর্ডার থেকে ক্যাসেটটা বের করে একটা বড় খামে রাখল রাইসা, আঠা দিয়ে খামের মুখ এঁটে সেটা রাখল কর্ণেল কার্লভের ব্যক্তিগত সিন্দুকের ভেতর। এরপর সেদিনের মতো বিদায় নিয়ে রাইসা রওনা হলো তার বাড়ির দিকে।

রাইসা চলে যেতেই কর্ণেল কার্লভ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে এসে পাশের ঘরের বন্ধ দরজার পাল্লা খুলে ফেললেন তিনি। ভেতরে বসেছিলেন এস্তোনিয়ার মাছধরা জাহাজ সারেমার ক্যাপ্টেন ওলাফ প্রি, কার্লভকে দেখে টুপিতে হাত ছুঁইয়ে স্যালিউড করলেন তিনি।

'আসুন প্রি,' কর্ণেল কার্লভ বললেন, 'পাশের ঘরে আমার মুখোমুখি এসে বসুন।' বলুন, ইংল্যাণ্ডে আপনার সময় কিভাবে কাটালেন।'

কর্ণেল কার্লভের ঘরে তাঁর মুখোমুখি বসে পাইপ ধরালেন ক্যাপ্টেন ওলাফ প্রি, চোস্ত জার্মানে তাঁরা কথা বলতে লাগলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রি জার্মানদের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করেছিলেন, ঐ ভাষাটা তাঁর খুব ভালো রপ্ত হয়েছে। অন্যদিকে কার্লভ নিজেও তুখোড় জার্মান বলেন।

'যা বলছিলাম, কর্ণেল,' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ক্যাপ্টেন প্রি বললেন, 'ইঞ্জিন খারাপ হবার ভাণ করে আমি আমার জাহাজ নিয়ে হারউইচ বন্দরে গিয়ে ভিড়লাম।'

'ওখানে কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?' কার্লভ প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ,' প্রি বললেন, 'মাঝবয়সী গাঁট্টাগোট্টা দেখতে এক ইংরেজ ভদ্রলোক, নাম তাঁর টুইড।'

'বাপরে! টুইড নিজে এসেছিলেন?' নামটা শুনেই কার্লভ সচকিত হলেন, উনি ব্রিটিশ সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের ওপরওয়ালা, তা জানেন? এই মুহূর্তে ওঁর মতো সেরা গুপ্তচর গোটা পৃথিবী খুঁজলে আর পাওয়া যাবে না। সাংঘাতিক বিপজ্জনক লোক এই টুইড। যাক, টুইড কি আমার ফাঁদে পা দিয়েছেন?'

'তা আমি বলতে পারব না কর্ণেল,' প্রি উত্তর দিলেন, 'তবে শীগগিরই বাল্টিকে আসছেন কিনা এমন কোনও আভাস ওঁর কথায় পেলাম না। 'আপনার কথামতো গুরুত্ব অফিসারদের খুনের খবর টুইডকে দিলাম, তাছাড়া তালিনে ঐসব খুনের তদন্তের দায়িত্ব যে আপনার ওপর চেপেছে তাও বলেছি। কিন্তু শুনে টুইড কোনও মন্তব্য করেননি। এছাড়া মন্দ্ সারিন যে শীগগিরই আপনার সঙ্গে দেখা করতে তালিনে আসছেন তাও বলেছি ওঁকে।'

'রবার্ট নিউম্যান নামে কোনও ব্রিটিশ সাংবাদিক সম্পর্কে টুইড কিছু বলেছেন আপনাকে ?'

'না কর্ণেল,' প্রি বললেন, 'তবে অ্যাডাম প্রোকেন নামে একজন মার্কিন কুটনীতিককে আগে কখনও দেখেছি কিনা সেকথা জানতে চাইছিলেন।'

'অ্যাডাম প্রোকেন ?' কার্লভ উৎসাহিত গলায় বলে উঠলেন, 'আপনি কি উত্তর দিলেন ?'

'যা সত্যি তাই বললাম, লোকটাকে আগে কখনও দেখিনি তার নামও শুনিনি।'

'খুব ভালো করেছেন। বলুন ক্যাপ্টেন, আমার জন্য আর কি গোপন খবর জোগাড় করেছেন আপনি ?'

'এস্তোনিয়ার সরকার উল্টে দেবার নাম করে যারা সেখানে দাঙ্গা বাঁধাতে চাইছে এমন তিনজন বিপ্লবী নেতার ফোটো এনেছি আপনার জন্য', ক্যাপ্টেন প্রি পকেট থেকে একটা মাঝারী খাম বের করে কার্লভের সামনে রাখলেন, 'আমার লোকেরা খুব গোপনে এ সব ফোটো তুলেছে।'

খাম খুলে তিনটে পাসপোর্ট সাইজ ফোটো বের করলেন কর্ণেল কার্লভ, খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার লোক যে ফোটো তুলেছে তা এরা টের পায়নি ?'

'না কর্ণেল', প্রি বললেন, 'সেদিক থেকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'যে এ সব ফোটো তুলেছে সে মুখ বুজে থাকবে তো ?'

'নিশ্চয়ই, কর্ণেল, আপনি আমার ওপর বিশ্বাস করতে পারেন।'

'বেশ, এই ফোটোগুলো আমি রাখছি', বলে কর্ণেল কার্লভ তিনটে ফোটো সমেত খামখানা তাঁর টেবিলের একটি ড্রয়ারের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন।

'এবার তাহলে আমি যেতে পারি, কর্ণেল ?' প্রি বলে উঠলেন।

'অবশ্যই,' কর্ণেল কার্লভ হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বললেন, 'এই ফোটোর ব্যাপারে সব ভুলে যান, যেন ওগুলো আদৌ তোলা হয় নি। আর সবসময় হুঁশিয়ার থাকবেন।'

'ধন্যবাদ কর্ণেল', চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সামরিক কায়দায় টুপিতে হাত রেখে আবার অভিবাদন জানালেন ক্যাপ্টেন ওলাফ প্রি, 'তাহলে আজকের মতো বিদায়।'

বাল্টিক সাগরের ওপারে চারশো কিলোমিটার দূরে গ্র্যাণ্ড হোটেলের একটি বিলাস-বহুল কামরায় একা বসে আছে ইনগ্রিড মেলিন, এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন টোকা দিল দরজায়।

সেফ্‌টি চেইন আলগা করে দরজার পাল্লা খুলতেই যিনি ভেতরে ঢুকলেন তাঁকে দেখে ইনগ্রিড খুশী না হয়ে পারল না। অন্ততঃ এই মুহূর্তে তাঁকে এখানে আশা করে নি সে।

'টুইড, আপনি ?' দু হাতে আগন্তুকের গলা জড়িয়ে ধরে ইনগ্রিড তাঁর গালে চুমু খেল, 'আপনাকে এতদিন পরে দেখে কি ভালো যে লাগছে তা বলে বোঝাতে পারব না।'

ইনগ্রিডের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে টুইড তার হাত ধরে সামনের বিশাল কৌচে টেনে বসলেন, নিজে বসলেন তার গা ঘেঁষে।

'কখন এসেছেন টুইড ? প্লেন থেকে নেমে সোজা এখানে চলে এলেন, আমার কাছে ?' এরকম একরাশ অবান্তর প্রশ্ন বেরিয়ে এলো ইনগ্রিডের ঠোঁট থেকে। কৌচের পাশে টেবিলের ওপর একটা টেপ ডেক রাখা। টুইড হাত বাড়িয়ে তার সুইচ টিপতেই শুরু হলো গা চনমনে আধুনিক পপ গান সঙ্গে জোরালো বাজনা। ইনগ্রিড এবার বুঝতে পারল যাতে বাইরে থেকে কেউ তাঁদের কথাবার্তার বিন্দুবিসর্গ শুনতে না পায় সেই উদ্দেশ্যেই টুইড ওটা চালিয়েছেন। নিজের প্রগলভতায় নিজেই লজ্জা পেল ইনগ্রিড।

'শেষ কখনো খেয়েছো তুমি ?' জানতে চাইলেন টুইড।

'আমার খাওয়ার জন্য আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না', ইনগ্রিড জবাব দিল।

'মুখে মুখে তর্ক করো না', টুইড মৃদু ধমকের সুরে বললেন, 'রুম সার্ভিসকে বলে ভোজ লাগাও। আজ ওরা ভাপা স্যামন মাছের একটা পদ রেঁধেছে, ঐ দিয়ে আজ ডিনার করব দুজনে। ভাপা স্যামন আমার খুব ভালো লাগে।'

ইনগ্রিড টেলিফোনের রিসিভার তুলে রুম সার্ভিসকে ডিনারের নির্দেশ দিল। এরপর টুইড তাঁর ব্রিফকেস খুলে একটা পুরু কার্ডবোর্ডের খাম বের করলেন, তার ভেতর থেকে কয়েকটা ফোটো বের করে তুলে দিলেন ইনগ্রিডের হাতে।

'এ তো হেলেন স্টিলমার', একটি ফোটোর দিকে আঙুল তুলে ইনগ্রিড বলল, 'এয়ারপোর্ট থেকেই আমি এর পিছু নিয়েছিলাম।'

টুইডের মনে পড়ল ডরচেস্টার হোটেল থেকে হেলেন বেরোচ্ছিলেন সেই সময় তাঁর লোকেরা একটি গোলাপের তোড়া তুলে দিয়েছিল তাঁর হাতে আর ঐ অবস্থাতেই ফোটো তুলেছিল।

'ঠিক ধরেছো', টুইড বললেন, 'দ্যাখো তো আর কাউকে চিনতে পারো কি না।'

অন্যান্য ফোটোগুলোতে হেলেনের স্বামীর ছবি আছে, ইচ্ছে করেই টুইড তাই সেগুলো এগিয়ে দিলেন ইনগ্রিডের দিকে, দেখতে চাইলেন স্টিলমারকে ইনগ্রিড আগে দেখেছে কি না।

'এ ভদ্রলোকের তিনটে ফোটো আমি তুলেছি', একটি ফোটোর গায়ে আঙুল রেখে ইনগ্রিড বলল, 'কার্লাভাগেনে ইনি হেলেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, আর তখনই আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম ওঁরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন, মনে হলো দুজনের মধ্যে গোপন প্রণয় আছে।'

ইনগ্রিডের মন্তব্য শুনে টুইড ভেতরে ভেতরে দারুণ হোঁচট খেলেন। ফোটোর সেই

লোকটির দিকে আরেকবার ভালো করে তাকালেন তিনি। হ্যাঁ, ইনগ্রিড যাঁর সম্পর্কে এই মন্তব্য করল তাঁকে বিলক্ষণ চেনেন টুইড, তিনি সি আই এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর কর্ড ডিলন।

'সুইডেন এখন অগ্রবর্তী ঘাঁটি', সুইডিস পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর স্যাপোর বড়কর্তা গুনার হর্নবার্গের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন টুইড।

'আপনি কি বলতে চান?' হনবার্গ প্রশ্ন করলেন।

'বলতে এটাই চাই যে সামনেই ফিনল্যাণ্ড যা হলো নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড, সেখানে পা দেবার আগে অ্যাডাম প্রোকেনকে সুইডেনে আসতেই হবে। প্রোকেন পুরুষ বা নারী যাই হোক তাকে আগেভাগেই বুঝতে হবে এই সুইডেনের মাটিতে। বলুন গুনার, আপনার তালিকায় কে কে আছেন যাঁদের মধ্যে অন্ততঃ একজন প্রোকেন হতে পারেন?'

'তিনজন', গুনার হর্নবার্গ মুচকি হেসে বললেন, 'স্টিলমার, কর্ড ডিলন, আর জেনারেল পল ডেক্সটার।'

'না', টুইড নিজেও এবার হাসলেন, 'আরেকজনকে আপনি বাদ দিয়েছেন— স্টিলমারের বৌ হেলেনি।'

'হেলেনি স্টিলমার?' হর্নবার্গ অবাক হলেন, 'এই অ্যাডাম প্রোকেনের ব্যাপারে ইনি আসছেন কোথা থেকে?'

'হেলেনি একসময় মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরে বড় চাকরী করতেন,' টুইড জানালেন, 'পেন্টাগন আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মধ্যে লিয়াঁজ অফিসার ছিলেন হেলেনি। আজ বিকেলেই হেলেনি হিথরো থেকে প্লেনে চেপে আর্লাণ্ডায় এসে পৌঁছেছেন। সেখান থেকে ট্যাক্সি ভাড়া করে গ্র্যাণ্ড হোটেলে গেছেন, ভালো একটা কামরা ভাড়া নিয়েছেন, সেখানে মালপত্র রেখে সবার চোখ এড়িয়ে বেরিয়ে এসেছেন তারপর একা গিয়ে হাজির হয়েছেন কার্লাভাগেন হোটেল, ওখানে বাহাত্তর সি নম্বর কামরায় কে থাকেন বলুন তো? হেলেনিকে সেই কামরায় ঢুকতে দেখা গেছে। আমি যতদূর শুনেছি চারতলার ঐ কামরা ভাড়া নিয়েছেন বি ওয়ারেন নামে জনৈক ভদ্রলোক।'

'হুম্, ঠিকই শুনেছেন,' হর্নবার্গ জানালেন, 'ওঁর আসল নাম ব্রুস ওয়ারেন, উনি পুরো স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সি আই এ-র প্রধান এজেন্ট। কর্ড ডিলন শুনেছি ওঁর কামরাতেই অতিথি হিসেবে উঠেছেন। ডিলনকে যে আমার লোকেরা আর্লাণ্ডায় দেখেছে।' এটুকু বলেই হর্নবার্গ ইন্টারকমের বোতাম টিপে বললেন, 'ভেতরে এসো, এখানে মিঃ টুইড বসে আছেন।' সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়সী এক যুবক ভেতরে ঢুকল। যুবকের চোখে সোনার চশমা, ঠোঁটে পাইপ।

'মিঃ টুইড,' ইশারায় যুবককে দেখিয়ে হর্নবার্গ বললেন, 'এ হলো পিটার পার্সন, আমার সেরা গোয়েন্দা। আপনি যতদিন সুইডেনে থাকবেন ততদিন এই ছোকরাই

আপনার ওপর নজর রাখবে, এককথায় ও হবে আপনার দেহরক্ষী, এর গায়ের জোর কি সাংঘাতিক তা ভাবতে পারবেন না আপনি।'

পার্সনের চেহারায় আর ব্যক্তিত্বে এমন কিছু ছিল যা টুইডকে আকৃষ্ট করল। তবু প্রতিবাদের সুরে তিনি বললেন, 'কটা দিনই বা থাকব, তার জন্য আবার দেহরক্ষী! এ আপনার নিছক বাড়াবাড়ি, হর্নবার্গ!'

'ওকথা বলবেন না, টুইড,' হর্নবার্গ বা-হাতের তর্জনী দিয়ে নিজের নাক ছুঁয়ে বললেন, 'আপনি সুইডেনে আসার পর থেকেই আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। আর্লাণ্ডায় কে এলো না এলো সে খবর মস্কোয় অজানা থাকে না। আর আপনি যে এখানে এসে পৌঁছেছেন সে খবর এতক্ষণে মস্কোয় পলিটব্যুরোয় পৌঁছে গেছে, তাও জানবেন।'

পার্সনের দিকে তাকিয়েছিলেন টুইড, হঠাৎ বিস্ময়সূচক একটি শব্দ বেরিয়ে এলো তাঁর ঠোঁট থেকে। টুইড দেখলেন পার্সন তার নিজের চশমা আর পাইপ সরিয়ে নিল। তারপর একটানে মুখের ওপর থেকে কি যেন টেনে খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা গেল বেমালুম পাল্টে, টুইড অবাক হয়ে দেখলেন পার্সনের হাতের মুঠোয় ধরা আছে একটি পাতলা রবারের মুখোশ।

'বাঃ, চমৎকার!' টুইড বললেন, 'তোমার চেহারা পাল্টানোর ক্ষমতার তারিফ করতেই হচ্ছে।'

'তাহলে মিঃ টুইড,' পার্সন বলল, 'আপনি এখানে কোথায় আছেন আমায় জানিয়ে দিন আগে থেকে।'

'গ্র্যাণ্ড হোটেল,' টুইড বললেন, 'কামরার নম্বর ছশো বত্রিশ। সকাল সাতটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠি না। ব্রেকফাস্ট খাই ডাইনিং রুমে। বলুন, আর কি জানতে চান, মিঃ পার্সন?'

'ধন্যবাদ, মিঃ টুইড,' পার্সন বলল, 'যেটুকু বললেন তাতেই হবে। আমি তাহলে আজ চললাম।' পাইপ আর চশমা তুলে হর্নবার্গকে কাঁধ ঝুঁকিয়ে সংক্ষেপে অভিবাদন জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

'কাজের লোক সন্দেহ নেই,' পার্সনের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করলেন টুইড, 'এবার আমিও কেটে পড়ব। তার আগে একটা প্রশ্ন করছি, দয়া করে সদুত্তর দিন। ধরুন সবার চোখ এড়িয়ে আপনি গোপনে ফিনল্যাণ্ড যাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে কোন পথে এগোবেন?'

'আর্কিপেলাগো,' হর্নবার্গ বললেন, 'সুইডিশ আর্কিপেলাগোয় অসংখ্য দ্বীপ আছে, তাদের কোনও একটি থেকে ছোট নৌকোয় চাপব—অর্নো দ্বীপটা বেশ বড় আমার ওটাই পছন্দ, অর্নো বলতে গেলে একেবারে বাল্টিকের গায়ে। ওখান থেকে ফিনল্যাণ্ডে আগে আর্কিপেলাগোতে পৌঁছোতে অল্প কয়েক ঘণ্টা লাগে। অনেকগুলো সোভিয়েত মিনি সাবমেরিন ঐ এলাকায় জলে ডুবে আমাদের নৌ প্রতিরক্ষার ওপর নজর রাখছে তাই ঐ জায়গাটার ওপর আমাদেরও দিনরাত নজর রাখতে হচ্ছে।'

'এছাড়া আর কোনও পথ নেই ?' টুইড় জানতে চাইলেন।

'আছে', হর্নবার্গ বললেন, 'এই শহরের মাঝখানে আছে ব্রমা এয়ারপোর্ট, সেখান থেকে হাল্কা প্লেনে চেপে আবোর কাছেই বিমান ঘাঁটিতে নামতে পারেন। ফিনেরা ঐ বিমানঘাঁটির নাম দিয়েছে টুর্কু।'

'তাহলে আপনি নজরদারী চালিয়ে যাচ্ছেন ?' চেয়ার ছেড়ে উঠে টুইড প্রশ্ন করলেন।

'কর্ড ডিলন আর হেলেনি স্টিলমারের ওপর,' হর্নবার্গ বললেন, 'তাছাড়া মিঃ স্টিলমার আর জেনারেল ডেক্সটারকেও বাদ দেব না।'

'গুনার,' দরজার দিকে এগোতে এগোতে টুইড বললেন, 'আপনাদের নৌ-প্রতিরক্ষার ওপর নজর রাখা ছাড়াও অন্য কোনও উদ্দেশ্যে রুশেরা মিনি সাবমেরিন এখানে ভেড়াচ্ছে এই কথাটা আগে কখনও আপনার মাথায় আসেনি ?'

'কি উদ্দেশ্যে ?'

'প্রোকেনকে তুলে সোভিয়েত ইউনিয়নে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যেই হয়ত কোনও সোভিয়েত মিনি সাবমেরিন এইমুহূর্তে ওখানে অপেক্ষা করছে। শুনুন, গুনার, আমি একবার অর্নো দ্বীপটা দেখতে চাই, অনুগ্রহ করে আমার জন্য সেই ব্যবস্থা করে দিন আপনি।'

'মনে হচ্ছে এবার আমাদের জহ্লাদকে সুইডেনে পাঠানোর সময় এসেছে,' কর্ণেল কার্লভের চেয়ারের ঠিক পেছনের খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন জেনারেল লাইসেংকো।

'তার মানে ক্যাপ্টেন ওলেগ পলুচকিন,' কর্ণেল কার্লভ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু কেন ?' জেনারেল লাইসেংকো আগে থাকতে কোনও খবর বা হুঁশিয়ারী না দিয়ে লেনিনগ্রাদ থেকে ছুটে এসেছেন—আসলে তিনি অধীনস্থ কোনও কর্মচারীকেই বিশ্বাস করতে পারেন না, তাই আগে থাকতে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ এসে হাজির হন তিনি এইভাবে। লাইসেংকোর এবারে তালিনে ছুটে আসার পরিকল্পনা তাঁর সহকারী ক্যাপ্টেন রেবেটও আগেভাগে টের পাননি।

'আপনি আমার হুকুমের ব্যাখ্যা চাইছেন মনে হচ্ছে।' জেনারেল লাইসেংকো নিষ্ঠুর হেসে তাকালেন কর্ণেল কার্লভের দিকে।

'ঠিকই ধরেছেন,' কার্লভ স্বাভাবিক গলায় জবাব দিলেন, 'আর তার সঙ্গত কারণও আছে। যেখানে অ্যাডাম প্রোকেনকে আমরা নিরাপদে সীমান্ত পার করে সোভিয়েত ইউনিয়নে নিয়ে আসতে সবরকম চেষ্টা করছি সেখানে আচমকা খুনখারাপি শুরু হলে সব পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে।'

'চুপচাপ কিভাবে মানুষ খুন করতে হয় তা পলুচকিনকে আমরা ভালোভাবেই শিখিয়েছি কমরেড,' লাইসেংকো বললেন, 'তাছাড়া আমি চাই মাগদা রুপেস্কু নিজেও

একাজে ওকে মদত দিক। মাগদাকে চেনেন নিশ্চয়ই, সেই রুমানিয়ান শরণার্থী মেয়েটা যে বুখারেস্ট থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল সুইডেনে। নিঃশব্দে মানুষ খুন করতে ও নিজেও সিদ্ধহস্ত। পলুচাকিন আর মাগদা একসঙ্গে কাজ করবে।'

'আপনি মাগদাকে চেনেন না কমরেড,' কার্লভ বললেন, 'ও পলুচাকিনের চাইতেও নচ্ছার। সোরগোল না তুলে কাজ সারতেই পারে না।'

'কাজটা ভালোভাবে সারে তা মানতেই হবে,' লাইসেংকো বললেন, 'ওরা দুজনেই ভালো সুইডিশ বলতে পারে। আজই হেলসিংকির রুশ এমব্যাসিতে টেলিফোন করে পলুচাকিনকে ওর কাজ বুঝিয়ে দিন।'

'কিন্তু কেন কমরেড,' কার্লভ এবার বিনীত গলায় বললেন, 'আবার আমি প্রশ্ন করছি, আপনি এসব খুনখারাপি কেন শুরু করতে চাইছেন?'

'আপনি নিজেই তো একটু আগে বললেন যে পরিকল্পনার চরম মুহূর্ত এসে গেছে,' লাইসেংকো জবাব দিলেন, 'প্রোকেন এসে হাজির হলে তাকে পথ দেখিয়ে ফিনল্যাণ্ডে নিয়ে আসার দরকারও তো আছে, না কি?'

'টুইড আর কর্ড ডিলনকে আর্লাণ্ডার প্লেন থেকে নামতে দেখা গেছে এই কারণেই কি আপনি সুইডেনে জহ্লাদ পাঠাতে চাইছেন?'

'কর্ড ডিলন নয়,' লাইসেংকো বললেন, 'আসলে আমার দুশ্চিন্তা টুইডকে নিয়ে। ঐ ইংরেজ ভদ্রলোকটি সর্বদিক থেকেই বিপজ্জনক।'

'ওঁর খুন হওয়া যে আরও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে তা বুঝতে পারছেন না?'

'এক কাজ করুন, কমরেড,' লাইসেংকো কুটিল হাসি হাসলেন, 'মস্কোর পলিটব্যুরোকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিন যে আপনি আদেশ পালন করার পক্ষপাতী নন, আপনার বিরোধিতার সবকটা কারণও তাতে উল্লেখ করবেন।'

'না, কমরেড জেনারেল,' কার্লভ অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি পলিটব্যুরোকে ঐরকম কোনও চিঠিই পাঠাব না।' ঐভাবে লাইসেংকো যে তাঁকে ফাঁদে ফেলতে চাইছেন তা বুঝতে কর্ণেল কার্লভের বাকি রইল না।

'বাঃ! এই তো সুবুদ্ধি হয়েছে দেখছি,' জেনারেল লাইসেংকো বলে উঠলেন, 'তাহলে আর দেরী করে লাভ নেই, কি বলেন? পলুচাকিনকে টেলিফোন করে যা বলার তাড়াতাড়ি বলে দিন। এই নিন মাগদার ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর, এটাও পলুচাকিনকে জানাতে ভুলবেন না। ওকে এক্ষণি রওনা হতে বলুন।' কথা শেষ করে লাইসেংকো একটুকরো কাগজে একটা ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর লিখে কার্লভের সামনে রাখলেন।

'কমরেড জেনারেল,' কার্লভ শেষ চেষ্টা করলেন, 'ঐ দুটো গবেটকে সুইডেনে ঢোকানোর অর্থ আবার নতুন করে সেখানে অশান্তি শুরু করা, এটা আমার মোটেও ভালো লাগছে না।'

'কার্লভ,' লাইসেংকো এবার গলা সামান্য চড়ালেন, 'হুকুমটা এসেছে মস্কো থেকে. তাই এ-ব্যাপারে আপনার ফোঁপরদালালী আমারও ভালো লাগছে না তা শেষবারের মতো বলে দিচ্ছি।'

'তা না হয় হলো,' কার্লভ নিজেও এবার গম্ভীর হলেন, 'কিন্তু আমার পরিকল্পনা কার্যকর করার কি ব্যবস্থা করলেন আপনি ?'

'আপনার কোন পরিকল্পনার কথা বলছেন, কর্ণেল ?'

'সেই যে মনু সারিনকে তালিনে নিয়ে আসার পরিকল্পনা,' কার্লভ বললেন, 'রবার্ট নিউম্যান নামে একজন ব্রিটিশ সাংবাদিকের ও'র সঙ্গে আসার কথা ছিল। ঐ ব্যাপারটা কতদূর এগোল ?'

'ও-হো, মনে পড়েছে,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে লাইসেংকো বললেন, 'কিন্তু আপনার ঐ পরিকল্পনা এখনও আমি অনুমোদন করিনি কর্ণেল। আরও কিছুদিন যাক, ও'দের আরেকটু সবুর করতে দিন, সময় হলেই ও'দের এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা যাবে। আমি তাহলে এখন যাচ্ছি কমরেড, তার আগে আপনাকে মনে করিয়ে দিই যে পলুচাকিন আজই স্টকহমে গিয়ে পৌঁছোক এটাই আমি চাই।'

সুইডেনের তেতামকাতুতে অবস্থিত সোভিয়েত এমব্যাসী থেকে বেরিয়ে এলো ক্যাপ্টেন ওলেগ পলুচাকিন। বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় গ্রুর এই নৃশংস জল্লাদের পরনে এখন সুইডিশ স্যুট, বাঁ-হাতে ঝুলছে একটি মাঝারী স্যুটকেশ। তাকে দেখে এইমুহূর্তে কেউ রুশ বলে সন্দেহ করতে পারবে না।

ট্যাক্সিতে চেপে পলুচাকিন এসে হাজির হলো ব্রেডাকিলসবাকেন সোলনা অঞ্চলে, এখানেই একটি বহুতল বাড়িতে থাকে মাগদা রুপেস্কু। নির্দিষ্ট বহুতল বাড়িতে ঢুকে লিফটে চাপল পলুচাকিন, চারতলায় পৌঁছে আটশো পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িযে কলিংবেল টিপল।

কলিংবেলের আওয়াজ কানে যেতে ফ্ল্যাটের ভেতব মাগদা সচকিত হলো, পা-টিপে টিপে সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল, আইহোলে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত খুঁটিয়ে দেখল মাগদা বাইরে দাঁড়ানো পলুচাকিনকে, পরক্ষণেই দরজা খুলে দিল সে।

মাগদা রুপেস্কুর বয়স মাত্র ত্রিশ। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা এই যুবতীকে সবদিক থেকেই রুপসী বলা চলে। তার গায়ের রং দুধের মতো ধপধাপ সাদা, শরীরের কোথাও এতটুকু চর্বি নেই, মাথায় একঢাল বাদামী রংয়ের চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। মাগদার ফর্সা ঠোঁটের লিপস্টিকের লাল রং আর তার চোখের গাঢ় সবুজ রংয়ের সানগ্লাসের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উন্মত্ত নরঘাতক ওলেগ পলুচাকিনের নারীলোভী সত্ত্বা সক্রিয় হয়ে উঠল।

'ওরকম হাঁ করে তাকিয়ে দেখছ কি,' মাগদা ধমকে উঠল, 'ভেতরে এসো।'

মাগদার কথা শেষ হবার আগেই তাকে ঠেলে পাশ কাটিয়ে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকল

পলুচাকিন। মাগদা সদর দরজা বন্ধ করে চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে ফেলতেই পলুচাকিন উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে হাত রাখল তার চুলে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মতো ঘুরে দাঁড়াল মাগদা, হিংস্র গলায় বলে উঠল 'খবরদার! আমার এখানে ওসব চলবে না তা আগেই বলে রাখছি! আরেকবার আমায় ছুঁয়ে দ্যাখো, আমি ঠিক খুন করে ফেলব তোমায়!'

'কি বললে?' ব্যঙ্গের হাসি হেসে পলুচাকিন বলে উঠল, 'তুমি খুন করবে আমায়?'

মাগদা কোনও উত্তর না দিয়ে তার কোমর থেকে কি যেন টেনে বের করল, পরমুহূর্তে পলুচাকিন তার গলায় সূঁচের তীব্র খোঁচা অনুভব করল। কোনও মন্তব্য না করে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

'হ্যাঁ, আমিই খুন করব,' মাগদা বলে উঠল, 'হাইকমাণ্ড আমাদের দুজনের ওপর একটা কাজের দায়িত্ব দিয়েছে সে-কথা ভুলে যেয়ো না।'

'আঃ, তুমি খামোকা মাথা গরম করছ, মাগদা সুন্দরী!' পলুচাকিন শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে মন্তব্য করল, 'আমাদের তো একসঙ্গে কাজ করার কথা।'

'তাই বলে আমার বিছানায় ভুলেও কখনও যেন শুতে আসবে না,' মাগদা তীক্ষ্ণগলায় বলল, 'বাথরুমের গায়েই যে ঘরটা আছে সেখানে তোমার রাত কাটাবার ব্যবস্থা করেছি, আমি বরাবর যে ঘরে শুই সেখানেই শোব। আরেকটা কথা, আমি কিন্তু রাতে দরজা খুলে রেখে শুই, এ আমার বহুদিনের অভ্যেস। তাই ভুলেও যেন রাতেরবেলা মদ খেয়ে আমার শোবার ঘরে ঢুকতে যেয়ো না। ওরকম কিছু করলে আমি তোমার পেট ছিঁড়ে নাড়িভুঁড়ি সব টেনে বের করব।'

কথা শেষ করে মাগদা পলুচাকিনের গলা থেকে তার ধারালো অস্ত্রটি নামিয়ে আনল আর তখনই পলুচাকিনের চোখে পড়ল যে ওটি একটি হাতলসমেত সূঁচ যা স্প্রিংয়ের চাপে যে-কোন নরম জায়গায় আমূল গেঁথে যেতে পারে।

'এর নাম কর্কেট,' মাগদা বলল,' ইংল্যাণ্ডের লোকেরা এর সাহায্যে মদের বোতলের ছিপি খোলে। বাইরে থেকে দেখলে কেউই এটাকে মানুষ খুন করার অস্ত্র বলে সন্দেহ করতে পারবে না।'

'কিন্তু ভীড়ের মধ্যে এটা তুমি কারও গলায় বিঁধিয়ে দেবে কি করে?' পলুচাকিন জানতে চাইল।

'গলায় বেঁধাতে না পারলেও সবার চোখ এড়িয়ে শিকারের শিরদাঁড়ায় গেঁথে দিতে পারব,' মাগদা বলল, 'এটা সবসময় আমি সঙ্গে রাখি, এমনকি রাতে শুতে যাবার সময়েও। এখানে আমার নাম এলসা সাণ্ডেল, বাইরে থেকে সবাই জানে আমার একটা ছোট এজেন্সী আছে। তুমি কি নামে ঘোরাফেরা করবে?'

'বেঙ্গ থালিন', পলুচাকিন বলল, 'সবাই জানে হেলসিংকিতে আমার একটা ট্র্যাভেল এজেন্সী আছে যদিও ঐ নামে কোনও প্রতিষ্ঠান আদৌ নেই।'

'ভালোই হয়েছে,' মাগদা বলল, 'এবার তাহলে কাজের কথায় আসা যাক। শোন,

এখানে সবাই জানবে যে তুমি আমার বয়ফ্রেণ্ড আর সেই পরিচয়েই তুমি আমার ফ্ল্যাটে আমার সঙ্গে থাকবে। আমাদের প্রধান কাজ হবে অ্যাডাম প্রোকেনকে খুঁজে বের করা তারপর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা। ওপরমহল থেকে জেনেছি যে হয় সি আই এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর কর্ড ডিলন, স্টিলমার, নয়ত জেনারেল পল ডেক্সটার, এঁদের তিনজনের মধ্যে একজন অ্যাডাম প্রোকেন না হয়ে যায় না। কর্ড ডিলন হালে লুকিয়ে ঢুকে পড়েছে সুইডেনে, কিন্তু আর্লাণ্ডায় আমাদের লোকেরা ওকে ঠিক দেখেছে। ওরা ডিলনের পিছুও নিয়েছিল কিন্তু সের্গেলস টর্গে উনি হঠাৎ হাত ফসকে ঢুকে পড়েন আমেরিকান এম-ব্যাসিতে।'

'জায়গাটা আমিও চিনি—'

'আমার কথা বলার সময় বাধা দিও না,' মাগদা ধমকে উঠল, 'আমেরিকান এমব্যাসির ওপরে আমাদের লোকেরা নজর রেখেছে। কর্ড ডিলন চিরকাল ভেতরে বসে থাকতে পারবে না, বাইরে ওকে বেরিয়ে আসতেই হবে।' একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এরপর আছেন স্টিলমার, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। তারপর আছেন জেনারেল পল ডেক্সটার, কিন্তু উনি এখনও পর্যন্ত এখানে এসে পৌঁছোননি। বলো, কোনও প্রশ্ন আছে?'

'প্রশ্ন একটা আছে বটে,' পলুচাকিন বলে উঠল, 'প্রোকেনকে খুঁজে পেলে কোন পথে আমরা তাকে বের করে নিয়ে যাব?'

'আগে ওকে খুঁজে বের করো তারপর এ প্রশ্ন করো,' মাগদা উত্তর দিল, 'আপাততঃ প্রোকেনকে খুঁজে বের করার চেয়েও বড় সমস্যা আমাদের সামনে এসেছে। স্যাপোর বড়কর্তা গুনার হুর্নবার্গের নাম শুনেছো তো? ওর সবচাইতে পেয়ারের গোয়েন্দা পিটার পার্সন আমাদের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, দরকার হলে ওকে খতম করে দেবার হুকুম এসেছে ওপরমহল থেকে। পার্সন, কর্ড ডিলন, স্টিলমার, জেনারেল ডেক্সটার এদের সবার ফোটো দেখাচ্ছি তোমায়।' কথা শেষ করে মাগদা তার হাতব্যাগ খুলে তিনটে রঙীন পোস্টকার্ড সাইজের ফোটো তুলে দিল পলুচাকিনের হাতে। প্রত্যেকটা ফোটোর পেছনে কালো পেনসিলে ব্যক্তির পরিচয় লেখা। গোয়েন্দা পিটার পার্সনের ফোটোটার দিকে তাচ্ছিল্যভরে এক নজর তাকিয়ে পলুচাকিন মন্তব্য করল, 'এ একেবারে ভেড়া, একে আমার ভয় করার কোনও কারণ নেই।'

'ভেড়া তুমি নিজে তাই এ-ধরনের মন্তব্য করতে পারলে,' মাগদা বলল, 'আর তাই চাল্লিশ বছর বয়সেও ক্যাপ্টেনের র‍্যাংকে আটকে আছো, এখনও মেজর হতে পারোনি।'

'অ্যাই মাগী!' পলুচাকিন এবার এক অশ্লীল গালি উচ্চারণ করল, 'ঐভাবে ভুলেও আর কখনও কথা বলবি না। আমার সঙ্গে সমঝে চলবি নয়ত তোকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলব তা বলে রাখছি!'

'কথাটা আমিই তোমাকে বলব ভেবেছিলাম,' মাগদা নিষ্ঠুর হেসে বলল, 'যে আমাকে

এই অপারেশনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছে সে যে তোর বাপ তা আশা করি তোকে বলে দিতে হবে না, ইচ্ছে করলে সে তোকে তার জুতোর নীচে ফেলে পিষে ফেলতে পারে। আর এও জেনে রাখ যে পিটার পার্সন যখন তখন ভোল বদলাতে পারে, ও কি বিপজ্জনক লোক তা জানিস না রে শূয়োরের বাচ্চা ? ও যদি তোর আগেই প্রোকেনকে খুঁজে বের করে তার পিছু নেয় তো তাতেও আমি আশ্চর্য হব না !'

'তেমন হলে পার্সনকে আমিই শেষ করব,' পলুচাকিন মন্তব্য করল।

'খবরদার !' মাগদা জোরগলায় ধমকে উঠল, 'পার্সনকে যদি খুন করতেই হয় তা আমিই করব আমার এই হাতিয়ার দিয়ে।' বলে মাগদা তার হাতব্যাগ খুলে সেই হাতল-সমেত সূঁচটা বের করল, 'পিটার পার্সন যদি আমার হাতে খুন হয় তো তার লাশ পাচার করার দায়িত্ব থাকবে তোমার ওপর, তার বেশী কিছু নয়।'

'নিউম্যান এখন কি করছেন, লায়লা ?' গ্র্যাণ্ড হোটেলের কামরা থেকে টেলিফোনে টুইড জানতে চাইলেন।

'আপনাকে টেলিফোন করেছি বলে কিছু মনে করেননি তো ?' লায়লা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'মণিকার কাছ থেকে আপনার টেলিফোন নম্বর জোগাড় করেছি। আপনি আমার কাছাকাছি আছেন এটা ভেবে আমার খুব ভালো লাগছে। প্লেনে চেপে স্টকহম থেকে হেলসিংকি আসতে মাত্র পঞ্চাশ মিনিট লাগে, আপনি এখুনি চলে আসবেন ?'

'না, না, তুমি টেলিফোন করেছো তাতে আমি কিচ্ছু মনে করিনি,' টুইড এপাশ থেকে বললেন, 'নিউম্যান কি করছেন তাই বলো, ব্যাপার কি দাঁড়িয়েছে তাই জানতে চাই আমি।'

'আমি আমার ফ্ল্যাট থেকে কথা বলছি,' লায়লা বলল, 'নিউম্যান জল পেরোবার চেষ্টা করছেন। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন ?'

একটা গোলমাল যে কোথাও দানা পাকিয়ে উঠছে সে-বিষয়ে টুইডের মনে কোনও সন্দেহ রইল না। নিজের গলা যতদূর সম্ভব শান্ত রেখে তিনি বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। যাক, কোনওভাবে ওকে দেরী করিয়ে দিতে পারো ? আমি আসবার চেষ্টা করব কিন্তু কথা দিতে পারছি না। নিউম্যান এরকম পাগলামি করতে চাইছেন কেন ? উনি তো এই ধাঁচের লোক নন ?'

'নিউম্যান বলছেন ওঁর স্ত্রী আলেক্সি যেখানে খুন হন সেই জায়গাটা উনি খুঁজে পেয়েছেন।'

'সাগরের ওপারে ?'

'হ্যাঁ,' লায়লা বলল, 'আর নিউম্যানের কথায় বুঝতে পেরেছি যে ওঁর ধারণা সম্পূর্ণ নির্ভুল। টুইড, নিউম্যানের জীবন বিপন্ন হতে পারে এই দুর্ভাবনায় আমি রাতে ঘুমোতে পারছি না। আপনি দয়া করে একবার আসুন নয়ত খুব দেরী হয়ে যেতে পারে।'

লায়লার আশঙ্কা যে পুরোপুরি অমূলক নয় তা বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছেন টুইড, কিন্তু অ্যাডাম প্রোকেনের সমস্যার একটা সমাধান যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ এ-জায়গা ছেড়ে তিনি যানই বা কি করে। আসলে চিরকালের শান্ত সুবোধ বব নিউম্যান যে তাঁর স্ত্রী খুন হবার পর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে এমন মরীয়া হয়ে উঠবেন তা টুইড আগে ভাবতে পারেননি। একদিকে প্রোকেন, আর অন্যদিকে নিউম্যান, এই দোটানা থেকে উদ্ধার পেতে টুইড তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিলেন।

'লায়লা, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো ?' টুইড প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ। পাচ্ছি, বলুন।'

'শোন, মাথা ঠাণ্ডা রাখো, নার্ভ শক্ত রাখো। নিউম্যানকে যেভাবে পারো হেলসিংকিতে আটকে রাখো, সেজন্য যে-কোন ধরনের ছলাকলার আশ্রয় নেবে যদি দরকার হয়। দ্বিতীয়তঃ, যত শীগগির সম্ভব আমি টেলিফোনে নিউম্যানের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওঁকে এমনভাবে ভোলাবে যাতে উনি আমায় টেলিফোন করতে বাধ্য হন। নিউম্যান হেসপেরিয়া হোটেলে ও'র কামরায় ফিরে এলেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে, তারপর রিসিভার দেবে ও'র হাতে।'

'মনে হচ্ছে এটা আমি করতে পারব,' লায়লা বলল, 'তবে কবে পারব তা বলতে পারছি না।'

'আজকেই করতে হবে লায়লা, আজকেই, যেভাবে হোক, হাতে সময় সত্যিই খুব বেশী নেই। তোমার টেলিফোনের অপেক্ষায় আমি আজ বেরোব না, এখানে গ্র্যাণ্ড হোটেলেই বসে থাকব।'

'আমার পক্ষে যতদূর করা সম্ভব, করব।'

'তোমার জন্যই হয়ত নিউম্যান প্রাণে বেঁচে যাবেন, লায়লা', টুইড ইচ্ছে করেই গম্ভীর গলায় কথাটা বললেন যাতে লায়লা ঘাবড়ে যায়।

'বিদায় টুইড', বলেই লায়লা লাইন ছেড়ে দিল।

হাতে খুব বেশী সময় নেই, অথচ সাহায্য দরকার। টেলিফোনের রিসিভার তুলে টুইড ট্রাঙ্ক কল করলেন লণ্ডনে তাঁর সহকারিণী মণিকাকে।

'কি ব্যাপার টুইড ?' ওপাশ থেকে মণিকার গলা ভেসে এলো, 'মনে হচ্ছে ঝামেলায় পড়েছেন ?'

'হ্যাঁ', টুইড বললেন, 'যত শীগগির সম্ভব দুজন লোক পাঠিয়ে দাও এখানে।'

'হ্যারি বাটলার আর পিটার নিয়েল্ডকে পাঠিয়ে দিই ?'

'হ্যাঁ, ওরাই উপযুক্ত লোক', টুইড প্রশ্ন করলেন, 'ওরা কবে আসছে তাহলে ?'

'আজই', মণিকা বলল, 'বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ আর্লাণ্ডায় পৌঁছে যাবে ওরা দুজনে।'

'যা করার তাড়াতাড়ি করো, ছাড়ছি তাহলে', বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন টুইড।

গ্র্যাণ্ড হোটেলে ঢুকে মাগদা বুপেন্ধু পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল রিসেপশান কাউন্টারের সামনে। কর্তব্যরত পুরুষ কর্মীটি মুখ তুলে তাকাতেই মাগদা বলে উঠল, 'আমার একটা সেক্রেটারিয়াল এজেন্সী আছে। শুনেছি মিঃ টুইড নামে এক ভদ্রলোক এই হোটেলে উঠেছেন, উনি আমার অফিসের এক কর্মচারীকে আজ টেলিফোন করে একজন সেক্রেটারী পাঠাতে বলেছেন। দুঃখের বিষয়, ওঁর কামরার নম্বরটা আমাদের জানা হয় নি, ওটা কতো দয়া করে বলবেন?'

'এক মিনিট', রেকর্ড ঘেঁটে কর্মীটি জানাল, 'মিঃ টুইডের কামরার নম্বর ৬৩২।'

'ধন্যবাদ', বলে মাগদা সরে এসে এলিভেটারের পাশ কাটিয়ে এগোতে যাবে, ঠিক সেই সময় এলিভেটরের দরজা খুলে গেল, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন টুইড স্বয়ং।

মাগদার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন টুইড। তাঁর মনে পড়ে গেল তিন বছর আগে পশ্চিম জার্মানীর বনের পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরে যখন মাগদাকে একটি নির্দিষ্ট অপরাধের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে জেরা করছিলেন সেখানকার গোয়েন্দারা, সেই সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই তিন বছরে মাগদার চেহারার বিশেষ কোনও পরিবর্তন যেমন হয় নি তেমনি পাল্টায়নি তার হাঁটাচলা। মাগদার পেছন পেছন হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়ালেন টুইড, মাগদার গাড়ির নম্বরও নোট করে নিলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে গুণার হর্ণবার্গের মাধ্যমে টুইড খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন ঐ গাড়ির মালিক এলসা স্যাণ্ডেল নামে এক যুবতী, ব্রেডকিলসব্যাকেন অঞ্চলের একটি বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাটে তার আস্তানা।

কার্লাভাগেন হোটেলের বাহাত্তর-সি নম্বর স্যুটের অভ্যন্তরভাগ। বিশাল কৌচের ওপর অলস ভঙ্গিতে গা এলিয়ে বসে হেলেনি স্টিলমার, আড়াআড়িভাবে রাখা দুপায়ের একটির হাঁটুতে আঙুলের টোকা দিচ্ছে সে। পাশে বসে আছেন সি আই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর কর্ড ডিলন। আচমকা নিজের বাঁ হাতটা হেলেনির পরনের স্কার্টের ভেতর গুঁজে দিলেন তিনি। হেলেনি তাঁকে বাধা দিল না, শুধু একটু উসখুশ করে উঠল।

'একটা চমৎকার মতলব আমার মাথায় এসেছে, ডার্লিং', হেলেনির কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে এসে বললেন কর্ড ডিলন।

'কি মতলব বলেই ফ্যালো, শুনি', হেলেনি মন্তব্য করল, 'নিশ্চয়ই অ্যাডাম প্রোকেন সম্পর্কে, তাই না?'

'এমব্যাসিতে তো বটেই, সেই সঙ্গে অন্যান্য আরও অনেকের মুখেই শুনলাম অ্যাডাম প্রোকেন নাকি স্টকহমে এসে হাজির হয়েছে।'

'সত্যি?'

'মাথা খারাপ হয়েছে?' কর্ড ডিলন হেলেনির গায়ে ঠেস দিয়ে বলে উঠলেন,

'এ সব নিছক গুজব যার কোনও ভিত্তি নেই। আসলে এখানকার মার্কিন এমব্যাসিতে আমাদের যে সব ছেলে-ছোকরা প্রোকেন সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরি করছে তারা ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। ওদের একটাই ভয় তা হলো, যে কোন মুহূর্তে প্রোকেন ওদের চোখ এড়িয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে ঢুকে পড়বে আর তখন কর্তৃপক্ষ ওদেরই এজন্য দায়ী করবে। মেয়েরা প্রথম বাচ্চার মা হবার সময়েও এত ভয় পায় না, ও বেচারারা এতটাই ভয় পেয়েছে, আর তাই আমায় হাতের কাছে পেয়ে এ-কথা শুনিয়েছে যাতে আমিও হুঁশিয়ার হই।'

'তাহলে তুমি এবার কি করবে?' সিগারেটের ধোঁয়ার রিং ছেড়ে প্রশ্ন করল হেলোঁন।

'তুমি বড্ড বেশী স্মোক করছ⋯'

'ঐ ভাবে আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যেয়ো না কর্ড।'

উত্তর না দিয়ে কর্ড ডিলন পকেট থেকে দুটি জাহাজের টিকেট বের করে কৌচের একপাশে রাখলেন, তারপর হেলোনির স্কার্টের ভেতর থেকে হাত বের করে উঠে পড়লেন, একটা পপ গানের রেকর্ড বের করে সামনে রাখা টেপ ডেকে চড়িয়ে চালু করে দিলেন তিনি। পরক্ষণেই আবার ফিরে এসে কর্ড বসলেন হেলোনির পাশে।

পপ গানের উচ্চগ্রাম বাজনার আওয়াজে কামরার ভেতরটা ভরে উঠল, হেলোঁন চাপা গলায় প্রশ্ন করল, 'এটা আবার এখন চালালে কেন?'

'এই কামরার আসল বাসিন্দা ব্রুস ওয়ারেন তা মনে আছে তো?' কর্ড ডিলন আচমকা হেলোনির দুই ভুরুতে আর খাড়া নাকের ডগায় চুমু খেয়ে বললেন, 'ও যে আমার কথাবার্তা রেকর্ড করার ব্যবস্থা করেনি তা কে বলতে পারে? এই পপ গানের আওয়াজে সেই সম্ভাবনা দূর হবে।'

'তোমরা সি আই-এর লোকেরা নিজেরা কেউ কাউকে এতটুকু বিশ্বাস করো না', হেলোঁন বলল, 'অথচ বাইরের লোকেরা কেউ তা জানে না।'

'শোন, ডার্লিং', কর্ড ডিলন কৌচের একপাশে রাখা জাহাজের টিকেট দুটো ইশারায় দেখিয়ে বললেন, 'এইসব আজেবাজে ঝুটঝামেলা ছেড়ে চলো কয়েকটা দিন একটু বেড়িয়ে আসি। জাহাজে চেপে রাতারাতি হেলসিংকি পৌঁছোব দুজনে। বেশ মজা হয়ে যাবে?'

'মজা হয়তো হবে, কিন্তু সুইডেন পেরিয়ে আরও পূর্বদিকে যাবার অনুমতি আমরা কিন্তু পাব না', হেলোঁন জবাব দিল, 'কর্ড, আমার এক এক সময় মনে হয় তোমার মাথার ছিট আছে।'

'ছিট আছে, আমার মাথায়?'

'নিশ্চয়ই', জোর দিয়ে বলল হেলোঁন, 'তুমি নিজে যদি সত্যিই অ্যাডাম প্রোকেন হতে তাহলে আমি কতটা নিরাপদে থাকতে পারতাম তা ভেবে দেখেছো?'

হ্যারি বাটলারের হাত থেকে ফোটোটা তুলে নিলেন টুইড, তাতে ঈশারায় একজনকে দেখিয়ে বললেন, 'এই যে মাগদা রুপেঙ্কুর পাশে লোকটা দাঁড়িয়ে, হ্যারি দ্যাখো তো একে চিনতে পারছ কি না ?'

'নিশ্চয়ই পারছি', হ্যারি বাটলার জবাব দিল, 'এ হলো ক্যাপ্টেন ওলেগ পলুচকিন, গ্রু'র জহ্লাদ। নিষ্ঠুরভাবে মানুষ খুন করতে ওর জুড়ি নেই। সুইডিশ, নরওয়েজিয়াস, ল্যাপ, তিনটে ভাষায় ওর দারুণ দখল। রীতিমেতা বিপজ্জনক লোক।'

'ঠিকই বলেছো', টুইড সায় দিয়ে বললেন, 'এমন কোনও অস্ত্র নেই যা মাগদা আর আর পলুচকিন চালাতে জানে না। তাহলে এই মুহূর্তে সুইডেনে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটছে, তাই না ? একদিকে মাগদা আর পলুচকিন কাউকে খুন করার মতলবে এসে জুটেছে যে অপারেশনের নেতৃত্ব আছে মাগদার নিজের ওপর। এছাড়া কর্ড ডিলন চুটিয়ে প্রেম করে যাচ্ছেন হেলেনি স্টিলমারের সঙ্গে।' টুইডের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো ইনগ্রিড মেলিন, টুইড তাঁর দুই সহকারী হ্যারি বাটলার আর পিটার নিয়েল্ডের সঙ্গে ইনগ্রিডের পরিচয় করিয়ে দিলেন। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠতেই টুইড রিসিভার তুললেন।

'আয়ান ফার্গুশন বলছি', ওপাশ থেকে চেনা গলা শুনতে পেলেন টুইড, 'আমি একতলার লবি থেকে ফোন করছি। আপনার সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন, এয়ারপোর্ট থেকে আমি ওঁকে ধাওয়া করে এখানে এসেছি।'

'তুমি এই হোটেলেই একটা কামরা ভাড়া নাও', টুইড নির্দেশ দিলেন, 'পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। তুমি তোমার কামরার নম্বরটা টেলিফোন করে আমায় জানিয়ে রেখো', রিসিভার নামিয়ে রেখে উপস্থিত সবার মুখের দিকে তাকালেন টুইড, গলা নামিয়ে বললেন, 'স্টিলমার এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। নিয়েল্ড, তুমি শীগগির লুকিয়ে পড়ো, হ্যারি, তুমি বাইরে সিঁড়ির ধারে এমনভাবে দাঁড়াও যাতে উনি তোমায় দেখতে না পান। ইনগ্রিড, তুমি বাইরে গিয়ে বোসো, তোমাকেই স্টিলমারের পিছু নিতে হবে।'

হ্যারি বাটলার, পিটার নিয়েল্ড আর ইনগ্রিড মেলিন, তিনজনেই নির্দেশ পেয়ে বেরিয়ে এলো টুইডের কামরা থেকে, এবং প্রায় মিনিটখানেক বাদে বাইরে থেকে কে যেন টোকা দিল টুইডের কামরার দরজায়।

নিজেদের গোপন কথাবার্তা যাতে আর কারও কানে না যায় তাই রেডিওটা পুরোদমে চালিয়ে দিলেন টুইড, তারপর দরজা খুলে দিলেন। বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন স্টিলমার, টুইডকে দেখে একগাল হেসে ভেতরে ঢুকলেন তিনি। করমর্দন পর্ব শেষ হলে মুখোমুখি বসলেন দুজনে।

'আপনি তো মশাই ঝানু গুপ্তচর', স্টিলমার সহজ ভঙ্গিতে বললেন, 'তা অ্যাডাম প্রোকেনকে খুঁজে পেলেন ?'

'না', টুইড ঘাড় নাড়লেন, 'এখনও খুঁজে পাইনি বটে, কিন্তু…'

'কিন্তু লোকটি কে তা আঁচ করতে পেরেছেন, তাই না ?'

'আমার কাছে চারজনের নাম আছে', টুইড বললেন, 'এঁদের মধ্যে তিনজন ইতিমধ্যেই স্টকহমে এসে গেছেন।'

'তাদের নামগুলো বলতে বাধা আছে ?'

'কিছুমাত্র নয়', টুইড জানালেন, 'কর্ড ডিলন, জেনারেল ডেক্সটার, আপনার স্ত্রী আর আপনি নিজে। এঁদের মধ্যে যে কেউ একজন প্রোকেন হতে পারেন। স্টিলমার', টুইড সামান্য গলা চড়িয়ে জেরা করার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন, 'সত্যি কথা বলুন তো, এত জায়গা থাকতে আপনি হঠাৎ স্টকহমে এসে হাজির হলেন কেন ?

'না এসে করব কি আপনিই বলুন', স্টিলমার পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'সুইডরা যত দিন যাচ্ছে ততই ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়ছে—আর হবে নাই-বা কেন ? এখানকার সব জায়গায় সোভিয়েত মিনি সাবমেরিণ সব সময় থিকথিক করছে, তার ওপর সেদিন যে রুশ প্লেনটা আকাশ সীমানা পেরিয়ে ওদের এলাকায় ঢুকে পড়ল সেই ব্যাপারেও একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। বছর কয়েক আগে ঐরকম একটা প্লেন আকাশ সীমা পেরিয়ে ঢুকে পড়েছিল রুশ এলাকায়। ভুল হয়ে গেছে বুঝতে পেরে পাইলট তার প্লেনকে জাপানের দিকে নিয়ে যায়। রুশেরা কিন্তু ছাড়েনি, গুলি ছুঁড়ে প্লেনটাকে তারা ধ্বংস করেছিল। সে ঘটনা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে ?'

'অবশ্যই মনে আছে', টুইড দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, 'সুইড সরকার যতই চেষ্টা করুক না কেন, রুশদের সোজা পথে আনতে পারবে না। আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন, দেখবেন রুশেরা এমন হাবভাব করছে যেন উপকূল সমেত গোটা সুইডেন দেশটাই ওদের বাপের সম্পত্তি। খবর পেলাম একজন নামকরা রোমাঞ্চ কাহিনীর লেখক বৃটেন থেকে এখানে এসেছেন, আজ রাতে সুইডিশ রেডিও ওঁর সাক্ষাৎকার নেবে, তখনই উনি নাকি রুশদের এসব কেচ্ছা ফাঁস করবেন।'

'রুশদের বাড়াবাড়ির অন্ত নেই', স্টিলমার বললেন, 'এই সেদিন একটা সুইডিশ চার্টার্ড প্লেন বাল্টিক সাগরের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ রুশ বিমানবাহিনীর একটা মিগ ফাইটার তার পিছু নেয়। তাড়া করে অনেকদূর চলে আসার পর রুশ ফাইটারদের পাইলট হঠাৎ টের পায় যে সে আকাশ সীমানা পেরিয়ে সুইডিশ এলাকায় ঢুকে পড়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই সে প্লেন নিয়ে পালিয়ে যায়। এই খবরটা পেয়েই আমি ছুটে এসেছি সরেজমিনে তদন্ত করতে, আর আমি একা নই, জেনারেল ডেক্সটারও একই কারণে এখানে ছুটে এসেছেন।'

'ডেক্সটার এসেছেন ?' টুইড প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ', স্টিলমার গলা নামিয়ে বললেন, 'কিন্তু ওঁর আসার খবরটা ইচ্ছে করেই গোপন রাখা হয়েছে। উনি ওঁর সামরিক বাহিনীর একটা প্লেনে চেপে রওনা হয়েছিলেন, সেই প্লেন সুইডেনের বাইরে জ্যাকবসবার্গ এয়ারফিল্ডে নেমেছে। ঐখানে ডেক্সটার সুইডিশ সামরিক দপ্তরের কয়েকজন বড়দরের অফিসারের সঙ্গে কথা বলবেন, এখানে আমার আসার পেছনে আরও একটা কারণ আছে টুইড, কিন্তু সেটা খুব ব্যক্তিগত। যদি কথা দেন যে ব্যাপারটা আর কাউকে জানাবেন না তাহলে বলতে পারি।'

'বলব না কথা দিলাম', টুইড বন্ধুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে স্টিলমারের কাঁধে হাত রাখলেন, 'আমায় বিশ্বাস না করার কোনও কারণ নেই।'

'মনে হচ্ছে, হেলেনি—মানে আমার স্ত্রী···' কয়েক সেকেণ্ড আমতা আমতা করে স্টিলমার বললেন, 'লুকিয়ে সি আই-এর ঐ হতভাগা ডেপুটি ডিরেক্টর কর্ড ডিলনের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াচ্ছে। এই হলো আসল কারণ। আচ্ছা টুইড, বরফ দিয়ে একটু স্কচ চাখবার সাধ হচ্ছে। আপনার কাছে···'

কোনও মন্তব্য না করে টুইড উঠে দাঁড়ালেন, কয়েক মুহূর্ত পাথরের মূর্তির মতো রইলেন তিনি, তারপর এগিয়ে এসে ফ্রীজ থেকে বোতল, গ্লাস আর বরফ বের করে স্টিলমারের কাঙ্ক্ষিত পানীয়টি তৈরী করলেন নিজের হাতে। একটি গ্লাস স্টিলমারের হাতে তুলে দিলেন, চেয়ারে বসে নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, 'তা আপনি মনে হচ্ছে বলছেন কেন, এ-ব্যাপারে কি আপনি নিশ্চিত নন?'

'সেখানেই তো হয়েছে মুশকিল', স্টিলমার মন্তব্য করলেন, 'হেলেনি যে আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তা নিশ্চয়ই জানেন, আর এই বয়সে যে সব যুবতী দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তারা সবাই যে কমবেশী কিছুটা জংলী বা বুনো স্বভাবের হয় তাও আশা করি আপনার অজানা নেই। শরীরের সব জ্বালা না জুড়োলে যা হয় আর কি, আর হেলেনি নিজেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ওর আগের স্বামীটি ছিল এমন এক যন্তর, ওর মতো এক জংলী মাগীকে বশে আনা যার পক্ষে কঠিন কিছু ছিল না, আর দুর্ভাগ্যবশতঃ কর্ড ডিলনের স্বভাবে এই গুণ বা দোষ যাই বলুন তা ষোল আনা রয়েছে। লণ্ডনে আপনার বড়সাহেব হাওয়ার্ডকে টেলিফোন করে আগেই জানতে পেরেছিলাম ডিলন যে প্লেনে চেপে সুইডেনে আসছে তার ঠিক পরের প্লেনেই রওনা হয়েছে হেলেনি।'

'তাহলে শুধু আপনার বৌয়ের সঙ্গে গোপনে পীরিত করার লোভেই কর্ড ডিলন সুইডেনে এসেছে বলছেন?' ভেতরের উপচে পড়া হাসি বহুকষ্টে চেপে প্রশ্নটা করলেন টুইড, এই মুহূর্তে দাম্পত্য অশান্তি প্রপীড়িত স্টিলমারের জন্য তাঁর ভয়ানক করুণা হচ্ছে।

'না, না, তা হবে কেন?' স্টিলমার মুখের কাছে হাত নেড়ে বলে উঠলেন, 'আজ হোক কি কাল হোক, অন্ততঃ এই অ্যাডাম প্রোকেনের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে ওঁকে এখানে আসতেই হতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই

এ সঙ্কট চরম হয়ে উঠছে। আপনি যে চারজন প্রার্থীকে অ্যাডাম প্রোকেন চরিত্রের প্রার্থী বলে ভাবছেন তাদের কথা কি কেজিবির অজানা আছে বলে মনে করেন ?'

'না, অজানা নেই বলেই আমার ধারণা', বলে টুইড মুচকি হেসে জানতে চাইলেন, 'তা আপনি কোন্ পথে সুইডেনে ঢুকলেন ?'

'আমি গিনসবার্গ নাম নিয়ে এসেছি', স্টিলমার বললেন, 'আর্লাণ্ডা হয়ে এখানে পৌঁছেছি।'

'আপনার জন্য নিশ্চয়ই কেউ গাড়ি পাঠিয়েছিল ?' টুইড ফাঁক পেয়ে রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারলেন না।

'সুযোগ পেয়েছেন তাই আমার মতো এক অসহায় মানুষের পেছনে লাগছেন', স্টিলমার হুইস্কিতে শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রেখে বললেন, 'আর্লাণ্ডায় নেমেই আমায় আরেকজনের পিছু নিতে নিয়েছে, সে আমার সঙ্গে একই প্লেনে চেপে এসেছে। ঐ লোকটির জন্য আর্লাণ্ডায় কোনও একটি দূতাবাসের পেল্লায় এক লিমুজিন দাঁড়িয়েছিল, সে ব্যাটা তাতে চেপে বসার পরে আমি ট্যাক্সিতে উঠে তার পিছু নিলাম।'

উদ্ধার করেছেন! জবাব না দিয়ে মনে মনে স্টিলমারের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করলেন টুইড। স্টিলমার জানতেও পারেননি যে টুইডের নিজের লোক ফার্গুসন তাঁকে গ্র্যাণ্ড হোটেল পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল ছায়ার মতো, এবং টুইড জানেন যে সুইডেনের রুশ গুপ্তচরেরাও একইভাবে স্টিলমারের পিছু নিয়েছিল।

'যাকগে', টুইড ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গ পাল্টালেন, 'বলুন, স্টিলমার, এবার আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে কি করবেন ?'

'ভালো প্রশ্ন করেছেন', বলেই স্টিলমার পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু সত্যিই কি আমার কিছু করা উচিত ? হয়তো হেলেন সাময়িকভাবে ডিলনের মোহে পড়েছে, কিছুদিন বাদে স্বাভাবিকভাবেই এ মোহ কেটে যাবে।'

'তার চেয়ে একদম চেপে যান, বুঝলেন ?' টুইড বললেন, 'এই মুহূর্তে এমন হাবভাব দেখান যেন আপনি কিছুই জানেন না, হেলেন আর ডিলনের অস্বাভাবিক মেলামেশা কিছুই আপনার চোখে পড়েনি।'

কথাটা বলেই টুইড কিছুটা আনমনা হয়ে পড়লেন। নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া অনুরূপ কিছু ঘটনা তাঁর মনে পড়ে গেল। আজ তিনি স্টিলমারকে যে পথে চলার উপদেশ দিচ্ছেন সেই পথে তিনি নিজে চলেন নি, হয়তো নিলে কোনও লাভও হতো না। টুইডের ভূতপূর্ব স্ত্রী লিজা একইরকম খেলা খেলে একদিন সরে গিয়েছিল তাঁর জীবন থেকে।

'খুব ভালো একটি বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন আপনি, টুইড', চশমাটা চোখে ঠিক করে বসিয়ে স্টিলমার বললেন, আচ্ছা এবার তাহলে অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। টুইড আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে লণ্ডনে পার্ক ক্রিসেণ্টে আপনার অফিসে যখন গিয়েছিলাম

তখন আপনি বলেছিলেন যে ইওরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে অ্যাডাম প্রোকেনের চেহারার বিবরণ শীগ্‌গিরই এসে পৌঁছোবে আপনার হাতে।'

'হ্যাঁ', টুইড গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন, 'ফ্রাঙ্কফুর্ট, জেনেভা, প্যারিস আর ব্রাসেল্‌স্ থেকে আমার প্রতিনিধিরা ঐরকম কিছু ছবি পাঠিয়েছে, আজই একটু আগে কুরিয়ার মারফত সেগুলো এসে পৌঁছেছে। আমি নীচে আমার কামরা থেকে এক্ষুণি নিয়ে আসছি, আপনি ততক্ষণ বরং এই ম্যাপটা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখুন।' কথা শেষ করেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন টুইড, কিন্তু নীচে না গিয়ে ঢুকলেন পাশের কামরায় যেখানে তাঁর অন্যতম সহকারী ফার্গুসন এসে উঠেছে। অল্প কিছুক্ষণের ভেতর বড় একটা খাম হাতে নিয়ে ফিরে এলেন টুইড, দেখলেন টেবিলের ওপর রাখা ম্যাপটা স্টিলমার সত্যিই একমনে দেখছেন।

'ওর্গো দ্বীপ থেকে ফিনল্যাণ্ডের টুর্কু পর্যন্ত আপনি একটা লম্বা লাইন টেনেছেন দেখছি', স্টিলমার মুখ না তুলেই প্রশ্ন করলেন, 'এর অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে?'

'আমার মতে প্রোকেন ঐ পথ ধরেই এগোবে', বলে খামের ভেতর থেকে চারটে হাতে আঁকা স্কেচ বের করলেন টুইড, সেগুলো বিছিয়ে দিলেন ম্যাপের ওপর।

'ওঃ ফোটো নয়, আইডেণ্টিকিট ছবি', কিছুটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলে উঠলেন স্টিলমার, পর পর স্কেচগুলো তুলে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'এই মুখের সঙ্গে ঐ বদমাশ কর্ড ডিলনের মিল আছে, এই মুখখানা হুবহু আমার স্ত্রী হেলেনের মতো, আর এটা তো দেখছি…'

'একেবারে হুবহু আপনি', টুইড স্টিলমারের না বলা বাক্যটুকু পূরণ করলেন, 'তাহলে এবার বলে ফেলুন তো, স্টকহমে আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'মাপ করবেন', স্টিলমার বললেন, 'সেকথা আমি আপনাকে বলতে পারব না।'

'এই স্কেচগুলো দেখে আপনার কি কিছু মনে হচ্ছে?'

'কিছুই না।'

'ঠিক বলছেন তো?'

'নিশ্চয়ই', বলে দু হাত জড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গলেন স্টিলমার, ঘরের আলোয় তাঁর শার্টের দু হাতের আস্তিনের সোনার তৈরী বোতামজোড়া ঝলসে উঠল—ডানা মেলা দুটি সোনার ঈগল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রতীক।

'মাপ করবেন টুইড', স্টিলমার বললেন, 'এবার আমায় একটু বেরোতে হবে, একজনের সঙ্গে জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমি এই হোটেলেই থাকব, কাজেই আপনার সঙ্গে অবশ্যই আবার দেখা হবে।'

'অবশ্যই', বলে টুইড এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিলেন, বাইরে উঁকি দিতেই তাঁর চোখে পড়ল লবিতে ঠিক এলিভেটরের পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে ইনগ্রিড, দরজা খোলার আওয়াজে মুখ তুলে একবারও তাকাল না সে। দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে

কি মনে করে স্টিলমার হঠাৎ থেমে গেলেন, পেছন দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে কি যেন বলে উঠলেন তিনি।

'ঠিকই বলেছেন স্টিলমার' প্রায় নিঃশব্দে বলা তাঁর সেই মন্তব্য টুইডের কান এড়িয়ে যায় নি, 'এই হাতে আঁকা স্কেচগুলোর মধ্যে শুধু একজন ছাড়া সবাই আছেন, আর সেই একজন হলেন জেনারেল পল ডেক্সটার।'

গভীর রাত, ঘড়ির কাঁটাদুটো আর খানিকক্ষণ বাদেই বারোর ঘরে মিলিত হবে। স্টকহমের মাঝামাঝি এলাকায় কুইন স্ট্রীট ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন কর্ড ডিলন। বেশ কিছুটা তফাতে থেকে ওলেগ পলুচাকিন যে তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে তা কর্ড ডিলন একবারের জন্যও টের পান নি। শহরের এই অঞ্চলটায় একাধিক সেতু দাঁড়িয়ে আছে নদীর ধারে, সামনেই গ্র্যাণ্ড হোটেল। গ্র্যাণ্ড হোটেলের কাছাকাছি আসতেই পলুচাকিন আর কর্ড ডিলনকে দেখতে পেল না, তার মনে হলো আচমকা ভোজবাজির মতোই তিনি তার চোখের সামনে থেকে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেলেন।

কর্ড ডিলনকে অনুসরণ করতে গিয়ে মাঝপথে সে হারিয়ে ফেলেছে এ খবর শুনলে মাগদা রুপেস্কু যে তাকে তুলোধোনা করে ছাড়বে তা বিলক্ষণ জানে পলুচাকিন, নিজেকে শাপশাপান্ত করতে করতে ফিরে এলো কার্লভাগেনে।

স্টকহমের শহরতলীর এলাকার একটি ফ্ল্যাটে খাটের ওপর বসে পা দোলাচ্ছে মাগদা রুপেস্কু। কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে ওলেগ পলুচাকিন, তাকে কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে।

'কর্ড ডিলনের পিছু নিয়ে মাঝপথে হঠাৎ তুমি ওকে হারিয়ে ফেলেছো এই রিপোর্ট যদি আমি মস্কোতে পাঠাই তাহলে তার ফল কি দাঁড়াবে বুঝতে পারছো?' মাগদার গলায় চাপা হুঁশিয়ারী ফুটে উঠল, 'জেনারেল লাইসেঙ্কো তোমায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবেন। ওঁকে দোষ দেয়া যায় না, ওপরমহল থেকে যে চাপ আসছে তা তো ওঁকেও সইতে হচ্ছে।'

পলুচাকিন কোনও মন্তব্য না করে চুপ করে তাকিয়ে রইল মাগদার দিকে, মাগদা একইরকম সুরে বলতে লাগল, 'আজ অল্প কিছুক্ষণ আগে তালিন থেকে নতুন নির্দেশ এসেছে। এখন থেকে কর্ড ডিলনের ওপর আমাদের সব সময় নজর রাখতে হবে। তালিনের ওপরওয়ালার ধারণা ডিলন নিজেই হলো অ্যাডাম প্রোকেন। যাকগে, গতকাল তুমি যে ওঁর পিছু নিয়েছিল এটা ডিলন টের পান নি তো?'

'না', পলুচাকিন জবাব দিল, 'তবে ইংরেজ গুপ্তচর পিটার পার্সন নিজে আমার পিছু নিয়েছিল।' কথা শেষ করে পলুচাকিন চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এলো সাইডবোর্ডের পাশে, গ্লাসে ভদকা ঢেলে কিছুটা জল মেশালো তারপর এক ঢোঁকে পুরোটা গিলে ফেলল সে।

'পলুচাকিন', মাগদা শান্তভাবে বলল, 'তুমি গ্রুর ক্যাপ্টেন হতে পারো, কিন্তু মনে রেখো এখানে তোমার ওপরওয়ালা আমিই। আমার হুকুম না নিয়ে যখন তখন তোমার ভদকা গেলা আমার পছন্দ নয়।'

'ওপরওয়ালা নয়', পলুচাকিন মুচকি হাসল, 'বলো ওপরওয়ালী।'

'আমার ভুল শোধরানোর এক্তিয়ার কেউ তোমায় দেয় নি!' মাগদা ধমকে উঠল, 'আজ সন্ধ্যের পরে কাজ আছে, আমাদের দুজনকেই বেরোতে হবে, আজ আবার তুমি কর্ড ডিলনের পিছু নেবে। হ্যাঁ, যে কোন অভাবিত ঘটনার জন্য তৈরী থেকো।'

'তার মানে?' পলুচাকিন বোকার মতো তাকাল মাগদার দিকে।

'মানে এই যে আজ রাতেও যদি পিটার পার্সন তোমার পিছু নেয় তাহলে আগে ওকেই খতম করতে হবে!'

টুইডের কামরায় অনেক লোকের ভীড়, এরা সবাই তাঁর নিজের লোক।

'জেনারেল লাইসেঙ্কো প্রোকেন রহস্য সমাধানে এবার উঠে পড়ে লেগেছে।' টুইড মাগদা ব্লুপেস্কু আর ওলেগ পলুচাকিনের দুটি ফোটো খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে মন্তব্য করলেন।

'কেন, মি টুইড?' প্রশ্ন করল আয়ান ফার্গুসন, লণ্ডন থেকে স্টকহম পর্যন্ত সে স্টিলমারকে অনুসরণ করে এসেছে।

'তা এক্ষণি বলতে পারব না', টুইড উত্তর দিলেন, 'তবে প্রোকেন রহস্যের যবনিকা পড়তে যে আর বেশী দেরী নেই তা আন্দাজ করতে পেরেই লাইসেঙ্কো সাত তাড়াতাড়ি মস্কো থেকে ছুটে এসেছে স্টকহমে। ইনগ্রিড, তুমি এবার আজ যা দেখেছো সেই রিপোর্ট দাও।'

'এই হোটেলেই হেলেনি স্টিলমারও উঠেছে তা আগেই জানিয়েছি', ইনগ্রিড বলতে লাগল, 'প্রথমে দেখলাম ও সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে একতলার হলে ঢুকল, সেখান থেকে এলিভেটরে চাপল। তার ঠিক দশ মিনিট পরেই ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা, হেলেনিকে আবার সদর দরজা দিয়ে হোটেলে ঢুকতে দেখলাম। এবার তার পরনে ছিল বড় লাল রংয়ের কোট, মাথায় বাঁধা ছিল লাল রংয়ের স্কার্ফ আর চোখে ছিল কালো রোদ-চশমা। এই দু নম্বর হেলেনিও এলিভেটরে চাপল।'

'এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই', টুইড মন্তব্য করলেন, 'স্টকহমে যে হেলেনির এক যমজ বোন থাকে তা ওর ফাইলে উল্লেখ করা হয়েছে।'

'যমজ বোন!' আয়ান ফার্গুসন বলল, 'তাহলে হেলেনি স্টিলমার কোন খেলায় মেতেছে?'

'খেলাটা খুবই সহজ', ইনগ্রিড বলল, 'আসল হেলেনি যদি সত্যিই ফিনল্যাণ্ডে যায়

তাহলে তার আগে সে তার ঐ যমজ বোনকে এই গ্র্যাণ্ড হোটেলে রেখে যাবে নিজের কামরায় যাতে বাইরে থেকে কেউ সন্দেহ করতে না পারে।'

'এটা একটা কাজের কথা বলেছো', টুইড মন্তব্য করলেন, 'এবার সন্দেহটা তাহলে আবার গিয়ে পড়ছে হেলেনি স্টিলমারের ওপরে। ইনগ্রিড, তুমি নীচে হোটেলে ঢোকার মুখে গিয়ে বোস, হেলেনির ওপর নজর রাখাই হবে তোমার কাজ। হেলেনি হোটেল ছেড়ে বাইরে বেরোলে তুমিও ওর পিছু নেবে। তুমি ওখানে বসেই খাওয়াদাওয়া করবে, আমি কিছুক্ষণ পর পর তোমার সঙ্গে দেখা করে খোঁজখবর নেব।'

'ইনগ্রিডের সামনে আপনি এ সব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন', ফার্গুসন প্রশ্ন করল, 'ও কি খুব বিশ্বাসযোগ্য ?'

'নিশ্চয়ই', টুইড জবাব দিলেন, 'আমাদের চাইতে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ওর অনেক বেশী চেনা, আমার চিন্তা শুধু একজনকে নিয়ে।'

'তিনি কে, জানতে পারি ?'

'আমি যার কথা বলছি', টুইড বললেন, 'তিনি একজন নামী সংবাদদাতা, নাম রবার্ট নিউম্যান। উনি এমন ধাঁচের লোক যে ভাবের ঘোরে যখন তখন যা খুশি কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারেন।' কথা প্রসঙ্গে নিউম্যানের স্ত্রী আলেক্সির খুনের ঘটনা টুইড ফার্গুসনকে শোনালেন এবং এস্তোনিয়ায় যাবার ব্যাপারে নিউম্যান যে ইদানীং খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছেন তাও জানিয়ে দিলেন।

সকালবেলা, শোবার ঘরের লাগোয়া বিশাল ডাইনিং স্পেসের কোণের দিকে একটি টেবিলে মুখোমুখি বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে মাগদা আর পলুচাকিন। খেতে খেতে হাত-ঘড়ির দিকে আড়চোখে একবার তাকাল মাগদা, পরক্ষণে উঠে পড়ল সে চেয়ার ছেড়ে। পলুচাকিন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ফ্ল্যাট ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো মাগদা, সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে এলো সে। সদরদরজার পাশে টাঙ্গানো একটি লেটার বক্সের তালা খুলল ভেতর থেকে একগাদা চিঠি নিয়ে আবার ফিরে এলো সে।

চিঠির গাদার ভেতর থেকে বাদামী রঙের মুখ বন্ধ একটি বড় খাম তুলে নিল মাগদা, পলুচাকিন লক্ষ্য করল খামের গায়ে নাম লেখা—এলসা স্যাণ্ডেল। খামের মুখ খুলে ফেলল মাগদা। ভেতর থেকে একটা পাসপোর্ট আকারের ফোটো টেনে বের করল সে, সেইসঙ্গে একফালি কাগজ। কাগজে ডটপেনের কালিতে লেখা—'এ হলো সেই লোক যার তোমাকে খুবই দরকার। ইতি—তোমার বন্ধু।'

ফোটো আর স্বাক্ষরহীন সেই কাগজের টুকরোটা দেখে বিরক্ত হলো পলুচাকিন, কিন্তু মাগদা জানে জেনারেল লাইসেঙ্কো গোপনীয়তা রক্ষার তাগিদেই নিজের নাম স্বাক্ষর করেন নি চিঠিতে।

'এটা কার ফোটো ?' পলুচাকিন জানতে চাইল।

'এ'র নাম টুইড', মাগদা বলল, 'জাতে ইংরেজ, বৃটেনের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের এক ডাকসাইটে অফিসার। এ'র মতো তুখোড় গুপ্তচর দুনিয়ায় খুব বেশী নেই। খবর পেয়েছি উনি স্টকহমে এসেছেন।'

'কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি ওঁকে বেশ ভয় পাও ?' পলুচাকিন চোখ টিপে মুচকি হাসল।

'ভয় পাবার কারণ আছে হে গর্দভ', মাগদা বলল, 'টুইড আমায় ভালোভাবে চেনেন। বছর কয়েক আগে জার্মানীর বন-ক্রুগার কম্পিউটারের কেলেঙ্কারীর কথা তোমার মনে আছে ? ঐ ব্যাপারে আমি নিজেও জড়িয়ে পড়েছিলাম। জার্মান গোয়েন্দা পুলিশ আমায় মস্কোতে পাঠাবে বলে হাজতে আটকে রেখেছিল; মাঝখানে ঐ টুইড আমায় দেখে ফেলেন। আমি জানি ভবিষ্যতে মুখোমুখি হলে টুইড আমায় ঠিক চিনতে পারবেন। টুইডের স্টকহমে আসা মানেই ঝামেলা বেড়ে গেল।'

'তাহলে টুইড তোমায় খুঁজে বের করার আগে তোমারই উচিত হবে ওঁকে খুঁজে বের করা', পলুচাকিন মন্তব্য করল।

'ঠিক বলেছো', মাগদা সায় দিল, এবার বুঝতে পারছি গর্দভ হলেও তোমার ঘটের সব বুদ্ধি এখনও পুরোপুরি লোপ পায় নি।'

'সেদিন রাতেরবেলা কর্ড ডিলন কুইন স্ট্রীট ধরে হাঁটতে শুরু করেছেন। দু হাত জ্যাকেটের দুটি পকেটে গোঁজা, মাথাটা সামনের দিকে ঝোঁকানো, দেখলে এই ধারণাই হয় যে তিনি গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন।

গ্রুর অন্যতম খুনী ক্যাপ্টেন ওলেগ পলুচাকিন আগেরদিনের মতো আজও ডিলনের পিছু নিয়েছে, পায়ে রবার সোলের জুতো থাকায় তার পা ফেলার আওয়াজ হচ্ছে না। কিন্তু সুইডেনের গোয়েন্দা দপ্তর স্যাপোর অন্যতম অফিসার পিটার পার্সন যে আবার তাকে অনুসরণ করছে তা পলুচাকিনের জানা নেই। অন্যদিকে পলুচাকিনের ওপরওয়ালী মাগদা যে তার পিছু নিয়েছে তা পিটার পার্সন এখনও টের পায় নি।

মিনিট দশেক বাদে কর্ড ডিলন একটি দোকানে ঢুকলেন, এক টিন সিগারেট কিনে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে টিন খুলে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগালেন, দু হাত আড়াল করে দেশলাই জ্বালালেন। পলুচাকিন হাঁটার গতিবেগ ঠিক রাখতে পারে নি, নিজেকে সামলে দোকানের গায়ের সরু গলিতে ঢুকে পড়ল সে। পিটার পার্সন এতক্ষণে কর্ড ডিলনের খুব কাছে এসে পড়েছে, দোকানের ভেতর ঢুকতে যাবে সে এমন সময় পেছন থেকে কে যেন তার পিঠে হাত দিল। মুখ ঘোরাতেই পার্সন দেখল মাথায় লাল স্কার্ফ বাঁধা এক রূপসী যুবতী তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

'মাপ করবেন', যুবতী পার্সনকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'আমি এখানে সবে এসেছি পথঘাট কিছুই চেনা নেই। হ্যামগাটান স্ট্রীট রাস্তাটা ঠিক কোনদিকে পড়বে একটু বলে দিতে পারেন?' বলতে বলতে সেই যুবতী তার হাতের ব্যাগের চেনটা খুলে ফেলল আর ভেতর থেকে একটা রোড ম্যাপ গড়িয়ে এসে পড়ল পথের ওপর। পার্সন ম্যাপটা তোলার জন্য নীচু হতেই মাগদা আর দেরী করল না, ব্যাগের ভেতর থেকে তার ছুঁচোলো হাতিয়ারটা বের করে পেছন থেকে পার্সনের পিঠে আমূল বসিয়ে দিল সে। কর্কেট নামে ঐ হাতিয়ারটি যে পার্সনের একটি ফুসফুস বিদ্ধ করেছে সে সম্পর্কে মাগদা পুরোপুরি নিশ্চিত। দুটি হাত শিকারী ঈগলের ডানার মতো দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে মুখ থুবড়ে ফুটপাতের ওপর পড়ল পিটার পার্সন, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটল। ওদিকে পাশের গলি থেকে পলুচকিন এতক্ষণ সব দেখছিল, এবার সে ঝাড়ুদারদের ময়লা ফেলা একটা ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ঠেলতে এসে হাজির হলো সেখানে, মাগদার সঙ্গে ধরাধরি করে পিটার পার্সনের মৃতদেহটা সেই ঠেলাগাড়িতে তুলে ফেলল পলুচকিন, রাস্তা পেরোলেই ওপাশের রেলিং দেয়া ফুটপাত, তার নীচে বয়ে যাচ্ছে নদী। এত রাতে আশেপাশে একটি লোকও নেই, একজন কনস্টেবলও তাদের দুজনের চোখে পড়ল না। একহাতে মাগদাকে জড়িয়ে ধরল পলুচকিন, আরেক হাতে গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে রাস্তা পেরোল। মিনিটখানেক বাদে পিটার পার্সনের মৃতদেহটা গাড়ি থেকে তুলে নিয়ে রেলিংয়ের ওপর থেকে নীচে নদীর বুকে ছুঁড়ে ফেলল সে। সামান্য কিছু বুদবুদ তুলে মৃতদেহটি নদীর জলে তলিয়ে গেল।

পরদিন ভোরবেলা সূর্য ওঠার কিছু আগেই পিটার পার্সনের মৃতদেহ স্টকহমে পুলিশ উদ্ধার করল। খরস্রোতা নদীর জলে ভাসতে ভাসতে মৃতদেহ বাল্টিক সমুদ্রে গিয়ে পড়বার সুযোগ পায় নি, কোনও কারণে কিভাবে যেন তা কুইন স্ট্রীটের নীচে নদীর জলের ওপর যে কয়েকটি বড় থাম আছে তার একটির সঙ্গে বাঁধা শেকলে আটকে গিয়েছিল। সুইডিশ গোয়েন্দা পুলিশের বড়কর্তা গুনার হর্ণবার্গ সেই সাত সকালেই টেলিফোনে টুইডের ঘুম ভাঙ্গিয়ে পিটার পার্সনের খুনের খবর শোনালেন।

'এ যে হতচ্ছাড়া রুশদের কাজ তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই', হর্ণবার্গ টেলিফোনের মাউথপিসে মুখ রেখে গর্জাতে লাগলেন, ঐ লাল শুয়োরের বাচ্চারা মিনি সাবমেরিণ পাঠিয়ে আমাদের সমুদ্র সীমানা দূষিত করছে, যখন তখন ওদের মিগ জঙ্গী বিমান আমাদের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে ভেতরে ঢুকে পড়ছে, আর এবার ওরা আমার সেরা গোয়েন্দাদের একজনকে এইভাবে খুন করল। আপনি কি ভেবেছেন এ আমি সহজে মেনে নেব? মোটেই নয়, অ্যাডাম প্রোকেনের রহস্যের সঙ্গে পিটার পার্সনের খুনের নিশ্চয়ই গভীর সম্পর্ক আছে। হ্যাঁ, আপনি নিজেও তো প্রোকেন রহস্য

সমাধানের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন, কাজেই একমুহূর্ত দেরী না করে এক্ষণি চলে আসুন কুইন্স স্ট্রীটের ফ্লোরে, আমি ওখানেই আপনার জন্য অপেক্ষা করব।'

হর্ণবার্গের কথার সুরে এমন কিছু ছিল যেটা টুইড উপেক্ষা করতে পারলেন না, ব্রেকফাস্ট খেয়ে তখনই তিনি গিয়ে হাজির হলেন কুইন্স স্ট্রীটে। রাস্তায় একপাশে পুলিশের গাড়ি দেখে টুইড ট্যাক্সি থামালেন, ভাড়া মিটিয়ে নেমে আসতে দেখলেন ফুটপাতের যেদিকটা নদীর ধারে পড়েছে সেইখানে ঝাড়ুদারের একটা ঠেলাগাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন গুনার হর্ণবার্গ, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেই ঠেলাগাড়ির ভেতর কি যেন দেখছেন তিনি।

'অত মনোযোগ দিয়ে কি দেখছেন, হর্ণবার্গ ?' টুইড জানতে চাইলেন।

হর্ণবার্গ উত্তর না দিয়ে সেই ঠেলাগাড়ি থেকে দু আঙুলে কি যেন তুলে নিলেন, টুইডের হাতের মুঠোয় সেটা গুঁজে দিলেন তিনি। অবাক হয়ে টুইড দেখতে পেলেন বস্তুটি একটি সোনালী রংয়ের লিপস্টিক হোল্ডার, দেখলে বোঝাই যায় বেশ দামী।

'এই ঠেলাগাড়িতেই যে পিটার পার্সনের মৃতদেহ চাপিয়ে খুনী এখানে নিয়ে এসেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই', গুনার হর্ণবার্গ মন্তব্য করলেন, 'ঠেলাগাড়ির ভেতরে শুকনো রক্তের দাগ এখনও লেগে আছে। কিন্তু ঐ লিপস্টিক হোল্ডার এখানে এলো কি করে ? এর অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে ?'

'অর্থ একটাই দাঁড়াচ্ছে', টুইড মন্তব্য করলেন, 'তা হলো পিটার পার্সনের খুনের সঙ্গে একজন নারী জড়িত।'

হর্ণবার্গের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এলেন টুইড, আর তার কিছুক্ষণ পরে ইনগ্রিড এলো তাঁর কামরায়।

'তুমি খুব সময়মতো এসেছো', টুইড ইনগ্রিডকে বললেন, 'তবে আগেই বলে রাখছি যে আমি সাতসকালে ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছি, কাজেই বড়জোর কফি ছাড়া এখন আর কিছু তোমায় খাওয়াতে পারব না।'

'ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না,' ইনগ্রিড বলল, 'তার চেয়ে কাজের কথায় আসুন। আমায় কি এখন কোনও দরকার আছে ?'

'অবশ্যই আছে', টুইড বললেন, 'এখন থেকে দিনরাত তুমি হেলেনি স্টিলমারকে অনুসরণ করবে, ও কোথায় যায়, কার সঙ্গে দেখা করে সবকিছু আমায় টেলিফোনে জানাবে। এই নাও তোমার পারিশ্রমিক আর যাতায়াতের খরচ', বলে একটা মুখবন্ধ ঢাউস খাম টুইড তার হাতে তুলে দিলেন।

'এই কাজ ?' তাচ্ছিল্যের সুরে ইনগ্রিড বলল, 'আমি এক্ষণি বেড়িয়ে পড়ছি…'

'এক মিনিট, ইনগ্রিড !' টুইড হাত তুলে তাকে থামালেন তারপর জ্যাকেটের পকেট থেকে সোনালী রঙের সেই লিপস্টিক হোল্ডারটা বের করলেন যেটা সেদিন সকালবেলা

কুইন্স স্ট্রীটে ঝাড়ুদারদের ব্যবহৃত ঠেলাগাড়ির ভেতর থেকে খুঁজে পেয়েছিলেন হুর্ণবার্গ। ইনগ্রিডের হাতের মুঠোয় সেটা গুঁজে দিয়ে টুইড জানতে চাইলেন, 'রূপচর্চা বিষয়ে তুমি যে একজন বিশেষজ্ঞ সে খবর আমি রাখি, ইনগ্রিড। এখন বলো তো দেখি, এই রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করলে যে সব মেয়েদের রূপের বাহার খোলে তাদের গায়ের রং, চোখের রং, সাধারণতঃ কি রকম হয় ?'

'এ তো বারমাসই দেখছি', ইনগ্রিড লিপস্টিক সমেত হোল্ডারটা কয়েক সেকেণ্ড খুঁটিয়ে দেখে মন্তব্য করল, 'চামড়ার রং ধপধপে সাদা আর চুলের রং হালকা বা গাঢ় বাদামী যাদের সেই মেয়েদের রঙের জেল্লা এই রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করলে খোলে। সাধারণতঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত পূর্ব ইওরোপের মেয়েদের কাছে এই রং খুব প্রিয়, চামড়ার রং খুব ফর্সা হওয়ায় এই রংয়ের লিপস্টিক খুব মানায়।'

'···কি বললে সোভিয়েত ইউনিয়ন ?' কিছুটা আনমনাভাবে টুইড প্রশ্ন করলেন, 'তোমার মুখ থেকে এরকম কিছু শুনব বলেই আশা করেছিলাম।'

'আপনি আমায় একটু আগে যার পিছু নেবার নির্দেশ দিয়েছেন', ইনগ্রিড বলল, 'সেই হেলেন স্টিলমারও কিন্তু এই রংয়ের লিপস্টিক ব্যবহার করেন। ওঁর চুলের রং গাঢ় বাদামী, অথচ মজার ব্যাপার দেখুন উনি আমেরিকান, সোভিয়েত ইউনিয়ন বা পূব ইউরোপের মেয়ে উনি নন।'

'তা হয়তো নন', টুইড হঠাৎ গম্ভীর গলায় মন্তব্য বললেন, 'কিন্তু চুলের রং বাদামী এমন আরেকজন যুবতী এই স্টকহমে এসে পৌঁছেছে। আমি যার কথা বলছি সে মেয়েটি কিন্তু পেশাদার খুনী, ইনগ্রিড। আমার যতদূর ধারণা, স্যাপোর সেরা গোয়েন্দা পিটার পার্সন ওরই হাতে খুন হয়েছে। কাজেই পথেঘাটে চেনা বা অচেনা এমন যে কোন যুবতী সম্পর্কে হুঁশিয়ার থেকো যার চুলের রং গাঢ় বাদামী।'

'আগে থাকতে সতর্ক করে দেবার জন্য ধন্যবাদ। বিদায় টুইড', বলে ইনগ্রিড টুইডের দেয়া খামটা তার হাতব্যাগে পুরে বেরিয়ে এলো টুইডের কামরা থেকে।

হেলেন স্টিলমার যে হোটেলে উঠেছে সেখানকার সাততলায় ঠিক এলিভেটরের মুখোমুখি একটি চেয়ারে বসে আছে ইনগ্রিড, দেখে মনে হয় বহুক্ষণ ধরে ঐখানে বসে কারও অপেক্ষায়।

মাথা গুঁজে একটা ফ্যাশান ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ বোলাচ্ছিল সে, হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ হতে চোখ মেলে তাকাল। পরমুহূর্তে কামরার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন হেলেন স্টিলমার। হেলেন এলিভেটরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই ইনগ্রিড উঠে দাঁড়াল, পাশের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত পায়ে নামতে লাগল সে। হেলেন এলিভেটর থেকে বেরিয়ে আসতেই ইনগ্রিড এসে নামল একতলায়, হেলেনের পেছন পেছন হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এলো সে। পেছন থেকে হেলেনের শরীরের দিকে তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ইনগ্রিড, হঠাৎ হেলেনির দৈহিক খুঁটিনাটির বিবরণ সম্পর্কে যে ফাইল টুইড তৈরী করেছিলেন সে-কথা তার মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কোঁচকাল টুইড, নিজের মনে বলে উঠল, এ-মেয়েটা কখনোই হেলেনি স্টিলমার নয়, হতে পারে না। হেলেনির এক যমজ বোন যে স্টকহমে থাকে সেকথাও টুইড ইনগ্রিডকে বলে রেখেছিলেন সে-কথাও ঐ মুহূর্তে তার মনে পড়ল। যাকে সে এতক্ষণ ধরে অনুসরণ করছে সে যে হেলেনির সেই যমজ বোন সে-বিষয়ে ইনগ্রিডের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না।

তাহলে আর খামোকা এর পিছু নিয়ে লাভ কি। চাপা গলায় মন্তব্য করল ইনগ্রিড, একটা ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে বসল সে। এই মুহূর্তে আবার তাকে ফিরে যেতে হবে টুইডের কাছে, এই ঘটনার বিবরণ দিতে হবে। ইনগ্রিড যার পিছু নিয়েছিল, হেলেনির সেই যমজ বোন ততক্ষণে একটি বড় ডিপার্টমেণ্টাল শপে ঢুকে পড়েছে।

'বাঃ চমৎকার কাজ দেখিয়েছো তুমি', ইনগ্রিডের মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে টুইড তারিফের সুরে বলে উঠলেন, 'সত্যিই হেলেনির এক যমজ বোন আছে এই স্টকহমে। মজার ব্যাপার হলো আমরা যে ওর ওপর দিনরাত নজর রাখছি এটা হেলেনি আঁচ করতে পেরেছে আর তাই আমাদের বোকা বানাতে ও প্রায়ই ওর সেই যমজ বোনকে এগিয়ে দেয়। মাঝখান থেকে আমরা পিছু নিয়ে বোকা হই। আমার ধারণা, ওরা একই সঙ্গে আছে।'

ইনগ্রিড কোনও মন্তব্য করার আগেই টুইডের কামরার টেলিফোনটা বেজে উঠল, টুইড রিসিভার তুলতেই ওপাশ থেকে ভেসে এলো তাঁর অন্যতম সহকারী ফার্গুসনের গলা।

'আধঘণ্টা আগে শুধু একটা সুটকেস সঙ্গে নিয়ে কর্ড ডিলন কার্লাভাগেস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন, এই মুহূর্তে উনি একটি হেলসিংকিগামী জাহাজে উঠেছেন, আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জাহাজটি ছাড়বে।'

'ঠিক আছে', টুইড এপাশ থেকে তাকে নির্দেশ দিলেন, 'তুমি দেরী না করে এক্ষুণি আর্লাণ্ডা চলে যাও, প্লেন কটায় ছাড়বে তা নিশ্চয়ই জানো, গাড়িটা এয়ারপোর্টে রেখে যাবে। জলদি।' টুইডের নির্দেশদান শেষ হবার আগেই কামরায় ঢুকলেন তাঁর আরেক সহকারী হ্যারী বাটলার।

'ফার্গুসন ফোন করেছিল', ইনগ্রিডের দিকে তাকিয়ে টুইড মন্তব্য করলেন,' 'স্টিলমারকে একটা স্টীমারে চাপতে দেখেছে ও, আর ঐ জাহাজে হেলেনিও উঠেছে। জাহাজটা যাবে হেলসিংকিতে। শোন ইনগ্রিড, হাতে বেশী সময় নেই, তুমিও এক্ষুণি আর্লাণ্ডার দিকে রওনা হও, তোমার গাড়িটা ওখানে রেখে ফার্গুসনকে খুঁজে

বের করো, এবং প্লেনের টিকিটটা ওকে দিয়ে ভাণ্টা চলে যাও। ফিনল্যাণ্ডে পৌঁছোনোর পর আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

ইনগ্রিড কোনও উত্তর দিল না, শুধু ঘাড় নেড়ে হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল টুইডের কামরা থেকে।

'হেলেনি আর ওর স্বামী একই জাহাজে চেপে হেলসিংকি যাচ্ছে ?' হ্যারী বাটলার টুইডের দিকে প্রশ্ন করল, 'ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে লাগছে না ?'

'ওদের দুজনের মধ্যে কে আসল অ্যাডাম প্রোকেন তাই ভাবছো তুমি ?' টুইড পাণ্টা প্রশ্ন করলেন।

'অন্য ব্যাখ্যাও আছে', বাটলার মন্তব্য করল, 'যদি সত্যিই ওদের দুজনের মধ্যে অবৈধ প্রেমের কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠে তবে তা বজায় রাখার পক্ষে হেলসিংকি এক আদর্শ স্থান, ওয়াশিংটন সেদিক থেকে আদৌ নিরাপদ নয়।'

'আবার এমনও হতে পারে যে ওরা দুজনে অবৈধ প্রেমের অভিনয় করে যাচ্ছে', টুইড বললেন, 'নয়ত হঠাৎ ফিনল্যাণ্ড যাবার আর কি ব্যাখ্যা থাকতে পারে ? ওরা কি একজন আরেকজনের চোখে ধুলো দিচ্ছে ?'

'কে কার চোখে ধুলো দিচ্ছে ?'

'সে রহস্যের সমাধান আছে হেলসিংকিতে। সেখানে যাবার শেষ প্লেন ধরতে হলে এক্ষণি আমাদের রওনা হতে হবে, হাতে বেশী সময় নেই, তুমি তোমার স্যুটকেস গোছ-গাছ করেছো ?'

'হ্যাঁ স্যার', হ্যারী জবাব দিল, 'আমি রওনা হবার জন্য তৈরী।'

'তুমি তাহলে নীচে লবিতে গিয়ে একটু বোস', টুইড বললেন, 'আমি একটা টেলিফোন করেই আসছি।'

হ্যারী বাটলার বেরিয়ে যেতে টুইড সুইস গোয়েন্দা পুলিশ স্যাপোর সদর দপ্তরে সেখানকার বড়কর্তা গুনার হর্ণবার্গকে টেলিফোন করলেন।

'গুনার' টুইড এদিক থেকে কোনও ভূমিকা না করেই বললেন, 'গলা শুনে নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছেন কে ফোন করছি। শুনুন, আপনার সেরা গোয়েন্দা পিটার পার্সনের খুনী একজন নারী আর সে হলো মাগদা রুপেস্কু, জেনারেল বরিস লাইসেংকোর পেশাদার খুনীদের অন্যতম। খবর পেয়েছি ও কেজিবি-র হুকুমে এখানে সোলনায় একটা ফ্ল্যাটে উঠেছে, বাড়িটার নাম ব্রেডাকিলসব্যাকেম।'

'ধন্যবাদ টুইড', ওপাশ থেকে হর্ণবার্গ পুলকিত গলায় বললেন, 'আমি এক্ষণি ঐ বাড়িতে লোক পাঠাচ্ছি।'

'গুনার', টুইড বললেন, 'শুনে নিশ্চয়ই খুশী হবেন যে আমি একটু বাদেই হেলসিংকি রওনা হচ্ছি। শুনে অবশ্যই নিজের মনে বলবেন আপদ বিদেয় হলো। টুইড যেখানে, ঝামেলা সেখানে, তাই না ?'

'সে তো বটেই' হর্ণবার্গ হেসে জবাব দিলেন, 'তবে যেহেতু আপনার আর আমার পেশা এক তাই ব্যক্তিগতভাবে আপনার ওপর আমার কোনও ক্ষোভ নেই। টুইড, আপনার যাত্রা শুভ হোক, দয়া করে সবসময় হুঁশিয়ার থাকবেন, আপনার নাম কিন্তু রুশ খুনেদের খতম খাতায় আছে।'

'ধন্যবাদ', টুইড বললেন, 'এবার তাহলে রাখছি।'

রিসিভার নামিয়ে হর্ণবার্গ আর দেরী করলেন না, বাছা বাছা তিন চারজন লড়াকু অফিসার সঙ্গে নিয়ে তখনই জীপে চড়ে রওনা হলেন সোলনার দিকে। রওনা হবার আগে সঙ্গী অফিসারদের সবাইকে রিভলবার জমা দিয়ে একটি করে মেসিন পিস্তল সঙ্গে নেবার নির্দেশ দিলেন তিনি, নিজেও একটি নিলেন।

সাইরেন না বাজিয়ে নিঃশব্দে স্যাপোর জিপটি এসে দাঁড়াল রেডকিলসব্যাকেম অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। সাদা পোশাকের অফিসারদের পেছন পেছন হর্ণবার্গ নেমে এলেন, আইডেণ্টিটি কার্ড বের করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন তাঁরা। মাগদা রুপেস্কু যে এলসা স্যাণ্ডেল নামে এখানকার একটি ফ্ল্যাটে থাকে সে-খবর আগেই এসে পৌঁছেছে তাঁর কাছে।

নির্দিষ্ট দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন হর্ণবার্গ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে, এইতো দরজার ওপর নেম প্লেটে লেখা—এলসা স্যাণ্ডেল। হর্ণবার্গ কি করবেন ভাবছেন এমন সময় দরজা খুলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো মাগদা রুপেস্কু, তার হাতে একটা মাঝারি হ্যাণ্ডব্যাগ।

'আমরা স্যাপো অর্থাৎ গোয়েন্দা দপ্তর থেকে আসছি,' বলেই হর্ণবার্গ তাঁর পরিচয়-পত্রটি তুলে ধরলেন মাগদার চোখের সামনে। এলসা স্যাণ্ডেলের সঙ্গে—'

তাঁর বক্তব্য মাগদার চোখমুখে কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটালো না, বেশ নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে হ্যাণ্ডব্যাগের ভেতর থেকে একটি রিভলভার টেনে বের করল সে। একনজর তাকিয়েই হর্ণবার্গ আঁতকে উঠলেন—ওয়ালথার অটোমেটিক। সাধারণতঃ গোয়েন্দা পুলিশ-কর্মচারী আর পেশাদার গুপ্তচরেরা এই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে।

মাগদা ততক্ষণে তার রিভলভার তুলে তাক করেছে হর্ণবার্গের বুকের দিকে।

'হুঁসিয়ার!' চেঁচিয়ে উঠলেন হর্ণবার্গ আর ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের ঘোড়া টিপল মাগদা। কিন্তু হঠাৎ চিৎকারে হাত কেঁপে যাবার ফলে আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিটা হর্ণবার্গের বুকে বিঁধল না, তাঁর ঘাড় ছুঁয়ে সেটি বেরিয়ে গেল। আহত হর্ণবার্গ মাটিতে বসে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে তাঁর সঙ্গী তিনজন গোয়েন্দা অফিসার মেশিন পিস্তল টেনে বের করলেন, গুলি ছুঁড়ে মাগদাকে নিমেষের ভেতর ঝাঁঝরা করে দিলেন তাঁরা। মিনিট পাঁচেক বাদে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন হর্ণবার্গ, মাগদার মৃত-দেহের পাশে পড়ে থাকা তার হ্যাণ্ডব্যাগটা কুড়িয়ে নিলেন। ভেতরে হাত দিতেই শক্ত

কি যেন তাঁর আঙুলে ঠেকল। জিনিসটা টেনে বের করলেন হর্ণবার্গ—একটি ইস্পাতের ছোট টিউব, একদিকে একটা ছোট সুইচ আছে। সেই সুইচ টিপতেই টিউবের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো আঙুলের মতো লম্বা একটি সূঁচ। হর্ণবার্গ এই অস্ত্রটির নাম ও বর্ণনা আগে বিস্তর শুনেছেন, এই প্রথম চোখে দেখলেন। অস্ত্রটির নাম কর্কেট, এর সাহায্যে কেজিবি-র পেশাদার খুনীরা মুহূর্তের মধ্যেই তাদের শিকারকে খুন করে। হতভাগ্য পিটার পার্সনকেও যে এই অস্ত্রের সাহায্যেই মাগদা খুন করেছে সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন তিনি।

'ধন্যবাদ টুইড,' মাগদা রুপেস্কুর পড়ে থাকা মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে নিজেই বলে উঠলেন গুনার হর্ণবার্গ, 'আপনাকে সত্যিই ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই।'

খুব ভোরেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিল বব নিউম্যান, টুইডের ঘুম যে তখনও ভাঙেনি তা বলাই বাহুল্য। সেই সাতসকালে মুখ-হাত ধুয়ে গরম জলে দাড়ি কামিয়ে এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছেছিল। সেখানেই একটা ফার্স্টক্লাশ ফুড কাউণ্টারে ব্রেকফাস্ট সেরে প্লেনে চেপে রওনা হয়েছিল স্টকহমে। এত জায়গা থাকতে নিউম্যান যে স্টকহমে এসে হাজির হবে তা টুইডের মতো এক তুখোড় গুপ্তচরেরও ছিল ধারণার অতীত।

স্টকহমে পৌঁছে ট্যাক্সি ধরে শহরের ভেতরে পৌঁছে গেল বব। সেখানে এক রেল স্টেশনের লকারে নিজের স্যুটকেস রেখে আবার ফিরে এসে ট্যাক্সিতে চাপল ড্রাইভারকে সেরগেলস টর্গে যাবার নির্দেশ দিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে কেনা খবরের কাগজের পাতায় চোখ বোলাতে লাগল সে।

সেরগেলস টর্গ হলো স্টকহমের এমন এক কুখ্যাত এলাকা যেখানে চোরাপথে আমদানী করা হেরোইন থেকে শুরু করে ভিসিপি, ভিসি আর, আগ্নেয়াস্ত্র, সবকিছুই পাওয়া যায়। অবশ্যই খুবই চড়া দামে। ঐসব মাল যেসব স্মাগলার বিক্রী করে তাদের অনেককেই চেনে সে। যথাস্থানে এসে তাদের একজনকে পেয়েও গেল নিউম্যান, কিছু দরাদরি করে তার কাছ থেকে নগদ চার হাজার ক্রোনরের বিনিময়ে '৩৮ বোরের একটি স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন রিভলভার কিনল, সেই সঙ্গে বারো রাউণ্ড গুলি। গুস্তাভ নামে সেই স্মাগলার নিজের হাতে দুটি গুলি লোড করে রিভলভারটা ববের হাতে দিয়ে তাকে কাছাকাছি একটি ফাঁকা মাঠে নিয়ে গেল সে। সেখানে আকাশের দিকে তাক করে একবার ট্রিগার টিপল বব। ফল সন্তোষজনক হওয়ায় গুস্তাভকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল নিউম্যান, তারপর ট্যাক্সিতে চেপে আবার ফিরে এলো রেল স্টেশনে। ভাড়া মিটিয়ে লকার থেকে স্যুটকেসটা বের করে আনল, সেটা হাতে ঝুলিয়েই এবার ঢুকল টয়লেটে। ভেতর থেকে দরজায় ছিটকিনি এঁটে রিভলভারটা কোমর থেকে টেনে বের করে আনল ; তারপর স্যুটকেস খুলে ভেতরে সাজিয়ে রাখা জামাকাপড়ের গাদার ভেতর লুকিয়ে ফেলল।

দুপুর বারোটা পর্যন্ত ঐ স্টেশনেই ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাল বব নিউম্যান, তারপর

রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেয়ে আরেকটা ট্যাক্সিতে চেপে ফিরে এলো আর্ল্যাণ্ডা এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে একটা প্লেন তখন হেলসিংকি যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ক্রেডিট কার্ড দেখিয়ে টিকেট কেটে তাতে চেপে বসল সে। কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য প্লেন ছাড়তে দেরী হলো, টেক অফ্ যখন হলো তখন কাঁটায় কাঁটায় ঠিক বিকেল পাঁচটা। হেলসিংকি থেকে ঠিক সন্ধ্যে সাতটায় প্লেন এসে নামল ভাণ্টা এয়ারপোর্টে। এইখানে ইব নিউম্যান নেমে এলো প্লেন থেকে, স্যুটকেস হাতে ঝুলিয়ে গ্রীন এক্সিট দিয়ে বিনা-বাধায় বাইরে বেরিয়ে এলো। এখান থেকেই গিয়র্গ ওটস জাহাজে চেপে পরদিন ট্যালিন রওনা হবে সে, সঙ্গী হবেন মনু সারিন। একই সময় ব্রমা এয়ারপোর্ট থেকে একটি প্লেনে চেপে হেলসিংকির দিকে রওনা হলো ক্যাপ্টেন পল্লুচাকিন—রেইনহার্ড নোয়াক এই ছদ্মনামে। আগে থেকেই ঠিক ছিল যে ব্লুপেঙ্কু তার সঙ্গে যাবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কেন কি অজ্ঞাত কারণে মাগদা ব্লুপেঙ্কু এসে পৌঁছোল না তা পল্লুচাকিন জানতেও পারল না।

ফ্লাইট এস কে ৭০৮ প্লেনে উঠেই টুইড অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর দলের সবাই এমনকি নিগ্রেডও ছড়িয়ে ছিটিয়ে চারপাশে বসে আছে, এই মুহূর্তে কেউ কাউকে চেনে না তারা। কয়েক-পা এগোতেই আরেকটা ধাক্কা খেলেন টুইড, দেখলেন জানালার পাশে একা বসে আছেন স্টিলমার, তাঁর চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। কয়েক-পা পিছিয়ে ফার্গুসনের পাশে এসে দাঁড়ালেন, চোখ থেকে চশমা খুলে কাঁচ মোছার ছুতোয় ইচ্ছে করেই সেটা মেঝেয় ফেলে দিলেন তিনি। ফার্গুসন দেখতে পেয়ে নীচু হয়ে সেটা তুলতে গেল, সেই ফাঁকে টুইড তার কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় নির্দেশ দিলেন, 'স্টিলমারের পিছু নাও, ঐ যে জানলার ধারে বসে আছেন ভদ্রলোক, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, উনিই…'

'হুঁম্,' ফার্গুসন শব্দ করে বোঝালো যে তাঁর নির্দেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। তারপর সবার সন্দেহ এড়াতে একগাল হেসে বলল, 'না, না, এ তো সহযাত্রী হিসেবে আমার কর্তব্য, এর বিনিময়ে আর ধন্যবাদ দেবার কি আছে!'

ফার্গুসনের কিছুটা তফাতে জানলার পাশে একটা সিটে বসলেন টুইড। স্টিলমার সাধারণতঃ রিমলেস লেন্সের চশমা ব্যবহার করেন, নিজের চেহারা ঢাকতেই যে তিনি প্লেনে ওঠার আগে কালো ফ্রেমের চশমা চোখে এঁটেছেন সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ রইল না টুইডের মনে।

স্টিলমারকে যে চেনে না বা আগে কখনও দেখেনি, এই মুহূর্তে সে-যে তাকে চিনতে পারবে না তা মানতেই হবে এ-কথাও নিজের মনে স্বীকার করলেন টুইড। তাহলে এই ছদ্মবেশ নিয়েই হেলসিংকিতে রুশ বড়কর্তা আর পার্টির হোমরাচোমরাদের সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন স্টিলমার—এই সম্ভাবনাও দেখা দিল তাঁর মনে আর সেইসঙ্গে অনিবার্য-ভাবেই আরও একটি সম্ভাবনা উঁকি দিল—তাহলে কি স্টিলমারই সেই প্রোকেন

যার পেছনে আমরা সবাই ছুটে বেড়াচ্ছি পাগলের মতো ? নিজের মনে নিজেকেই প্রশ্ন করলেন টুইড।

জ্যোৎস্নাভরা পরিষ্কার রাতের আকাশ কেটে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে প্লেনখানা। জানলার বাইরে নীচে তাকালে চোখে পড়ে গভীর গহন-বনানী, সবুজ প্রান্তর, স্বচ্ছ জল-ভর্তি হ্রদ, সেতু, পাহাড় আর সমতলের ছোট-বড় ঘরবাড়ি। তবে সবকিছুকেই যেন আড়াল করে দিচ্ছে কুয়াশা, ঐভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন টুইড।

কতক্ষণ পরে হবে কে জানে। একটা দারুণ ঝাঁকুনি খেয়ে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোখ মেলতেই বুঝলেন প্লেন থেমেছে। আরও কিছুক্ষণ বাদে ক্রুরা দরজা খুলে দিতে স্টিলমার একটি ছোট অ্যাটাচি কেস হাতে নিয়ে নেমে গেলেন, তাঁর পেছন পেছন বাটলার ফার্গুসন আর নিইল্ড—টুইডের এই তিনজন সেরা সহকারীও নেমে গেল।

'অ্যাডাম প্রোকেন ফিনল্যাণ্ডের দিকে রওনা হয়েছে এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত,' টেলিফোনের রিসিভারটা ক্রেডলের ওপর নামিয়ে রেখে কর্ণেল বরিস কার্লভ তাঁর ওপরওয়ালা লাইসেংকোর দিকে তাকিয়ে জোরগলায় বলে উঠলেন, এইমাত্র টেলিফোনে খবর পেলাম টুইড তাঁর দলবল নিয়ে প্লেনে চেপে রওনা হয়েছেন হেলসিংকির দিকে, ফ্লাইট নম্বর—এস কে ৭০৮, প্লেন টেক অফ্ করেছে সন্ধ্যে সাতটা পাঁচে। টুইড যখন হেলসিংকিতে আসছেন তখন জেনে রাখুন অ্যাডাম প্রোকেন হয় সেখানে এসে পৌঁছে গেছে নয়ত আসছে।'

'প্লেনটা কটার সময় হেলসিংকিতে পৌঁছোবে?' লাইসেংকো ঘোঁত ঘোঁত করে জানতে চাইলেন।

'তা রাত নটা তো হবেই।'

'আর পলুচকিন ? বুপেস্কুকে নিয়ে ও রোমা থেকে কটায় আসছে ?'

'আমার আন্দাজমতো ওরাই ঐ একই সময়ে আসবে,' কার্লভ জবাব দিলেন।

'হয়ত টুইডের থেকে কিছু আগেই ওরা এসে পৌঁছোবে। আপনি যদি পলুচকিনের সম্পর্কে কিছু ভেবে থাকেন···'

'যদি নয়,' আগের মতোই তেরিয়া মেজাজে বলে উঠলেন জেনারেল লাইসেংকো, 'আমি সত্যিই ভেবে রেখেছি। যা বলি-মন দিয়ে শুনুন, সেইমতো কাজ করবেন। শুনুন, কর্ণেল, তালিনে আমাদের সেরা লোক হলো বরিসভ, ওকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখুন যাতে গাড়ি ভাড়া করে ক্যাপ্টেন পলুচকিনের সঙ্গে দেখা করে। নিজের বা দপ্তরের গাড়ি নয়, ভাড়াটে গাড়ি নিয়ে যেন ও যায়। আর সেইসঙ্গে আর কাউকে ঠিক করে রাখুন যে বরিসভের সঙ্গে থাকবে। ক্যাপ্টেন পলুচকিন সময়মতো এসে পৌঁছোনো মাত্র

বরিসভ যেন টুইডের পিছু নেয়, আর ক্যাপ্টেন পলুচাকিন যেন তার সঙ্গে থাকে, ওরা দুজনে যেন গাড়ি ভাড়া করে টুইডের পিছু নেয় এটা ভালো করে মনে রাখবেন।'

'কিন্তু টুইড যদি ব্রিটিশ এমব্যাসিতে ওঠেন, তাহলে ?' ক্যাপ্টেন রেবেট এতক্ষণে মুখ খুলল।

'না ?' আবার খ্যাক করে উঠলেন জেনারেল লাইসেংকো, 'টুইড ব্রিটিশ এমব্যাসির ধারেকাছে যাবে না, টুইড যে আসছে সে খবর ওরা এখনও পায়নি। টুইড কি ধড়িবাজ লোক, তা ভাবতেও পারবে না। ওর সঙ্গে টক্কর দেয়া আপনাদের মতো চুনোপুঁটি অফিসারদের কম্মো নয়! পড় তো আমার পাল্লায়, তখন হাড়ে হাড়ে মজা টের পাইয়ে দিতাম। টুইড প্রতি মুহূর্তে কখন কি করছে তা আমি জানতে চাই, তবে দেখবেন ও যাতে কিছু টের না পায়। হেলসিংকিতে টুইডের চব্বিশ ঘণ্টার রিপোর্ট আমার চাই।'

হেলসিংকিতে পৌঁছে হেস্পারিয়া হোটেলে সদলবলে এসে উঠলেন টুইড। প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে এক একটি কামরা নির্দিষ্ট করলেন তিনি যাতে হোটেল কর্তৃপক্ষ টের না পায় যে তাঁরা মিলিতভাবে এসেছেন। নিজের কামরায় ঢুকে টুইড টেলিফোনে মনু সারিনের মেয়ে সাংবাদিক লায়লার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। টুইডের কপাল ভালো বলতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে লায়লাকে পেয়ে গেলেন তিনি।

'টুইড বলছি, হেস্পারিয়া থেকে বলছি।'

'হা ঈশ্বর! হঠাৎ এমন কি হলো যে আপনি এখানে এসে হাজির হলেন? আপনার কামরার নম্বর কত ?'

'চিন্তার কিছু নেই,' টুইড এপাশ থেকে জানালেন, 'কামরার নম্বর ১৪১০। ইয়ে—লায়লা, তুমি এক্ষুণি একবার আসতে পারবে ?'

'নিশ্চয়ই,' ওপাশ থেকে লায়লার সুললিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন টুইড, 'আমি ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসছি।'

'ধীরে সুস্থে এসো,' টুইড লায়লাকে আশ্বস্ত করলেন, 'তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কোনও বিপত্তি বাধিয়ো না। আর হ্যাঁ—শোন, নিউম্যান আমাকে দেবার জন্য যে খামটা রেখে গিয়েছেন সেটা মনে করে নিয়ে এসো। তুমি হাতের কাজ সেরে ধীরেসুস্থে এসো।' এরপরে লায়লার বাবা মনু সারিনের অফিসের টেলিফোন নম্বর ডায়াল করলেন টুইড, কিন্তু অফিসের টেলিফোন অপারেটর জানাল মনু সারিন তাঁর কামরায় নেই, কোথায় গেছেন তা তার জানা নেই। মনুর বাড়িতে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন টুইড, কিন্তু তিনিও বলতে পারলেন না মনু কোথায় গেছেন, কখন ফিরতে পারেন।

মনু কি আমায় এড়িয়ে যাচ্ছেন ? রিসিভারটা ক্রেডলের ওপর নামিয়ে রেখে আপন মনেই প্রশ্নটা করলেন টুইড, আর ঠিক তখনই দরজার গায়ে বাইরে থেকে কে যেন আলতো হাতে টোকা দিল। দরজা খুলে দিতেই ভেতরে ঢুকল লায়লা। দুহাতে জড়িয়ে

ধরল ওঁকে। কামরার দরজা ভেতর থেকে এঁটে দিয়ে লায়লা তার হ্যাণ্ডব্যাগের ভেতর থেকে একটা খাম বের করে তুলে দিল টুইডের হাতে। খামের মুখ খুলে ভেতর থেকে এক চিলতে কাগজ বের করে আনলেন টুইড, নৃশংসভাবে খুন হবার আগে রবার্ট নিউম্যানকে লেখা তাঁর রিপোর্টার স্ত্রী আলেক্সি বুভেতের শেষ চিঠি ঃ

'প্রিয় বব,

হাতে একদম সময় নেই, সকাল সাড়ে দশটায় জাহাজটা ছাড়বে, তার আগে যে করে হোক আমায় ওটায় চাপতেই হবে। অ্যাডাম প্রোকেনকে যেভাবেই হোক থামাতে হবে। প্রথমে যাব আর্কিপেলাগোতে। বন্দরে যাবার পথে এই চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে দেব। ভালো থেকো।

আলেক্সি

লায়লাকে নিয়ে ডিনার হলে চলে এলেন টুইড, মুখোমুখি বসে প্রশ্ন করলেন। 'আলেক্সির লেখা ঐ চিঠিতে একটা বন্দরের উল্লেখ আছে, সেটা কোথায় হতে পারে বলে তোমার মনে হয় লায়লা ?'

'সাউথ হারবার,' সুপ খেতে খেতে জবাব দিল লায়লা।

'আর সকাল সাড়ে দশটায় কোন জাহাজ ওখান থেকে ছাড়ে ?'

'গিয়র্গ ওটস।'

'সেটা কোথায় যায় বলতে পারো ?'

'তালিন।'

'হা ঈশ্বর !' টুইড আক্ষেপের সুরে বলে উঠলেন, 'তাহলে তো নিউম্যানকে যেভাবে হোক আমাদের রুখতে হবে, অবশ্য ইতিমধ্যেই আজ সকালে যদি উনি তালিনে রওনা না হয়ে থাকেন।'

'বব এখনও ঐ জাহাজে চাপেননি।' লায়লা বলে উঠল, 'বিশ্বাস করুন, আজ সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ ট্যাক্সি চেপে ওনাকে আমার পাশ কাটিয়ে যেতে দেখেছি। আর তার ঠিক এক ঘণ্টা আগেই কিন্তু গিয়র্গ ওটস বন্দর ছেড়েছে।'

'কোন ডক থেকে ছাড়ে জাহাজটা ?'

'সিলজা ডক থেকে।'

'তাহলে আগামীকাল হাতে সময় নিয়ে আমাদের সিলজা ডকে হাজির হতে হবে, নিউম্যানকে আগামীকাল যেভাবে হোক রুখতেই হবে।'

ডিনার শেষ করে লায়লাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন টুইড, আশপাশে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন কেউ তাঁদের পিছু নিয়েছে কি না।

'চিঠিতে আরও একটা শব্দের উল্লেখ আছে,' টুইড বললেন, 'আর্কিপেলাগো—ঐ শব্দের সাধারণ অর্থ—দ্বীপপুঞ্জ, কিন্তু আলেক্সি এখানে কি বোঝাতে চেয়েছেন ?'

'ঐরকম দ্বীপপুঞ্জ এখানে দুটো আছে,' লায়লা জবাব দিল, 'একটা তুর্কু অন্যটা

সুইডিশ, প্রথমটা আয়তনে বড়। এ-সম্পর্কে আমি নিউম্যানকেও আগেই জানিয়ে রেখেছিলাম।'

'নিউম্যান তোমায় অ্যাডাম প্রোকেন সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন ?'

'না,' লায়লা মাথা নেড়ে বলল, 'এ-বিষয়ে কোনও মন্তব্যই উনি করেননি।'

'হেস্পারিয়া হোটেল ছেড়ে বেরোনোর পরে তুমি ওঁকে আর দেখতে পাওনি ?'

'না। স্থানীয় সবকটি হোটেলে গিয়ে আমি খোঁজখবর নিয়েছি, কিন্তু কোথাও ওঁর হদিশ পাইনি। সত্যি, কোথায় যেতে পারেন বব ?'

'আমার মনে হচ্ছে বব নির্ঘাৎ কোথাও লুকিয়ে আছেন। আগামীকাল সকালে ঐ জাহাজে ওঠার আগে উনি বেরোবেন না।'

কথা শেষ করে টুইড তাকালেন তাঁর বাঁ-দিকে আর তখনই তাঁর চোখে পড়ল একটা গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে উইণ্ডস্ক্রীণের ওপাশে দুজন পুরুষকে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখলেন। তাঁর মনে কেমন খট্‌কা জাগল, গাড়ির হেডলাইট জ্বলছে, এঞ্জিন চালু থাকার শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। অথচ টুইড বাজি রেখে বলতে পারেন গত দশ মিনিট ধরে গাড়িটা ঐ জায়গা থেকে একটি পাও এগোয়নি। সতর্ক হবার উদ্দেশ্যে লায়লাকে ডান হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাতে উঠতে গেলেন টুইড, কিন্তু…

কিন্তু গাড়ির চালকের আসনে বসা গ্রুর নিষ্ঠুর রক্তপাগল ক্যাপ্টেন পল্‌চাকিন সে সুযোগ দিল না তাঁকে। যদিও সে টুইডকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলার কোনও নির্দেশ ওপর ওয়ালার কাছ থেকে পায়নি তবু টুইডকে খুন করতে পারলে ওপরওয়ালার কলমের এক খোঁচায় সে মেজরের পদে প্রমোশন পেয়ে যে সরাসরি মস্কোয় বদলি হতে পারবে, উচ্চাশার এই লোভটুকু দমন করতে পারল না সে। যেভাবে রবার্ট নিউম্যানের বৌ আলেক্সি বুভেতকে গাড়িচাপা দিয়ে ক্যাপ্টেন পল্‌চাকিন খুন করেছিল ঠিক সেইভাবে হর্ণ না বাজিয়ে আচমকা পাশ থেকে গাড়ি নিয়ে ধেয়ে এলো সে। টুইড ফুটপাথে ওঠার আগেই গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গেলেন রাস্তার মাঝখানে। তবে লায়লা তার আগেই ফুটপাথে উঠতে পেরেছে এই যা রক্ষা !

এক ঝাঁক রোদ খোলা জানলাপথে মুখের ওপর এসে পড়তেই চোখ মেললেন টুইড। এক পলক চারপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন হাসপাতাল না হলেও এটা ছোটোখাটো একটা ক্লিনিক। লায়লা দাঁড়িয়েছিল খাটের পাশেই। টুইডকে চোখ মেলতে দেখেই সে তাঁকে ধরে ধরে বিছানায় উঠে বসাল।

'যাক, অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন।' লায়লার পাশে দাঁড়ানো সাদা কোট গায়ে জনৈক প্রৌঢ় ডাক্তার বলে উঠলেন, 'কিন্তু এটুকু ঘুম ঘুমোলেই তো চলবে না মশাই, এখনও আপনাকে অন্ততঃ আরও দুটো দিন একটানা বিছানায় শুয়ে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে

হবে, ঘুমোলে আরও ভালো। আমি ডঃ ভার্টিও, এটা আমারই ক্লিনিক। নিন, আবার শুয়ে পড়ুন টানটান হয়ে।'

'কটা বাজে ?' ডাক্তারকে পাত্তা না দিয়ে লায়লাকে প্রশ্ন করলেন টুইড।

'সকাল দশটা।'

'দশটা!' বলেই টুইড গা থেকে চাদর সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়লেন। আর কিছুক্ষণ বাদেই গিয়র্গ ওটস ছাড়বে সিলজা ডক থেকে তার আগে যে করেই হোক সেখানে পৌঁছে নিউম্যানকে পাকড়াতে হবে। ডাঃ ভার্টিও বাধা দেবার জন্য এগিয়ে আসতেই টুইড মুচকি হেসে বললেন, 'তফাতে থাকুন ডাক্তার, বয়স ষাটের কোঠা পেরিয়েছে ঠিকই তবু গায়ের জোরে আমার সঙ্গে আপনি পেরে উঠবেন না। লায়লা, আমার চিকিৎসা বাবদ যা খরচ হয়েছে তা এক্ষুণি ওঁকে দিয়ে দাও।'

লায়লা টুইডের আচরণে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। টুইডের ওয়ালেট থেকে টাকা বের করে সে তুলে দিল ডঃ ভার্টিওর হাতে।

'আমার জামাকাপড় এক্ষুণি বের করে দিন ডাক্তার,' টুইড বললেন, 'আর হ্যাঁ, আপনার লোকদের কাউকে বলুন একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে। যাই বলুন, আপনি যে অন্যান্য ফিনদের চাইতে অনেক ভালো ইংরেজী বলেন তা মানতেই হবে। যাক, চলি তাহলে, এসো লায়লা।'

ঠিক সেই সময় রাতাস্কাতুতে অবস্থিত মনু সারিনের অফিসে সাংবাদিক রবার্ট নিউম্যানের পরণের জামাকাপড় আর স্যুটকেসখানা তল্লাসী করার কাজ সবে শেষ করেছে মনু সারিনের গোয়েন্দারা। অবশ্য খানাতল্লাসী করাই সার। আপত্তিজনক কিছুই খুঁজে পায়নি তারা। মনু সারিনের অফিসে আসার আগেই নিউম্যান হেলসিংকির চোরা বাজারে কেনা তাঁর নতুন রিভলভারটা স্যুটকেস থেকে বের করে নিয়েছিলেন। গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান মনু সারিন পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, এবার ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'আপনার কাছে যে আপত্তিকর কিছু নেই তা আমি আগেই জানতাম বব, কিন্তু আমাকে তো নিয়মকানুন মেনে চলতে হয় তাই এটুকু করতে বাধ্য হলাম। শুনুন বব, আপনার বিচার-বিবেচনার ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে, তবু জানিয়ে রাখছি ফিনল্যাণ্ড একটি শান্তিপূর্ণ দেশ, ইওরোপ আর আমেরিকার অন্যান্য বড় বড় দেশের মতো সংঘবদ্ধ অপরাধ বা অপরাধ-চক্র এখানে নেই, খুনখারাপি এখানে যে মাঝে-মধ্যে দু-চারটে হয় না তা নয়, কিন্তু তা স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা বড়জোর ভাতার আর বেশ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।'

'মনু,' হতাশ গলায় বলল নিউম্যান, 'এসবই আপনার চাইতে অনেক ভালো জানি আমি। চান তো এক্ষুণি পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যে ফিনল্যাণ্ডের গণজীবনে শান্তি ও

নিরাপত্তা শিরোনাম দিয়ে একটা হাল্কা ফীচার আপনাকে লিখে দিচ্ছি। যাক গে, এবার কাজের কথায় আসুন। আমরা কটা নাগাদ জাহাজে চাপব তাই বলুন।'

'ভয় পাচ্ছেন কেন বব,' মনু সারিন হেসে বললেন, 'আমরা না উঠলে গিয়র্গ ওটস আজ নোঙ্গরই তুলবে না। এই নিন আপনার পাসপোর্ট আর ভিসা, আর আপনার সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট। এবার বলুন, আপনি আমার সঙ্গে রওনা হবেন তো ?'

'কেন, আপনার মনে এখনও সন্দেহ আছে নাকি ?'

গিয়র্গ ওটস জাহাজখানা নোঙ্গর তুলে একরাশ কালো ধোঁয়া উড়িয়ে ডক ছেড়ে বেরোচ্ছে, ঠিক সেই সময় ট্যাক্সিতে চেপে টুইড আর লায়লা সেখানে এসে পৌঁছোলেন।

'দেরী হয়ে গেল,' ক্রমশঃ অপসৃয়মান সাদা রংয়ের জাহাজটির দিকে আঙুল দেখিয়ে টুইড বললেন, 'হায় ঈশ্বর ! এত করেও সময়মতো কিছুতেই এসে পৌঁছোতে পারলাম না।'

'আপনি আগেই এত হতাশ হচ্ছেন কেন ?' পাশ থেকে সান্ত্বনার সুরে লায়লা বলল, 'নিউম্যান তো ঐ জাহাজে নাও থাকতে পারেন…'

'বাজে বকবক করো না তো লায়লা,' মৃদু ধমকের সুরে টুইড মন্তব্য করলেন, 'নিউ-ম্যানকে এখনও তোমার চিনতে বাকি আছে।'

তালিনে জাহাজ থেকে নামার পর মনু সারিন আর নিউম্যান দুজনেই ভি আই পি-র সমাদর পেতে লাগলেন। মস্কোয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির পলিট-ব্যুরোর সদস্যরা যে গাড়িতে চাপেন হুবহু সেই রকম একটি ঝকঝকে লিমুসিনে চেপে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে এলো কর্ণেল কার্লভের সেক্রেটারী রাইসা।

'মিঃ নিউম্যান,' রাইসা করমর্দনের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'এস্তো-নিয়ায় আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপাততঃ আমিই আপনাদের গাইড। রাতের-বেলা যদি কোনও বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে আপনার দরকার হয় তো বলবেন, আমি তৈরি থাকব।'

নিউম্যান কোনও মন্তব্য না করে চুপ করে রইল। কর্ণেল কার্লভ সমেত তাঁর ওপর-ওয়ালারা সবাই যে তার নারীদেহের প্রতি আসক্তির খবর জেনে ফেলেছেন এবং সেই কৌশল কাজে লাগানোর মতলব নিয়েই তাঁরা যে নিউম্যানের পেটের কথা টেনে বের করতে রাইসাকে তার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছেন তা বুঝতে তার বাকি রইল না।

'ধন্যবাদ, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়,' এইটুকু মন্তব্য করেই চুপ করে গেল নিউম্যান এবং মুখটা গোমরা করে গদীর এককোণে বসে রইল।

শহরের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মারকের পাশ কাটিয়ে লিমুসিন এগোতে লাগল, ভেতরে বসে রাইসা সেইসব স্মারক কে কবে তৈরী করেছিলেন সেই কাহিনী শোনাতে লাগল। নিউম্যান হঠাৎ কেন এরকম গম্ভীর হয়ে পড়েছেন, কেনই-বা তাঁর মুখ থমথমে দেখাচ্ছে তা বুঝে উঠতে পারলেন না মনু সারিন।

এক সময় গাড়ি এসে ঢুকল পিক স্ট্রীটে, সেইখানে একটি বড় বাড়ির সামনে চালক ব্রেক কষতেই রাইসা বলে উঠল, 'আমরা যথাস্থানে এসে পৌঁছেছি মিঃ নিউম্যান। আমার ওপরওয়ালা নিশ্চয়ই আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।'

কর্ণেল কার্লভের সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন রেবেট এগিয়ে এসে লিমুসিনের দরজা খুলে হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের উদ্দেশ্যে। রাইসা সেই ফাঁকে তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলল, 'ইনি ক্যাপ্টেন রেবেট, কর্ণেল কার্লভের সেক্রেটারী। দুঃখের বিষয় যে উনি ইংরেজী জানেন না।'

'তা হলে তো আমাদের পক্ষে খুব সুবিধাই হলো, কি বলেন?' ক্যাপ্টেন রেবেটকে ইশারায় দেখিয়ে মনুর দিকে চোখ নাচাল নিউম্যান। ক্যাপ্টেন রেবেট আন্তরিক ভঙ্গি দেখিয়ে হাত বাড়িয়েছিল, নিউম্যান তার ডান হাতের কনুই দিয়ে এমন এক গুঁতো মারল রেবেটের পাঁজরে যে সে চাপা যন্ত্রণায় কোঁক করে উঠেই পিছিয়ে গেল, সেই ফাঁকে মনুকে ডান হাতে জড়িয়ে ধরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল নিউম্যান। ক্যাপ্টেন রেবেট অসহায়ভাবে তাদের পেছন পেছন উঠতে লাগল।

রাইসা লিমুসিনের ভেতরেই ছিল, মনু আর নিউম্যান ক্যাপ্টেন রেবেটের সঙ্গে চোখের আড়াল হতেই সে হাতব্যাগ খুলে ঠিক ডটপেনের মতো দেখতে একটা মাইক্রোফোন বের করল। সুইচ টিপে মাইক্রোফোনটা চালু করে সে রুশভাষায় কথা বলতে লাগল।

'কর্ণেল, আমি রাইসা বলছি। ওঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। এখানে আসবার পথে টুর্মপি সম্পের্ক রবার্ট নিউম্যান খুব আগ্রহ দেখালেন, কেল্লার ভেতরেও যেতে চাইছিলেন…'

'বুঝতে পেরেছি। থাক পরে আবাব প্রয়োজনীয় নির্দেশ তোমায় দেব,' বলেই কর্ণেল কার্লভ রাইসার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র তখনকার মতো বিচ্ছিন্ন করলেন। কিন্তু তাঁর ছিংসুটে ওপরওয়ালা জেনারেল লাইসেংকো আগেই যে তাঁর ঘরে গোপনে আড়িপাতার ব্যবস্থা করে রেখেছেন তা কর্ণেল কার্লভ ঘুণাক্ষরেও টের পেলেন না। ফলে রাইসার সঙ্গে তাঁর যা কথাবার্তা হলো তাও জেনারেল লাইসেংকোর গোপন ট্রান্সরিসিভারে গাঁথা হয়ে গেল। কর্ণেল কার্লভ নিছক কথায় কথায় সেলাম ঠোকা ফৌজী অফিসার নন, লালফৌজে চাকরী নেবার আগে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিতশাস্ত্রে পিএইচডি করেছিলেন, তা জেনারেল লাইসেংকোর অজানা নয় এবং আমেরিকান স্টার ওয়ার বা নক্ষত্র যুদ্ধ প্রতিরোধ করার এক উপায় যে তিনি গাণিতিক উপায়ে ইতিমধ্যেই বের করে ফেলেছেন সে খবরও জেনারেল লাইসেংকোর কানে এসেছে। কর্ণেল কার্লভের ঐ ফর্মুলার কথা জানতে পারলে পলিটব্যুরোর সদস্যরা তাঁকে কেমন খাতির করতে শুরু করবেন তাও আন্দাজ করে ফেলেছেন তিনি।

'আপনার কাছে বিনীতভাবে একটা অনুরোধ জানাচ্ছি,' প্রাথমিক আলাপ পরিচয়

শেষ হবার পরে নিউম্যান কর্ণেল কার্লভকে বলল, 'গিয়র্গ' ওটস জাহাজে চেপে হেলসিংকিতে ফিরে যাবার আগে আমাদের হাতে মাত্র দুটি ঘণ্টা সময় আছে। এদিকে তালিন জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগেছে, এখানকার সবকিছু ঘুরে বেড়িয়ে ভালোভাবে দেখার সাধ হয়েছে আমার। রাইসা বলছিল যে ইচ্ছে করলে এখানে আমি রাত কাটাতে পারি। তা আপনি দয়া করে আমার তালিনে থাকার সময়টা একটু বাড়িয়ে দিন না। কথা দিচ্ছি, আমি আগামীকাল সকালেই কেটে পড়ব।'

'এ তো চমৎকার প্রস্তাব,' শঁটকো মর্কটের মতো দেখতে কর্ণেল কার্লভ তাঁর দুপাটি দাঁত বের করে হাসলেন, 'এখানকার সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখার পক্ষে দুঘণ্টা মোটেই যথেষ্ট সময় নয়। কাজেই মন যখন চেয়েছে তখন আপনি নিশ্চিন্তে এখানে রাত কাটাতে পারেন। রাইসার হাতে একগাদা কাজ জমে আছে তাই ওকে এখন আর আপনার সঙ্গে গাইড হিসাবে পাঠাতে পারছি না। এক কাজ করুন না, মিঃ সারিন এখানকার পথঘাট খুব ভালো চেনেন, ওঁকে সঙ্গে নিয়েই আপাততঃ বেরিয়ে পড়ুন না। যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুরে বেড়ান, যেখানে ইচ্ছে সেখানেই যান, কেউ কোনও প্রশ্ন করবে না।'

প্রস্তাব এত সহজে মঞ্জুর হবে তা নিউম্যান দূরে থাক, মনু সারিন নিজেও আশা করেননি। আর দেরী না করে মনু নিউম্যানকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের একটা চোরা দরজা খুলে জেনারেল লাইসেংকো ঢুকে পড়লেন কর্ণেল কার্লভের কামরায়।

'কাজটা কি খুব ভালো করলে?' দুচোখ পাকিয়ে কার্লভকে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'আমার অনুমতি না নিয়েই নিউম্যানকে এখানে থাকবার সময়সীমা যে তুমি বাড়িয়ে দিলে সেই কথা বলছি...'

'জেনারেল' গলা সামান্য চড়িয়ে কর্ণেল কার্লভ জবাব দিলেন, 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে তালিনের নিরাপত্তার দায়িত্ব পুরোপুরি আমার, সেদিক থেকে কাজের কিছু স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আমার থাকতে পারে।'

'কিন্তু এই যে নিউম্যান টুমপি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছে,' কার্লভের সাফ উত্তর শুনে দমে গেলেন জেনারেল লাইসেংকো, শুকনো মুখে বললেন, 'এটা কি খুব ভালো লক্ষণ?'

'আপনি কেন যে ভয় পাচ্ছেন তা বুঝতে পারছি না,' কর্ণেল কার্লভ জবাব দিলেন, 'যেসব পর্যটক দেশবিদেশ থেকে এখানে আসে, টুমপি যে তাদের কাছে এক দ্রষ্টব্য স্থান তা নিউম্যান ফিরে গিয়ে বিভিন্ন কাগজে লিখবে, যা পড়ে এখানে পর্যটকদের ভীড় আরও বাড়বে। তার ফলে যে অর্থনৈতিক লাভ হবে সেকথা একবারও ভাবছেন না কেন আপনি?'

'যা ভালো বোঝ করো।'

যে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলেন সেই দরজা দিয়েই বেরিয়ে যেতে যেতে

জেনারেল লাইসেংকো মন্তব্য করলেন, 'আসলে এই রবার্ট নিউম্যান লোকটাকে গোড়া থেকেই কেন যে আমার ভালো লাগছে না তা আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। ভালো কথা, কর্ণেল, তালিনে গ্রুর যে ক'জন অফিসার খুন হলো তাদের তদন্তের কাজ কতদূর এগোল?'

'জেনারেল,' নিজের প্রচণ্ড রাগ আর বিতৃষ্ণা হঠাৎ ভুলে গিয়ে খুব ঠাণ্ডা গলায় কর্ণেল কার্লভ জবাব দিলেন, 'তদন্ত করতে গিয়ে দুটো সূত্র আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠেকছে, এক—যে সব অফিসার খুন হয়েছে তারা সবাই ছিল পলুচাকিনের সিনিয়ার, খুব শীগগিরই তারা প্রোমোশন পেতে যাচ্ছিল। দুই—সবকটা খুন তখনই হয়েছে যখন পলুচাকিন নিজে তালিনে উপস্থিত ছিল। এও লক্ষ্য করেছি যে আপনি পলুচাকিনকে স্টকহমে বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানোর পরে তালিনে আর একটিও খুন হয়নি।'

'ক্যাপ্টেন পলুচাকিন!' শিউরে উঠে জেনারেল লাইসেংকো মন্তব্য করলেন, 'এ তো রীতিমতো ভয়ের কথা!'

'নিশ্চয়ই,' সায় দিয়ে কর্ণেল কার্লভ বললেন, 'ক্যাপ্টেন পলুচাকিন একটা আধ পাগলা খুনে, এমন লোক ফিনল্যাণ্ডের পথেঘাটে সর্বত্র অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটাই ভয়ের আসল কারণ। দুজন বিদেশী এখানে আজই এসেছেন যাঁদের মধ্যে একজনকে পলুচাকিন ভালো-ভাবে চেনে—আমি বব নিউম্যানের কথা বলছি। সন্ধ্যের পরে নিউম্যান যদি বেড়াতে বেরোন আর তখন যদি পলুচাকিনের মাথায় খুন চাপে তাহলে তো মারাত্মক কাণ্ড ঘটতে পারে!'

'কিছু ঘটলে তার দায় পুরোপুরি বর্তাবে তোমার ওপর,' জেনারেল লাইসেংকো পাশের কামরায় ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'যাক, এ-নিয়ে আমি এখন আর কিছু বলতে বা শুনতে চাই না।'

ওপরওয়ালা ঘর ছেড়ে চলে যাবার পরে কর্ণেল কার্লভ সামনের টেবিলে মাথা রেখে কিছুক্ষণ বসে রইলেন, তারপরে মাথা তুলে নিজের মনেই তিনি বলে উঠলেন, 'জেনারেল, মুখে না বললেও আমি জানি আসলে বব নিউম্যানের বৌকে খুন করানোর অপরাধ বোধ প্রতি মুহূর্তে আপনার বিবেককে কুরে কুরে খাচ্ছে, তাই আপনি নিউম্যানকে সর্বদাই সন্দেহ করছেন।'

বন্দর থেকে ইনগ্রিডকে সঙ্গে নিয়ে সোজা রেলস্টেশনে চলে এলেন টুইড। ইনগ্রিডকে কিছু না জানিয়ে ইমাত্রা যাবার দুটো ট্রেনের টিকিট কাটলেন তিনি। ট্রেনে ওঠার পর টুইড ইনগ্রিডকে বললেন, 'আমরা ইমাত্রা যাচ্ছি।'

'ইমাত্রা!' ইনগ্রিড বলে উঠল, 'যতদূর জানি ওটা তো সোভিয়েত সীমান্তের পাশেই অবস্থিত। এত জায়গা থাকতে হঠাৎ ইমাত্রার টিকিট আপনি কাটলেন কেন জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারো, টুইড খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, 'জায়গাটা হেলসিংকি থেকে আড়াইশো কিলোমিটার দূরে, ওখানে পৌঁছোতে পৌঁছোতে বিকেল পাঁচটা বেজে যাবে। এত লম্বা ট্রেন জার্নি করে আমরা দুজনেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ব। ইমাত্রায় পৌঁছে তোমাকে ভ্যালটিয়ন হোটেলে তুলে দিয়ে আমি কাজে বেরিয়ে পড়ব।'

'একা যাবেন কেন,' ইনগ্রিড প্রতিবাদের সুরে বলল, 'আমিও তো আপনার সঙ্গে যেতে পারি।'

'আমি যেখানে যাব সেটা সোভিয়েত এলাকা.' টুইড জবাব দিলেন, 'সেখানে কোন-মতেই আমি তোমাকে সঙ্গে নিতে পারি না।'

'হোটেল থেকে বেরিয়ে অতদূরে কিভাবে যাবেন ?

'হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নেব,' টুইড জানালেন, 'সীমান্ত থেকে হোটেলের দূরত্ব মাত্র দশ কিলোমিটার।'

'সীমান্তে কেউ কি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে ?'

'তুমি বড্ড বেশি প্রশ্ন করো,' চাপা ধমক দিয়ে টুইড বললেন, 'তার চাইতে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাও। ফিনল্যাণ্ড কত সুন্দর তা একবার দ্যাখো। এখন শরৎকাল, এই সময় এখানকার মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইওরোপ বা আমেরিকার কোথাও দেখতে পাবে না।'

'দুঃখিত,' জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে ইনগ্রিড বলল 'আর কোনও প্রশ্ন করব না আপনাকে।'

কামরার ভেতরে টুইড ও ইনগ্রিড ছাড়া আরও একজন যাত্রী ছিল, কান খাড়া করে এঁদের দুজনের কথাবার্তা শুনছিল সে। সে হলো গ্রুর আধপাগলা খুনে অফিসার ক্যাপ্টেন ওলেগ পলুচাকিন। এই মুহূর্তে তার চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা, পরণে কালো স্যুট, দেখলে অধ্যাপক বা গবেষক বলে মনে হবে।

অনন্ত সময় পেরিয়ে এক সময় ট্রেন এসে পৌঁছোল ইমাত্রায়। টুইড আর ইনগ্রিডের পেছন পেছন পলুচাকিনও নেমে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। সন্দেহ এড়ানোর উদ্দেশ্যে পলুচাকিন কিছুটা তফাতে স্যাকসের কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময় একজন যাত্রী এগিয়ে এসে দাঁড়াল টুইডের সামনে. একটা ছোট ফোল্ডার হাতের মুঠো সামান্য খুলে তাঁকে দেখাল যাত্রীটি। এক নজর দেখেই টুইড চিনতে পারলেন—কার্ল এসকোলা, ইমাত্রার গোয়েন্দা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ অফিসার।

'এই যে শুনুন,' কার্ল এসকোলা চাপা গলায় জানতে চাইল, 'আপনার কাছে একটু আগুন হবে ?'

'দুঃখিত,' টুইড নিজের গ্যাস লাইটার বের করে বললেন, 'আমার এটা ঠিক কাজ করছে না '

'ইমাত্রায় যাবার কোনও ট্রাম নেই,' ফিসফিস করে প্রায় অর্থহীন এই মন্তব্য করল কার্ল এসকোলা।

'শোন,' টুইড ইনগ্রিডকে দেখিয়ে বলে উঠলেন, 'এই ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে ভ্যালটিয়ন হোটেলে উঠবেন। আমার কিছু হলে মনু সারিনকে বলে এঁকে নিরাপদে স্টকহমে পৌঁছে দেবে।'

'আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব,' বলে কার্ল এসকোলা সরে গেল সামনে থেকে।

দুজনে টিকিট জমা দিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এলেন আর তখনই ইনগ্রিড প্রশ্ন করল, 'উনি কি বললেন? ইমাত্রা যাবার কোনও ট্রাম নেই। এর অর্থ কি?'

'ট্রাম বাস নয়,' টুইড গলা নামিয়ে জবাব দিলেন, 'উনি আমাদের হুঁশিয়ার করে দিলেন, বোঝাতে চাইলেন যে কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে।'

'বাঃ! চমৎকার স্যুট, খাসা!' ভ্যালটিয়ন হোটেলে টুইডের ভাড়া করা স্যুটে পা দিয়েই ইনগ্রিড বলে উঠল, 'আমরা দুজনে তাহলে এখানেই রাত কাটাচ্ছি?'

'উঁহু,' টুইড ঘাড় নেড়ে জবাব দিলেন, 'ওসব ভেবো না, বাছা। আমি কিছু খেয়ে নিয়েই বেরিয়ে পড়ব, সোভিয়েত সীমান্তে কিছু কাজ সেরে আবার ফিরে আসব, তারপর ট্রেনে চেপে আবার ফিরে যাব হেলসিংকি।'

'আমি আপনার সঙ্গে যাব তো?'

'মোটেই না,' টুইড বললেন, 'কোনও পরিস্থিতিতেই নয়। আমি রওনা হবার পরে তুমি ভেতর থেকে স্যুটের দরজায় ছিটকিনি এঁটে দেবে। শুধু আমি আর স্টেশনে যাকে দেখলে একটু আগে সেই এসকোলা, ছাড়া আর যেই আসুক না কেন, তুমি কিছুতেই ছিটকিনি খুলে তাকে ভেতরে ঢোকাবে না। আর হ্যাঁ, এসকোলা যদি বলে তাহলে আমার জন্য অপেক্ষা না করে ওর সঙ্গে হেলসিংকিতে ফিরে যাবে, আমি এদিকের কাজকর্ম সেরে পরে ফিরব এই থ্রিলারটা তোমার জন্য স্টেশন থেকে কিনেছি, বসে বসে পড়তে পারো। আবার বলছি, আমি নয়ত এসকোলা ছাড়া আর কেউ এলে ছিটকিনি খুলবে না। আরও একটা কথা…' বলতে বলতে টুইড তাঁর ট্রাউজার্সের হিপ পকেট থেকে একটা চটি বই বের করে ইনগ্রিডের হাতে তুলে দিলেন।

'আবার কি কথা?'

'এসকোলাকে দরজা না খুলে কিভাবে চিনতে পারবে তা বলে দিচ্ছি। ও একতলা থেকে আগে তোমায় টেলিফোন করবে, তখন তুমি তাকে প্রশ্ন করবে স্টেশনে কি সতর্কবাণী সে উচ্চারণ করেছিল।'

'সত্যি বলছি,' ইনগ্রিড জড়োসড়ো হয়ে বলে উঠল, 'আমার খুব ভয় করছে, শেষপর্যন্ত কি হবে কে জানে!'

'বোকার মতো কথা বোল না,' টুইড তার পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন, 'ভুলে যেয়ো না তুমি টুইডের সঙ্গে আছো, আর এও মনে রেখো যে ভয় শুধুই ভয়কে বাড়িয়ে চলে। তুমি এটা রেখে দাও, দরকার হলে কাজে লাগিয়ো,' বলে একটা ছোট অটোমেটিক পিস্তল তিনি ইনগ্রিডের হাতের মুঠোয় গুঁজে দিলেন।

'ভালোভাবে থেকো, লক্ষ্মী সোনামণি আমার,' ইনগ্রিডের উদ্দেশ্যে হাওয়ায় একটা চুমু ছুঁড়ে দিয়ে প্রৌঢ় টুইড নিমেষে উধাও হলেন খোলা দরজা দিয়ে দ্রুত আছে। ইনগ্রিড তাঁর নির্দেশমতো সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে স্যুটের দরজায় ভালো করে ছিটকিনি এঁটে দিল।

ট্যাক্সির পেছনের সিটের এককোণে গা এলিয়ে বসে আছেন টুইড। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে তাঁর শরীর আর মন দুটোই এই মুহূর্তে পরিপূর্ণ বিশ্রাম চাইছে, কিন্তু কর্তব্যের তাগিদে সেকথা ভুলে থাকতে হচ্ছে তাঁকে।

একদিকে গিরিখাত অন্যদিকে পরিষ্কার নীল জলের হ্রদ, দুয়ের মাঝখানে পাথুরে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে ট্যাক্সি। আশপাশে মানুষজন দেখা যাচ্ছে না। ঘুমের হাল্কা প্রলেপে যতবার টুইডের দু'চোখ জড়িয়ে আসছে ততবারই ভেতরের এক অজানা শক্তি তাঁকে জাগিয়ে দিছে। ট্যাক্সিচালক যে ঘাড় না ফিরিয়েও সামনের আয়নায় চোখ রেখে তাঁকে খুঁটিয়ে দেখছে এটা বেশ কয়েকবার লক্ষ্য করেছেন টুইড। জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে আর ডান পায়ের হাঁটুতে, মোট দুটো রিভলভার এত দূরের পথে বেরোবার সময় সঙ্গে নেন তিনি। হাত দিয়ে ডান উরু ছুঁয়ে চামড়ার বেল্টে আঁটা আগ্নেয়াস্ত্রের অস্তিত্ব টের পেলেন তিনি আর ঠিক তখনই গতিবেগ অনেকটা কমিয়ে ট্যাক্সিচালক ঘাড় ফেরালো। বিনীতভাবে বলল ঃ

'আমার নাম আরপোনেন। বড়কর্তা এসকোলা আমায় আপনার সঙ্গে থাকার হুকুম দিয়েছেন। হুজুর বড্ড ঘাবড়ে গেছেন মনে হচ্ছে। শরীর খারাপ লাগছে ?'

'ও কিছু নয়,' টুইড ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তুমি শোন আরপোনেন, আমায় আবার হেলসিংকিতে ফিরে যেতে হবে, তার আগে যত তাড়াতাড়ি পারো আমায় সোভিয়েত সীমান্তের কাছে নিয়ে চলো। আগেই বলে রাখছি, তোমায় ওখানে একটু অপেক্ষা করতে হবে।' কথাটা বলে নিজেই লজ্জা পেলেন টুইড, তিনি যে অজ্ঞাত কোনও কারণে হঠাৎ কিছুটা বিচলিত হয়েছেন বা ঘাবড়ে গেছেন তা আরপোনেনের চোখে ঠিকই ধরা পড়েছে। তাঁর পরিচয় জানতে আরপোনেনের নিশ্চয়ই বাকি নেই, কি ভাবছে সে ? ব্রিটিশ সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের বড়কর্তা, দুনিয়া কাঁপানো গুপ্তচর সোভিয়েত সীমান্তে যাবেন বলে রওনা হয়েছেন। তারপর সেখানে পৌঁছোবার আগেই পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে তাই ভেবে ঘাবড়ে গিয়ে একাকার ! আরপোনেন নিজেও নিশ্চয়ই বড়দরের অফিসার তাই এসকোলা তাকেই পাঠিয়েছে। তার সামনে এই দুর্বলতা হাবেভাবে না

দেখালেও পারতেন তিনি। কথাটা নিশ্চয়ই এসকোলার কানেও উঠবে সেই-বা ি
ভাববে তাঁকে।

এর আগেও বহু শক্তিশালী ও ক্ষমতাদর্পী দেশের সীমানায় ঘুরে বেড়িয়েছেন টুই
দেখেছেন পৃথিবীর সব দেশের সীমান্তেরই চেহারা একরকমই হয়—কেমন যেন নিঃসঙ্গ
সোভিয়েত সীমান্তে পৌঁছে ট্যাক্সি থেকে নামার পরে সেই একই ছবি ফুটে উঠল তা
চোখের সামনে। কয়েক পা দূরে একফালি সবুজ রংয়ের কাঠের বোর্ড আরও দু
কাঠের তক্তার সঙ্গে জুড়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে জমির ওপর। সেই বোর্ডের গা
ফিনিশ, সুইডিশ, ইংরেজী, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় কর্তৃপক্ষ বড় লাল হরফে যা লিখেছে
তার অর্থ—'থামো। আর এক পা-ও এগিয়ো না। সামনেই সোভিয়েত ইউনিয়নে
সীমান্ত। বোর্ডের গা ঘেঁষেই সীমান্ত পুলিশের চৌকিও তাঁর চোখে পড়ল। টুইডে
ট্যাক্সি থেকে নেমে পায়চারী করতে দেখে চৌকির ভেতর থেকে জলপাই-সবুজ উর্দি প
একজন প্রহরী বেরিয়ে এলো। আড়চোখে টুইড দেখলেন তার কাঁধে ঝুলছে অ্যাস
কালাসানিকভ '৪৮ রাইফেল, কোমরের বেল্টে ঝুলছে খাপে আঁটা মাউমার রিভলভার
টুইডকে কিছু না বলে প্রহরীটি এগিয়ে এসে দুর্বোধ্য ভাষায় ট্যাক্সিচালক আরপোনেনে
সঙ্গে কি যেন বলাবলি করল, মিনিট দেড়েক বাদে দুচোখ পাকিয়ে টুইডের দিকে একবা
তাকিয়ে সে আবার ঢুকে গেল চৌকির ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে টুইড এসে দাঁড়ালে
আরপোনেনের পাশে, জানতে চাইলেন প্রহরীটি তাকে কি বলছিল।

'নতুন আর কি বলবে,' আরপোনেন বলল, 'ও জানতে চাইছিল আপনি কে, এখানে
পায়চারী করছেন কেন। আমি পরিবেশ বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনার পরিচয় দিয়েছি
যাক, ঢের হয়েছে, এবার ভেতরে উঠে আসুন দেখি!'

'কিন্তু এটা তো ফিনল্যাণ্ডের জমি,' টুইড প্রতিবাদ করলেন, 'আমি তো সীমান্তে
এ পারেই দাঁড়িয়ে আছি, তাহলে ওরা আপত্তি করছে কেন?'

'যা বলি শুনুন,' আরপোনেন গলা সামান্য চড়িয়ে বলল, 'আমি হুকুম দিচ্ছি এ
মুহূর্তে আপনি ভেতরে উঠে বসুন, নয়ত আমি অন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।'

টুইড বুঝতে পারলেন যে কোনও কারণেই হোক তাঁর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ব
পায়চারী করার মধ্যে আরপোনেন বিপদের গন্ধ পাচ্ছে। কথা না বাড়িয়ে তিনি ভেতরে
উঠলেন, দরজা এঁটে বন্ধ করার পরে আরপোনেন ট্যাক্সির মুখ ঘোরালো তারপর তী
বেগে ফিরে চলল শহরের দিকে। শহরে ফিরে আসার পথে ট্যাক্সির জানালা দিয়ে দূরে
গভীর গহন বনাঞ্চলের দিকে টুইড যতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ততক্ষণ রবার্ট নিউম্যানের
কথাই বারবার তাঁর মনে পড়তে লাগল। দুঃসাহসী ঐ সাংবাদিক নিজের প্রাণের জন
বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে দিব্যি ঢুকে পড়েছে তালিনে যে জায়গাটা সোভিয়েত রাশিয়ার
আওতার ভেতর। কি হয়েছে তার, এখনও বেঁচে আছে কিনা কে জানে।

আরপোনেনের সঙ্গে ট্যাক্সিতে চেপে টুইড যখন বেরিয়েছিলো তখন আকাশের রং

ছিল স্বচ্ছ নীল, পরিষ্কার। কিন্তু ট্যাক্সি থেকে নেমে হোটেলে ঢোকার সময় আকাশের দিকে চোখ পড়তে টুইড দেখতে পেলেন আকাশ আর আগের মতো পরিষ্কার নেই, সেখানে এক এক জায়গায় পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। আরপোনেনকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়ে হোটেলে ঢুকে পড়লেন টুইড।

'একটা দুঃসংবাদ তোমায় দিতে এলাম কর্ণেল…' বলতে বলতে জেনারেল লাইসেংকো পাশের কামরা থেকে দৌড়ে এলেন, 'হেলসিংকি থেকে একটু আগে ক্যাপ্টেন পলুচকিন টেলিফোন করেছিল।' কার্লভের টেবিলের সামনে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে লাইসেংকো জানালেন, 'ক্যাপ্টেন পলুচকিন টুইডের পিছু নিয়েছিল। টুইড হতচ্ছাড়া গিয়ে হাজির হয়েছে ইমাত্রায়, সঙ্গে একটা মাগী আছে। নাম ইনগ্রিড।'

'আপনি যা ভাবছেন ইনগ্রিড তেমন মেয়ে নয়,' জেনারেল লাইসেংকোর অসভ্য মন্তব্যের প্রতিবাদে ভুরু কুঁচকে কর্ণেল কার্লভ মন্তব্য করলেন, 'ও নিজে ব্রিটিশ সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের কর্মী, টুইডের ও ডান হাত। 'এক অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরী হলো দেখছি।' বলতে বলতে কার্লভ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন দেয়ালে টাঙ্গানো ইওরোপের বিশাল একটি মানচিত্রের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

'শুধু অদ্ভুত নয়, বলুন রীতিমতো ভীতিকর পরিস্থিতি,' বলতে বলতে জেনারেল লাইসেংকো এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে, বললেন, 'ব্যাপারটা ঠিক পথে এগোচ্ছিল। মাঝখান থেকে এই টুইড সবকিছু তালগোল পাকিয়ে দিল। আচ্ছা কার্লভ, খোলাখুলি ভাবেই জানতে চাইছি, তোমার কি মনে হচ্ছে? আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে অ্যাডাম প্রোকেন রুশ সীমান্ত পেরোবার ঝুঁকি না নিয়ে সরাসরি হেলসিংকিতে রুশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। কিন্তু তার তো এখন পর্যন্ত টিকিটিও দেখছি না। প্রোকেনের নিশ্চয়ই নিজের মাথার ঠিক নেই, প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে আছে তো, হয়ত রুশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা উনি ভুলেই গেছেন, তার বদলে উনি গিয়ে হাজির হয়েছেন ইমাত্রায়, সেখানে পায়ে হেঁটে সীমান্ত পেরোতে চাইছেন তিনি। আর, এই খবরটা যে ভাবেই হোক টুইড জেনে ফেলেছেন, এবং তাই উনি ইমাত্রায় গেছেন রুশ সীমান্তে শেষ মুহূর্তে অ্যাডাম প্রোকেনকে বাধা দিয়ে ফিরিয়ে আনবেন এই আশায়।'

টুইডের ইমাত্রায় যাবার কারণ যাই হোক ওপরওয়ালা লাইসেংকো যে প্রচণ্ডভাবে মনোবল হারিয়ে ফেলেছেন তা বুঝতে পারলেন কর্ণেল কার্লভ, এবং সেই কারণে যথেষ্ট খুশী হলেন তিনি।

'আপনার ধারণা অমূলক নয়।' সংক্ষেপে এইটুকু শুধু মন্তব্য করলেন কার্লভ।

'তাই বললেই তো চলবে না,' লাইসেংকো মানচিত্রের কাছ থেকে সরে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন, 'মনে হচ্ছে আমাদের পরিকল্পনার একটু অদল-বদল করতে হবে। এক কাজ করো, আগামীকাল সকালবেলা বব নিউম্যান আর সারিনের ফিরে

যাবার কথা। তুমিও ওদের সঙ্গে হেলসিংকিতে চলে যাও। আমি তোমার হেলসিংকি যাবার অর্ডারে এক্ষণি সই করে দিচ্ছি। প্রোকেনকে যেখান থেকে হোক খুঁজে বের করার দায়িত্ব রইল তোমার ওপর।'

'জো হুকুম,' কর্ণেল কার্লভ বললেন, 'কিন্তু ওঁদের সঙ্গে হেলসিংকিতে আমারও যাবার ব্যাপারটা দেখে নিউম্যানের মনে যদি কোনও সন্দেহ হয়—তখন? ওঁকে কি অজুহাত দেবো? এই ব্যাপারটাই তো আমি ভেবে পাচ্ছি না।'

'সেটা কোনও সমস্যা নয়,' জেনারেল লাসেংকো জবাব দিলেন, 'তুমি স্রেফ বলবে যে আমার হুকুমে তুমি নিজে ওদের হেলসিংকিতে পৌঁছে দিচ্ছ। এইভাবে মনু সারিন আর ঐ বব নিউম্যানকে আমরা সৌজন্য দেখাচ্ছি। দেখে নিয়ো, একথা বললে নিউম্যানের মনে কোনও সন্দেহই জাগবে না।'

এবার আর কোনও মন্তব্য করলেন না কর্ণেল কার্লভ। পরিস্থিতি যে সত্যিই ঘোরালো হয়ে উঠছে সে-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

লসিয়া স্কোয়ারে একটা গাছের নীচে অপেক্ষা করছিল রাইসা, নিউম্যান আসতেই সে তাকে সঙ্গে নিয়ে খাড়াই পথ বেয়ে এগোতে লাগল কেল্লার দিকে, মনু সারিন নীরবে তাদের অনুসরণ করতে লাগলেন। এস্তোনিয়ায় যাবার দিনের মতো আজও নিউম্যানকে একইরকম গম্ভীর দেখাচ্ছে, সেদিনের মতোই তার মুখ আজও থমথমে দেখাচ্ছে যেন প্রচণ্ড চাপা আক্রোশ ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে তার ভেতরে। কিন্তু অনেক ভেবেও নিউম্যানের এই গাম্ভীর্যের কারণ খুঁজে পেলেন না মনু সারিন।

টুম্পি, পিলস্টিকার টাওয়ার, ইত্যাদি যাবতীয় দ্রষ্টব্য স্থল নিউম্যান আর মনু সারিনকে ঘুরে ঘুরে দেখাল রাইসা। সেসব জায়গার ইতিহাসও যতদূর সম্ভব সহজভাবে ব্যাখ্যা করল সে। খানিকবাদে নিউম্যান কি ভেবে এসে দাঁড়াল দেয়ালের গা ঘেঁষে, ঝুঁকে নীচের দিকে তাকাতেই খানিকটা তফাতে একটা ছোট পার্ক দেখতে পেল। পার্কের ঠিক গা ঘেঁষে একটা রাস্তা চলে গেছে। কেন কে জানে সেই রাস্তাটা তার খুব চেনা ঠেকতে লাগল, নিউম্যানের বার বার মনে হতে লাগল হুবহু ঐরকম একটি রাস্তা কিছুদিন আগে দেখেছে সে।

'ওটা কি?' পার্কের দিকে ইশারা করে রাইসাকে প্রশ্ন করল নিউম্যান।

'ওটা হলো টুম পার্ক,' রাইসা জবাব দিল।

'আর ঐযে পার্কের গা ঘেঁষে রাস্তাটা, ওটার কি নাম?'

'ওটা হলো ভাকসালি স্ট্রীট।'

'আমার ঐ রাস্তায় একটু পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোর সাধ হয়েছে,' নিউম্যান রাইসার পিঠে আলতো চাপড় মেরে বলল, 'আপনার তরফ থেকে আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি কেন থাকবে?' রাইসা মদির কটাক্ষ হেনে বিগলিত গলায় বলল, 'আপনার

যেখানে খুশি যান না, যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুরে বেড়ান না, কেউ কিছু বলবে না! ঐ রাস্তা ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেলেই দেখবেন হারম্যান টাওয়ার। একশো পঞ্চাশ ফুট উঁচু, ব্যাসে ত্রিশ ফুট, আর দেয়ালগুলো ন' ফুট পুরু। জানেন, ঐ টাওয়ার দেখতে প্রতি বছর পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে কত পর্যটক আসে তার কোনও লেখাজোখা নেই!'

নিউম্যান আর কথা না বাড়িয়ে কেল্লার ওপর থেকে দ্রুত পা চালিয়ে নেমে এলো নীচে, নুড়িপাথর মাড়িয়ে ভাকসালি স্ট্রীটে এসে দাঁড়াল সে। হাঁটতে হাঁটতে চারপাশ ভালো করে খুঁটিয়ে দেখল সে সাংবাদিকের তীক্ষ্ণচোখে। হ্যাঁ, নিউম্যানের মনের কোণে কে যেন বলে উঠল, এই সেই জায়গা যেখানে তার স্ত্রী আলেক্সি বুভেতকে গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করা হয়েছিল।

সেদিন তারিখটা ছিল ১৯৮৪ সালের ৩০শে অগাস্ট, লণ্ডনে ব্রিটিশ সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের প্রদর্শনী কক্ষে দেখা বীভৎস ফিল্মের একটি বিশেষ অংশ তার মনে পড়ল—করাল নিয়তির মতো ছুটে আসা গাড়ির হেডলাইটের আলোয় আলেক্সির দু'চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, কিছুই দেখতে না পেয়ে হাত তুলে চালককে গাড়ি থামাবার জন্য ইশারা করছে সে, কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে চালক সবেগে ছুটে এসে চাপা দিল। আলেক্সির সুন্দর মুখ আর সুঠাম দেহখানা নিমেষের মধ্যে দলা পাকিয়ে এক বীভৎস মাংসপিণ্ডে পরিণত হলো। সেই মুহূর্তে দৃশ্যটি নিউম্যানের মগজের কোষে গাঁথা হয়ে আছে, যে-গাড়িটি আলেক্সিকে চাপা দিয়েছিল তার কিছুটা পেছনে একটা বহুদিনের পুরোনো কেল্লা দাঁড়িয়েছিল, তার বুরুজগুলো সবকটাই কেমন যেন ভূতুড়ে চেহারার। ঠুমপির পাশে যে ছোট কেল্লাটা দাঁড়িয়ে আছে আলেক্সির খুনের দৃশ্যে যে তারই ফোটো উঠে গিয়েছিল এ-বিষয়ে নিউম্যানের মনে আর কোনও সন্দেহই নেই যে, নিয়তি বেছে বেছে তাকে ঠিক জায়গাতেই নিয়ে এসেছে যেখানে আসবার চেষ্টা সে এতদিন ধরে একাগ্রভাবে চালিয়ে গেছে।

টুম পার্কের দিকে তাকিয়ে নিউম্যান একমনে আলেক্সির কথাই ভাবছিল, ডিভোর্স হবার আগে তাদের বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন ঘেরা দিনগুলোর কথা এতদিন পরে আবার ভাবছিল সে। দু'চোখের কোণে জল জমে উঠছিল তা স্পষ্ট টের পাচ্ছিল নিউম্যান। ঠিক সেই সময় হাল্কা ছন্দে পা ফেলে রাইসা এসে দাঁড়াল তার পেছনে। নিজের ভাবালুতা সংযত করে নিউম্যান সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল, মুচকি হেসে বলল, 'ডিনারের পরে একটু বেড়িয়ে এলে কেমন হয়?'

'চমৎকার হয়,' রাইসা পাল্টা হেসে জবাব দিল, 'এ তো আমার সৌভাগ্য।'

'পেশার তাগিদে আমায় দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হয় তা নিশ্চয়ই জানেন,' নিউম্যান বলল, 'আর তার ফলে এক অদ্ভুত নেশা আমার মাথায় চেপেছে তা হলো পুরোনো কেল্লা দেখা। এই কেল্লাটা তো সেদিক থেকে অপূর্ব। বিশ্বাস করুন, এখানকার পরিবেশ আর পুরাকীর্তি আমায় মুগ্ধ করেছে। মনে হচ্ছে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে তাকালে

একে আরও ভালো দেখাবে, যে কারণে আমি রাস্তায় নেমে এলাম। এ-বিষয়ে আপনি কি বলেন ?'

'এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত,' নিউম্যানের চোখে চোখ রেখে তার জ্যাকেটের বোতাম খুঁটতে খুঁটতে জানাল রাইসা।

'বাইরে বেরোবার আগে আমি রেডিওতে আবহাওয়ার খবর শুনেছি আজ রাতে আকাশ খুব পরিষ্কার থাকবে। ঠাণ্ডা কিছুটা বাড়বে ঠিকই, তবে চাঁদও উঠবে। এমন রাতে আপনি আর আমি দুজনে যদি…'

'আমিও কিন্তু আপনাদের সঙ্গে থাকব,' রাইসার কথা শেষ হবার আগেই তার পেছন থেকে বলে উঠলেন মনু সাবিন। পায়ে পায়ে তিনি কখন কেল্লা থেকে নেমে এসেছেন তা নিউম্যান বা রাইসা কেউই লক্ষ্য করেনি। নিউম্যানের বৌ আর্লোপ্তর খুনের কথা তাঁর অজানা নয়, সেই সঙ্গে অজানা নয় নিউম্যানের স্বভাব। কখন কি করে বসেন এই ভয়ে তাকে মুহূর্তের জন্য নিজের কাছ-ছাড়া করতে চান না তিনি।

এক মুহূর্তের জন্য ক্রোধে দিশাহারা হয়ে উঠেছিল রাইসা, পরমুহূর্তে পরিস্থিতি বুঝে নিজেকে সামলে নিল সে, হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই আসবেন, মিঃ সাবিন ডিনারের পরে মিঃ নিউম্যানের সঙ্গে আপনিও বেড়াতে বেরোবেন, আমি আপনাদের দু'জনকেই সঙ্গ দেব।'

'অনেকক্ষণ হলো আমরা বেরিয়েছি,' মনু সাবিন বললেন, 'এবার তাহলে ফেরা যাক।'

'আপনি যখন চাইছেন তখন ফিরে যেতেই হবে,' রাইসা নিউম্যানের দিকে তির্যক চাহনি ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'আপনাদের নামিয়ে দিয়ে আমি গাড়ি নিয়ে আবার অফিসে ফিরে যাব। মিঃ নিউম্যান, আজ রাতে আপনার সম্মানে অলিম্পিয়া হোটেলে ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে।'

রাইসা বিদায় নেবার পরেই মনু সাবিন নিউম্যানকে এক হাত নিলেন। 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? ঐ রাইসার সঙ্গে অত মাখামাখি করছেন কোন আক্কেলে ? যে-কোন মুহূর্তে আপনাকে ফাঁদে ফেলতে পারে এটুকু কাণ্ডজ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছেন আপনি ?'

'মনু,' গলা ঝেড়ে নিয়ে নিউম্যান জবাব দিলেন, 'আমার মনে হয় এটা আপনার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আসলে আমাকে ওর খুব মনে ধরেছে তাই একটু বেশি মাখামাখি করছে। আমি যখন থাকব না তখন আজকের এই মধুর স্মৃতিটুকু বয়ে বেড়াবে বেচারী। রুশ মেয়েদের আমার চিনতে বাকি নেই, ওরা প্রায় সবাই এইরকম, বিদেশী বিশেষতঃ মুক্ত দুনিয়ার পুরুষ পেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, পারলে তার গায়ের রক্ত শুষে খায়। নিজেদের দেশে নানারকম বিধি-নিষেধের মধ্যে থাকতে হয় বলেই…'

'আবার বলছি আপনি কাণ্ডজ্ঞান পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছেন।' মনু দাবড়ে উঠলেন, 'এটা বৃটেন বা আমেরিকা নয়, রুশ শাসনাধীন এস্তোনিয়া তা মনে রাখবেন।

আর এখানে আপনি যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ প্রতি মুহূর্তে আপনার নিরাপত্তার কারণে আমায় আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে তা আপনার পছন্দ হোক চাই নাই হোক।'

নিউম্যান এবার আর কোনও প্রতিবাদ করল না, মনু সান্নিনের পাশে পাশে উৎরাই পথ বেয়ে নামতে লাগল লস্যি স্কোয়ারের দিকে। আরেকটি লোক যে বেশ কিছুটা তফাতে থেকে তাঁদের অনুসরণ করছে তা মনু সান্নিন বা রবার্ট নিউম্যান দুজনের কারও চোখে পড়ল না। না, ক্যাপ্টেন পলুচকিন নয়, এ লোকটি হলো সারেমা নামে মাছধরা জাহাজের মাস্টার, ক্যাপ্টেন ওলাফ প্রি।

'কার্লভ,' উল্টো দিকের চেয়ারে বসতে বসতে জেনারেল লাইসেংকো বললেন, 'রাইসা এইমাত্র রেডিও-টেলিফোনে জানিয়েছে যে নিউম্যান ডিনার খেয়ে ভাকসালি স্ট্রীটে হেঁটে বেড়ানোর ইচ্ছের কথা জানিয়েছে।'

'আমার মনে হয এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার,' একটা জরুরী ফাইল থেকে মুখ না তুলেই কার্লভ জবাব দিলেন।

'আমি কাকতালীয় ব্যাপারে বিশ্বাস করি না,' খেঁকিয়ে উঠলেন লাইসেংকো, 'তালিনে এত রাস্তা থাকতে বেছে বেছে ভাকসালি স্ট্রীট কেন? ওখানে কি ঘটেছিল তা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নেই?'

'অবশ্যই।' এবার মুখ তুলে সরাসরি ওপরওয়ালার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন কার্লভ, 'তবে ঘটনাটা ঘটানোর পরেই আমি তা জানতে পেরেছিলাম। আগেও আপনাকে বলেছি, আবার বলছি, সাংবাদিক আলেক্স বুভেৎকে খুন করিয়ে আপনি কত বড় ভুল করেছেন তা এখনও উপলব্ধি করতে পারছেন না।'

'যা হয়ে গেছে তা তো আর ফেরানো যাবে না,' লাইসেংকো বললেন, 'কাজেই ওকথা তুলে লাভ নেই। এখন আমি ভাবছি বব নিউম্যানকে জীবন্ত অবস্থায় এস্তোনিয়া থেকে চলে যেতে দেয়া আদৌ সঙ্গত হবে কিনা। তারপরে আছে আরেক সমস্যা—অ্যাডাম প্রোকেন। সে ব্যাটা সত্যিই ইমাত্রার ভেতর দিয়ে সীমান্ত পেরোবে কিনা তাও বুঝতে পারছি না। যাকগে, তুমি তোমার কাজের রিপোর্ট দাও। হেলসিংকিতে ফোন করে-ছিলে? সেখানকার পরিস্থিতি কি তাই বলো শুনি?'

'বেশ, শুনুন,' কর্ণেল কার্লভ ফাইলটা তাঁর টেবিলের ড্রয়ারের ভেতরে রেখে দিয়ে মুখ খুললেন, 'একদল লোক লেনিনগ্রাদ থেকে প্লেনে চেপে ইমাত্রায় এসে পৌঁছেছে। স্টিলমার নিজে এখনও আমেরিকান এমব্যাসীর ভেতরে বসে আছেন। সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর কর্ড ডিলন এখনও পর্যন্ত হেলেন স্টিলমারের সঙ্গে কালাস্টাজাটোরপা হোটেলের স্যুটে দিন কাটাচ্ছেন। এক কথায়, সবাই যে যার জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে আছে, কেউ একপাও এগোচ্ছে না…'

'শুধু একজন বাদে,' লাইসেংকো বললেন, 'সে হলো আমাদের সব চাইতে বড় শত্রু

টুইড। খবর পেয়েছি ও ইমাত্রায় পৌঁছেই গাড়ি ভাড়া করে সেখানকার রুশ সীমান্তে ঘুরে এসেছে। কি জ্বালা বলো তো কার্লভ বাড়িতে গিন্নীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সময় পর্যন্ত পাচ্ছি না। তুমি পাচ্ছ সময়?'

'আমার গিন্নী নিজে বায়োকেমিস্ট,' কার্লভ জানালেন, 'উনি এই মুহূর্তে নিজের কাজে ভয়ানক ব্যস্ত আছেন। তাছাড়া উনি এতটা দূরে আছেন যেখানে টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এর চাইতে মস্কোতে আমার আগের জায়গায় যদি ফিরে যেতে পারতাম, তাহলে হয়ত…'

'ওসব কথা ভুলেও মনে এনো না!' লাইসেংকো মৃদু ধমকের সুরে বললেন, 'তুমি আপাততঃ এখানেই থাকবে। আর শোন, আমার এই মুহূর্তের চিন্তার বিষয় হলো রবার্ট নিউম্যান। আজ রাতে ও কি করে তার ওপর আমাদের নজর রাখতে হবে, তারপর যা সিদ্ধান্ত নেবার আমি নেব…'

'আসুন মিঃ নিউম্যান, এসো মনু,' উল্টোদিকে রাখা দুটো চেয়ার ইশারায় দেখিয়ে কর্ণেল কার্লভ বললেন, 'খুব কম সময়ের জন্য হলেও আশা করছি তালিনের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থল মিঃ নিউম্যানের মন জয় করতে পেরেছে।' নিউম্যান কোনও জুতসই উত্তর দেবার আগেই কার্লভ আবার বললেন, 'মনু, তোমার অফিস থেকে একটু আগে টেলিফোন এসেছিল, বলল খুব জরুরী দরকার। দেখো একবার কি ব্যাপার! আমি পাশের কামরায় যাচ্ছি, তুমি স্বচ্ছন্দে আমার চেয়ারে বসে টেলিফোন করতে পারো।' কথা শেষ করে কর্ণেল কার্লভ আর একটি মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না। সামরিক বুটের ভারী আওয়াজ তুলে পাশের ঘরে ঢুকে পড়লেন।

নিউম্যানের পাশ থেকে উঠে মনু সারিন গিয়ে বসলেন কার্লভের চেয়ারে, টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে তাঁর সহকারী কার্মার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

'সারিন বলছি, কি খবর কার্মা, তুমি আমায় খুঁজছো কেন?'

'শুনুন বস্,' ওপাশ থেকে কার্মার গলা শুনতে পেলেন মনু, 'আপনি যে জোচ্চোরটার কথা বলেছিলেন এখনও পর্যন্ত আমরা তার কোনও হদিশ পাইনি। তবে আমাদের বিশ্বাস, তুর্কু, ইমাত্রা অথবা ভাসা, এই তিনটে জায়গার কোনও একটিতে সে আপাততঃ ঘাপটি মেরে আছে।'

সাবাস কার্মা! মনে মনে যুবতী সহকারীকে প্রাণ ভরে ধন্যবাদ জানালেন মনু সারিন, কার্মার সঙ্গে তাঁর যাবতীয় কথাবার্তা যে টেপ হচ্ছে তা তাঁর অজানা নয় তাই এখানে রওনা হবার আগেভাগেই তিনি কার্মাকে বলে রেখেছিলেন যে টুইড সম্পর্কে কিছু জানাবার থাকলে সে যেন তাঁকে টেলিফোনে 'জোচ্চোর' বলে উল্লেখ করে যে সঙ্কেতের মর্মোদ্ধার করা কর্ণেল কার্লভ বা জেনারেল লাইসেংকো আর তাঁদের কর্মচারীদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না।

'তোমার অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে ধরে নিতে হবে সে ব্যাটা সুইডেনের দিকে পা বাড়াবে। সীমান্তরক্ষী আর উপকূল-রক্ষীদের আগে থেকে হুঁশিয়ার করে দাও।'

'আমি তা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছি, বস্,' কার্মা জানাল, 'দরকারী সবকটা দলিল আর নথীপত্র সে ফোটোকপি করেছে সেই প্রমাণও পেয়েছি।'

'শোন কার্মা, আজ রাতের বদলে আমি আগামীকাল সকালে ফিরব। যদি কোনও দরকারী খবর থাকে তাহলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে ভুলোনা যেন।' প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে তিনি আর দাঁড়ালেন না, রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন যথাস্থানে। ইমাত্রায় কি করতে যাবেন টুইড, অনেক ভেবেও তার উত্তর খুঁজে পেলেন না তিনি। ওখানে যে রুশ সীমান্ত তা কি টুইডের জানা নেই? মনু সারিনের কপালের দু'পাশের দুটো রগ দপ দপ করতে লাগল। বেশ বুঝতে পারলেন যে তাঁর রক্তের চাপ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে।

'ব্যাপার কি, মনু?' তাঁর চোখমুখের ভাবভঙ্গী দেখে নিউম্যানের কেমন সন্দেহ হলো, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় প্রশ্ন করল, 'কোনও দুঃসংবাদ নয়ত?'

'দুঃসংবাদ বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়,' মনু সারিন ইচ্ছে করেই টুইডের ব্যাপারটা নিউম্যানের কাছে চেপে গেলেন, 'আসলে একটা তদন্তের কাজে কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে সেই খবরটাই এক্ষণি পেলাম। তবে তেমন ভয়ের কিছু নেই, এই জটিলতা এমনিতেই কেটে যাবে। যাক, দেখুন, কর্ণেল কার্লভ কোথায় গেলেন। ওঁকে বলুন যে আমরা ডিনারে যাবার জন্য তৈরী।' এইটুকু বলে মনু চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিলেন। নিউম্যান কার্লভের খোঁজে ঢুকে পড়ল পাশের কামরায়।

খোলা জানালা দিয়ে বাইরে আকাশের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মনু সারিন। দীর্ঘদিন একটানা গোয়েন্দা পুলিশের চাকরী করার ফলে পরিস্থিতি কি ঘটতে পারে তা অনুমান করার ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই আয়ত্ত করেছেন তিনি আর সেই ক্ষমতার সাহায্যেই বিপদের গন্ধ পাচ্ছেন এখন। একদিকে টুইড, অন্যদিকে নিউম্যান, এখন কাকে ফেলে কাকে সামাল দেবেন তা এই মুহূর্তে বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি।

আরপোনেনকে ট্যাক্সি দাঁড় করানোর নির্দেশ দিয়ে টুইড দ্রুতপায়ে হোটেলে ঢুকলেন, ইচ্ছে করেই লিফটে না উঠে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলেন তিনি। নির্দিষ্ট স্যুইটের সামনে এসে বন্ধ দরজার গায়ে আলতো করে টোকা দিলেন টুইড।

'কে?' ভেতর থেকে ইনগ্রিডের গলা ভেসে এলো।

'আমি টুইড, দরজা খোল।' তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা গেল খুলে, টুইডকে সুস্থ আর নিরাপদ অবস্থায় দেখে ইনগ্রিড দু'হাতে জড়িয়ে ধরল তাঁকে।

'শোন', টুইড ইনগ্রিডকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ব্যাগ আর স্যুটকেসগুলো একটাও খোলনি তো ?'

'না।' বলেই ইনগ্রিড টুক করে তাঁর গালে একটা চুমু খেল।

'ভালো কাজ করেছো', টুইড বললেন, 'আমাদের এক্ষণি এখান থেকে সরে পড়তে হবে, ইনগ্রিড, নীচে ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে।'

'এসেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে পড়বেন ?' ইনগ্রিড অনুযোগের সুরে বলল, 'হালকা কিছু খাবেন না ? রুম সার্ভিসকে না হয় টেলিফোনে বলে দিচ্ছি...'

'ওসব কিছুই তোমায় করতে হবে না', টুইড বললেন, 'আমি ওপরওয়ালা হিসেবে এমনিতেই তোমার ওপর খুব খুশী আছি। আমার খাবার জন্য ভেবো না ; এয়ারপোর্টে পৌঁছে চট করে কিছু খেয়ে নেব নাহয় ?'

'এয়ারপোর্টে ?' অবাক হলো ইনগ্রিড।

'হ্যাঁ, আমরা হেলসিংকি ফিরে যাচ্ছি। এখন আর সাজগোজ করতে যেয়ো না। ওসব করার সময় পরে অনেক পাবে, চলো এক্ষণি বেরিয়ে পড়ি।'

বেচারী ইনগ্রিডকে আর ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসার সুযোগটুকুও দিলেন না টুইড, পোর্টার না ডেকে নিজেই ব্যাগ আর স্যাটকেসগুলো বয়ে বয়ে লিফটে চেপে নীচে নামলেন, তারপর ইনগ্রিডকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলেন স্যুইট থেকে।

আরপোনেনের ট্যাক্সিতে চেপেই ইনগ্রিডকে সঙ্গে নিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হলেন টুইড। একটি নীল রংয়ের গাড়িতে চেপে এসকোলা নিজেও যে তাঁদের পেছন পেছন যাচ্ছে তা টুইডের নজর এড়াল না। ইমাত্রায় যাবার কোনও ট্রাম নেই, রেল স্টেশনে এসকোলা সঙ্কেতের মাধ্যমে তাঁকে যে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল তা হঠাৎ টুইডের মনে পড়ে গেল। এসকোলা নিজে কি সম্ভাব্য কোনও বিপদের আশঙ্কা করছে আর তাই আরপোনেন থাকা সত্ত্বেও সে নিজে তাঁদের সঙ্গী হয়েছে, এই প্রশ্নটা টুইডের মনের কোণে বার বার ঘুরপাক খেতে লাগল। টুইড কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইলেন না, চামড়ার ওয়ালেট খুলে একতাড়া নোট বের করে তখনই তুলে দিলেন তিনি ইনগ্রিডের হাতে, সেই সঙ্গে হেলসিংকিতে যাবার দুটো প্লেনের টিকেট কাটবার নির্দেশ দিলেন। হঠাৎ কি মনে হতেই জানালা দিয়ে পেছনের দিকে তাকালেন টুইড, আর তখনই তাঁর চোখে পড়ল এসকোলা যে গাড়ি চালিয়ে তাঁদের পেছন পেছন আসছে তার ঠিক পেছনেই ছুটে আসছে আরও একটি গাড়ি। সেই গাড়িতে চালকের আসনে স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসে থাকা লোকটিকে চিনতে না পারলেও সে যে তাঁদের পিছু নিয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ রইল না।

'কি হলো ?' পাশ থেকে ইনগ্রিড বলে উঠল, 'কোনও গোলমাল ঘটেছে মনে হচ্ছে ?'

'ঠিক ধরেছো', টুইড জবাব দিলেন, 'প্রতিপক্ষ আমাদের পিছু নিয়েছে। এখন বুঝতে পারছি তখন স্টেশনে এসকোলা কেন আমায় হুঁশিয়ার করতে চেয়েছিলেন।'

শেষ পর্যন্ত টুইড আর ইনগ্রিডকে সময়মতোই এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল আরপোনেন। কিভাবে টুইড এসকোলা আর আরপোনেনকে তাঁদের সঙ্গী করে নিলেন। হেলসিংকি-গামী প্লেনটি রানওয়েতে দাঁড়ানোই ছিল, বিমানকর্মীরা দরজা খুলে দিতে প্রথমে ইনগ্রিড, তারপর টুইড, সিঁড়ি বেয়ে ভেতরে ঢুকলেন! সবার শেষে বিমানে ঢুকল ক্যাপ্টেন ওলেগ পলুচাকিন, এতক্ষণ যে টুইড আর ইনগ্রিডের অনুসরণ করছিল।

হেলসিংকিতে পৌঁছোতে সময় লাগল মাত্র আধঘণ্টা, এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে রবার্ট নিউম্যান আর মনু সায়িন ছাড়া আরও একটি বিষয় টুইডকে চিন্তাগ্রস্ত করল— ইমাত্রার দিকে রওনা হবার আগে তিনি লণ্ডনে তাঁর সহকারিণী মণিকাকে টেলিফোনের মাধ্যমে কয়েকটি সঙ্কেত পাঠাতে বলেছিলেন, মণিকা শেষ পর্যন্ত সত্যিই সাফল্যের সঙ্গে সঙ্কেতটা পাঠাতে সক্ষম হয়েছে কিনা এই চিন্তা বার বার তাঁকে কুরে কুরে খেতে লাগল।

লণ্ডনে ব্রিটিশ সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের অফিসে মণিকা নিজেও বসে নেই, প্রধান সঙ্কেত প্রেরক ওয়েলউইনকে নিজের কামরায় ডাকিয়ে আনল সে, টুইডের লেখা সঙ্কেত-গুলো তার হাতে তুলে দিল মণিকা, সেই সঙ্গে জানাল বেতারে কোন ওয়েভ ব্যাণ্ডে কোথায় কাকে ঐ সঙ্কেত পাঠাতে হবে।

ওয়েলউইন দেরী করল না, মণিকার দেয়া সেই সঙ্কেত তখনই বেতার টেলিগ্রাফের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিল সে। তালিন বন্দরে নোঙর করেছিল মাছ ধরা জাহাজ 'সারেমা', সেই জাহাজের রেডিও অপারেটর তখনই সেই সঙ্কেত ধরে ফেলল। সঙ্কেতটা সাধারণভাবে দুর্বোধ্য ঠেকল তার চোখে, জার্মান ভাষায় লেখা কতকগুলো সংখ্যা ছাড়া একটি শব্দও নেই।

পুরো সঙ্কেটা লিখে নেবার পরে সে রাইটিং প্যাডটা রেখে দিল একটা লকারের ভেতর। 'সারেমা' জাহাজের কম্যাণ্ডার ক্যাপ্টেন ওলাফ প্রি সম্পর্কে এই রেডিও অপারেটরের বড় ভাই। রেডিও অপারেটর জানে সে নিজে ছাড়াও এইমুহূর্তে কোনও রুশ গুপ্তচরের বেতার গ্রাহক যন্ত্রে হয়তো ওয়েলউইনের পাঠানো ঐ সঙ্কেতটা ধরা পড়েছে! তা পড়ুক ক্ষতি নেই, রেডিও অপারেটর সেদিক থেকে পুরো নিশ্চিন্ত, কারণ সে জানে ঐ সঙ্কেতের মর্মোদ্ধার করবে এমন কোনও গুপ্তচর আজও সোভিয়েত ইউনিয়নে জন্মায়নি।

ওয়েলউইন টুইডের লেখা সঙ্কেতটা পাঠিয়ে দেবার পর মণিকা এস এ এস হোটেলের বাসিন্দা হেলিকপ্টার চালক কেসির সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করল। এই হোটেলটি ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অবস্থিত। কেসি তখন হোটেলের একটি কামরায় আরাম করে শুয়ে বই পড়ছিল, তার কো-পাইলট উইলসন আপনমনে পেসেন্স খেলছিল। মণিকার গলা শুনেই কেসি উইলসনকে ইশারায় কাছে ডাকল।

টুইডের নির্দেশ টেলিফোনের মাধ্যমে তখনই কেসিকে জানিয়ে দিল মণিকা।

ঘণ্টাখানেক বাদে কোপেনহেগেনের কাস্ত্রুপ এয়ারপোর্টে রাখা একটি অ্যালুয়েট শ্রেণীর হেলিকপ্টার আকাশে উড়ল। ক্রোনোমিটারের দিকে একঝলক তাকিয়ে কেসি তার কো-পাইলট উইলসনের কাছ থেকে একটা চুইং গাম চেয়ে নিয়ে মুখে পুরে চুষতে শুরু করল। বহুদূরের পথ এখন তাদের দুজনকে পাড়ি দিতে হবে। দক্ষিণ সুইডেন হয়ে তারা প্রথমে যাবে আয়ল্যাণ্ডার উত্তর পূর্বাঞ্চলে, সেখানে ট্যাঙ্কে তেল পুরে আবার তাদের উড়তে হবে, এবারের গন্তব্যস্থল সুইডিশ দ্বীপপুঞ্জে অবাস্থিত ওর্ণো দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত। আর--টুইডের নির্দেশে তাদের এমনই উচ্চতা আগাগোড়া বজায় রাখতে হবে যাতে কোনও এয়ারপোর্টের রেডার তাদের অস্তিত্ব টের না পায়। কেসি উইলসনের সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে ওর্ণোতে পৌঁছে তারপর তারা বেতার টেলিফোন মারফৎ পরবর্তী নির্দেশের জন্য যোগাযোগ করবে মণিকার সঙ্গে।

রবার্ট নিউম্যান আর মনু সারিনকে সঙ্গে নিয়ে কর্ণেল কার্লভ ওলিম্পিয়া হোটেলে ঢুকছেন তা নিজের চোখে দেখলেন মাছ ধরা জাহাজ 'সারেমা'র ক্যাপ্টেন ওলাফ প্রি, বাইসাইকেল চালিয়ে এবার সোজা বন্দরে এসে হাজির হলেন তিনি, একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে বাইসাইকেল সমেত উঠে পড়লেন তাঁর জাহাজে। বাইসাইকেল নিজের কেবিনের বাইরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে ক্যাপ্টেন প্রি এসে ঢুকলেন রেডিও রুমে। রেডিও অপারেটর তাঁর আপন ভাই সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি, বড়ভাইকে দেখে সে এবার বলল, 'ওটা এসে পৌঁছেছে।' ক্যাপ্টেন প্রি কোনও মন্তব্য না করে রেডিও রুমের দরজার পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দিলেন। ওয়েল-উইনের পাঠানো বেতার সঙ্কেত এবার রেডিও অপারেটর তাঁর হাতে তুলে দিল। সামনে রাখা কৌচে বসে সঙ্কেতবাক্যটুকু পর পর কয়েকবার মন দিয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন প্রি।

মাসকয়েক আগে হারউইচ বন্দরে টুইডের সঙ্গে শেষবার দেখা হবার সময় তিনি এই সঙ্কেত সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়ে রেখেছিলেন, কাজেই জার্মান ভাষায় লেখা আপাত-দৃষ্টিতে দুর্বোধ্য ঐ সঙ্কেতের মর্মোদ্ধার করতে তাঁর আধঘণ্টার বেশী সময় লাগল না। সঙ্কেতের মর্মোদ্ধার করার পরে তিনি লাইটার জ্বেলে পুরো কাগজটা পুড়িয়ে ছাই করে ফেললেন, ছাইটুকু নিয়ে ঘরের ওয়াশ বেসিনে ফেলে দিলেন ক্যাপ্টেন প্রি, নল খুলে দিতেই জলের ধারায় সেই ছাইয়ের গুঁড়োটুকু ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল।

'তৈরী হও', ছোট ভাইয়ের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন প্রি, 'আমরা এক্ষণি রওনা হব।'

'কোথায় যাচ্ছি তা জানতে পারি ?'

'এঞ্জিনের কি অবস্থা বরকম ?'

'ভালো', ছোট ভাই জবাব দিল। 'আজ দুপুরেই আমি নিজে সব চেক করেছি, সব ঠিক আছে। কোথায় যাচ্ছ বললে না ?'

'প্রথমে যাব হেলসিংকির পশ্চিমে টুর্কুর ফিনিশ বন্দরে…'

'তারপরে ?'

'সুইডিশ দ্বীপপুঞ্জে ওর্ণো নামে একটা দ্বীপ আছে, সেখানে।'

অলিম্পিয়া হোটেলের বিশাল ডিনার হল, পাশাপাশি ডিনার খেতে বসেছেন রবার্ট নিউম্যান, মনু সারিন, ক্যাপ্টেন রেবেট, রাইসা ও কর্ণেল কার্লভ, তাঁরই উদ্যোগে আজ এই ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

গভীর সমুদ্রে ধরা ভাপা হেরিং মাছ, একরাশ সব্জি সহকারে আয়েশ করে চিবোতে চিবোতে কর্ণেল কার্লভ ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন পাশে বসা নিউম্যানের দিকে, বললেন, 'এটা আমার নিজের প্রিয় খাদ্য মশাই, পেটপুরে খান। কাল সকালবেলা আমি নিজে আপনাকে আর মনুকে হেলসিংকিতে পৌঁছে দিয়ে আসব। হেলসিংকি আমার অন্যতম প্রিয় জায়গা।'

'আচ্ছা কর্ণেল,' স্যুপ শেষ করে নিউম্যান জানতে চাইল, 'তালিনের নিরাপত্তার দায়িত্বে কে আছেন ?'

'আমি,' কার্লভ জবাব দিলেন, 'শুধু তালিন কেন গোটা এস্তোনিয়ার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার ওপর। কিন্তু এত বিষয় থাকতে আপনি বেছে বেছে হঠাৎ এই প্রশ্নটা করলেন কেন ?'

'কৌতূহল, নিছক কৌতূহল,' নিউম্যান জানাল, 'আপনার মতো একজন অফিসার আছেন বলেই হয়ত এখানকার পথে-ঘাটে কোথাও দাঙ্গাহাঙ্গামা আমার চোখে পড়েনি, একটা মাতালকেও দেখতে পাইনি।'

ডিনার শেষ হতে কার্লভ তাঁর কাজের অজুহাত দেখিয়ে বিদায় নিলেন তখনকার মতো। কর্ণেল কার্লভের অতিথিদের তুলে নিয়ে সরকারী লিমুসিন আবার ফেরার পথ ধরল। ভাকসালি স্ট্রীটের মোড়ে নিউম্যান গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রাইসাকে সঙ্গে নিয়ে, কিছুদূর এগিয়ে মনু সারিন নিজেও নেমে পড়লেন, একটু তফাতে থেকে নিউম্যান আর রাইসার পিছু নিলেন তিনি।

আকাশে থালার মতো গোল পূর্ণিমার চাঁদ ঝকঝক করছে। কোথাও একটুকরো মেঘ নেই। নিউম্যান যেন প্রেমিক এমনভাবে রাইসা তার একটি হাত নিজের মুঠোয় চেপে ধরে হাল্কা ছন্দে পা ফেলে হাঁটতে লাগল। টুম পার্কের কাছে এসে কি মনে করে নিউম্যান হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, পেছন ফিরে তাকাতেই ছোট কেল্লাটা তার চোখে পড়ে গেল, আঁধারের বুকে ভৌতিক অপচ্ছায়ার মতো দেখাচ্ছে সেটাকে। এই সেই জায়গা !

নিউম্যানের বুকের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, ঠিক এখানেই ওরা খুন করেছিল আলেক্সিকে। লণ্ডনে ফিল্মে দেখা আলেক্সির খুন হবার সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা আবার ফুটে উঠল তার চোখের সামনে।

তালিনের নিরাপত্তার দায়িত্ব কার ওপর? এই প্রশ্নের উত্তরে কার্লভ বলেছিলেন, আমার ওপর···কিছুক্ষণ আগে ডিনার খেতে খেতে কর্ণেল কার্লভের নিজের মুখে বলা সেই স্বীকারোক্তিও তার মনে পড়ল। তাহলে তার স্ত্রী আলেক্সির খুনের মূলে যে লোকটি ছিল সে হলো ঐ কর্ণেল কার্লভ, আর কার্লভ আগামীকাল তার সঙ্গে হেলসিংকিতে যাবেন বলেছেন। এ এমন এক কাকতালীয় ব্যাপার যা বিশ্বাস করতে বাধে।

এইসব কথা বারবার সমুদ্রের অশান্ত ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়তে লাগল তার মগজের কোষে, একদৃষ্টে সেই কেল্লার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিউম্যানের মনে হলো সে এই মুহূর্তে জেগে নেই, যেন এক দুঃস্বপ্নের ঘোরের মধ্যে সময় কাটাচ্ছে।

অলিম্পিয়া হোটেলেই নিউম্যান আর মনু সারিনের সে-রাতটা কাটানোর ব্যবস্থা করেছিলেন কর্ণেল কার্লভ, ভাকসালি স্ট্রীটে কিছুক্ষণ পায়চারী করে রাইসার সঙ্গে সেখানেই ফিরে এলো সে। তাদের পেছন পেছন মনুও এলেন। নির্দিষ্ট কামরাটিতে ঢুকে নিউম্যান দেখতে পেল একটা রাত কাটানোর জন্য একজন পুরুষের যা-যা প্রয়োজন সে সবই রয়েছে সেখানে—দুটো পাজামা, একটা ড্রেসিং গাউন, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম আর একটা তোয়ালে। জামাকাপড় ছেড়ে পাজামা পরে নিউম্যান শুতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন তার কামরার দরজায় আলতো হাতে টোকা মারল। দরজা খুলতেই নিউম্যান দেখল রাইসা দাঁড়িয়ে আছে। রাইসার সাজসজ্জা আর প্রসাধন দেখে নিজে নিউম্যান বুঝতে পারল সে একবার নিজে মুখ ফুটে বললেই রাইসা তার সঙ্গে রাত কাটাতে রাজী হবে এবং সেই উদ্দেশ্যেই কর্ণেল কার্লভ পাঠিয়েছেন রাইসাকে তার কাছে।

নিউম্যানের ঠিক উল্টোদিকের কামরায় আছেন মনু সারিন। দরজা খোলার শব্দ হতে তিনিও ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে রাইসা বলল, 'হেলসিংকি যাবার পেট্রল বোট আগামীকাল সকালবেলা সাড়ে আটটায় ছাড়বে আপনাদের দুজনকে ঠিক আটটায় তুলে নেয়া হবে হোটেল থেকে, কাজেই অনুগ্রহ করে তার আগে তৈরি হয়ে নেবেন।'

'বাঃ,' মনু মন্তব্য করলেন, 'এ তো সত্যিই চমৎকার ব্যবস্থা।'

'আপনার অসুবিধে হবে না তো মিঃ নিউম্যান?' রাইসা নিউম্যানের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল।

'ব্রেকফাস্ট যদি সাতটায় দেয় তাহলে অসুবিধে হবে না।' নিউম্যান জবাব দিল, 'তাহলে অন্ততঃ তাড়াহুড়ো করতে হবে না।'

'আসছি তাহলে,' হাত তুলে বিদায় জানাল রাইসা, 'আরাম করে ঘুমোন, প্রয়োজনে আমায় টেলিফোনে ডাকবেন, সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হবো। শুভরাত্রি।'

রাইসা চলে যেতে মনু সারিনের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল নিউম্যান, ঘরে ঢুকে ছিটকিনি বন্ধ করতে গিয়ে তার মনে পড়ে গেল সের্গেলস টর্গ থেকে কেনা রিভলভারটা হেলসিংকি রেল স্টেশনেই একটা লকারে রেখে দিয়েছিল সে, যার চাবিটা শোবার ঘরে বালিশের নীচে রাখা আছে।

নিউম্যান আর মনু সারিন দুজনেই যখন অলিম্পিয়া হোটেলে গভীর সুখে মগ্ন ছিল সেইসময় জেনারেল লাইসেংকো আচমকা তাঁর আস্তানা থেকে টেলিফোন করলেন কর্ণেল কার্লভকে, সংক্ষেপে জানালেন যে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তিনি তখনই আলোচনা করতে চান তাঁর সঙ্গে, তাই কার্লভ যেন তাঁর অফিসে তৈরি হয়ে থাকেন। ভেতরে ভেতরে ব্যাজার হলেও কার্লভের পক্ষে সম্মত হওয়া ছাড়া কোনও পথ ছিল না। তাই সবদিক থেকে তৈরি আছেন বলে তিনি টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

আধ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে লাইসেংকো ক্যাপ্টেন রেবেটকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন, দেখলেন কার্লভ পাজামার ওপর ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে তাঁর অফিস কামরায় বসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন।

'তোমাকে এতরাতে ঘুম থেকে ডেকে তোলার জন্য আমি দুঃখিত কার্লভ,' জেনারেল লাইসেংকো বললেন, 'কিন্তু রবার্ট নিউম্যান সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত ফয়সালা না করা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। মন দিয়ে শোন, নিউম্যান নিজে চাইলেও ওকে আর এখানে থাকতে দেয়া ঠিক হবে না, তাই আগামীকাল সকালবেলায় ওকে হেলসিংকিতে ফেরৎ পাঠাও। রাইসার দেয়া রিপোর্ট পড়ে জানতে পেরেছি যে নিউম্যান টুর্মাকি সম্পর্কে খুব কৌতূহল প্রকাশ করেছে—অবশ্য শুধু পর্যটক হিসেবে, অন্ততঃ তার আচরণ ও কথাবার্তায় রাইসার সেই ধারণাই হয়েছে। আবার রাইসার ঐ রিপোর্ট থেকে এও জেনেছি যে ভাকসালি স্ট্রীটে নিউম্যান পায়চারী করতে করতে ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বার বার চারপাশে তাকাচ্ছিল যেখানে ক্যাপ্টেন পলুচাকিনের হাতে ওর স্ত্রী আলেক্সি ব্যুভেত খুন হয়েছিল।'

'কিন্তু আমি যতদূর শুনেছি স্যার নিউম্যান এখানে এসে পৌঁছোনোর পর থেকে এ-পর্যন্ত একবারও ওর বৌয়ের খুনের প্রসঙ্গ তোলেনি,' বলল ক্যাপ্টেন রেবেট।

'আমি রবার্ট নিউম্যানকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছিলাম,' লাইসেংকো বলে উঠলেন, 'হেলসিংকিতে যাবার বদলে ওকে আমি এখানেই খতম করতে চাই, ঠিক ওর বৌয়ের মতো, তাহলে সব ঝামেলা চুকে যাবে বরাবরের মতো।'

'আপনি চাইলেও আমি তা চাইছি না', চিবিয়ে চিবিয়ে মন্তব্য করলেন কর্ণেল কার্লভ, স্তালিন জমানার এই একগুঁয়ে কাঠগোঁয়ার বুড়োহাবড়াগুলো যে কেন এখনও বেঁচে রয়েছে তাই এক এক সময় তিনি ভেবে পান না। দিন যে পাল্টাচ্ছে, আরও পাল্টাবে, তা এঁদের কেউ বোঝাতে পারে না।

'কেন চাইছো না তা জানতে পারি ?' গলা সামান্য চড়ালেন জেনারেল লাইসেংকো।

'কারণ রবার্ট নিউম্যান একজন বিখ্যাত সাংবাদিক', কার্লভ আগের মতোই চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিলেন, 'ও যে এস্তোনিয়ায় বেড়াতে এসেছে সে খবর আমাদের প্রতিপক্ষের কারও জানতে বাকি নেই, এমন কি টুইডেরও নয়। ওর বৌয়ের খুনের জন্য যে সোভিয়েত ইউনিয়ন পুরো দায়ী তাও আমাদের প্রতিপক্ষের অজানা নয় সেক্ষেত্রে নিউম্যানকে খতম করলে তা একটা বাড়তি ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াবে। দ্বিতীয়তঃ, মনু স্যারিনকে বাঁচিয়ে রেখে নিউম্যানকে খতম করা আরও বড় ঝুঁকি, অথচ মনু স্যারিনকে খতম করার কথা আপনিও আশাকরি ভাবতে পারেন না। তৃতীয়তঃ, আমাদের সবারই এই মুহূর্তে একই লক্ষ্য, তা হলো অ্যাডাম প্রোকেনকে রুশ সীমান্তের ওপাশ থেকে এপাশে নিয়ে আসতে সর্বতোভাবে সহায়তা করার যে দায়িত্ব আমরা এখনও পর্যন্ত পালন করতে পারিনি, অথচ সে লোক যে সোভিয়েত ইউনিয়নে রাজনৈতিক আশ্রয় পাবার উদ্দেশ্যে মার্কিন মুলুক ছেড়ে রওনা হয়েছে সে সম্পর্কে আমরা সবাই নিশ্চিত। ভেবে দেখুন জেনারেল অ্যাডাম প্রোকেনকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে যে ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছে, নিউম্যানের খুন কি তা আরও বাড়িয়ে দেবে না ? ওর ওপর আমার নিজের কোনও মায়া বা সহানুভূতি নেই যেহেতু আমি জানি ওর বৌয়ের খুনের জন্য পরোক্ষভাবে আমাকেও কিছুটা দায়ী করা যায়। আপনার লিখিত হুকুম পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওকে খুন করার দরকার হলে আমি নিজে ওকে স্যুট করব, কিন্তু তারপর ? নিউম্যান খুন হলে সে ঝামেলা কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ পর্যন্ত গড়াবে, আর তখন আমাদের পলিটব্যুরোর বড়কর্তারা কি আপনাকে ছেড়ে কথা বলবেন ? আপনি আমার ওপরওয়ালা, তবু আমার মনে হচ্ছে আপনি নিউম্যান সম্পর্কে এমন এক ভুল সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন যার পরিণতি মারাত্মক হতে পারে।'

'এ বিষয়ে আমিও কর্ণেলের সঙ্গে একমত', মন্তব্য করল ক্যাপ্টেন রেবেট।

'তাহলে তো সিদ্ধান্ত এখানেই পাকাপাকিভাবে স্থির হয়ে গেল', উপহাসের সুরে মন্তব্য করলেন জেনারেল লাইসেংকো। 'ভোটে আমি হেরে ভূত হয়ে গেলাম। বেশ, তোমাদের কথাই নাহয় থাকছে। কিন্তু মনে রেখো কার্লভ, নিউম্যান দেশে ফেরার পরে ওর বৌয়ের খুনের ব্যাপারে কোনও আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ খবরের কাগজে লিখেছে এ খবর কানে এলে আমিও তোমাকে ছেড়ে কথা কইব না। আর হ্যাঁ রেবেট, তেমন পরিস্থিতিতে আমার আক্রমণের জন্য তুমি নিজেও তৈরী থেকো।'

'কমরেড জেনারেল', কার্লভ বললেন, 'আমার মনে হয় ক্যাপ্টেন পলুচাকিন সম্পর্কেও কোনও সিদ্ধান্ত নেবার সময় এবার এসেছে। তালিনে গুরু নিহত অফিসারদের খুনের তদন্তের দায়িত্ব আপনি আমাকেই দিয়েছিলেন, জেনারেল। সেই তদন্তের প্রসঙ্গে আমিও কিছুদিন আগে আপনাকে জানিয়েছিলাম যে ক'জন অফিসার খুন হয়েছে তারা সবাই ছিল পলুচাকিনের সিনিয়ার এবং তাদের সবাই সেই সময় খুন হয়েছে যে সময়

পলুচাকিন নিজে তালিনে উপস্থিত ছিল। আমার সিদ্ধান্ত হলো, প্রোমোশনের লোভেই পলুচাকিন তাদের সবাইকে পর পর খুন করেছে যাতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ না থাকে। মজার ব্যাপার দেখুন, পলুচাকিন স্টকহমে রওনা হবার পরে তালিনে আর কোনও খুন হয় নি। এইসব ভেবেই আমি ওর কোয়ার্টারে খানাতল্লাসী করেছিলাম।'

'খানাতল্লাসী করে কিছু পেলেন ?' লাইসেংকো প্রশ্ন করলেন।

'পেয়েছি বইকি', বলে কর্ণেল কার্লভ তাঁর ড্রয়ার খুলে একটুকরো তার বের করলেন যার দুই প্রান্তে দুটি কাঠের হাতল। তারের কয়েকটি জায়গায় কালো দাগ দেখিয়ে কার্লভ বললেন, 'এগুলো শুকনো রক্ত, কমরেড জেনারেল. পেছন থেকে আচমকা এটা গলায় পেঁচিয়ে পলুচাকিন তার শিকারদের খুন করত, ওর কোয়ার্টারের ফায়ারপ্লেসের চিমনির ভেতর থেকে এই খুনের হাতিয়ারটা খুঁজে পেয়েছি। এবার বলুন, এরপরে ক্যাপ্টেন ওলেগ পলুচাকিন সম্পর্কে আপনি কি সিদ্ধান্ত নেবেন ?'

'সিদ্ধান্ত আমার আগেই নেওয়া হয়ে গেছে', জেনারেল লাইসেংকো বললেন, 'ফিনল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসার পরেই ক্যাপ্টেন ওলেগ পলুচাকিনকে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে হত্যা করা হবে, অবশ্য তার আগে সামরিক আদালতে ওর বিচারের ব্যবস্থাও আমি করব। যাক, এখনকার মতো পলুচাকিনকে ভুলে যান, এই মুহূর্তে আমাদের সামনে তার চাইতেও এক বড় সমস্যা আছে, তা হলো অ্যাডাম প্রোকেন।'

'প্রোকেন যে অত্যন্ত হুঁশিয়ার লোক তাতে সন্দেহ নেই', কার্লভ মন্তব্য করলেন, 'লণ্ডনে থাকার সময় এমন কোনও সূত্র আমি খুঁজে পাইনি যার সাহায্যে তাকে সনাক্ত করা যায়। মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত লোকটা এইরকম হুঁশিয়ার হয়েই থাকবে।'

'যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিরাপদে মস্কোতে এসে পৌঁছোচ্ছে।' মন্তব্য করলেন জেনারেল লাইসেংকো।

ভাণ্টা এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নেমে টুইড ট্যাক্সি নিলেন, মালপত্র যা সঙ্গে ছিল ডিকিতে তুলে পেছনের সিটে গা এলিয়ে বসলেন, ইনগ্রিড বসল তাঁর পাশে। হেসপারিয়া হোটেলের গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল হোটেল, সেখানেই ইনগ্রিডের জন্য একটা ঘর ভাড়া নিলেন।

'আমি পরে তোমার জামাকাপড় সব নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি', টুইড ইনগ্রিডের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অথবা চাইলে তুমি নিজেও ওগুলো আনিয়ে নিতে পারো। কিন্তু যাই করো না কেন, ভুলেও আমার সঙ্গে দেখা করতে এসো না যেন। দরকার হলে আমি টেলিফোনে তোমার সঙ্গে কথা বলব নয়ত নিজে এসে দেখা করব তোমার সঙ্গে।'

'কেন, টুইড ?' ইনগ্রিড প্রশ্ন করল, 'আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন ?'

'কারণ একটাই তা হলো নিরাপত্তা', টুইড হেসে জবাব দিলেন, 'একটা কথা জেনে রাখো ইনগ্রিড, অ্যাডাম প্রোকেন যেই হোক না কেন আর যেখানেই সে থাকুক না কেন,

তাকে খুঁজে বের করতে আমাদের আর দেরী হবে না। আজ তাই এমন কাউকে আমার এই মুহূর্তে একান্ত দরকার বাইবে থেকে যাকে দেখলে আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই বলেই মনে হবে। মনে রেখো, ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

তাঁর ব্যাখ্যা ইনগ্রিডের মনে ধরল, কথা না বাড়িয়ে সে কৌচে বসে কেবল টিভির প্রোগ্রাম দেখতে লাগল। টুইড আর দাঁড়ালেন না। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নেমে এলেন ওপরতলা থেকে। পাশেই হেসপারিয়া হোটেল, সেখানে তাঁর অন্যতম সহকারী বাটলারের কামরায় এসে ঢুকলেন তিনি।

'খবর কি বলো', টুইড জানতে চাইলেন, 'আমার অনুপস্থিতে উল্লেখযোগ্য কোনও ব্যাপার ঘটেছে?'

'তেমন কিছু ঘটে নি স্যার', বাটলার জবাব দিল, 'ফাগু'সন এখনও আমেরিকান দূতাবাসের ওপর নজর রেখেছে, স্টিলমার এখনও ওখান থেকে বেরোননি শুনেছি।'

'আর কর্ড ডিলন?'

'ওঁরও নতুন কোনও খবর নেই', বাটলার জবাব দিল, 'উনি হেলেনি স্টিলমারকে সঙ্গে নিয়ে আগের মতোই কালাস্টাজাটোরপা হোটেলে আরামে দিন কাটাচ্ছেন, সকালে-বিকেলে দুজনে সমুদ্রের ধারে বা পার্কে বেড়াতেও যাচ্ছেন।' খানিকটা স্কচ গলায় ঢেলে বাটলার বলল 'প্রোকেন যেই হোক না কেন, মনে হচ্ছে সে এমন কারও জন্য অপেক্ষা করছে যে তাকে পথ দেখিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে যাবে…'

'তোমার কথা একদম উড়িয়ে দেবার মতো নয়,' টুইড বললেন, 'যাক, এইরকম নজরদারী বজায় রেখে যাও, একটু ধৈর্য ধরে বসে থাকা, এছাড়া আর কিছুই তো করার নেই…'

নিজের কামরা থেকে টুইড টেলিফোনে মণিকার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

'সাংগ্রিলা জাহাজে যে মাল পাঠানো হয়েছে তার বীমা-সংক্রান্ত যাবতীয় খবর আমি পাঠিয়ে দিয়েছি,' মণিকার তড়বড় করে বলার ধরন শুনে টুইড বুঝতে পারলেন যে সে সব সময় টেলিফোনের পাশে তৈরি হয়ে বসে আছে।

'ভালো করেছো,' টুইড বললেন, 'বাকি যে মাল আছে তা পাঠানোর কাজ কতদূর এগোল?'

'রুবি স্টোন পাঠানোর বীমার কাগজপত্রও আমি ইতিমধ্যেই পাঠিয়েছি,' মণিকার গলা স্পষ্ট শুনতে পেলেন টুইড, 'যেভাবে আমরা কাজটা করে উঠেছি তা দেখে সবাই খুশী হয়েছে।'

'বাঃ,' টুইড বললেন, 'এতদূরে বসে টের পাচ্ছি তুমি সত্যিই আমার মতো এক কাজের লোকের উপযুক্ত সহকারিণী হয়ে উঠেছো। আচ্ছা, সাংগ্রিলার বীমার কাগজপত্র কি প্লেনে পাঠিয়েছো?'

'হ্যাঁ, জরুরী ডাকে,' মণিকা বলল, 'এবার বলুন আপনি কেমন আছেন?'

'এক কথায় চমৎকার,' বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখলেন টুইড।

মুখে চমৎকার আছেন বললেও ভেতরে ভেতরে দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তিতে তিনি যে আর পেরে উঠছেন না তা টুইড আর কাউকে জানাতে চান না।

যেসব সংকেত তিনি টেলিফোনে উচ্চারণ করেছেন তাদের অর্থ মণিকার অজানা নয়। সাংগ্রলা হলো সেই অ্যালুয়েট শ্রেণীর হেলিকপ্টার যা সুইডিশ দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত ওর্ণো দ্বীপে হয়ত ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে। দ্বিতীয় সংকেত বিমানে মাল পাঠানোর অর্থ লণ্ডনে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে সেই হেলিকপ্টারের চালক কেসিকে জরুরী নির্দেশ পাঠানো যাতে সে যথানির্দিষ্ট সময়ে কালাস্টাজাটোরপা হোটেলের লণ্ডিং প্যাডে হেলিকপ্টার নামায়। অন্যদিকে বুবি স্টোন এই দুটি সাংকেতিক শব্দের মাধ্যমে মণিকা যে 'সারেমা' নামে মাছধরা জাহাজের ক্যাপ্টেন ওলাফ প্রিকে বোঝাতে চাইছে তাও টুইড ধরতে পেরেছেন। ক্যাপ্টেন প্রি নিশ্চয়ই টুর্কু বন্দরে তার জাহাজ ভিড়িয়েছে। টেলিফোন ছাড়বার আগে শেষ একটি সাংকেতিক বাক্য উচ্চারণ করেছে মণিকা—সবাই খুব খুশী। টুইড বুঝতে পারলেন এর অর্থ হলো তালিন বন্দর থেকে যাত্রা করার পরে সারেমা জাহাজ থেকে একটি সংকেত এসে পৌঁছেছে মণিকার হাতে। সংকেতটা কি হতে পাবে তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে টুইড এগোলেন ডিনার হলের দিকে। হেসপারিয়া হোটেলের বুফেতে যেসব পদ থাকে সেগুলোর সবকটাই সুস্বাদু। খিদেয় টুইডের পেট জ্বলে যাচ্ছে. কিন্তু প্লেটে যেটুকু খাবার তিনি তুলে নিলেন তাতে একজনের পেট পুরো ভর্তি হয় না। ভীড় থেকে একটু দূরে এক কোণের একটি টেবিলে এসে বসলেন তিনি। যে-পথে তিনি এগোচ্ছেন তা সঠিক হলে আগামীকাল হয় সসম্মানে বিজয়ী হবেন নয়ত চূড়ান্তভাবে হারবেন। যা হবার হবে ভেবে টুইড খেতে শুরু করলেন।

পরদিন সকালবেলা, তালিন বন্দর থেকে একটি বড় পেট্রল বোট ছুটে চলেছে হেলসিংকির দিকে। এই জাহাজেরই একটি কেবিনে পাশাপাশি দুটি বাংকে শুয়ে মনু সারিন আর রবার্ট নিউম্যান। কার্মার কাছ থেকে আর কোনও খবর পাননি, হেলসিংকিতে গিয়ে কি পরিস্থিতি দেখতে হবে একথা ভেবে মনু সারিনের মন দুর্ভাবনায় আকুল হয়ে উঠেছিল।

'এইভাবে শুয়ে থেকে আর সময় কাটছে না,' বলেই নিউম্যান তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসল. স্লিপিং স্যুটের ওপর ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে কোমরের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে পোর্টহোল দিয়ে বাইরে উঁকি দিল, তারপর মনুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কর্ণেল কার্লভ একা ব্রীজে দাঁড়িয়ে জাহাজের কম্যাণ্ডারকে কি যেন বলছেন, যাই, ওঁর সঙ্গে একটু আড্ডা মেরে আসি।'

'এই সেরেছে!' বলেই মনু নিজেও গায়ের চাদর সরিয়ে উঠে বসলেন বিছানার ওপর, বললেন, 'আপনি কোথাও যাবেন শুনলেই তো ভয়ে আমার হাত-পা পেটের ভেতর

সেঁধিয়ে যায় কোথায় কি কাণ্ড বাধিয়ে বসেন তার ঠিক নেই। ইচ্ছে হয়েছে যখন যান, কিন্তু মনে হয় কার্লভের দেহরক্ষীরা ওঁর ধারে-কাছে আপনাকে ঘেঁষতে দেবে না।'

'দেখা যাক কি হয়,' বলে নিউম্যান বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে, বিনাবাধায় হাঁটতে হাঁটতে সোজা চলে এলো ব্রীজে। কর্ণেল কার্লভ নিউম্যানকে দেখে কোনও মন্তব্য না করে শুধু হাসলেন তারপর তাকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন ক্যাপ্টেনের কামরায়।

'দেখুন আকাশে একটুও মেঘ নেই,' কার্লভ মন্তব্য করলেন, 'আমার হেলসিংকিতে যাবার পক্ষে নিঃসন্দেহে এক চমৎকার দিন।'

'আপনি কি ওখানে কিছুদিন থাকবেন?' নিউম্যান জানতে চাইল।

'মনে হচ্ছে তাই,' কার্লভ ঘাড় নেড়ে জানালেন, 'ক'দিন থাকতে হবে কে জানে।'

জাহাজের কম্যাণ্ডারকে ভেতরে ঢুকতে দেখে নিউম্যান গলা নামিয়ে বলল, 'কর্ণেল, আপনার সঙ্গে আলাদাভাবে আমার কিছু কথা ছিল। রয়টার্স আর এএফপিতে রিপোর্ট পাঠাবার আগে একটা বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হতে চাই। আজ সন্ধ্যের পরে আমায় কিছুক্ষণ সময় দিতে পারেন? এমন কোনও জায়গায় যেখানে আপনাকে বা আমাকে কেউ দেখতে পাবে না?'

'কেন পারব না,' কার্লভ ঠোঁট উল্টে জবাব দিলে, 'সিলমা ডক থেকে কিছুটা তফাতে ওয়েল পার্ক জায়গাটা নিশ্চয়ই চেনেন যেখানে অনেকেই গাড়ি পার্ক করে? ঐখানেই রাত দশটা নাগাদ চলে আসুন।'

'বেশ,' নিউম্যান বলল, 'তাহলে ঐ কথাই রইল।' তার কথা শেষ হতে না হতেই পেট্রল বোটের কম্যাণ্ডার রুশ ভাষায় কার্লভকে জানালেন যে ফিনিশ উপকূল রক্ষীদের একটি জাহাজ খবর পাঠিয়েছে তাদের একটি নৌকো এগিয়ে আসছে, একটু পরেই তারা নিউম্যান, কার্লভ আর মনু সারিনকে তুলে নেবে।

আধঘন্টার ভেতর সত্যিই ফিনিশ উপকূলরক্ষী-বাহিনীর একটি দাঁড়টানা নৌকো এসে থামল রুশ পেট্রল বোটের সিঁড়ির নীচে। তিনজনেই তৈরি ছিলেন, সিঁড়ি বেয়ে জাহাজ থেকে নেমে এলেন সেই নৌকোয়।

'মন দিয়ে শুনুন', নৌকায় উঠে মনু সারিন নিউম্যানকে চাপা গলায় বললেন, 'দুটো গাড়ি আমাদের নিতে আসবে। একটায় আমি চাপব, অন্যটায় উঠবেন কার্লভ, আমরা জানি আপনি মারস্কি হোটেলে উঠেছেন। আপনি দয়া করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওখানে চলে যান। আশাকরি এই অসুবিধাটুকু আপনি স্বাভাবিকভাবে নেবেন?'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমার পেশাটা কি', নিউম্যান হেসে জবাব দিল, 'আমি একজন সাংবাদিক, যে কোন পরিস্থিতির সঙ্গে যে কোন সময় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি। আমি ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে যাচ্ছি, আপনি বরং কিছুক্ষণ পরে টেলিফোনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'

'তাছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই, বব, বিশ্বাস করুন', মনু বললেন, 'আমার সেক্রেটারি

কার্মা আপনাকে আগে কখনও দেখেনি, ও বেচারী আপনার একটা ফোটো নিয়ে হেলসিংকির সব হোটেলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খোঁজ নিচ্ছে আপনি সেখানে উঠেছেন কিনা।'

'কালাস্টাজাটোরপা হোটেলে ঐ মেডিক্যাল কংগ্রেস শুরু হয়েছে?' হেসপারিয়া হোটেলে নিজের কামরায় ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে টুইড তাঁর অন্যতম সহকারী বাটলারকে প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বস্', বাটলার ঘাড় নেড়ে জবাব দিল, 'আসলে দোষটা আমারই, আপনি ফিরে আসার পরে খবরটা আপনাকে দিতে বিলকুল ভুলে গিয়েছিলাম। গোটা ইওরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে একদঙ্গল ডাক্তার প্লেনে চেপে এসে ওখানে হাজির হয়েছে। এর ফলে নিল্ডের নজরদারীর কাজ কিছুটা শক্ত হয়েছে তা মানতেই হবে। আগে ছিল মাত্র দুটো লোক, আর এখন একগাদা।'

'ও নিয়ে তুমি খামোকা ভেবো না', টুইড আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'নিল্ড অভিজ্ঞ লোক, ও ঠিক অবস্থা সামাল দিতে পারবে। আচ্ছা, মনু সারিনের মেয়ে লায়লা কোথায় আছে বলতে পারো?'

'আমি যখন ঐ হোটেলে গিয়েছিলাম,' বাটলার জবাব দিল, 'তখন লায়লাকে একবার রিসেপশন ডেস্কে আসতে দেখেছিলাম, তখনই কানে এ'লো লায়লা নিউম্যান সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছে। তখন আমি নিজেই এগিয়ে গিয়ে বললাম যে আমি নিউম্যানের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন সেইসঙ্গে এও বললাম যে আমিও ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। লায়লা এও জানাল যে স্থানীয় সবকটা হোটেলে যাবে নিউম্যানের খোঁজে, তারপরে যাবে বন্দরে।'

'নিউম্যানের সঙ্গে লায়লা সারিনের যদি এজন্মে আর কখনও দেখা হয় তাহলে লায়লাকে ভাগ্যবতী বলব' টুইড বললেন, 'যাক আমার কথামতো গাড়িগুলো ভাড়া করেছো তুমি?'

'আজ্ঞে তা করেছি', বাটলার জবাব দিল, 'তবে সিট্রয়েন ছাড়া আর কিছু পাইনি। ওগুলো এখানেই পার্ক করা আছে, আপনি যখন চাইবেন তখনই রওনা হবে। কিন্তু গাড়িগুলোকে কোথায় পাঠাতে চাইছেন আপনি?'

টুইড এমনভাবে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগলেন যা দেখে মনে হলো বাটলারের ঐ প্রশ্নের উত্তর দেয়া তিনি প্রয়োজন মনে করছেন না। রুটিতে মাখন আর মার্মালেড মাখিয়ে আপন মনে কিছুক্ষণ খেয়ে গেলেন তিনি, তারপর বলে উঠলেন, 'নিল্ড আমাদের মধ্যে সবচাইতে ভালো গাড়ি চালায়, কি বলো?'

'আজ্ঞে সে তো বটেই', বাটলার কৃতার্থ হবার ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'যখন তখন

স্পীড তোলার স্বভাব থাকলেও ও খুব হুঁশিয়ার হয়ে গাড়ি চালায় একথা মানতেই হবে।'

'স্টিলমার, কর্ড ডিলন, হেলেনি, এদের সম্পর্কে নতুন কোনও রিপোর্ট পেয়েছো ?'

'না, বস্' বাটলার জানাল, 'আপনার সঙ্গে ব্রেকফাস্টে বসার অল্প কিছুক্ষণ আগেই ফার্গুসন আর নিল্ডের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হচ্ছিল, ওরাই জানাল যে সবাই যে যার জায়গায় আগের মতোই বহাল তবিয়তে আছে।' কথা শেষ করে হাই তুলল বাটলার, 'বড্ড ঘুম পাচ্ছে। ওরা দুজন পাহারায় আসার আগে সেই মাঝরাত থেকে সকাল হওয়া ইস্তক জেগেছিলাম কিনা, তাই…'

'পাহারা একইরকম চালিয়ে যাও', টুইড একটা বড় রুটির টুকরো মুখের ভেতর চালান করে দিয়ে বললেন, 'ঘাটতি পড়লে কিন্তু আর রক্ষে রাখব না, তোমাদের তিনজনকে আমি একাই খেয়ে হজম করে ফেলব। আমায় চেনে তো সবাই। দয়া করে কথাটা ওদেরও জানিয়ে রেখো। যাও ব্রেকফাষ্ট সেরে ঘণ্টাকয়েক ঘুমিয়ে নাওগে।'

'আর কিছু বলবেন ?'

'বয় স্কাউটদের শপথ জানো তো—যে কোনও সময় যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরী থেকো, ব্যস্, এর বেশী আর কিছু আমার বলার নেই।'

টুইড যে তার উপস্থিতি আর পছন্দ করছেন না এটা দিব্যি বুঝতে পারল বাটলার। তার ব্রেকফাস্ট খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, টুইডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। তার প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে মনু সারিন টুইডকে টেলিফোন করলেন।

ট্যাক্সি নিয়ে বন্দরে চলে এসেছিল লায়লা, সারি সারি বড় গাছ দুপাশে রেখে এসপ্ল্যানেডের ওপর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল মারস্কি হোটেলের সামনে, পরমুহূর্তে ট্যাক্সির ভেতর থেকে নেমে এলো রবার্ট নিউম্যান, কোনোদিকে না তাকিয়ে সে সোজা ঢুকে পড়ল হোটেলের ভেতর। লায়লা আর দেরী করল না, ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সেও ট্যাক্সি থেকে নেমে মারস্কি হোটেলে ঢুকে পড়ল। একপাশে রিসেপশন কাউন্টার, দুনিয়ার সবখানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হোটেলের আবাসিকদের বাইরে বেরোবার আগে আবার বাইরে থেকে ফিরে আসার পরে রিসেপশন কাউন্টারে রাখা বিশাল রেজিস্টারে নাম সই করতে হয়। কিন্তু লায়লা দেখল নাম সই না করে নিউম্যান গটগট করে পা পেলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। কোনও কথা না বলে লায়লা নিজেও তার পেছন পেছন উঠে পড়ল।

ওপরে উঠে স্যুটের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার আগে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই লায়লাকে দেখতে পেল নিউম্যান, হাসিমুখে বলে উঠল, 'হ্যালো। কেমন আছো তুমি ?'

'জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হচ্ছে না ?' খেঁকিয়ে উঠল লায়লা, 'কাউকে কিছু না বলে কয়ে হঠাৎ উধাও হলেন। এদিকে আপনার কথা ভেবে ভেবে আমার রাতের ঘুম দুচোখ থেকে বিদেয় হয়েছে। কেন যে আপনাকে নিয়ে এত্ত মাথা ঘামাচ্ছি তা আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না··· '

'হেলসিংকিতে এমন একটাও হোটেল নেই যেখানে আপনার খোঁজ করিনি', স্যুটের ভেতর ঢুকে নিউম্যানের মুখোমুখি হলো লায়লা, 'কোথায় গিয়েছিলেন আপনি ? হোটেলে ফিরে এসে রেজিস্টারে আপনার নামও সই করলেন না কেন ?'

'সেই কৈফিয়ৎ কি তোমায় দিতে হবে ?' গলা সামান্য চড়িয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল নিউম্যান, পরমুহূর্তে লায়লার দুচোখের দিকে নজর পড়তেই গলা নামাল সে, শান্ত স্বাভাবিক সুরে প্রশ্ন করল, আমি যে খামটা তোমায় দিয়েছিলাম, সেটা টুইডকে দিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'খামের ভেতরে যা ছিল সে সম্পর্কে উনি কিছু জিজ্ঞেস করেছেন, অথবা ব্যবস্থা নেবেন বলেছেন ?'

'এ সম্পর্কে আপনি নিজেই বরং ওঁকে যা প্রশ্ন করার করুন', এবার লায়লা গলা সামান্য চড়াল, 'উনি এখন হেসপারিয়া হোটেলে আছেন।' কথা শেষ করে আর নিজেকে সামলাতে পারল না, বুকের ভেতরে জমে থাকা একরাশ অভিমান জল হয়ে গড়িয়ে পড়ল দুচোখ বেয়ে।

'আরে পাগলী !' নিউম্যান দুহাতে লায়লাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি এমন কি বলেছি তোমায় যে চোখে জল এসে গেল ? ভুলে যেয়ো না তুমি কতবড় এক গোয়েন্দা অফিসারের মেয়ে। ছিঃ লায়লা। তুমি নিজে না খবরের কাগজের রিপোর্টার ! আজকের দিনে এ সব তুচ্ছ অভিমান আর সেণ্টিমেণ্ট পুষে রেখে তুমি সাংবাদিক হবে কি করে ? ভুলে যেয়ো না আমি রবার্ট নিউম্যান, যার নামে সি আই এ, কেজিবি, এম আই লাইফ. সবার বুক ধড়ফড় করে ওঠে।'

'আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন জানতে পারি ?' দু'চোখের জল শার্টের আস্তিনে মুছে প্রশ্ন করল লায়লা।

'আমার ধারণা এ-বিষয়টি না জানাই তোমার পক্ষে মঙ্গল,' জবাব দিল নিউম্যান।

'কিন্তু আপনার স্ত্রী আলেক্সিকে কে খুন করেছে তা এখন নিশ্চয়ই আপনি জানেন, তাই না ?'

নিউম্যান এ-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল লায়লার দিকে। সত্যিই, এতবড় ধাক্কা যে লায়লার দিক থেকে আসবে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। লায়লাও কিছু না বলে একই রকমভাবে তাকিয়ে রইল নিউম্যানের দু'চোখের দিকে

অপলকে। মিনিটখানেক ঐভাবে তাকিয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়াল নিউম্যান। পিছিয়ে এসে দেয়াল আলমারী খুলে ওয়াইনের বোতল আর দুটো গ্লাস বের করল, ছিপি খুলে দুটো গ্লাসে সমান পরিমাণ ওয়াইন ঢেলে বলল, 'ভালো ওয়াইন যোগাড় করেছি বহু চেষ্টা করে, তুমি একটু খাবে, লায়লা ?'

'নিশ্চয়ই খাব !' লায়লা জবাব দিল, 'আপনার জন্য এত ভেবেছি যা বলার নয়। এখন আমার নিজেকেই একটু শান্ত করা দরকার।'

'আমার স্ত্রী সম্পর্কে হঠাৎ ওকথা বললে কেন,' নিউম্যান জানতে চাইল।

'ওটা আন্দাজ,' লায়লা বলল, 'আমার কেমন যেন অনুভূতি হলো যে ঐ ব্যাপারে যে দায়ী তার নাম আপনি জেনে ফেলেছেন। বব, এটুকু জানার উদ্দেশ্যে আপনি যে কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ তালিনে গিয়েছিলেন তাও আমি আন্দাজ করতে পেরেছি। তাছাড়া আজ আপনার চেহারা যা দেখছি তার সঙ্গে কয়েকদিন আগের চেহারার কোনও মিল নেই। দেখে বোঝা যায় আপনার ভেতরে এখন আর কোনরকম চাপা উত্তেজনা নেই, আপনার দু'চোখের চাউনীও আগের চাইতে অনেক শান্ত। ঘরসংসার ছেড়ে যারা মঠে গিয়ে সাধু-সন্ন্যাসী হয়, শুধু তাদেরই চেহারা শুনেছি এমন পাল্টে যায়।' এতগুলো কথা একদমে বলে লায়লা গ্লাসের সবটুকু ওয়াইন নিমেষে গিলে ফেলল।

তার গ্লাসে আবার ওয়াইন ঢেলে নিউম্যান বলল, 'লায়লা, তোমার সঙ্গে আর কোনদিন আমার দেখা হবে না। আর তোমার নিজের ভালোর জন্য বলছি, আমি যে ক'দিন হেলসিংকিতে থাকব, সেই ক'দিন পথেঘাটে, হোটেলে, বারে, পাবে, দোকানে কোথাও আমায় দেখতে পেলেও নাম ধরে ডেকো না, অথবা হাত তুলে শুভেচ্ছা জানিও না। মনে রেখো, আমি যা বলছি তার সঙ্গে তোমার মনু সারিনের নিজের পদমর্যাদা আর নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ কাউকে জানতে দিয়ো না যে তুমি আমার পরিচিত।'

'তাহলে আজ রাতে আমরা ডিনার কোথায় খাব ?' লায়লা প্রশ্ন করল, 'এখানে, নাকি বাইরে আর কোথাও ?'

'আমি রুম সার্ভিসকে টেলিফোনে ডিনার এখানেই পাঠিয়ে দেবার কথা বলে দিচ্ছি,' নিউম্যান জবাব দিল, 'ওরা যখন খাবার নিয়ে আসবে তুমি একফাঁকে বাথরুমে ঢুকে পড়বে, কেমন ?'

'তাই হবে,' লায়লা বলল, 'কিন্তু জানবেন আপনাকে আমি ছাড়ব না, আপনি যেখানে যাবেন, পেছন পেছন আমিও সেখানে গিয়ে হাজির হবো।'

এবারের ঘটনাস্থল সুইডিশ আর্কিপেলাগো অর্থাৎ দ্বীপপুঞ্জের বুকে অবস্থিত ওর্নো দ্বীপ, সেইখানে একটি সুবিধামতো জায়গা বেছে নিয়ে হেলিকপ্টার নামাল কেসি। এতক্ষণ বেতার টেলিফোনে বৃটেনের রয়্যাল নেভীর হেডকোয়ার্টারের এক উচ্চপদস্থ

ভাইস অ্যাডমিরাল্যালের সঙ্গে বার্তা বিনিময় করছিল কো পাইলট উইলসন, এবার কেসির দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বলল, 'আগামীকালই আমাদের উড়তে হবে।'

দ্বীপটা বালটিক উপকূলের গা ঘেঁষে, আইন অনুযায়ী এই দ্বীপে হেলিকপ্টার নামানোর এক্তিয়ার যে তাদের নেই তা কেসি খুব ভালোভাবেই জানে আর তাই কেসি মাঝপথে আকাশে থাকতে থাকতেই হেলিকপ্টারের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কলকজা ভেতরে বসে সাময়িকভাবে অচল করে দিয়েছে, যাতে সীমান্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়লে সে অনায়াসে যান্ত্রিক গোলযোগের অজুহাত দিতে পারে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও স্থানীয় সীমান্ত প্রহরীদের কোনও জীপ দেখা গেল না। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে কেসি খুলে নেয়া যন্ত্রাংশগুলো আবার যথাস্থানে জুড়ে দিল, তার ইঙ্গিত পেয়ে উইলসন মোটর চালু করল। অল্প কয়েকটি মুহূর্ত, তারপরেই হেলিকপ্টারটি আকাশে উড়ল, বোথনিয়া উপসাগর ও ফিনল্যাণ্ডের ওপর দিয়ে এবার তা উড়ে চলল পূবদিকে—কেসির বর্তমান গন্তব্যস্থল হোটেল কালাস্টাজাটোরপা।

টুর্কু বন্দর থেকে কিছু দূরে নোঙ্গর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে মাছধরা জাহাজ 'সারেমা'। বেলা পড়ে এসেছে, জাহাজের কম্যাণ্ডার ক্যাপ্টেন ওলাফ প্রি অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন কখন সূর্য ডুববে, কতক্ষণে চারপাশ আঁধারে পুরোপুরি ডুবে যাবে। বার বার হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন তিনি। ক্যাপ্টেন ওলাফ প্রি নিছক টাকার লোভে গুপ্তচরের কাজ করেন না, আসলে তিনি একটি বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত, যাদের আধুনিক ও উন্নত-মানের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতেই তাঁকে এই পেশার সঙ্গে জড়িত লোকদের সঙ্গে গভীর-ভাবে মেলামেশা করতে হয় এবং নিজের বিপ্লবীদলের স্বার্থেই তাঁদের হুকুমও তাঁকে তামিল করতে হয়।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় বিরক্ত হয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন প্রি, দেশলাই জ্বেলে পাইপের তামাক ধরিয়ে ধীর পায়ে উঠে এলেন ডেকে। সাগর এখন শান্ত, আকাশও পরিষ্কার। ক্যাপ্টেন প্রি জানেন তিনি যে অভিযানে রওনা হতে চলেছেন এই হলো তার উপযুক্ত আবহাওয়া। ডেকের ওপর নিজের মনে পায়চারী করতে করতে আড়চোখে রেডিও রুমের দিকে তাকালেন প্রি, তাঁর ছোটভাই যে এই জাহাজের রেডিও অপারেটর তালিন থেকে ফিরে আসার পর এখনও ঐ কামরা থেকে বেরোয়নি সে।

'আমাদের হাতে ক'জন লোক আছে কার্মা?' মনু সারিন প্রশ্ন করলেন।

'সাধারণতঃ চল্লিশজন থাকে ··'

'আমি জানতে চাইছি আজ রাতে ক'জনকে পাওয়া যাবে?'

'ছত্রিশজন,' কার্মা জবাব দিল, 'চারজন শরীর খারাপ থাকায় ছুটি নিয়েছে।'

'এবার যা করতে হবে বলছি, মন দিয়ে শোন,' চেয়ার ছেড়ে উঠে অফিসের ভেতর পায়চারী করতে করতে মনু বললেন, 'এক ডজন সাদা পোশাকের অফিসারকে পাঠাবে কালাস্টাজাটোরপায়। ওখানে সবাই ডাক্তারদের নিয়ে ব্যস্ত তাই আমাদের লোকদের কেউ সন্দেহ করবে না। এরপর ছ'জন অফিসারকে পাঠাবে সোভিয়েত এ্যাম্বাসীর দিকে, বলবে ওরা যেন সোভিয়েত এ্যাম্বাসীর আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে তার ওপর নজর রাখে। এরপর আরও ছ'জন অফিসারকে একইরকমভাবে আমেরিকান এ্যাম্বাসীর দিকে পাঠাবে। ছ'জনকে পাঠাবে ভাণ্টা এয়ারপোর্টে। বাকি ছ জন অফিসেই রিজার্ভে রেখে দেবে, যে-কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার জন্য তাদের তৈরী থাকতে বলবে।'

'আমি এক্ষণি অর্ডার পাঠিয়ে দিচ্ছি,' কার্মা বলল, 'তবে এই প্রস্তুতি কিসের জন্য তা যদি দয়া করে একবার জানান ···'

'বলছি,' মনু সারিন পায়চারী থামিয়ে তাঁর টেবিলের কাছে ফিরে এসে বললেন, 'অ্যাডাম প্রোকেন নামে জনৈক আমেরিকান কূটনীতিক রুশ দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করছেন এ-গুজব নিশ্চয়ই শুনেছো, কার্মা। আমি অন্ততঃ চাই না আমাদের দেশের ভেতরে এ নিয়ে কোনও আন্তর্জাতিক ঝামেলা দানা বাধে। ভালো কথা, কার্মা রিজার্ভ ফোর্স থেকে একজন অফিসারকে হেসপারিয়া হোটেলে পাঠাবে, বলবে ও যেন টুইডের ওপর একটানা নজর রাখে। টুইডের একটা ফোটো ওকে দিয়ে দেবে।'

'তারপর ?' কার্মা দু'হাতে চিবুক রেখে জানতে চাইল।

'তারপরে শুধু অপেক্ষা করে যাওয়া ছাড়া আর কিছু আমাদের দিক থেকে করার নেই। এই কালরাতের অবসান কবে হবে কেউ জানে না। ভালো কথা, কাজকর্ম সেরে আমার বাড়িতে একবার টেলিফোন করো, কার্মা, আমার স্ত্রীকে মনে করে বলো যে আমি আজ রাতে বাড়ি ফিরতে পারব না, কাল সকালেও ফিরতে পারব কিনা তার ঠিক নেই। এও মনে করে জানিয়ে রেখো দু-তিন দিনের মধ্যে যদি আমার মৃত্যু ঘটে তাহলে সেটা কোনও বিচিত্র ঘটনা হবে না, উনি যেন তার জন্য নিজেকে আর তাঁর মেয়েকে আগে তৈরী করে রাখেন।'

বেলা পড়ে আসছে, পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত যেতে আর বেশি দেরী নেই, একটি অ্যালুয়েট শ্রেণীর হেলিকপ্টার অনেকক্ষণ থেকেই খুব নীচু সীমায় আকাশের বুকে ঘুরপাক খাচ্ছিল, এবার সেটি কালাস্টাজাটোরপা হোটেলের লাণ্ডিং প্যাডে এসে নামল।

এদিকে হোটেলের ভেতরে তখন সবাই ব্যস্ত, আসন্ন মেডিক্যাল কংগ্রেস উপলক্ষে ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে, তাই হোটেলের ছোট-বড় প্রত্যেকটি কর্মচারী দ্রুতপায়ে ছোটাছুটি করছে এদিকে-ওদিকে। তাদের সবার চোখ এড়িয়ে টুইড একফাঁকে ঢুকে পড়লেন হোটেলের ভেতরে, পায়ে পায়ে হেঁটে তিনি একসময় এসে দাঁড়ালেন লাণ্ডিং প্যাডের সামনে। তাঁকে দেখতে পেয়েই কেস লাফিয়ে নেমে এলো হেলিকপ্টার থেকে,

একটি ভাঁজকরা কাগজ পকেট থেকে বের করে সে তুলে দিল তাঁর হাতে। কাগজটা হাতের মুঠো থেকে টুইড নিমেষের ভেতরে চালান করে দিলেন তাঁর জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে, তারপর একটি কথাও না বলে কোনদিকে না তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে এলেন হোটেলের বাইরে। বাটলার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল, টুইড দরজা খুলে পেছনের সিটে বসলেন, মুখ তুলে নির্দেশ দিলেন, 'দেরী করো না, আমায় এক্ষণি হেসপারিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে চলো।'

লণ্ডিং প্যাডের কাছে মনু সারিনের সাদা পোশাকের যেসব গোয়েন্দা অফিসার উপস্থিত ছিল তারা হোটেলের ভেতর থেকে টেলিফোনে মনুকে জানাল যে একটি হেলি-কপ্টার হোটেলের লণ্ডিং প্যাডে অবতরণ করেছে, কিন্তু টুইডের কথা বলতে ভুলে গেল তাকে।

দশ মিনিটের ভেতর মনু এসে হাজির হলেন ঘটনাস্থলে, তিনি দেখলেন তাঁর একজন অফিসারের সঙ্গে হেলিকপ্টারের পাইলটের কথা কাটাকাটি হচ্ছে।

'আমি সারিন,' আইডেণ্টিটি কার্ড কেসির চোখের সামনে তুলে ধরে মনু বললেন, 'স্থানীয় গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান, বলি ব্যাপারটা কি ?'

'আমি কেসি, এই হেলিকপ্টারের পাইলট,' কেসি পাল্টা জবাব দিল, 'চারজন ব্রিটিশ কনসাল্ট্যাণ্ট ডাক্তারকে স্টকহমে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি, রোগীর অবস্থা সঙ্কটজনক।'

'সত্যি বলছেন ?' মনু প্রশ্ন করলেন, 'তা আপনার সেই রোগীটির নাম জানতে পারি ?'

'না, পারেন না,' কেসি জবাব দিল, 'শুধু এইটুকু বলতে পারি যে তিনি একজন ভি আই পি। রোগীর নাম বলতে নিষেধ আছে। যে চারজন ডাক্তারকে আমার দরকার তাঁরা হয়ত এখানকার মেডিক্যাল কংগ্রেসে যোগ দিতে এসেছেন···'

'তাই নাকি ?' মনু মুচকি হাসলেন। 'সেই চারজন ডাক্তারের নাম জানতে পারি, না কি তাও বলতে নিষেধ আছে ?'

'নিশ্চয়ই পারেন,' বলে কেসি একটা কাগজ মনুর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'ওঁদের নাম এতে লেখা আছে। আশা করব এঁদের খুঁজে বের করতে আপনি আমাদের সাহায্য করবেন···'

'এটা নাও,' কার্মার হাতে কাগজটা ধরিয়ে দিয়ে মনু বললেন, 'এখানে যে যে ডাক্তার এসেছেন, দেখো তাঁদের নামের তালিকায় এঁরা আছেন কিনা,' কথা শেষ করে একজন গোয়েন্দা অফিসারকে ইশারায় ডাকলেন মনু, হেলিকপ্টারের ভেতরে ভালো করে খানা-তল্লাশী চালানোর নির্দেশ দিলেন।

'এটা ব্রিটিশ নৌবাহিনীর হেলিকপ্টার' কেসি বলল, 'ব্রিটিশ দূতাবাসের অনুমতি না নিয়ে আপনি এর ভেতরে খানাতল্লাসী কখনোই চালাতে পারেন না।'

'হাজারবার পারি', মনু সারিন গলা চড়িয়ে জবাব দিলেন, 'ভুলে যাবেন না যে

আপনি এখন ফিনল্যাণ্ডের জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, বেশী পাঁয়তাড়া কষলে আপনি আর আপনার কো-পাইলট দুজনকেই গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবো।'

কিন্তু মনু যা অনুমান করেছিলেন কাজের বেলায় তা ঘটল না, পুরো আধঘণ্টা খানাতল্লাসী চালিয়েও মনু সারিনের গোয়েন্দারা হেলিকপ্টারের ভেতর থেকে আপত্তিকর কিছুই খুঁজে পেল না। অন্যদিকে কেসি যে চারজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নাম লেখা কাগজটি মনুকে দিয়েছিল অনেক খুঁজেও কার্মা তাদের হদিশ পেল না. হোটেল কর্তৃপক্ষ সাফ জানিয়ে দিল যে ঐ চারজন ডাক্তার মেডিক্যাল কংগ্রেসে যোগ দিতে আদৌ আসেন নি।

'এটা কি রকম হল,' কেসিকে প্রশ্ন করলেন মনু, 'আপনার ঐ চারজন ডাক্তার তো শুনছি আদৌ আসেন নি?' আসলে ব্যাপারটা কি খুলে বলুন তো?'

'ব্যাপারটা আসলে কি তা আমারও মাথায় ঢুকছে না', কেসি জবাব দিল, 'ওঁরা এখানে আসেন নি এই খবরটাই তাহলে আমি রেডিও মারফতে পাঠিয়ে দিচ্ছি স্টকহমে, এটা সেরে তারপরে আমি ফিরে যাব আরল্যাণ্ডায়।'

'আজ রাতেই?' মনু প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ' কেসি জানাল, 'দিনেরবেলার চাইতে রাতের আকাশ অনেক বেশী পরিষ্কার থাকে, প্লেন বা হেলিকপ্টার চালানো তার ফলে সহজ হয়।'

'আরল্যাণ্ডা যাবার মতো তেল আপনার সঙ্গে আছে তো?'

'না, তা নেই', কেসি জানাল, 'মাঝপথে টুর্কুতে নেমে তেল ভরে নেব। তাহলে আমি টেক অফ করছি, কেমন?'

'জাহান্নামে যান!' দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠলেন মনু সারিন। কেসির হেলিকপ্টার আকাশের বুকে পুরোপুরি অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত মনু সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর বাইরে বেরিয়ে গাড়িতে এসে উঠলেন তিনি, নিজের মনেই মন্তব্য করলেন. 'এ হতচ্ছাড়া টুইডের কাজ, ওঁর গন্ধ আমার খুব চেনা, কিন্তু মুশকিল হলো, উনি কি করতে চলেছেন, তাই এখনও পর্যন্ত আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

রেল স্টেশনের লকারে রাখা রিভলভারটা কোমরের বেল্টে আগেই গুঁজে নিয়েছিল নিউম্যান, একটা চলনসই গাড়িও আগে থেকেই ভাড়া নিয়েছিল সে। ট্যাঙ্কে প্রচুর তেল ভরে রাত নটার সময় নির্দিষ্ট জায়গায় এসে অপেক্ষা করতে লাগল।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। রাত ঠিক সাড়ে নটায় সাদা পোশাকে সোভিয়েত দূতাবাস থেকে নেমে এলেন কর্ণেল আন্দ্রেই কার্লভ, নিজে গাড়ি চালিয়ে রওনা হলেন কোয়ার্টারের দিকে, নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে নিউম্যান তাঁর পিছু নিল। কিছুদূরে যাবার পরে মোড়ের মাথায় আচমকা স্পীড বাড়িয়ে পেছন থেকে এগিয়ে এলো সে, আড়াআড়িভাবে কার্লভের গাড়ির সামনে ব্রেক কষল। কার্লভ এখনও পর্যন্ত টের পাননি যে নিউম্যান

তাঁর পিছু নিয়েছে। তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিউম্যান নেমে এলো গাড়ি থেকে, ডান হাতে লোডেড রিভলভারটা কোমর থেকে বের করে বাঁ হাতে কার্লভের গাড়ির সামনের সিটের বাঁ পাশের দরজার হাতল খুলে ফেলল নিউম্যান, কার্লভের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল, 'কি হলো, আপনার সঙ্গে যে আমার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিল তা ভুলে গেলেন নাকি? কার্লভ, আমি জানি আপনার দুচোখ আঁধারের ভেতরেও জ্বলে, আমার ডান হাতে যে রিভলভার আছে তা আশাকার্যির দেখতে পেয়েছেন! ভালো চান তো গাড়ি ব্যাক করুন, ওয়েল পার্কের ধারে যেখানে আমার জন্য আপনার অপেক্ষা করার কথা ছিল সেখানে গাড়ি নিয়ে যান। কোনরকম চালাকি করলে আমি কিন্তু ঠিক গুলি ছুঁড়ব আপনার কপাল তাক করে।'

কার্লভ নিজেও নিরস্ত্র নয়, তাঁর গাড়ির ড্যাসবোর্ডেও গুলি ভরা রিভলভার তৈরী আছে, কিন্তু সেটা বের করার আগেই যে নিউম্যানের রিভলভারের বুলেট তাঁর কপাল ভেদ করবে তা আন্দাজ করতে তাঁর বাকি রইল না, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি ভুল করছেন বব, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব বলেই বেরিয়েছিলাম!' ততক্ষণে নিউম্যান তাঁর গাড়িতে উঠে পড়েছে, পাশে বসে রিভলভারের ঠাণ্ডা নলটা চেপে ধরেছে সে তাঁর কপালের রগে।

'সে তো বটেই, একশোবার,' নিউম্যান বলল। 'আপনি সবসময় ভাবেন আপনার চাইতে বুদ্ধিমান লোক শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন, দুনিয়ার অন্য কোথাও নেই, তাই না কার্লভ!'

'বিশ্বাস করুন। বব, আমি…'

'উঁহু, একটাও বাজে কথা নয়!' কর্ণেল কার্লভের রগে রিভলভারের নলের আলতো খোঁচা মেরে নিউম্যান বলল, 'চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে যান!'

নিউম্যান যে তাঁর সঙ্গে রসিকতা করছে না, দরকার হলে সে যে সত্যিই তাঁকে খুন করতে পারে এটা বুঝতে কার্লভের বাকি রইল না। আর কথা না বাড়িয়ে তিনি গাড়ি চালাতে লাগলেন।

'একটা রুপোলী রংয়ের সিট্রোয়েন এই সময় তাঁদের পাশ কাটিয়ে কিছু দূর এগিয়ে গেল। কার্লভ একনজর দেখেই বুঝলেন গাড়িটা অন্য দিকে যাচ্ছে। গাড়ির ভেতরে প্রচুর লোক, তাদের মধ্যে পেছুনের সীটে দুজনকে নিউম্যানের খুব চেনা ঠেকল।

'সামনের ঐ গাড়িটাকে কাটিয়ে এগিয়ে যান।' নিউম্যান পাশ থেকে নির্দেশ দিল, 'ওটা যাতে কোন ভাবেই আমাদের ধারে কাছে ঘেঁষতে না পারে!'

'ওটা তো অন্যদিকে যাচ্ছে।' কার্লভ বললেন, 'তাছাড়া এমনিতেই অনেকটা তফাতে আছে…'

'আবার কথা?' বলেই নিউম্যান তার রিভলভারের নলের আরেকটা খোঁচা মারল কার্লভের রগে। কার্লভ এবার তাঁর গাড়িটাকে বাঁদিকে আরও তফাতে নিয়ে এলেন।

সামনেই ওয়েল পার্ক, এইখানেই কার্লভ নিউম্যানকে আসতে বলেছিলেন। এটা বন্দর এলাকা। কাছেই সাউথ হারবার।

গাড়ি থামান।' বলে উঠল নিউম্যান, 'কোনও রকম চালাকি করলে তার পরিণতির জন্য আপনাকে একা ফলভোগ করতে হবে মনে রাখবেন।' কথাটা বলে নিউম্যান নিজেই অবাক হলো। তার নিজের গলার আওয়াজ তার নিজের কানেই কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকছে। নিউম্যান বেরোবার আগে এককোঁটা মদও খায়নি তবু এই মুহূর্তে কেমন যেন নেশাগ্রস্ত মনে হচ্ছে নিজেকে, সে অনুভব করছে তার স্বাভাবিক সত্ত্বাটাকে রেখে এসেছে হোটেলে, এই মুহূর্তে অন্য কোনও সত্ত্বা অথবা একটা অস্বাভাবিক শক্তি তাকে দিয়ে সবকিছু করিয়ে আর বলিয়ে নিচ্ছে।

এঞ্জিন বন্ধ করে কর্ণেল কার্লভ আগে নামলেন গাড়ি থেকে, পেছন পেছন নামল নিউম্যান, রিভলভারটা রগ থেকে নামিয়ে এবার কার্লভের পিঠে একটা ফুসফুসের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখল তারপর ঠেলতে ঠেলতে তাঁকে নিয়ে এলো গাড়ির পেছনদিকে।

'কর্ণেল,' নিউম্যানের গলা কার্লভের কানে স্পষ্ট ভেসে এলো 'আপনি নিজের মুখে আমায় বলেছিলেন যে এস্তোনিয়ার নিরাপত্তার পুরো দায়িত্ব রয়েছে আপনার ওপর। মনে পড়ে সে কথা?'

'মনে না পড়ার কি আছে?' কার্লভ পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আপনি কি বলতে চাইছেন তা বুঝতে পারছি না...'

'এবার ধীরে ধীরে বুঝবেন।' নিউম্যান বলল, 'আমার স্ত্রী আলেক্সি বুভেৎকে আপনিই খুন করেছিলেন। খুনের ঘটনাটা ঘটেছিল ভাবসালি স্ট্রীটে। মনে পড়ছে?'

'এ আমার বিরুদ্ধে আনা এক মিথ্যে অভিযোগ,' কর্ণেল কার্লভ প্রতিবাদ করলেন, 'অপরাধটা ঘটে যাবার পরে আমায় খবর দেয়া হয়েছিল।'

'না, আপনাকে সত্যি বাহবা দিতে হয়,' ব্যঙ্গের সুরে নিউম্যান বলে উঠল, 'আপনি অন্তত নিজের মুখে স্বীকার করলেন যে কাজটা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। জেনে রাখুন, কার্লভ, আমাদের মধ্যে বনিবনা একদম হচ্ছিল না। বিয়ের মাত্র ছ'মাসের মধ্যে আমরা ডিভোর্স করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু ডিভোর্সের পরেও আমাদের দুজনের মধ্যে যোগাযোগ বজায় ছিল, এমন কি দৈহিক সম্পর্কও। কাজেই বুঝতেই পারছেন যে এরকম অবস্থায় আমার পক্ষে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা সম্ভব নয়। আলেক্সি মৃত্যুর প্রতিবিধান করা আমার নৈতিক কর্তব্য, তাছাড়া সেও ছিল আমারই মতো একজন সাংবাদিক। ডিভোর্সের পরেও আমরা বিভিন্ন খবরের কাগজের হয়ে বহুবার একই খবর কভার করতে গেছি। নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করার মতো কিছুই আপনার হাতে নেই, কার্লভ!'

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও দিশেহারা হলেন না কার্লভ, স্বাভাবিক সুরে বললেন, 'আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি বব। আপনি আমার সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনার জায়গায় আমি থাকলে হয়তো তাই করতাম। তবু সত্যি

কথা বলছি আপনার স্ত্রীকে খুন করেছিল আমারই অধীনস্থ এক অফিসার ক্যাপ্টেন ওলেগ পলুচকিন। এ লোকটা আমাদের জল্লাদ, কাউকে খতম করতে হলেই আমরা পলুচকিনকে ডেকে পাঠাই। এখন ব্যাপার হলো, ঐ পলুচকিনের মানসিক অবস্থাও খুব স্বাভাবিক নয়, নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করতে হলে সে তালিনে তার তিনজন সিনিয়ার অফিসারকে খুন করেছে নিজে হাতে আর তার প্রমাণও আমি যোগাড় করেছি। তালিনে ফিরে এলেই তাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মারা হবে।'

'হুঁম্,' নিউম্যান কার্লভের পিঠ থেকে রিভলভারটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'তা এই পলুচকিন এখন কোথায় আছে, কর্ণেল?'

'এই মুহূর্তে সে এই হেলসিংকিতেই আছে,' কার্লভ জবাব দিলেন, 'একটু আগেই তাকে সোভিয়েত এ্যাম্বাসিতে রেখে এসেছি।'

'ক্যাপ্টেন পলুচকিনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করলেন আপনি তা প্রমাণ করতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই, এই দেখুন,' বলে পকেট থেকে চামড়ার ওয়ালেট বের করলেন কর্ণেল কার্লভ, তার ভেতর থেকে একটা ফোটো টেনে বের করে নিউম্যানের হাতে তুলে দিলেন। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোয় নিউম্যান দেখল সেই ফোটো—তার স্ত্রী আলেক্সির দেহটা পিষে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে একটি গাড়ির চাকার নীচে। লণ্ডনে প্রদর্শিত ফিল্মে যা ছিল না এই ফোটোতে তা দেখতে পেল নিউম্যান। যে গাড়ি আলেক্সিকে চাপা দিয়েছিল তার চালকের আসনে বসা লোকটিকে আগে বহুবার পিছু নিতে দেখেছে সে। ঐ বীভৎস দৃশ্য দেখে এতদিন বাদে আবার নিউম্যানের গা ঘুলিয়ে উঠল।

'আলেক্সিকে খুন করার নির্দেশ যে আপনি নিজে পলুচকিনকে দেননি তা কি করে বিশ্বাস করব।' নিউম্যান ফোটোটা তার নিজের ওয়ালেটে গুঁজে রেখে প্রশ্ন করল।

'বিশ্বাস করা না করা আপনার ওপর, বব্,' কার্লভ বললেন, 'বিশ্বাস না হলে রিভল-ভারের ট্রিগারে চাপ দিন। সব ঝামেলা মিটে যাবে। আপনি নিজেও এই সান্ত্বনা নিয়ে দেশে ফিরবেন যে খুনের বদলা নিয়েছেন, তবু বলছি আসল খুনী ঐ পলুচকিন, আমি নই। আপনার বৌকে খুন করার নির্দেশ কে তাকে দিয়েছিল তা আমি জানি না।'

'ক্যাপ্টেন পলুচকিন ইংরেজী বলতে পারে?' রিভলভারটা আগের মতোই কোমরের বেল্টে গুঁজে নিউম্যান জানতে চাইল।

'পারে,' কর্ণেল কার্লভ বললেন, 'শুধু ইংরেজী নয়, ইওরোপ এমনকি এশিয়ারও অনেকগুলো ভাষা তার আয়ত্তে আছে যদিও কাজের সময় এমন হাবভাব দেখায় যেন রাশিয়ান ছাড়া অন্য কোনও ভাষা ওর জানা নেই। এতে ওর পক্ষে সুবিধাই হয়, প্রতি-পক্ষের কথাবার্তা শুনে তাদের মনোভাব ও আগে থাকতে জেনে নিতে পারে।'

'বেশ, আপনার বক্তব্য আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করলাম, কর্ণেল,' নিউম্যানের গলায় আদেশব্যঞ্জক সুর ফুটে উঠল, সামনে টেলিফোন বুথের দিকে ইঙ্গিত করে সে বলল,

'পল্লুচাকিনকে এক্ষণি একবার টেলিফোন করুন, খুব জরুরী দরকার বলে ওকে এক্ষণি এখানে চলে আসতে বলুন। তারপরে যা করার তা আমি করব।'

'বেশ,' কর্ণেল কার্লভ সেই টেলিফোন বুথের দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'ঐ আপদকে আপনি নিজে খতম করলে হয়তো আমিই সবচাইতে বেশী খুশী হবো।'

ওয়েল পার্কের ভেতরে একটি কৃত্রিম পাহাড় আছে যার ঠিক ওপাশেই সমুদ্র। সেই পাহাড়ে ওঠার পথ বেয়ে ঢুলতে ঢুলতে এগিয়ে চলেছে গ্রুর জল্লাদ ক্যাপ্টেন ওলেগ পল্লুচকিন, তার পিঠে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে ধীরগতিতে হাঁটছে রবার্ট নিউম্যান। পল্লুচকিনের কাছে গোটা ব্যাপারটাই অভাবিত। কম্যাণ্ডিং অফিসারের টেলিফোন পেয়ে সে ছুটতে ছুটতে এখানে চলে এসেছে, আর তারপরেই দেখেছে কম্যাণ্ডিং অফিসার অর্থাৎ কর্ণেল কার্লভ কোনও কথা বলছেন না তার সঙ্গে, মাঝখান থেকে এই ইংরেজ সাংবাদিক পিঠে রিভলভার ঠেকিয়ে তাকে পার্কের ভেতর কৃত্রিম পাহাড়ে ওঠার হুকুম দিচ্ছে। কর্ণেল কার্লভ যে এই মুহূর্তে চুপ করে শুধু তাকে দেখছেন তাই নয় তার এইভাবে হেনস্থা হবার দৃশ্যটা তিনি বেশ উপভোগ করছেন তাও পল্লুচাকিনের বুঝতে বাকি রইল না।

পাহাড়ের চূড়াটা যখন মাত্র কয়েক ফুট দূরে সেই সময় রুখে দাঁড়াল পল্লুচাকিন, উদ্যত রিভলভারকে অগ্রাহ্য করে সে নিউম্যানকে প্রশ্ন করল।

'আপনি আমার সঙ্গে এসব কি করছেন? আমি তো আপনার কোনও ক্ষতি করিনি।'

'তা করোনি ঠিকই,' নিউম্যান জবাব দিল। 'শুধু আমার বৌ আলেক্সি বুভেৎকে গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করেছো!'

'আপনি কি বলছেন তার কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'ফের ন্যাকামো হচ্ছে?' বলে নিউম্যান ওয়ালেট খুলে আলেক্সিকে গাড়ি ছাপা দিয়ে মেরে ফেলার সেই ফোটোখানা বের করল, যেটা কিছুক্ষণ আগে কার্লভ নিজে তাকে দিয়েছিলেন। ফোটোতে পল্লুচাকিনের মুখ স্পষ্ট উঠেছে। ইশারায় তা দেখিয়ে নিউম্যান বলে উঠল, 'এই লোকটি যে তুমি তা নিশ্চয়ই মানবে, ক্যাপ্টেন ওলেগ পল্লুচাকিন?'

তার নৃশংশতার এমন অকাট্য প্রমাণ নিউম্যান কোথা থেকে যোগাড় করল তা বুঝতে না পেরে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল পল্লুচাকিন, তার মুখে কোনও কথা জোগাল না। সে যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে কোনও বেড়া বা রেলিং নেই তা আগেই দেখেছিল নিউম্যান। এবার সুযোগ পেয়ে ডান পায়ের হাঁটু দিয়ে সজোরে পল্লুচাকিনের তলপেটে এক গোঁত্তা মারল সে। নিউম্যানের উদ্দেশ্য পল্লুচাকিন গোড়া থেকে আন্দাজ করতে পারেনি, অসতর্ক অবস্থায় ঐ আঘাত সে সহ্য করতে পারল না। টাল সামলাতে না পেরে উল্টো মুখে সে গড়িয়ে পড়ল, অনেক নীচে—সাগরের জলে। এগিয়ে এসে নিউম্যান একবার

উঁকি দিল নীচের দিকে। তার বৌয়ের খুনীর ওভারকোটটা স্পষ্ট দেখতে পেল সে, রিভলভারটা সেদিকে তাক করে পরপর ছ'বার ট্রিগার টিপল।

'আসুন, বব,' ততক্ষণে কর্ণেল কার্লভ নিজেও ওপরে উঠে এসেছেন, নিউম্যানের কাঁধে হালকা চাপড় মারতে মারতে তিনি বললেন, 'আপনার স্ত্রীর অতৃপ্ত আত্মা এবার নিশ্চয়ই শান্তিতে ঘুমোতে পারবে। আপানার আর আমার দুজনেরই উদ্দেশ্য পুরোপুরি সিদ্ধ হয়েছে এবার চলুন ফেরা যাক।'

'হাঁ, তাই চলুন,' রিভলভারটা সাগরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিউম্যান কার্লভের হাত ধরে উৎরাই পথ বেয়ে নামতে নামতে বলল, 'মনু কয়েকদিন আগে আমায় বলে-ছিলেন যে ফিনল্যাণ্ডের পথে ঘাটে যখন তখন গুলি চলে না। খুন খারাপী হয় না, আমি তার একটা ব্যতিক্রম ঘটালাম।'

'স্টিলমার এখনও আমেরিকান এ্যাম্বাসী ছেড়ে বেরোননি,' কার্মা মনু সারিনকে জানাল, 'এদিকে আরেকটা খবর শুনলাম। আধ ঘণ্টা আগে একটা বড় লিমুজিনে চেপে কে যেন এসেছেন ওখানে। তিনি কে, কোথা থেকে কি উদ্দেশ্যে এসেছেন এসব কিছু শুনিনি তবে এটুকু বলতে পারি যে লিমুজিনে চেপে উনি এসেছিলেন সেটা রুশ সামরিক দপ্তরের।'

'তার মানে তুমি আমার চিন্তা বাড়ালে' মনু সারিন জানালেন, 'যাক' কর্ড ডিলনের খবর কি?'

'খবর আছে,' কার্মা বলল, 'আজ সন্ধ্যেবেলা উনি তো হেলেনিকে সঙ্গে নিয়ে মারস্কি হোটেলের একটা স্যুট ভাড়া নিয়েছেন। আপনি সেই সময় হোটেল কালাস্টাজাটোরপায় ব্রিটিশ হেলিকপ্টারের পাইলটকে জেরা করছিলেন।'

'কর্ড ডিলন আর জায়গা পেলেন না?' মনু আক্ষেপের সুরে বলে উঠলেন, 'এত জায়গা থাকতে শেষকালে মারস্কিতে উঠলেন হেলেনিকে সঙ্গে নিয়ে? ওখানে তো নিউম্যানও উঠেছে শুনলাম। বাঃ, কি চমৎকার পরিস্থিতি। আমরা এদিকে প্রোকেনকে যখন খুঁজে বেড়াচ্ছি, ঠিক তখনই দ্যাখোগে নিউম্যান তাঁর কামরায় বসে টাইপ রাইটারে কাগজ চড়িয়েছেন এক মুখরোচক কেচ্ছা লিখবেন বলে যার শিরোনামা অবশ্যই হবে কর্ড আর হেলেনির অবৈধ প্রণয়। আমার রাতের ঘুমের দফারফা করার মতো আর কোনও দুঃসংবাদ নেই তোমার ভাঁড়ারে?'

'থাকবে না কেন,' কার্মা মুখ টিপে হাসল, 'টুইড হেসপারিয়া হোটেল থেকে পালিয়ে-ছেন, কোথায় গেছেন তা যাবার আগে কাউকে জানাননি। যতদূর মনে হয় আপনি যখন ঐ হেলিকপ্টার পাইলটকে জেরা করছিলেন সেই সময়েই…'

'থাক, আর বলতে হবে না!' মনু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'এসব যে ঐ টুইডেরই কারসাজি তা এবার বুঝতে পারছি। আমাকে অন্য দিকে ব্যস্ত রেখে কখনও

নিজে হোটেল থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন আবার কখনও নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছেন। তোমাদের অল্প বয়স, এখনও সময় আছে, দেখে শেখো তোমরা। টুইডের পায়ের কাছে বসে গুপ্তচর কিভাবে হতে হয় তোমাদের তা শেখা দরকার? যাক হাতে বোধ হয় এখনও সময় আছে, এসো দুজনে এক্ষণি বেরিয়ে পড়ি ...'

টুর্কুর দিকে যে চওড়া সড়ক চলে গেছে তারই ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে রূপোলী রংয়ের একটি সিট্রোয়েন, ভেতরে চালকের আসনে বসে আছে বাটলার, তার পাশে হাঁড়িপানা মুখ করে বসে টুইড, পেছনের সিটে পাশাপাশি বসে নিল্ড আর ইনগ্রিড। ক্যাপ্টেন ওলাফ প্রির দেয়া টুর্কুর মানচিত্রটি কোলের ওপর রেখে তাতে চোখ বোলাচ্ছেন টুইড।

'তাড়াতাড়ি বাঁয়ে মোড় নাও, বাটলার,' টুইড অনেকক্ষণ পরে নীরবতা ভাঙলেন, 'স্পীড কিছুটা কমাও নয়তো পথঘাট কিছুই আমার চোখে পড়ছে না।'

'ফার্গুসন আর নিল্ড ওদের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে দৌড়েছিল। আপনি কি মনে করেন তাতে কাজ হয়েছে?' গাড়ি চালাতে চালাতে জানতে চাইল বাটলার।

'মনু সারিনকে অত গবেট ভেবো না, বাটলার,' টুইড জবাব দিলেন, 'প্রতিপক্ষকে কখনোই ছোট করে ভাবতে নেই এ শিক্ষা বহুকাল আগে পেয়েছো, বাছা। আমি কি করতে চলেছি তা আঁচ করতে ওঁর মতো ঝানু লোকের বেশী দেরী হয় না।'

'টুইডের খবর পেয়েছি,' গাড়ি চালাতে চালাতে মনু সারিন ঘাড় ফিরিয়ে কার্মাকে বললেন 'রূপোলী রংয়ের একটা সিট্রোয়েনে চেপে ওঁকে টুর্কুর দিকে রওনা হতে দেখা গেছে।'

'তাহলে আমাদের স্পীড কিছুটা বাড়াতে হবে মনে হচ্ছে,' কার্মা মন্তব্য করল।

'গোয়েন্দা পুলিশের বড়কর্তা হিসেবে আমি স্পীড বাড়াতে পারি,' মনু বললেন, 'কিন্তু টুইড পুলিশের ঝামেলার ভয়ে সে-ঝুঁকি নিতে চাইবেন না। দেখা যাক, এই সুবিধা কাজে লাগিয়ে আমরা ওঁকে ধরে ফেলতে পারি কি না।' কথা শেষ করেই মনু গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিলেন।

'পেয়ে গেছি!' আধঘণ্টা বাদে মনু উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন, 'সামনের দিকে তাকাও কার্মা, ঐ তো রূপোলী সিট্রোয়েনা, দেখেছো?'

'দেখেছি। কার্মা নিস্পৃহ গলায় বলল, 'এবার তাহলে আপনি স্পীড কমান, আমার বুকের ভেতরটা অনেকক্ষণ ধরে ধড়ফড় করছে!'

স্পীড কমালেন না মনু, সবেগে এগিয়ে এসে সামনের রূপোলী সিট্রোয়েনটির রাস্তা

আটকে দিলেন। কার্মা স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরতেই মনু সারিন দরজা খুলে নেমে পড়লেন, আইডেণ্টিটি ফোল্ডার বের করে সামনের গাড়ির চালকের পাশে এসে উঁকি দিলেন ভেতরে। কোথায় টুইড? ভেতরে একজন যুবতী সমেত তিনজন অল্পবয়সী যুবক বসে আছে, যারা নিঃসন্দেহে টুইডের সহকারী। তিনি পিছু নিয়েছেন আঁচ করতে পেরে ঐ ধুরন্ধর প্রৌঢ় গুপ্তচর যে মাঝপথে কোথাও নেমে পড়েছেন সে সম্পর্কেও নিশ্চিত হলেন মনু সারিন।

'আমার পরিচয় এখানে লেখা আছে, ভালো করে দেখে নিন,' আইডেণ্টিটি ফোল্ডার খানা নিল্ডের চোখের সামনে তুলে ধরলেন মনু, 'কিন্তু আপনাদের দিয়ে আমার দরকার নেই।'

'দরকার নেই তো পথ আটকেছেন কেন?' নিল্ড পাল্টা প্রশ্ন করল।

'সেই পালের গোদা কোথায়, আপনাদের গুরুঠাকুর?' বলেই নিজের ভাষা সংযত করলেন মনু, 'আমি মিঃ টুইডের কথা বলছি…'

'উনি তো হেলসিংকিতে হেসপারিয়া হোটেলে উঠেছেন শুনেছিলাম,' নিল্ডের পাশ থেকে ইনগ্রিড এবার জবাব দিল।

'বুঝতে পেরেছি,' মনু আবার প্রশ্ন করলেন, 'তা আপনারা সবাই এদিকে কোথায় চলেছেন?'

'আমরা দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে টুর্কু যাব বলে রওনা হয়েছি,' নিল্ড সাফাই দিতে বলে উঠল।

'টুর্কু! কিন্তু এ-পথটা যে সোজা এয়ারপোর্টের গিয়ে শেষ হয়েছে!'

'বোধ হয় আমরাই ভুল পথে চলেছি,' নিল্ড বলল, 'আচ্ছা আমরা এবার তাহলে যাই টিকটিকি মশাই। আশা করি এখনও পর্যন্ত কোনও আইনভঙ্গ করিনি…'

'না, তা করেননি,' ভেতরের সব বিরক্তি ভেতরে চেপে রেখে মনু জবাব দিলে, 'আপনারা এবার নির্ভাবনায় যে চুলোয় যাচ্ছিলেন সেখানে যেতে পারেন!' আরও একবার তিনি টুইডকে নাগালের মধ্যে পেয়েও ধরতে পারলেন না। এই আক্ষেপ করতে করতে নিজের গাড়িতে এসে উঠলেন মনু, কার্মাকে সরিয়ে আবার স্টিয়ারিং হুইলের দায়িত্ব নিজেই নিলেন তিনি। যাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন মনু সেই টুইড তখন মাছধরা জাহাজ সারেমাতে উঠে পড়েছেন, ক্যাপ্টেন ওলাফ প্রির নিজের কেবিনে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি। টুইডকে ধরতে না পেরে মনু ধরেই নিয়েছিলেন যে আরল্যাণ্ডা এয়ারপোর্টে গেলেই তাঁর খোঁজ পাওয়া যাবে, আর তিনি এও ভাবলেন আগের দিন যে অ্যালুয়েট হেলিকপ্টারটি কালাস্টামাটোরপা হোটেলে নেমেছিল টুর্কু যাবার পথে ট্যাংকে তেল ভরতে সেটা নিশ্চয়ই হেলসিংকি এয়ারপোর্টে নেমেছে, সেই হেলিকপ্টারে চেপে টুইডের অন্য কোথাও পালানোও অসম্ভব নয়। এসব ভেবে মনু সদলবলে এসে হাজির হলেন হেলসিংকি এয়ারপোর্টে। সেখানে এসে জানতে পারলেন অ্যালুয়েট

হেলিকপ্টারটি ট্যাংকে তেল ভরে আকাশপথে পাড়ি দিয়েছে আরল্যাণ্ডার দিকে। এয়ারপোর্টের কর্মচারীদের প্রশ্ন করে মনু এও জানতে পারলেন যে ঐ হেলিকপ্টারে কোন মাঝবয়সী প্রৌঢ় ছিল না। এই উত্তর শুনে মনু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তখনকার মতো, টুইড যে ঐ হেলিকপ্টারে ওঠেননি এ-সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন তিনি।

'টুইডের কোনও খোঁজ পেলেন?' ফিরে এসে গাড়িতে বসার সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল কার্মা।

'চুলোয় যান টুইড আর বব নিউম্যান।' জবাব দিলেন মনু সারিন, 'এখন আমায় যে করেই হোক বাড়ি ফিরতেই হবে। এরপরে আমার গিন্নী আমায় ঠিক ডিভোর্স করবে!'

মনু সারিন জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন এটা আন্দাজ করতে পেরেই টুইড যে আগে থেকেই এয়ারপোর্টে কর্মীদের মধ্যে কয়েকজনকে শিখিয়ে রেখেছিলেন তা জানতেও পারলেন না মনু সারিন। শুধু টুইড একাই নয়, তাঁর বাকি চারজন সহকর্মী ফার্গুসন, নিল্ড, বাটলার আর ইনগ্রিড, সবাই যে একসঙ্গে সেই হেলিকপ্টারে চেপে যাত্রা করেছিল আরল্যাণ্ডার দিকে তাও মনুর জানা হলো না। আরল্যাণ্ডায় নেমে ফার্গুসন, নিল্ড আর বাটলারকে সোজা গ্র্যাণ্ড হোটেলে যাবার নির্দেশ দিলেন টুইড, তার আগে তাদের সামান্য কিছু মেকাপও নিতে বললেন। তারপরে ইনগ্রিডের মুখোমুখি কফির কাপ নিয়ে বসলেন তিনি। কফি শেষ হতে একটা মোটা খাম টুইড তুলে দিলেন ইনগ্রিডের হাতে।

'এটা কি?' ইনগ্রিড জানতে চাইল।

'তোমার পারিশ্রমিক। ইনগ্রিড তুমি যা করেছো তার তুলনা হয় না, আমি তোমাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'

'টুইড', খামটা ব্যাগে পুরে ইনগ্রিড বলল, 'আপনি আমায় লণ্ডনে আপনার অফিসে কাজ করার সুযোগ দিচ্ছেন না কেন?'

'কারণ তুমি কেরাণীর কাজ করার জন্য জন্মাওনি', টুইড বললেন, 'ও কাজটা মণিকা একাই সামাল দিতে পারবে। তাছাড়া আমার অফিসে তোমাকে দেবার মতো কোনও চাকরী এই মুহূর্তে খালি নেই, ভবিষ্যতে যদি খালি হয় আর তখনও যদি আমি এই পদে বহাল থাকি তাহলেও তোমায় আমি নেব না।'

'তাহলে আপনার সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হবে না?'

'ও কথা বলছো কেন', টুইড বললেন, 'আবার যখন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় আসব তখনই দেখা হবে।'

'সেদিন কবে আসবে?'

'এখন তো বলতে পারছি না,' টুইড বললেন, 'তবে টেলিফোনে আগের মতোই তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ বজায় থাকবে। তুমি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় আমাদের স্থায়ী

প্রতিনিধি তা ভুলে যাচ্ছো কেন ? আমার প্লেন ছাড়বে এক্ষণি, কাজেই আর দেরী করলে আমার চলবে না। তোমায় আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

কথা শেষ করে টুইড আর সত্যিই বসলেন না। স্যুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে এগিয়ে গেলেন রানওয়ের দিকে, পেছন ফিরে একবারও তাকালেন না। টুইডের প্লেন যতক্ষণ না আকাশে ডানা মেলল ততক্ষণ পর্যন্ত খালি দুটো কফির কাপ সামনে নিয়ে চুপ করে বসে রইল ইনগ্রিড।

মারস্কি হোটেল থেকে নিউম্যানকে গাড়িতে তুলে নিলেন মনু সারিন যথাসময়, ভান্টা এয়ারপোর্টের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'ওয়েল পার্কের ঠিক নীচেই জলের ভেতর থেকে পলুচাকিন নামে জনৈক রুশ যুবকের মৃতদেহ পুলিশ আবিষ্কার করেছে গুলিতে তার মাথা আর বুক ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। আপনি ওয়েল পার্ক চেনেন তো, বব ?'

'হ্যাঁ', নিউম্যান শক্ত গলায় জবাব দিল. 'ঐ পার্কে আমি নিজে পায়চারী করেছি।'

ভান্টা এয়ারপোর্টে ফিনিশ এয়ারওয়েজের একটি প্লেন অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিল, মনু সারিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিউম্যান সেই প্লেনে চাপল, জানালার ধারে একটি সিটে বসল সে। প্লেন মাটি থেকে উড়ে আকাশে ডানা মেলল, জানালা দিয়ে নীচের মাঠ, ঘাট আর জলাজঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রবার্ট নিউম্যান নিজের মনে বলে উঠল, একদিন আমি ফিরে আসব এ দেশে।

রবার্ট নিউম্যান রওনা হবার পরদিন স্টিলমার, কর্ড ডিলন আর হেলেনিও হেলসিংকি থেকে চলে এলেন লণ্ডনে। লণ্ডনে পৌঁছোবার পরে টুইডের সঙ্গে দেখা করলেন কর্ড ডিলন, টুইডের নির্দেশমতো উইসবেক অঞ্চলে একটি পুরোনো গুদামে চলে এলেন তিনি, টুইড সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

'ভেতরে আসুন, কর্ড,' টুইড কর্ড ডিলনকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে এগোতে এগোতে বললেন, 'আসুন, অ্যাডাম প্রোকেনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই, উনিও আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

সেই পুরোনো গুদামের ভেতরে কার্পেট মোড়া একটি ঘরের ভেতরে কর্ড ডিলনকে নিয়ে এলেন টুইড। সামনে টেবিলের ওপর রাখা মাঝারী আকারের একটি টেপ রেকর্ডার, ঘরের সবকটি জানলায় ঘষাকাঁচ লাগানো। টেবিলের ওপাশে রোগা অথচ স্বাস্থ্যবান চেহারার মাঝবয়সী একটি অচেনা লোককে বসে থাকতে দেখলেন কর্ড ডিলন, ঠিক সেইসময় স্টিলমারও এসে হাজির হলেন সেখানে। লোকটির চাহনী খুবই বুদ্ধিদীপ্ত।

'যাক, আপনিও এসেছেন তাহলে', টুইড বললেন, 'ভালোই হলো, মিঃ ডিলন, মিঃ

স্টিলমার, 'টেবিলের ওপাশে যাঁকে দেখছেন তিনিই হলেন অ্যাডাম প্রোকেন। এর আসল নাম কিন্তু আলাদা, আর তা নিশ্চয়ই আপনাদের অজানা নয়।'

টুইডের কথা শেষ হতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কর্ণেল আন্দ্রেই কার্লভ, স্টিলমার আর বর্ড ডিলনের সঙ্গে করমর্দন করলেন তিনি।

'তার মানে?' স্টিলমার অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি কর্ণেল আন্দ্রেই কার্লভ তো ফিনল্যাণ্ডে গ্রুর কম্যাণ্ডার বলেই এতদিন জানতাম। আপনি অ্যাডাম প্রোকেন হলেন কি করে? টুইড, দয়া করে ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বলবেন?'

'বুঝিয়ে বলতে কোনও বাধা নেই', টুইড বিজয়ীর হাসি হাসলেন, 'কিন্তু তাহলে আপনাকে এখুনি একবার কষ্ট করে আমার অফিসে আসতে হবে, একগাদা জরুরী কাজ ফেলে আমি এখানে ছুটে এসেছি শুধু আপনাদের দুজনের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দেব বলে।'

'বেশ তো', 'স্টিলমার বললেন, 'তাই চলুন।'

'আমি যে পেশায় একজন গুপ্তচর তা আশাকরি আপনাকে নতুন করে বলার দরকার হবে না, পার্ক ক্রিসেন্টের নিজের অফিস-ঘরে বসে টুইড স্টিলমারকে বোঝাতে লাগলেন, 'সেই কাজের সূত্রে অন্যান্য সব দেশের গুপ্তচর সংগঠনের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রাখতে হয় এমনকি শত্রু দেশগুলোর সঙ্গেও। মাস ছয়েক আগে রুশ গুপ্তচর সংগঠন কেজিবি-র মাধ্যমে কর্ণেল আন্দ্রেই কার্লভের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ হয়, কার্লভ আমায় বলেন যে তিনি বৃটেনে বা আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় চান। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম কার্লভ শুধু একজন প্রতিভাধর যুদ্ধবিদই নন ভবিষ্যতে সত্যিই যদি কখনও সোভিয়েত ইউনিয়ন স্টার ওয়ার বা নক্ষত্রযুদ্ধ শুরু করে, তখন সে যুদ্ধের পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব রুশ পলিটব্যুরো থেকে পড়বে ওঁর ওপর। এও জানতে পারলাম যে কার্লভকে মস্কো থেকে এস্তোনিয়ায় বদলি করেছেন বরিস লাইসেংকো নামে স্তালিন জমানার এক বুড়ো জেনারেল, কেজিবি-র সহায়ক সংগঠন গ্রুর আঞ্চলিক কম্যাণ্ডার পদে উনি বসিয়েছেন তাঁকে। লাইসেংকোর আচার-ব্যবহার কার্লভের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তাছাড়া গ্রুর দায়িত্ব কাঁধে নেবার চাইতে উনি যুদ্ধ সংক্রান্ত গবেষণার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে আগ্রহী ছিলেন।'

'এ সব বিবেচনা করেই আপনি ওঁকে রুশ মুলুক থেকে পশ্চিমী দুনিয়ায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন?' মণিকা প্রশ্ন করল।

'ঠিক বলেছো', টুইড বললেন, 'আর তাই অনেক মাথা খাটিয়ে অ্যাডাম প্রোকেন নামে একটা কাল্পনিক চরিত্র তৈরী করলাম। বাস্তবে ঐ নামে কিন্তু কোনও লোক নেই, অন্ততঃ আমার পরিচয়ের পরিধির মধ্যে নেই। তারপরে রটিয়ে দিলাম যে অ্যাডাম প্রোকেন একজন উঁচুদরের মার্কিন কূটনীতিবিদ্—প্রেসিডেন্ট রেগনের ডানহাত, তিনি

এখন সোভিয়েত ইউনিয়নে রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে চাইছেন। প্যারিস, ফ্রাঙ্কফুর্ট, জেনেভা, ব্রাসেলস এসব জায়গায় আমাদের যারা প্রতিনিধি আছে তারাও গুজব রটিয়ে দিল যে অ্যাডাম প্রোকেন ফিনল্যাণ্ডের সীমানা পেরিয়ে পায়ে হেঁটে সোভিয়েত ইউনিয়নে ঢুকবেন। জেনারেল লাইসেংকো নিজে মাথামোটা লোক, তাই প্রোকেনকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার যাবতীয় দায়িত্ব উনি দিয়ে দিলেন কার্লভকে। পুরো ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব গোপন রেখেছিলাম কিন্তু মাঝখান থেকে নিউম্যানের বৌ আলেক্সি বুভেং কিভাবে যেন আমার মতলব আঁচ করে ফেলল। লাইসেংকো ওকে খুন না করলে খবরটা আর গোপন থাকত না, তবু আলেক্সির অকাল মৃত্যুর জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।'

'কিন্তু আপনি ইমাত্রায় গেলেন কেন?' মণিকা আবার জানতে চাইল।

'কারণ একটাই', টুইড জবাব দিলেন, 'হেলসিংকি থেকে লাইসেংকোর নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে, এবং এই উদ্দেশ্যেই কালাস্টাজাটোরপা হোটেলে মেডিক্যাল কংগ্রেসের আয়োজন করেছিলাম।'

'আর কর্ড ডিলন যে হেলেনি স্টিলমারের সঙ্গে লুকিয়ে প্রেম করছিলেন সেটা?'

'হেলেনির স্বামী এখানে দাঁড়িয়ে আছেন', স্টিলমারের দিকে ইঙ্গিত করে টুইড বললেন, ওঁর অনুমতি নিয়েই ওঁর স্ত্রী হেলেনির সঙ্গে কর্ড ডিলনকে প্রেমের অভিনয় করতে বলেছিলাম।'

'তাহলে শেষ পর্যন্ত আপনিই জিতলেন.' মণিকা বলল, 'আমার দুঃখ হচ্ছে শুধু বেচারা বব নিউম্যানের জন্য, ওর সঙ্গে হয়তো আর কখনও আমাদের দেখা হবে না, তাই না?'

'হয়তো তাই', টুইড আনমনে জবাব দিলেন, 'আমাদের পেশায় ভাবাবেগের কোনও স্থান নেই তাই ঐ হতভাগ্যের কথা না ভাবাই ভালো, একটাই শুধু সান্ত্বনা যে নিউম্যান তার বৌয়ের খুনের বদলা নিতে পেরেছে।'

'আপনার জন্য সুখবর আছে, টুইড', মণিকা হেসে বলল, 'হাওয়ার্ড অবসর নিচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী মিসেস থ্যাচার ওঁর জায়গায় আপনাকেই বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

'যদি আমি ঐ সিদ্ধান্ত মেনে নিই, তাহলেই.' টুইড বললেন, 'নইলে নয়।'

'তার মানে?' মণিকা অবাক হলো, 'আপনি প্রোমোশন নেবেন না?'

'মণিকা, নিজেকে দুনিয়ার একজন সেরা গুপ্তচর ভেবে আমি গর্ব অনুভব করি ঠিকই', টুইড বললেন, 'ভাবাবেগ বিসর্জন দিলেও মানুষ হিসেবে আমার ভেতরের বিবেককে তো এখনও বিসর্জন দিতে পারিনি। এই অ্যাডাম প্রোকেনের পরিকল্পনাকে কাজে রূপ দিতে আশেপাশে যারা আছে তাদের সবার সঙ্গে একেকসময় এমন ছলচাতুরী করতে হয়েছে যেজন্য আমি হাওয়ার্ডের চেয়ারে সত্যিই বসব কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

হর্নবার্গ, মনু সারিন, চারভেট, লাইসেংকো, বব নিউম্যান, এমন কি তোমার সঙ্গে পর্যন্ত আমায় প্রতারণা করতে হয়েছে। সব কিছু ভালোয় ভালোয় মিটে যাবার পরে নিজের ওপরে এখন আমার ঘেন্না হচ্ছে।'

'যাঁদের কথা বললেন তাঁরা কেউই আসল ঘটনা কি তা জানতে পারবেন না,' মণিকা বলল, 'এমন কি কর্ণেল কার্লভ নিজেও জানবেন না। প্ল্যাস্টিক সার্জারি করে চেহারা পুরো পাল্টে দেবার পরে ওঁর যে নতুন নামকরণ হবে কার্লভ কি তা জানেন?'

'হয়তো জানেন,' নিরাসক্ত গলায় টুইড জবাব দিলেন, 'অথবা জানেন না।'

'আপনার একটা নতুন স্যুট দরকার।'

'আমি জানি', বলে কামরা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন টুইড।